বিহারীলালের কাব্য-সংগ্রহ

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫০

মূল্য ৭।।০ আনা

গ্রন্থ-সূচী

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

কবি বিহারীলাল

(সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা)

বিহারীলালের পূর্ব্ব-পুরুষগণ হুগলী-অঞ্চলে বাস করিতেন। এদেশে ইংরাজ-আধিপত্যের আরম্ভ-কালে তাঁহারা কলিকাতার উত্তরাংশে আসিয়া বাস-স্থাপন করেন। তাঁহাদের বংশগত উপাধি—চট্টোপাধ্যায়। কোন্ সময় হইতে তাঁহারা চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে চক্রবর্ত্তী উপাধি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না।

বিহারীলালের পিতার নাম—দীননাথ চক্রবর্ত্তী। দীননাথ নিমতলা ষ্ট্রীট-স্থিত অক্ষয় দত্তের লেনে যে বাস-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই বাস-ভবনেই ১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ কবি বিহারীলালের জন্ম হয়। এই বাটীর নম্বর ছিল পাঁচ। এই বাটীর অপর পার্শ্ব দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, কবির মৃত্যুর পরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় তাহার নাম হইয়াছে—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট। কবির বাটীর ঠিকানা এখন ২নং বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট।

বিহারীলালের বয়স যখন চারি বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। মাতার মধুর স্মৃতি তিনি তাঁহার 'সাধের আসন' কাব্য-গ্রন্থের 'নিশীথে' নামক কবিতায় অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 'সাধের আসনে'র প্রথমাংশ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১২৯৫ ও ৯৬ সালের 'মালঞ্চ' নামক মাসিকপত্রে।

বিহারীলাল পিতার একমাত্র সন্তান। শিশুকালে মাতৃহীন হইলেও পিতার ও পিতামহীর অত্যধিক আদর-যত্নে তিনি মাতার অভাব-কষ্ট তেমন বুঝিতে পারেন নাই। প্রায় নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীতেই লেখা-পড়া করিয়াছিলেন। পাঠশালায় তাঁহাকে কখনও যাইতে হয় নাই। ইহার পর প্রায় ছয় বৎসর কাল তিনি তখনকার 'জেনারেল এসেমব্লিজ্-ইনষ্টিটিউশনে' এবং তাহার পর প্রায় চারি বৎসর কাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাঁধা-ধরা শিক্ষা-প্রণালী তাঁহার তেমন ভাল লাগিত না। এইজন্য পরে পণ্ডিত রাখিয়া বাড়ীতে তিনি সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণ পড়িবার ব্যবস্থা করেন। কাশ্মীরের স্বনামধন্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা তাঁহার গৃহ-শিক্ষকগণের অন্যতম ছিলেন।

বিহারীলাল বাল্মীকির রামায়ণের পরম ভক্ত ছিলেন এবং রামায়ণকেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া মনে করিতেন। কালিদাস ও ভবভূতির কাব্যাবলীও তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল।

তাঁহার অনেক কবিতারই শিরোদেশে তিনি এই সব কবির কাব্য হইতে দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি বেশ ব্যুৎপত্তি-লাভ করিয়াছিলেন। কলেজের অনেক ছাত্রই তাঁহার নিকট 'রঘুবংশ,' 'শকুন্তলা' প্রভৃতি পাঠ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে আসিত। তাঁহার অধ্যাপনা-গুণে সকলেই মুগ্ধ হইত।

ইংরাজী সাহিত্যও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং এই বন্ধুত্ব কবির মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কৃষ্ণকমলবাবুর সঙ্গে ও সাহায্যে তিনি বায়রণ, সেক্সপীয়র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবির বহু গ্রন্থই ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলবাবু বলিতেন যে, বিহারীলালের ধীশক্তি অসামান্য ছিল—অনায়াসেই তিনি সকল প্রকার কাব্যের ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই স্থানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, পাঁচালী এবং কবির গানেও তাঁহার আশৈশব প্রীতি ছিল। সে যুগের প্রকাশিত অধিকাংশ বাঙ্গালা পুস্তকই তিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। এবং বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিও তাঁহার পরম অনুরাগ ছিল।

তাঁহার স্বাস্থ্য বাল্যকাল হইতেই ভাল ছিল। সন্তরণ-পটুতায় তাঁহার সহচরগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। শক্তি ও সাহস—এ দুই-ই তাঁহার যথেষ্ট ছিল। প্রায় পনেরো বৎসর বয়সে তিনি ঠাকুরমার সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া পুরী গমন করেন। সেই সময়ে তাঁহার সমুদ্র-দর্শনের ফল আমরা তাঁহার 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্যের 'সমুদ্র-দর্শন' শীর্ষক কবিতায় দেখিতে পাই।

উনিশ বৎসর বয়সে বিহারীলালের বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের চারি বৎসর পরেই তাঁহার স্ত্রী এক মৃত সন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার কিছুকাল পরে বিহারীলালের পিতা পুত্রের পুনরায় বিবাহ দেন। এই পত্নীর নাম—কাদম্বিনী দেবী। ইনি বহুবাজার-নিবাসী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা। এই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সুরূপা স্ত্রী-লাভ বিহারীলালের জীবনকে সুখময় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সুখপূর্ণ দাম্পত্য-জীবনের ছায়া তাঁহার অনেক কবিতার মধ্যে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

প্রায় তেইশ বৎসর বয়সে তিনি 'স্বপ্ন-দর্শন' নামে গদ্য পুস্তিকা ও 'বন্ধু-বিয়োগ' নামে একখানি কবিতা পুস্তক রচনা করেন। ১৭৮০ শকাব্দের আষাঢ় মাসের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' তাঁহার 'স্বপ্ন-দর্শনে'র ও তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণকমলের 'দুরাকাঙ্ক্ষার বৃথা ভ্রমণে'র সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। প্রায় এই সময়ে বিহারীলাল 'অবোধ বন্ধু' নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদক হন। এই মাসিকপত্রে তাঁহার 'প্রেম-প্রবাহিণী' ও 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য-দ্বয়ের কবিতাগুলি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর ১২৭৭ সালে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কাব্য 'সারদা-মঙ্গলে'র রচনা আরম্ভ হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় উহা পড়িয়া থাকে; ১২৮১ সালে 'আর্য্যদর্শন' মাসিকপত্রে উহা তদবস্থাতেই প্রকাশিত হয়। ১২৮৬ সালে উহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল; ১৩০৭ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছিল। বিহারী-লালের মৃত্যুতে 'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ' নামক মাসিকপত্রে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, তাহার একস্থানে আছে,—"সারদা-মঙ্গল বুঝিতে বিস্তৃত প্রাণ চাই। 'সারদা-মঙ্গল' কবি ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না। এইজন্য বলিতে হয়, বিহারীলাল কবির কবি।"

উক্ত প্রবন্ধ হইতে বিহারীলাল-সম্বন্ধে আরও একটি জ্ঞাতব্য কথা এস্থলে আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—"সাধারণ্যে কবিতা-প্রচারে তাঁহার বড় একটা লালসা ছিল না। অনেক অপ্রকাশিত কবিতা যদিচ কবির প্রকাশ করিবার ছিল ; তথাপি কবি প্রাণান্তে হ-জ-ব-র-ল করিয়া তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিতেন না। কবি স্পষ্ট বলিতেন—কবির কবিতার প্রাণ অনেক সময় থাকে না, সব সময় আসেও না ; সুতরাং যে প্রাণে লেখা হইয়াছে, সেই প্রাণে আর একবার না দেখিয়া কিছু প্রচার করা কবির কর্ত্তব্য নয়। এক সময় কোন লেখক কোন বাঙ্গালা মাসিকপত্রিকার জন্য স্বর্গীয় কবির নিকট তাঁহার অপ্রকাশিত কবিতাবলীর একটি মাত্র কবিতা চাহিয়াছিল, কিন্তু কবি তাহা প্রদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, লেখককে কবি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বারংবার কবি এ জন্য লেখক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শেষে স্পষ্ট বলেন—তুমি আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র বটে, কিন্তু আমার কবিতা তোমার অপেক্ষা—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহের ; এমন অন্যায় অনুরোধ আমাকে আর করিও না।"

দার্শনিক কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিহারীলালের 'সঙ্গীত শতক' পাঠে মুগ্ধ হন এবং তাঁহার সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলাপ করেন। তাঁহাদের এই আলাপ ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তাঁহারা পরস্পরে আলাপ-আলোচনায় যখন প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাহাতে উভয়েই এমনই মগ্ন হইয়া যাইতেন যে কাহারও সময়ের জ্ঞান থাকিত না। তাঁহাদের প্রাণ-খোলা উচ্চ হাস্য অনেক সময়েই প্রতিবেশিগণকে সচকিত করিয়া তুলিত। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিতেন—"বিহারীলালের হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা থাকিত ; তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড় কবি ছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ তখন যুবক। তিনিও সেই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত বিহারীলালের বাটীতে প্রায়ই যাইতেন। বিহারীলালকে তিনি যে শুধু শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা নহে ; মনে মনে তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করিয়াছিলেন। বিহারীলালের মৃত্যুর পর ১৩০১ সালের 'সাধনা' পত্রিকায় তিনি 'বিহারীলাল' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিহারীলালের নিকট তাঁহার ঋণ-স্বীকারের কথা অকপটে উল্লিখিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সমালোচনা-সংগ্রহ' নামক পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের ঐ উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সে সময়ে আরও যে সব উদীয়মান কবি ও লেখক সাহিত্য-বিষয়ক উপদেশ-গ্রহণের জন্য বিহারীলালের নিকট বেশী যাওয়া-আসা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায়, অধরলাল সেন, প্রিয়নাথ সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ বসু ও রসময় লাহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিহারীলালের ভক্ত ও শিষ্যগণের মধ্যে অক্ষয়কুমারের উপরই তাঁহার প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হয়। অক্ষয়কুমারও তাঁহাকে গুরু বলিতে গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন,—বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' প্রকাশিত হইবার পর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রসিদ্ধ কাব্য 'মহিলা' রচিত হয়। তখনকার কালের বিখ্যাত সমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'এডুকেশন গেজেটে' 'বঙ্গসুন্দরী'র যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেই সমালোচনার ইঙ্গিতেই 'মহিলা'র জন্ম।

বিহারীলালের মনে যেমন যশের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তেমনি অখ্যাতির আশঙ্কাও ছিল না। যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই নিঃসঙ্কোচে করিতেন। তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র ও উন্নত ছিল। কৃষ্ণকমলবাবু বলিয়া গিয়াছেন,—"বিহারীর স্বভাব-চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। আমি যতদিন দেখিয়াছি, এরূপ সচ্চরিত্র, সদাশয়, নির্ম্মল স্বভাব ব্যক্তি আমি দেখি নাই। তজ্জন্য আমি যে তাঁহাকে কতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম, তাহা বাক্‌পথাতীত।" (পুরাতন প্রসঙ্গ)।

এই 'কাব্য-সংগ্রহে'র মধ্যে বিহারীলালের যে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পেন্সিলে আঁকা ছবি হইতে গৃহীত। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে উহা অঙ্কিত হইয়াছিল। উহা ছাড়া বিহারীলালের আর দ্বিতীয় চিত্র নাই। এই ছবি দেখিলেও অনেকটা বুঝা যায়, বিহারীলালের প্রকৃতির সহিত তাঁহার আকৃতির কিরূপ সামঞ্জস্য ছিল। ১৩২১ সালের 'সাহিত্য-সংহিতা'য় স্বর্গত রসময় লাহা মহাশয় "ঋষি কবি বিহারীলাল" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে ঠিকই লিখিয়া গিয়াছেন,—"বিহারীলালের আকৃতিও তাঁহার স্বভাবানুযায়ী ছিল; দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, উন্নত ললাট, প্রশস্ত বক্ষ—পথে যখন চলিতেন, কাহারও উপর দৃক্‌পাত করিতেন না—অথচ বেশভূষার কোনও পারিপাট্য ছিল না—থানকাড়া কাপড়, মোটা চাদর, হাতকাটা বেনিয়ন, চটি জুতা ও হাতে একগাছি মোটা লাঠি। কোনও দিকে তাঁহার বিলাসিতা ছিল না।"

বিহারীলালের ছয় পুত্র ও ছয় কন্যা;—ইঁহাদের সকলকেই তিনি সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। গৃহ-সুখে তিনি চিরসুখী ছিলেন।

বাল্যকাল হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিহারীলালের স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। তারপর বহুমূত্র রোগের সূত্রপাত হয়। এবং এই রোগেই ৫৯ বৎসর বয়সে ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ বেলা ৯ ঘটিকা ৪৫ মিনিটের সময় তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার প্রিয় শিষ্য অক্ষয়কুমার বড়াল যে মর্ম্মস্পর্শী কবিতা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি;
তবু কাঁদ কাঁদ,—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

এসেছিল সুধু গাহিতে প্রভাতী,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি',
কুহরিল ধীরে ধীরে;

ঘুম-ঘোরে প্রাণী, ভাবি' স্বপ্ন-বাণী,
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে'।

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ,—
কি অতল হৃদি, কি অপার স্নেহ!
হা ধরণী, তুই কি অপরিমেয়,
কি কঠোর, কি কঠিন!
দেবতার আঁখি, কেন তোর লাগি'
রহে জাগি' নিশিদিন?

মৃত তোর ভক্ত, কাঁদ, মা জাহ্নবী,
মৃত তোর শিশু, কাঁদ, গো অটবী,
হে বঙ্গসুন্দরী, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর!
কোথায় সারদা—শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার।

কাঁদ, তুমি কাঁদ। জ্বলিছে শ্মশান,—
কত মুক্তা-ছত্র, কত পুণ্য গান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে!
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান্
ওই যায় লোকান্তরে।

(যাও, তবে যাও। বুঝিয়াছি স্থির,—
মানব-হৃদয় কতই গভীর;
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেম-পথ!)
দিলে বাণী-পদে লুটাইয়া শির,
দলি' পদে পর-মত।

বুঝায়েছ তুমি,—কত তুচ্ছ যশ;
(কবিতা চিন্ময়ী, চির সুধা-রস;
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী!

পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক্-দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী ।)

বুঝায়েছ তুমি,—কোথা সুখ মিলে—
আপনার হৃদে আপনি মরিলে ;
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্ম-পর ।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যে হেরিলে
পদে লুটে চরাচর ।

(বুঝায়েছ তুমি,—ছন্দের বিভবে,
কি আত্ম-বিস্তার কবিত্ব-সৌরভে ;
সুখদুঃখাতীত কি বাঁশরী-রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি' ।
ধন জন মান যার হয় হবে—
তুমি চির-স্বপ্নে জাগি' ।)

তাই হোক, হোক । অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির বাণীর চরণে—
রাজহংস-সম, চির কলস্বনে,
পক্ষ দুটী প্রসারিয়া ;
করুণাময়ীর করুণ নয়নে
চির স্নেহ-রস পিয়া ।

তাই হোক, হোক । চির কবি-সুখ
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক ।
জগতে থাকুক জগতের দুঃখ,
জগতের বিসংবাদ ;
পিপাসা মরুক, ভরসা বাড়ুক,
মিটুক কল্পনা-সাধ ।

তাই হোক, হোক । ও পবিত্র নামে
কাঁদুক ভাবুক নিত্য ধরাধামে

দেখুক প্রেমিক,—সুগভীর ধ্যানে,
স্বপনে জগৎ ঢাকি'
নামিছে অমরী, ওই সুর ধরি',
আঁচলে মুছিয়া আঁখি।

তাই হোক, হোক। নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল।
দুখ-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
কবি-জনমের হাহা!
লও, লও, গুরু, মরণ-সম্বল—
জীবনে খুঁজিলে যাহা!

বঙ্গসুন্দরী

বঙ্গসুন্দরী

প্রথম সর্গ

উপহার

"গাত্রেষু চন্দনরসো হৃদি শারদেন্দু-
রানন্দ এব হৃদয়ে।"

ভবভূতি

১

সর্ব্বদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
চারি দিকে ঝালাপালা,
উঃ কি অনন্ত জ্বালা !
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

২

লোক-মাঝে দেঁতো-হাসি হাসি,
বিরলে নয়ন-জলে ভাসি ;
রজনী নিস্তব্ধ হ'লে,
মাঠে শুয়ে দূর্ব্বাদলে,
ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি।

৩

শূন্যময় নির্জ্জন শ্মশান,
নিস্তব্ধ গম্ভীর গোরস্থান,
যখন যখন যাই,
একটু যেন তৃপ্তি পাই,
একটু যেন জুড়ায় পরাণ।

৪

সুদুর্ভর হৃদয় বহিয়ে,
কত যুগ রহিব বাঁচিয়ে!
অগ্নিভরা, বিষভরা,
রে রে স্বার্থ ভরা ধরা!
কত আরে থাকিবি ধরিয়ে?

৫

কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ,
যাই কোন এ হেন প্রদেশ,
যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,
প'ড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।

৬

গর্ব্বভরা অট্টালিকা যায়,
এবে সব গড়াগড়ি যায়:
বৃক্ষ লতা অগণন
ঘেরে কোরে আছে বন,
উপরে বিষাদ-বায়ু বায়।

৭

প্রবেশিতে যাহার ভিতরে,
ক্ষীণ প্রাণী নরে ত্রাসে মরে ;
যথায় শ্বাপদদল
করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লী সব ঝিঁঝিঁ রব করে।

৮

তথা তার মাঝে বাস করি,
ঘুমাইব দিবা বিভাবরী ;
আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষ-জন্তুকে যত ডরি।

৯

কভু ভাবি কোন ঝরণার,
উপলে বন্ধুর যার ধার ;
প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার ;—

১০

গিয়ে তার তীর-তরু-তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব-সম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।

১১

যে সময় কুরঙ্গিণীগণ,
সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে,
অশ্রুজল করিবে মোচন ;—

১২

সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে,
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
মৃত্যু-কালে মিত্র এলে,
লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে,
তেম্নিতর থাকিব চাহিয়ে।

১৩

কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যথা যেন গর্জ্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘসজ্ঞ ;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জ্জিয়া বেলারে।

১৪

সম্মুখেতে অসীম, অপার,
জলরাশি রয়েছে বিস্তার ;
উত্তাল তরঙ্গ সব,
ফেনপুঞ্জে ধবধব,
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার।

১৫

মহা বেগে বহিছে পবন,
যেন সিন্ধু সঙ্গে করে রণ ;
উভে উভ প্রতি ধায়,
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়,
পরস্পরে তুমুল তাড়ন।

১৬

সেই মহা রণ-রঙ্গস্থলে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে,
(বাতাসের হুহু রবে,
কান বেস ঠাণ্ডা রবে ;)
দেখিগে, শুনিগে, সে সকলে।

১৭

যে সময়ে পূর্ণ সুধাকর
ভূষিবেন নির্ম্মল অম্বর,
চন্দ্রিকা উজলি বেলা
বেড়াবেন ক'রে খেলা,
তরঙ্গের দোলার উপর ;

১৮

নিবেদিব তাঁহাদের কাছে.
মনে মোর যত খেদ আছে ;
শুনি, নাকি মিত্রবরে,
দুখের যে অংশী করে,
হাঁপ্ ছেড়ে প্রাণ তার বাঁচে।

১৯

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম ধাম সকল লুকাই ;
চাষীদের মাঝে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই ।

২০

প্রাত:কালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্‌ঝর্‌,
চারি দিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম ;
সুস্থ স্ফূর্ত্ত হবে কলেবর ।

২১

বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে শর্ব্বরী ।

২২

বরষার যে ঘোরা নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায় ;

২৩

সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,
নড়্‌বোড়ে পাতার কুটীরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছি নিদ্রাগত ;
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।

২৪

বৃথা হেন কত ভাবি মনে,
বিনোদিনী কল্পনার সনে ;
জুড়াইতে এ অনল,
মৃত্যু ভিন্ন অন্য জল
বুঝি আর নাই এ ভুবনে !

২৫

হায়রে সে মজার স্বপন,
কোথা উবে গিয়েছে এখন,
মোহিনী মায়ায় যার
সবে ছিল আপনার
যবে সবে-নূতন যৌবন।

২৬

ওহে যুবা সরল সুজন,
আছ বড় মজায় এখন ;
হয় হয় প্রায় ভোর,
ছোটে ছোটে ঘুম-ঘোর ;
উঠ এই করিতে ক্রন্দন।

২৭

কে তুমি? কে তুমি? কহ! হে পুরুষবর,
বিনির্গত-লোলজিহ্ব, উলট-অধর,
চক্ষু দুই রক্ত পর্ণ,
কালি-ঢালা রক্ত বর্ণ,
গলে দড়ি, শূন্যে ঝোলো, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর!

২৮

সদা যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিছ আমার,
এই দেখি, এই নাই, দেখি পুনর্ব্বার;
নিতে নিজ-আলিঙ্গনে
কেন ডাক ক্ষণে ক্ষণে,
সম্মুখেতে দুই বাহু করিয়া বিস্তার।

২৯

প্রিয়তম সখা সহৃদয়!
প্রভাতের অরুণ উদয়,
হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়।

৩০

আহা কিবে প্রসন্ন বদন!
তারা যেন জ্বলে দু নয়ন;
উদার হৃদয়াকাশে,
বুদ্ধি-বিভাকর ভাসে,
স্পষ্ট যেন করি দরশন।

৩১

অমায়িক তোমার অন্তর,
সুগম্ভীর সুধার সাগর ;
নির্ম্মল লহরীমালে,
প্রেমের প্রতিমা খেলে,
জলে যেন দোলে সুধাকর ।

৩২

সুধাময় প্রণয় তোমার,
জুড়াবার স্থান হে আমার ;
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলে পরে,
উলে যায় হৃদয়ের ভার ।

৩৩

যখন তোমার কাছে যাই,
যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই ;
অতুল আনন্দ ভরে
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই ।

৩৪

নূতন রসেতে রসে মন,
দেখি ফের নূতন স্বপন ;
পরিয়ে নূতন বেশ,
চরাচর সাজে বেশ,
সব হেরি মনের মতন ।

৩৫

ফিরে আসে সেই ছেলেবেলা,
হেসে খুসে করি খেলাদেলা,
আহ্লাদের সীমা নাই,
কাড়াকাড়ি ক'রে খাই,
ব্রজে যেন রাখালের মেলা।

৩৬

নিরিবিলে থাকিলে দু-জন,
কেমন খুলিয়া যায় মন;
ভোর্ হয়ে ব'সে রই,
অন্তরের কথা কই,
কত রসে হই নিমগন।

৩৭

আ! আমার তুমি না থাকিলে,
হৃদয় জুড়ায়ে না রাখিলে,
নিজ কর-করবাল
নিবাতো প্রাণের আলো,
ফুরাত সকল এ অখিলে।

৩৮

তুমি ধাও আপনার ঝোঁকে,
সুদূর "দর্শন" সূর্য্যালোকে;
যার দীপ্ত প্রতিভায়,
তিমির মিলায়ে যায়,
ফোটে চিত্ত বিচিত্র আলোকে।

৩৯

পোড়ে যার প্রখর জ্বলায়,
কত লোক ঝলসিয়া যায় ;
তুমি তায় মন-সুখে,
বেড়াও প্রফুল্ল মুখে,
দেবলোকে দেবতার প্রায় ।

৪০

আমি ভ্রমি কমল কাননে,
যথা বসি কমল আসনে,
সরস্বতী বীণা করে
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে,
গান গান সহাস আননে ।

৪১

'করি' সে সংগীত-সুধা-পান,
পাগল হইয়ে গেছে প্রাণ ;
দৃষ্টি নাই আসে-পাশে,
সমুখেতে স্বর্গ হাসে,
ভুলে আছে তা'তেই নয়ান ।

৪২

পরস্পর উল্টতর কাজে,
পরস্পরে বাধা নাহি বাজে,
চোকে যত দূরে আছি,
মনে তত কাছাকাছি,
ঈর্ষার আড়াল নাই মাঝে ।

৪৩

বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন,
বড় সুশোভন, সুঘটন ;
বুদ্ধি বিদ্যুতের ছটা,
হৃদয় নীরদ ঘটা,
শোভা পায়, জুড়ায় দু-জন ।

৪৪

হেরি নাই কখন তোমার—
পদের অপার অহঙ্কার ;
নিস্তেজ নচ্ছার যত,
পদ-গর্ব্বে জ্ঞানহত,
ঠ্যাকারেতে হাসায় ধোধার ।

৪৫

তোষামোদ করিতে পার না,
তোষামোদ ভালও বাস না ;
নিজে তুমি তেজীয়ান্,
বোঝ তেজীয়ান্-মান ;
সাধে মন করে কি মাননা ?

৪৬

দাঁড়াইলে হিমালয় পরে
চতুর্দ্দিকে জাগে একস্তরে,
উদার পদার্থ সব,
শোভা মহা অভিনব,
জনমায় বিস্ময় অন্তরে ।

৪৭

প্রবেশিলে তোমার অন্তর,
মাণিকের খনির ভিতর
চারিদিকে নানা স্থলে,
নানাবিধ মণি জ্বলে,
কি মহান্ শোভা মনোহর!

৪৮

শুনিলে তোমার গুণগান,
আনন্দে পূরিয়ে ওঠে প্রাণ;
অঙ্গ পুলকিত হয়,
দু-নয়নে ধারা বয়,
ভাসে তায় প্রফুল্ল বয়ান।

৪৯

ওহে সখা সরল সুজন!
করি আমি এই নিবেদন,
যে ক-দিন প্রাণ আছে,
থেকো তুমি মোর কাছে,
ফাঁকি দিয়ে ক'র না গমন।

৫০

করে আজি অর্পিনু তোমার,
ধর মম ক্ষুদ্র উপহার;
এ বঙ্গসুন্দরী মাঝে,
আট জন নারী রাজে,
স্নেহ প্রেম করুণা আধার।

৫১

সুরবালা, চির পরাধীনী,
করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়সখী, বিরহিণী,
প্রিয়তমা, অভাগিনী,
এই অষ্ট বঙ্গ-সীমন্তিনী।

৫২

চিত্রিতে এঁদের দেহ, মন,
যথাশক্তি পেয়েছি যতন ;
প্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণ,
ধেয়ায়েছি একতান,
দেখ দেখি হয়েছে কেমন!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে উপহার নাম প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

নারী-বন্দনা

"इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्त्तिर्नयनयोः"

ভবভূতি

১

জগতের তুমি জীবিতরূপিণী,
জগতের হিতে সতত রতা ;
পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী,
বিজন কানন কুসুম-লতা ।

২

পূরণিমা চারু চাঁদের কিরণ,
নিশার নীহার, উষার আলা,
প্রভাতের ধীর শীতল পবন,
গগনের নব নীরদ মালা ।

৩

প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর,
করুণা নির্ঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি ।

৪

নাহি মণিময় যে রাজপ্রাসাদে
তোমার প্রতিমা বিরাজমান,
সে যেন মগন রয়েছে বিষাদে,
হাঁ হাঁ করে যেন শূন্যে শ্মশান।

৫

অধিষ্ঠান হ'লে কুঁড়ের ভিতরে,
কুঁড়েখানি তবু সাজেগো ভাল ;
যেন ভগবতী কৈলাস শিখরে,
বসিয়ে আছেন করিয়ে আলো।

৬

নাহিক তেমন বসন ভূষণ,
বাকল-বসনা দুখিনী বালা ;
করে দুই গাছি ফুলের কাঁকণ
গলে একগাছি ফুলের মালা।

৭

কোলে শুয়ে শিশু ঘুমায়ে ঘুমায়ে,
আধ আধ কিবে মধুর হাসে !
স্নেহে তার পানে তাকায়ে তাকায়ে
নয়নের জলে জননী ভাসে।

৮

যদি এই তব হৃদয়ের ধন,
আচম্বিতে আজি হারায়ে যায় ;
ঘোর অন্ধকার হের ত্রিভুবন,
আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে মাথায়।

৯

এলোকেশে ধাও পাগলিনী-প্রায়,
চেয়ে পথে পথে বিহ্বল মনে ;
খুঁজি পাতি পাতি না পেলে বাছায়,
কাঁদিয়ে বেড়াও গহন বনে ।

১০

পুন যদি পাও বহুদিন পরে,
হারাণ রতন নয়ন-তারা ;
ভাস একেবারে সুখের সাগরে,
স্নেহ-রস ভরে পাগল-পারা ।

১১

করুণাময়ী গো আজি মা কেমন,
হরষ উদয় তোমার মনে !
নাহিক এমন পরম পাবন ;
অমরাবতীর বিনোদ বনে ।

১২

যেমন মধুর স্নেহে ভরপুর,
নারীর সরল উদার প্রাণ ;
এ দেব-দুর্লভ সুখ সুমধুর,
প্রকৃতি তেমতি করেছে দান ।

১৩

আমরা পুরুষ, পুরুষ নীরস,
নহি অধিকারী এ হেন সুখে ;
কে দিবে ঢালিয়ে সুধার কলস,
অসুরের ঘোর বিকট মুখে !

১৪

হৃদয় তোমার কুসুম-কানন,
কত মনোহর কুসুম তায় ;
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন,
কেমন পাবন সুবাস বায় !

১৫

নীরবে বহিছে সেই ফুল-বনে,
কিবে নিরমল প্রেমের ধারা ;
তারকা-খচিত উজল গগনে,
আভাময় ছায়াপথের পারা ।

১৬

আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে,
সে হৃদি-কানন কুসুমরাশি ;
আপনা-আপনি আসি থরে থরে,
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি ।

১৭

অমায়িক দুটি সরল নয়ন,
প্রেমের কিরণ উজলে তায় ;
নিশান্তের শুক তারার মতন,
কেমন বিমল দীপতি পায় !

১৮

অয়ি কুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা,
মানস-কমল-কানন-ভারতী,
জগজন-মন-নয়ন-লোভা !

১৯

তোমার মতন সুচারু চন্দ্রমা,
আলো ক'রে আছে আলয় যার ;
সদা মনে জাগে উদার সুষমা,
রণে বনে যেতে কি ভয় তার।

২০

করম-ভূমিতে পুরুষ সকলে,
খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয় ;
তব সুশীতল প্রেম-তরু-তলে,
আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয়।

২১

তুমি গো তখন কতই যতনে,
ফল জল আনি সমুখে রাখ ;
চাহি মুখ-পানে স্নেহের নয়নে,
সহাস আননে দাঁড়ায়ে থাক।

২২

ননীর পুতুল শিশু সুকুমার,
খেলিয়ে বেড়ায় হরষে হেসে ;
কোন কিছু ভয় জনমিলে তার,
তোমারি কোলেতে লুকায় এসে।

২৩

স্থবির স্থবিরা জনক জননী,
তুমি স্নেহময়ী তাঁদের প্রাণ ;
রাখ চোকে চোকে দিবস-রজনী ;
মুখে মুখে কর আহার দান।

২৪
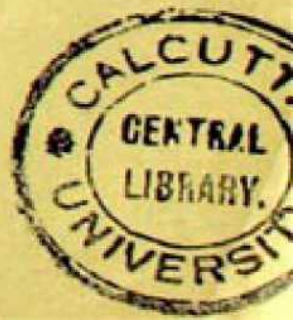
নবীনা নন্দিনী কেশ এলাইয়ে,
রূপেতে উজলি বিজলী হেন ;
নয়নের পথে দুলিয়ে দুলিয়ে,
সোনার প্রতিমে বেড়ায় যেন।

২৫

রোগীর আগার, বিষাদে আঁধার,
বিকার-বিহ্বল রোগীর কাছে,
পাখাখানি হাতে করি অনিবার,
দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে।

২৬

নাই আগা-মূল কত বকে ভুল,
শুনে উড়ে যায় তরাসে প্রাণ ;
হেরি চলুস্থুল হৃদয় ব্যাকুল,
নয়নের নীরে ভাসে বয়ান।

২৭

সতত যতন, সদা ধ্যান জ্ঞান,
কিরূপে সে জন হইবে ভাল ;
বিপদের নিশি হবে অবসান,
প্রকাশ পাইবে তরুণ আলো।

২৮

দুখীর বালক ধূলায় ধূসর,
ক্ষুধায় আতুর, মলিন মুখ ;
ডাকিয়া বসাও কোলের উপর,
আঁচলে মুছাও আনন-বুক।

২৯

পরম করুণ জননীর মত,
ক্ষীর সর ছানা নবনী প্রানি,
মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত ;
গায়েতে বুলাও কোমল পাণি।

৩০

স্নেহ-রসে তার গ'লে যায় প্রাণ,
অচলা ভকতি জনমে চিতে ;
ভেসে ভেসে আসে জলে দু-নয়ান,
পদধূলি চায় মাথায় দিতে।

৩১

আহা কৃপাময়ী, এ জগতী-তলে,
তুমিই পরমা পাবনী দেবী ;
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে,
তোমার অপার করুণা সেবি।

৩২

তুমি যারে বাম, সেই হতভাগা ;
দুনিয়ায় তার কিছুই নাই ;
একা ভেকা হ'য়ে বেড়ায় অভাগা,
ঘুরে ঘুরে মরে সকল ঠাঁই।

৩৩

হিমালয়ে আসি করি যোগাসন,
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা ;
ধেয়ান তোমারি কমল চরণ,
ভাবে গদগদ মানস খোলা।

৩৪

নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে,
মদনমোহন বেড়ান আসি ;
কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে, সঘনে,
রাধা রাধা ব'লে বাজান বাঁশী।

৩৫

শুনিয়ে কানুর বেণুর সে রব,
দিগঙ্গনাগণ চকিত হয় ;
ফল ফুলে সাজে তরু লতা সব,
যমুনার জল উজান বয়।

৩৬

কোকিল কুহরে, ভ্রমর গুঞ্জরে,
সুধীর মলয় সমীর বায় ;
যেন পাগলিনী গোপিনী নিকরে,
শ্যাম কালশশী হেরিতে ধায়।

৩৭

না হেরি সেথায় সে নীল কমলে,
নেহারে সকলে বিকল মনে,
চরণ-প্রতিমা রয়েছে ভূতলে,
বাজিছে নূপুর সুদূর বনে।

৩৮

আহা অবলায় কি মধুরিমায়,
প্রকৃতি সাজায় বলিতে নারি !
মাধুরী মালায় মনের প্রভায়,
কেমন মানায় তোমায় নারী।

৩৯

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার সরল মন ;
মধুর তোমার চরিত উদার,
মধুর তোমার প্রণয় ধন।

৪০

সে মধুর ধন ধরে যেই জনে,
অতি সুমধুর কপাল তার ;
ঘরে বসি করে পায় ত্রিভুবনে,
কিছুরি অভাব থাকে না আর।

৪১

অয়ি মধুরিমে, লোচন-পূর্ণিমে,
সমুখে আমার উদয় হও ;
আঁকি আটখানি তোমার প্রতিমে,
স্থির হ'য়ে তুমি দাঁড়ায়ে রও।

৪২

মনের, দেহের চেহারা তোমার,
ভেবে ভেবে আজ হইব ভোর,
আচম্বিতে এক আসিবে আমার,
আধ ঘুম্ ঘুম্ নেশার ঘোর।

৪৩

ঢুলু ঢুলু সেই নেশার নয়নে
যেমতি মূরতি স্ফূরতি পাবে,
আপনা-আপনি হৃদি-দরপণে
তেমতি আদরা পড়িয়া যাবে।

৪৪

টানিব তখনি খাড়া হয়ে উঠে,
আদরা মাফিক দু-চারি রেখা ;
সাজাইয়ে রঙ্ ত্রিভুবন খুঁটে ;
দেখিব কেমন হইল লেখা ।

৪৫

বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার,
যে ক-দিন বাঁচি তবু গো নারী !
উদার মধুর মুরতি তোমার
যেন প্রাণ ভোরে আঁকিতে পারি !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে নারী-বন্দনা নাম
দ্বিতীয় সর্গ

———

তৃতীয় সর্গ

সুরবালা

"न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति
          वसुधातलात्।"

—কালিদাস

১

এক দিন দেব তরুণ তপন
    হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারী-রতন,
    খেলা করে নীল নলিনীদলে।

২

বিকসিত নীল কমল আনন,
    বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো করে নীল কমল বরণ,
    পুরেছে ভুবন কমল বাসে।

৩

তুলি তুলি নীল কমল কলিকা,
    ফুঁ দিয়ে ফুটায় অফুট দলে;
হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা,
    মালিকা গাঁথিয়ে পরিছে গলে।

৪

লহরী-লীলায় নলিনী দোলায়,
দোলে রে তাহার সে নীলমণি ;
চারিদিকে অলি উড়িয়ে বেড়ায়,
করি গুনু গুনু মধুর ধ্বনি।

৫

অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে,
ধরিয়ে ললিত করুণ তান ;
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে,
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।

৬

চারিদিক্ দিয়ে দেবীরা আসিয়ে,
কোলেতে লইতে বাড়ান্ কোল ;
যেন অপরূপ নলিনী হেরিয়ে,
কাড়াকাড়ি করি করেন গোল।

৭

তুমিই যে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুর-ফুলের মালা ;
জননীর হৃদি কমল উপরি,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা।

৮

হরিণীর শিশু হরষিত মনে,
জননীর পানে যেমন চায় ;
তুমিও তেমনি বিকচ নয়নে,
চাহিয়ে দেখিতে আপন মায়।

৯

আহা, তাঁর ভাবী আশার অম্বরে,
বিরাজিতে রাম-ধনুর মত ;
হেরিয়ে তোমায়, মনের ভিতরে,
না জানি আনন্দ পেতেন কত।

১০

আচম্বিতে হায় ফুরাল সকল,
ফুরাল জীবন, ফুরাল আশা ;
হারায়ে জননী নন্দনী বিহ্বলা,
ভাঙ্গিল তাহার স্নেহের বাসা !

১১

ঠিক তুমি তাঁর জীয়ন্ত প্রতিমা,
জগতে রয়েছ বিরাজমান ;
তেমনি উদার রূপের মহিমা
তেমনি মধুর সরল প্রাণ।

১২

তেমনি বরণ, তেমনি নয়ন,
তেমনি আনন, তেমনি কথা ;
ধরায় উদয় হয়েছে কেমন,
অমৃত হইতে অমৃতলতা।

১৩

শ্যামল বরণ, বিমল আকাশ,
হৃদয় তোমার অমরাবতী ;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।

১৪

সীতার মতন সরল অন্তর,
দ্রৌপদীর মত রূপসী শ্যামা ;
কাল রূপে আলো করি চরাচর,
কে গো এ বিরাজে মুগুধা বামা !

১৫

বালিকার মত ভোলা খোলা মন,
বালিকার মত বিহীন লাজ ;
সকলেরে ভাবে ভেয়ের মতন,
নাহিক বসন ভূষণ সাজ ।

১৬

কিবে অমায়িক বদনমণ্ডল,
কিবে অমায়িক নয়ন-গতি ;
কিবে অমায়িক বাসনা-সকল,
কিবে অমায়িক সরল মতি !

১৭

কথা কহে দূরে দাঁড়ায়ে যখন,
সুরপুরে যেন বাঁশরী বাজে ;
আলুথালু চুলে করে বিচরণ,
মরি গো তখন কেমন সাজে ।

১৮

মুখে বেশি হাসি আসে যে সময়,
করতল তুলি আনন ঢাকে ;
হাসির প্রবাহ মনে মনে বয়,
কেমন সরেস দাঁড়ায়ে থাকে ।

১৯

চটকের রূপে মন চটা যার,
শোকে তাপে যার কাতর প্রাণী ;
বিরলে ভাবিতে ভাল লাগে তার,
এ নীল নলিনী প্রতিমাখানি।

২০

প্রভুত্বের মহা বাসনা সকল,
নাচাইতে আর নারে যে জনে ;
যশ যাদু-মন্ত্রে হইতে বিহ্বল,
সরম জনমে যাহার মনে ;—

২১

নট-নাটশালা এই দুনিয়ায়,
কিছুই নূতন ঠ্যাকে না যারে,
কালের কুটিল কল্লোল মানায়,
যাহা ঘোটে যায় সহিতে পারে ;—

২২

কেবল যাহার সরল পরাণে,
ঘোচেনি পাবন প্রেমের ঘোর ;
প্রণয় পরম দেবতার ধ্যানে,
বসিয়ে রয়েছে হইয়ে ভোর ;—

২৩

তাহারি নয়নে ও রূপ-মাধুরী,
যমুনা-লহরী বহিয়ে যায় ;
স্বপনে হেরিছে যেন সুরপুরী,
রস-ভরে মন পাগল প্রায়।

২৪

সুরবালা ! মম সখা সহৃদয়,
হেরিয়ে তোমায় পাগল হেন,
ভূতলে হেরিলে চাঁদের উদয়,
চকোর পাগল হবে না কেন ?

২৫

'সুরো সুরো সুরো' সদা তাঁর মুখে,
অনিমিখে সুদু চাহিয়ে আছে ;
ঘুম ভেঙে যেন দেখিছে সমুখে
স্বপন-রূপসী দাঁড়ায়ে কাছে ।

২৬

ছেলে বেলা এই সরল সুজনে,
লোকে অলৌকিক করিত জ্ঞান ;
খুঁজিয়ে দেখিলে শিশু সাধারণে
মিলিত না এঁর কেহ সমান ।

২৭

চটুল সুন্দর কাহিল শরীর,
ছোট একখানি বসন পরা ;
মুখ হাসি হাসি কপোল রুচির
নয়ন-যুগলে আলোক ভরা ।

২৮

অলে অলে যেন মাথার ভিতর,
বুদ্ধি-বিদ্যুতের বিলাস ছটা ;
ঘেরি ঘেরি চারিদিকে কলেবর,
বিরাজিছে যেন তাহারি ঘটা ।

২৯

তখনই যেন বসি বসি শিশু,
জটিল জগত ভেদিতে পারে ;
ফুটে ফুটে মাথা ছোটে যেন ইষু
আপনা স্থাপিতে আপনি নারে।

৩০

পিছনে ছিলেন জ্ঞান-গরীয়ান্,
দাদা মহোদয় উদার মতি ;
বুদ্ধি-বিভাকর পুরুষ-প্রধান
সদা কৃপাবান্ ভেয়ের প্রতি।

৩১

সেই সুগম্ভীর অসীম আকাশে,
এ শিশুর বুদ্ধি বিজলী-মালা ;
যত খুসি, ছুটে বেড়াত অনা'সে,
ফাটিতে নারিত, করিত খেলা।

৩২

বিজয়া দশমী আজি নিরঞ্জন,
চারিদিকে বাজে সানাই ঢোল ;
চলেছে প্রতিমা পথে অগণন,
উঠেছে লোকের হরষ-রোল।

৩৩

সেজে গুজে শিশু সারি সারি আসে,
দাঁড়ায় যাইয়ে বাপের কাছে ;
এ শিশু অনা'সে তাহাদেরি পাশে,
একা এক ছুটে দাঁড়ায়ে আছে।

৩৪

চটিয়ে উঠিয়ে হঠাৎ কখন,
চোক্ রাঙাইলে বাড়ীর প্রভু ;
দাঁড়াত এ শিশু গোঁজের মতন,
প্যান্ প্যান্ কোরে কাঁদেনি কভু।

৩৫

কেবল ভাসিত জলে দু-নয়ান,
কাতর কাঙাল আসিলে নাচে ;
বসায়ে যতনে দিত জলপান,
সুধাত সকল বসিয়ে কাছে।

৩৬

পাঠ-সমাপন না হ'তে না হ'তে,
বিদেশ ভ্রমণে উঠিল মন ;
যথা যে বিভূতি আছে এ ভারতে,
করিতে সকল অবলোকন।

৩৭

কেবল আমারে বলি ঠোশে ঠেশে,
এক কাণা কড়ি হাতে না লয়ে ;
চলিলেন যুবা পশ্চিম প্রদেশে :
সকের নবীন অতিথি হয়ে।

৩৮

ফিরে এসে চিত্ত হ'ল স্থিরতর,
গেল সে ছেলেমো খেয়াল দূরে ;
শাস্ত্র-সুধা-পানে প্রফুল্ল অন্তর,
ভাব-রসে মন উঠিল পূরে।

৩৯

আচম্বিতে আসি হৃদয়ে উদয়,
শ্যামল-বরণা নবীনা বালা ;
পেশোয়াজ পরা পারিজাতময়,
গলে দোলে পারিজাতের মালা ।

৪০

গায়ে পারিজাত ফুলের ওড়না,
উড়িছে ধবলা বলাকা হেন ;
করে দেব-বীণা বিনোদ বাজনা,
আপনা-আপনি বাজিছে যেন ।

৪১

আহা সেই সব পারিজাত দলে,
কেমনে সে শ্যামা রূপসী রাজে ;
শশাঙ্ক শ্যামিকা সুধাংশু মণ্ডলে,
নয়ন জুড়ায়ে কেমন সাজে !

৪২

সে নীল নলিন প্রসন্ন আননে,
কেমন সুন্দর মধুর হাসি ;
প্রভাতের চারু শ্যামল গগনে,
আধ প্রকাশিছে অরুণ আসি ।

৪৩

নয়ন যুগল তারা যেন জ্বলে,
কিরণ তাহার পীযূষময়,
মৃণাল শ্যামল কর-পদ-তলে,
লোহিত কমল ফুটিয়ে রয় ।

৪৪

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-নীল-মৃণালিনী !
কে তুমি অন্তরে বিরাজ সতী ?

৪৫

আহা এই প্রেম-প্রতিমার রূপ,
বয়সে বিরূপ নাহিক হবে ;
চিরদিন সুর-কুসুম অনুপ,
সমান নূতন ফুটিয়ে রবে !

৪৬

যত দিন রবে মনের চেতনা,
যত দিন রবে শরীরে প্রাণ,
তত দিন এই রূপসী কল্পনা,
হৃদয়ে রহিবে বিরাজমান ।

৪৭

জনমে না মনে ইন্দ্রিয়-বিকার,
পরম উদার প্রেমের ভাব ;
নাহি রোগ শোক জরা কদাকার,
পুণ্যবানে করে এ নারী লাভ ।

৪৮

বিরলে বসিলে এ মহিলা সনে,
ত্রিদিবের পানে হৃদয় ধায় ;
অমৃত সঞ্চরে নয়নে শ্রবণে,
শোক তাপ সব দূরে পলায় ।

৪৯

হয়ে আসে এক নূতন জীবন,
হৃদি-বীণা বাজে ললিত স্বরে ;
নব রূপ ধরে ভূতল গগন,
আসিয়াছি যেন অমরপুরে।

৫০

সকলি বিমল, সকলি সুন্দর,
পাবন মূরতি সকল ঠাঁই ;
অপরূপ রূপ সব নারী নর
জুড়ায় নয়ন যে দিকে চাই।

৫১

হরষ-লহরী ধায় মহাবলে,
বুক ফাটে ফাটে, ফোটে না মুখ ;
বসি বসি ভাসি নয়নের জলে,
বোবার বিনোদ স্বপন-সুখ।

৫২

ভাবুক-যুবক-জন-কলপনা,
নবীনা ললনা মূরতি ধরি ;
বাড়াইল কি রে মনের বাসনা,
বিরলে তাঁহারে ছলনা করি ?

৫৩

তবে যোগিগণ বসি যোগাসনে,
নিমগন মনে কারে ধেয়ায় ;
আচম্বিতে আসি তাঁহাদের মনে,
কাহার মুরতি স্ফুরতি পায় ?

৫৪

কেন জলে ভাসে নিনীল নয়ন,
হাসিরাশি যেন ধরে না মুখে ;
কোন্ সুধা-পানে খেপার মতন,
মহাসুখী কোন্ মহান্ সুখে ?

৫৫

বিচিত্র রূপিণী কল্পনা সুন্দরী,
ধারমিক লোক-ধরম-সেতু ;
প্রণয়ী জনের প্রিয় সহচরী ;
অবোধের মহা ভয়ের হেতু ।

৫৬

হেরি হৃদি-মাঝে রূপসী উদয়,
পুলকে পূরিল সখার মন ;
শশীর উদয়ে দিশ আলোময়,
বিকসিল বেলফুলের বন ।

৫৭

কি সুখেরি হায় সময় তখন !
কেমন সখার সহাস মুখ !
কেমন তরুণ নধর গঠন,
কেমন চিতোন নিটোল বুক !

৫৮

মনের মতন করুণ জননী,
মনের মতন মহান্ ভাই ;
মনের মতন কল্পনা রমণী,
কোথাও কিছুরি অভাব নাই ।

৫৯

সদা শাস্ত্র ল'য়ে আমোদ প্রমোদ,
আমোদ প্রমোদ আমার সনে ;
সতত পাবন প্রণয়-প্রবোধ,
প্রণয়িনী-রূপে উদয় মনে।

৬০

সুধাময়ী সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া,
ছায়ার মতন ফেরেন সাথে ;
করেন সেবন, যেন সতী জায়া,
সেবেন যতনে আপন নাথে।

৬১

সায়াহ্নের মত সে সুখ সময় ;
দেখিতে দেখিতে ফুরাল বেলা ;
ম্লান হয়ে এল দিশ সমুদায়,
লুকাল তপন-কিরণ-মালা।

৬২

বিবাহের কথা উঠিল ভবনে,
তাহা শুনি সখা গেলেন বেঁকে ;
জোর্ ক'রে আহা তবু গুরুজনে,
পরালেন বেড়ি চেয়ে না দেখে !

৬৩

ক'নে দেখে ফাটে বরের পরাণ,
পরে দেখে দিলে বিয়ে কি হয় ?
যে ছবি হৃদয়ে সদা শোভমান,
এ ক'নে তাহার কিছুই নয়।

৬৪

আগে যারে ভাল বাসিনি কখন,
যারে হেরে নাহি নয়ন ভোলে ;
যার মন নহে মনের মতন,
তার প্রেমে যাব কেমনে গ'লে ?

৬৫

বিরূপ বিরস হেরিয়ে আমায়,
যদি চোটে যায় তাহার প্রাণ ;
মানময়ী বোলে ধোরে দুটি পায়,
ভাণ কোরে হবে ভাঙিতে মান।

৬৬

প্রেম-হীন হেয় পশু-সুখ-ভোগ,
স্মরিতেও ছি-ছি হৃদয়ে বাজে ;
জনমে আপন-হননের রোগ,
তবু ভোগ, ঠেকে সরমে লাজে !

৬৭

নিতি নিতি এই অরুচি আহারে,
ক্রমিক বাড়ুক মনের রোগ ;
উপরে এ কথা ফুট না কাহারে,
ভিতরে চলুক নরক-ভোগ !

৬৮

ভেবে এই সব ঘোর চিন্তা-জালে,
জড়াইয়ে গেল যুবার মন ;
বিষাদের যবনিকার আড়ালে,
ভাবী আশা হ'ল অদরশন।

৬৯

ভাল নাহি লাগে শাস্ত্র-আলোচন,
ভাল নাহি লাগে রবির আলো,
ভাল নাহি লাগে গৃহ-পরিজন,
কিছুই জগতে লাগে না ভাল।

৭০

উড়ু উড়ু করে প্রাণের ভিতর,
পালাই পালাই সদাই মন ;
যেন মরু হয়ে গেছে চরাচর,
সুদু ঘেরে আছে কাঁটার বন।

৭১

কল্পনারে লয়ে জুড়াইতে চান,
খুঁজিয়ে বেড়ান হৃদয়-মাঝে ;
কোথাও তাহারে দেখিতে না পান,
বুকে যেন বাণ আসিয়ে বাজে।

৭২

অয়ি কোথা আছ জীবিত-রূপিণী,
পতির পরাণ, বাঁচাও সতী ;
হেরিয়ে সতিনী, বুঝিগো মানিনী
চলিয়ে গিয়েছ অমরাবতী !

৭৩

সহসা মানস তামস মন্দিরে,
বিকসিল এক নূতন আলো ;
ভেদ করি অমা নিশির তিমিরে,
প্রাচী দিশা যেন হইল লাল।

৭৪

প্রকাশ পাইল সে আলো মালায়,
অমরাবতীর বিনোদ বন ;
কত অপরূপ তরু শোভে তায়,
চরে অপরূপ হরিণীগণ।

৭৫

বিমলসলিলা নদী মন্দাকিনী,
দুলে দুলে যেন মনেরি রাগে ;
ভাঁজি কুলুকুলু মধুর রাগিণী,
খেলা করে তার মেখলা ভাগে।

৭৬

নিরিবিলি এক তীর-তরু-তলে,
সে সুর-রূপসী উদাস প্রাণে ;
বসিয়ে কোমল নব দূর্ব্বাদলে,
চাহিয়ে আছেন লহরী পানে।

৭৭

বাম করতলে কপোল কমল,
আকুল কুন্তলে আনন ঢাকা ;
নয়নে গড়ায়ে বহে অশ্রুজল,
পটে যেন স্থির প্রতিমা আঁকা।

৭৮

অঙ্গের ওড়না ভূতলে লুটায়,
লুটায় কবরী-কুসুমমালা ;
পারিজাত হার ছিঁড়েছে গলায়,
গ'লে পড়ে করে রতনবালা।

৭৯

ঘুমায় অদূরে বীণা বিনোদিনী,
বাঁধা আছে সুর, বাজে না তান ;
এই কতক্ষণ যেন এ মানিনী,
গাহিতেছিলেন খেদের গান ।

৮০

ঝোরে ঝোরে পড়ে তরু থেকে ফুল,
ঠেকে ঠেকে গায় ছড়িয়ে যায় ;
মধুকরকুল আকুল ব্যাকুল,
গুনুগুনু রবে উড়ে বেড়ায় ।

৮১

স্বভাব-সুন্দর চারু কলেবরে,
বিকসে সুষমা কুসুম-রাজি ;
সুর-সীমন্তিনী অভিমান-ভরে,
কেমন মধুর সেজেছে আজি ।

৮২

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার চাঁচর কেশ ;
মধুর তোমার পারিজাত হার,
মধুর তোমার মানের বেশ ।

৮৩

পেয়ে সে ললনা মধুর-মূরতি,
দেহে যেন ফিরে আসিল প্রাণ ;
হেরিয়ে সখার হয় না তৃপতি,
নয়ন ভরিয়ে করেন পান ;—

৮৪

আচম্বিতে ঘোর গভীর গর্জন,
বজ্রপাত হ'ল ভীষণ বেগে ;
পড়িলেন তিনি হয়ে অচেতন,
মরমে বিষম আঘাত লেগে ।

৮৫

দাদা তাঁর কুল-প্রধান পুরুষ,
বুকে বাড়ে বল যাঁহার নামে ;
সেই মহীয়ান্ মনের মানুষ,
চলিয়া গেলেন স্বরগধামে ।

৮৬

ভ্রাতৃশোক-শেলে সখা সুকুমার,
পড়িয়ে আছেন পৃথিবীতলে ;
নয়ন মুদিত রয়েছে তাঁহার,
নিশ্বাস প্রশ্বাস নাহিক চলে ।

৮৭

বিষম নীরব, স্তবধ ভীষণ,
নাহি আর যেন শরীরে প্রাণ ;
নড়ে না চড়ে না, শবের মতন,
পাণ্ডাশ-বরণ বিহীন-জ্ঞান ।

৮৮

চারিদিক্ আছে বিষণ্ণ হইয়ে,
ভূতলে চন্দ্রমা পড়েছে খসি ;
মৃত শিশু যেন কোলে শোয়াইয়ে,
ধরণী জননী ভাবেন বসি ।

৮৯

কেঁদে কেঁদে যেন হইয়ে আকুল,
শোকময় গান অনিল গায় ;
ছড়ায়ে ছড়ায়ে সাদা সাদা ফুল,
যেন শব-বপু সাজায়ে দেয় ।

৯০

সুধাময় সেই শীতল সমীরে,
প্রাণের ভিতর জুড়াল যেন ;
বহিল নিশ্বাস অতি ধীরে ধীরে,
স্বপনের মত স্ফুরিল জ্ঞান ।

৯১

বোধ হ'ল দুই করুণ নয়ন,
চাহিয়ে তাঁহার মুখের পানে ;
স্নেহ-প্রীতি-ময় করুণ বচন,
পশিয়ে শ্রবণে জীয়ায় প্রাণে ।

৯২

রূপে আলো করি দাঁড়ায়ে সমুখে,
রসাঞ্জনময়ী অমৃতলতা ;
দুলায়ে ফুলের পাখা বুকে মুখে,
ধীরে ধীরে ক'ন সদয় কথা ।

৯৩

"কেন অচেতন, কি হয়েছে হায়,
হে জীবিতনাথ, আজি তোমার ?
ও কোমল তনু ধূলায় লুটায়,
নয়নে দেখিতে পারিনে আর ।

৯৪

উঠ উঠ মম হৃদয়বল্লভ,
উঠ প্রাণসখা সদয় স্বামী ;
মেলে দুটি ওই নয়ন-পল্লব,
হেরিয়ে জীবন জুড়াই আমি।

৯৫

হে ত্রিদিববাসী অমরসকল,
তোমরা আমারে সদয় হও ;
বরষি পতির শিরে শান্তিজল,
মোহ-যবনিকা সরায়ে লও।”

৯৬

অমনি কে যেন ধরিয়ে সখায়,
তুলে বসাইল ধরণীতলে ;
চারি দিকে চাহি না দেখি দাদায়,
দুলিল পাষাণ মনের গলে।

৯৭

চোকের উপরে সব শূন্যময়,
কাঁদিয়ে উঠিছে আপনি প্রাণ ;
ভারে ভেরে ভেরে ডুবিছে হৃদয়,
ধীর নীরে যেন ডুবিছে যান।

৯৮

জ্ঞান-বলে প্রবোধিয়ে বার বার,
বাঁধিলেন তুলে ডোবান বুক ;
সে অবধি আহা সখার আমার,
বিষণ্ণ হইয়ে রয়েছে মুখ।

৯৯

না জানি বিধাতা আরো কত দিনে,
হেরিব সখার মুখেতে হাসি ;
সে সুর-ললনা কল্পনা বিনে,
কে বাজাবে প্রাণে ভোরের বাঁশী !

১০০

ললিত রাগেতে গলিবে পরাণ,
উথুলে উঠিবে হৃদয় মন ;
বিষাদের নিশা হবে অবসান,
ফুটিয়ে হাসিবে কমল বন ।

১০১

তুমিই সুরবালা ! সে সুররমণী,
উষারাণী হৃদি-উদয়াচলে ;
সখা-শক্তিশেল-বিশল্যকরণী,
মৃত-সঞ্জীবনী ধরণীতলে ।

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে সুরবালা নাম
তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ

চির পরাধীনী

"भवादृशेषु प्रमदाजनोदित-
　　मभवत्यधिक्षेप इवानुशासनम् ।
तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मा-
　　न्निरस्तनारीसमया दुराधयः ॥"

—ভারবি

১

কেন কেন আজি সদাই আমার,
　　কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণ ;
হেন আলোময় এ সুখ-সংসার,
　　যেন তমোময় হয়িছে জ্ঞান ।

২

আহা, বহিগুলি চারি দিকে মম,
　　ছড়িয়ে পড়িয়ে রয়েছে আজ ;
অতি দুখিনীর বালিকার সম,
　　ধূলায়-ধূসর মলিন সাজ !

৩

আগেকার মত স্নেহেতে তুলিয়ে,
　　গুছায়ে রাখিতে যতন নাই ;
আগেকার মত হৃদয়ে লইয়ে,
　　খুলিয়ে পড়িয়ে সুখ না পাই ।

৪

অয়ি সরস্বতী! এস বুকে এস,
বড় আদরের ধন আমার ;
অযতনে হায় হেন ম্লান বেশ,
করিয়ে রেখেছি আমি তোমার।

৫

তুমি না থাকিলে কি হ'ত জানিনি,
এত দিনে পোড়া কপালে মোর ;
হয় তো পাগল হয়ে অভাগিনী,
ঝুলিতো গলায় বাঁধিয়ে ডোর।

৬

হায় গৌরবিণী, জান না গো তুমি,
চোক্ ফুটাইয়ে দিয়েছ কা'র ;
কাপুরুষময়ী এই বঙ্গভূমি,
আমি পরাধীনী তনয়া তাঁর।

৭

অন্দর মহল অন্ধ কারাগার,
বাঁধা আছি সদা ইহার মাঝে,
দাসীদের মত খাটি অনিবার,
গুরু জন মন মতন কাজে।

৮

পান থেকে চূন্ খসিলে হটাৎ,
একেবারে আর রক্ষে নাই ;
হয়ে গেছে যেন কত ইন্দ্রপাত,
কোণে বোসে কুণো গুঁতুনি খাই।

৯

অনায়াসে দাসী ছেড়ে চোলে যায়,
খামকা গঞ্জনা সহিতে নারি ;
অভাগীর নাই কিছুই উপায়,
কেনা-দাসী আমি কুলের নারী ।

১০

এক হাত কোরে ঘোমটা টানিয়ে,
চুপ্ কোরে মোরে দাঁড়াতে হয় ;
তাঁরা যা কবেন, যাইব শুনিয়ে,
মুখফোটা তাহে উচিত নয় ।

১১

হাঁপায়ে হাঁপায়ে ঘোমটা-ভিতরে,
যদিও পচিয়ে মরিয়ে যাই ;
তবুও উঠিয়ে ছাতের উপরে,
সমীর সেবিয়ে বেড়াতে নাই ।

১২

যদি কেহ দেখে, যাবে কুল-মান,
হবে অপযশ দশের মাঝে ;
ছাতের উপরে বেড়িয়ে বেড়ান,
কুলবতীদের নাহিক সাজে ।

১৩

শুনেছি পুরাণে রাজা ভগীরথ
অনেক কঠোর তপের বলে,
পূরায়েছিলেন নিজ-মনোরথ
গঙ্গারে আনিয়ে এ মহীতলে ।

১৪

সেই ভাগীরথী পতিতপাবনী,
দুয়ারের কাছে বলিলে হয় ;
শুনি ঘরে থেকে দিবস-রজনী
কুলুকুলু ধ্বনি করিয়ে বয়।

১৫

তাঁহার পাবন দরশ পরশ,
কপালে আমার ঘটেনি কভু ;
স্নান করিবারে চাহি যে দিবস,
ধমকায়ে মানা করেন প্রভু।

১৬

প্রভাত না হ'তে লোক-কোলাহলে,
গগন পবন পূরিয়ে যায়,
যেন আসে বান্ তরঙ্গিণী-জলে,
কলকল কোরে ঘুরে বেড়ায়।

১৭

রজনী আইলে লুকায় মিহির,
ধরণী আবৃত তিমির বাসে ;
ক্রমে যত হয় যামিনী গভীর,
তত কলরব নিবিয়ে আসে।

১৮

যায় আসে এইরূপে দিন রাত,
মানুষের কোলাহলের সনে ;
যেন দেখি আমি এই গতায়াত,
ব'সে একাকিনী বিজন বনে।

১৯

আমার সহিত সেই জনতার,
যেন কোন কিছু সুবাদ নাই ;
যেন কোন ধার ধারিনে তাহার,
থাকি প্রভু-ঘরে প্রভুরি থাই।

২০

বই নিয়ে ব'সে বিষম বিপদ,
বুঝিতে পারিনে উপমা তার ;
বুঝি বা কেমনে শুনিয়ে শবদ,
হেরি নাই কভু স্বরূপ যার।

২১

বন, উপবন, ভূধর, সাগর,
তরল লহরী নদীর বুকে ;
গ্রাম, উপগ্রাম, নিকুঞ্জ, নির্ঝর,
শুনিলেম স্বদু লোকেরি মুখে।

২২

কারার বাহিরে না জানি কেমন,
হাট, বাট, ঘাট কতই আছে ;
সে সকল যেন মেরুর মতন,
অজানা রয়েছে আমার কাছে।

২৩

যেমন দেশের পুরুষ সকলে,
দেশ ছাড়া কিছু দেখেন নাই ;
তেমনি আমরা অন্দর মহলে,
অন্দর মহল দেখি সদাই।

২৪

বাহিরে ইঁহারা সহিয়ে সহিয়ে,
ম্লেচ্ছ-পদাঘাতে পিষিত হন ;
রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়ে,
যত খুসি ঝাল ঝাড়িয়ে লন।

২৫

হায় রে কপাল! পুরুষ সকল,
বাহিরে খাইয়ে পরের বাড়ি,
অমন করিয়ে কি হইবে বল,
ঠ্যাঙায়ে ভাঙিলে ঘরের হাঁড়ি!

২৬

গারদে রেখেছ দুখিনী সকলে,
অধীনতা-বেড়ি পরায়ে পায় ;
জান না ক হায় সতী-শাপানলে,
পুরুষের সুখ জ্বলিয়ে যায়!

২৭

প্রথম যে দিন বহিগুলি আনি,
প্রিয় পতি মম দিলেন হাতে ;
ভাবিলেম বুঝি কতই না জানি,
অগাধ আনন্দ রয়েছে তাতে।

২৮

বলিলেন তিনি—" এ এক আরশি,
স্থির হয়ে যত চাহিয়ে রবে,
ততই ইহার ভিতরে প্রেয়সী,
প্রকৃতি রূপসী উদয় হবে।

২৯

হবে আবিষ্কৃত সমুখে তোমার,
আলোময় এক সুখের পথ ;
ঘুচে যাবে সব ভ্রম অন্ধকার,
নব নব সুখ পাইবে কত।"

৩০

অয়ি নাথ! আহা যাহা বোলেছিলে,
একটিও কথা বিফল নয়,
গ্রন্থ-আলোচনা যতনে করিলে,
উদার জ্ঞানের উদয় হয়।

৩১

কিন্তু হে জান না অভাগা কপালে,
যত ভাল, সব উলটে যায় ;
বাঁচিবার তরে ডাঙায় দাঁড়ালে,
ভুঁই ফুঁড়ে এসে কুমীরে খায়।

৩২

অতি অভাগিনী আমি বঙ্গবালা,
শাস্ত্র-সুধা পান যতই করি ;
তত আরো হায় বেড়ে যায় জ্বালা,
ছট্ ফট্ কোরে পরাণে মরি।

৩৩

আগে এই মন ছিল এতটুকু,
ছিলো তমোময় জগত-জাল ;
নিয়ে আপনার এটুকু ওটুকু,
হেসে খুসে বেশ কাটিতো কাল।

৩৪

এবে এই মন আর সেই নয় ;
তিমিরা রজনী হয়েছে ভোর ;
প্রাচীতে তরুণ অরুণ উদয়,
ভাঙিয়ে গিয়েছে ঘুমের ঘোর ।

৩৫

এমন সময়ে খাঁচার ভিতরে,
আর বাঁধা বল কেমনে থাকি ;
দেখ এসে নাথ তোমার পিঞ্জরে,
কাতর হইয়ে কাঁদিছে পাখী ।

৩৬

আহা ! তুমি ওকে ছেড়ে দাও দাও,
বাতাসে বেড়াক্ আপন মনে ;
তোমরা যেমন বাতাসে বেড়াও,
আপনার মনে দশের সনে ।

৩৭

যদি হে আমরা তোমাদের ধোরে,
অবরোধে পূরে বাঁধিয়ে রাখি,
তোমরাও কাঁদ অগ্নিতর কোরে,
যেমন পিঞ্জরে কাঁদিছে পাখী ।

৩৮

হায় হায় হায় বৃথা গেল দিন,
কিছুই করিতে নারিনু ভবে !
ক্রমেই আমার বাড়িতেছে ঋণ,
নাহি জানি শেষে কি দশা হবে !

৩৯

জনম অবধি খাইয়ে পরিয়ে,
ভবের ভাণ্ডার করেছি ক্ষয়,
সেই মহা ক্ষতি পূরায়ে না দিয়ে,
কার্ বল' সুখে নিদ্রা হয়?

৪০

এখনো ইহারা কেন গো আমারে,
আঁধারে ফেলিয়ে রাখিছে আর!
কোন্ কাপুরুষ মানব সংসারে,
শুধিবে আমার নিজের ধার?

৪১

করম ভূমিতে করিবারে কিছু,
বড়ই আমার উঠেছে মন;
আজ কখনই হটিব না পিছু,
সাধন অথবা হবে পতন!

৪২

হা নাথ, হইল দিবা অবসান,
এত দেরি হেরি কিসের তরে;
তিমিরে ধরণী ঢাকিল বয়ান,
এখনও তুমি এলে না ঘরে!

৪৩

আহা, ঘরে আসি আজি প্রিয়তম,
কোয়ো কোয়ো দুটো নরম কথা!
যেন হে হটাৎ হইয়ে গরম,
ব্যথার উপরে দিও না ব্যথা!

৪৪

আপনা ভুলিয়ে তোমায় লইয়ে,
রাজি আছি আজো ধরিতে প্রাণ ;
অপমান করা তুমি তেয়াগিয়ে,
অধিনীর যদি রাখ হে মান।

৪৫

শ্বশুর শাশুড়ী বুড়ো সুড়ো লোক,
বোকুন্ ঝোকুন্ ডরিনে কাণে ;
যে জন পেয়েছে জ্ঞানের আলোক,
তার কড়া কথা বাজে হে প্রাণে।

৪৬

হায় মায়া আশা। কেন মিছে আর,
কাণে কাণে গাও কুহক গান ;
বাজায়ে বাঁশরী ব্যাধ দুরাচার,
হরিণীর বুকে হানে গো বাণ!

৪৭

প্রাণের ভিতর উদাস নিরাশ,
ক্রমেই হুতাশ বাড়িছে মোর ;
ওঠো ওঠো-প্রায় প্রলয় বাতাস,
অভাগীর বাজী হয়েছে ভোর!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে চির পরাধীনী নাম
চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

করুণাসুন্দরী

"Ah! may'st thou ever be what now thou art,
Nor unbeseem the promise of thy spring,
As fair in form, as warm yet pure in heart,
Love's image upon earth without his wing,
And guileless beyond Hope's imagining!
And surely she who now so fondly rears:
Thy youth, in thee, thus hourly brightening,
Beholds the rainbow of her future years,
Before whose heavenly hues all sorrow disappears."

—লর্ড বায়রন

ওই গো আগুন লেগেছে হোথায়!
লক্ লক্ শিখা উঠিছে কেঁপে,
দাউ দপ্ দপ্ ধুধু ধোরে যায়,
দেখিতে দেখিতে পড়িল ঝোপে।

২

"জল্ জল্ জল্" ঘোর কোলাহল,
ফট্ ফট্ ফট্ ফাটিছে বাঁশ;
ধুঁয়ায় উথায় ভরিল সকল,
লাল হয়ে গেল নীল আকাশ।

৩

ছুটেছে বাতাস হলক হলক,
ঝলসিছে সব, লাগিছে যাতে,
তবুও এখন চারি দিকে লোক,
তামাসা দেখিতে উঠেছে ছাতে।

৪

'কারো সর্ব্বনাশ, কারো পোষ মাস'
পরের বিপদে কেহ না নড়ে,
আপনার ঘরে ধরিলে হুতাশ,
মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়ে পড়ে!

৫

কোথা এ বাড়ীর ছেলে-মেয়ে যত,
ঘরের ভিতরে কেহ যে নাই;
আগুন দেখিতে উহাদের মত,
উপরে উঠেছে বুঝি সবাই।

৬

কেন গেল ছাতে, একি সর্ব্বনাশ!
কে আছে আগুনে ওদের কাছে;
অনল মাখিয়ে বহিছে বাতাস,
ছাতে এ সময় দাঁড়াতে আছে?

৭

যাই যাই আমি ওখানে এখন,
যেথা কুঁড়েগুলি জ্বলিয়া যায়;
দেখি বেয়ে চেয়ে করি প্রাণপণ,
বাঁচাবার যদি থাকে উপায়।

৮

এই যে দাঁড়ায়ে করুণাসুন্দরী,
উপর চাতালে থামের কাছে ;
মুখখানি আহা চুন্‌পানা করি,
অনলের পানে চাহিয়ে আছে !

৯

চুলগুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে,
পড়িছে ঢাকিয়ে মুখ-কমল ;
কচি কচি দুটি কপোল বহিয়ে,
গড়িয়ে আসিছে নয়ন-জল।

১০

যেন মৃগ-শিশু সজল নয়নে,
দাঁড়ায়ে গিরির শিখর 'পরি,
ত্রাসে দাবানল দ্যাখে দূর বনে,
স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি।

১১

হে সুরবালিকে, শুভ-দরশনে,
সুবর্ণ প্রতিমে কেন গো কেন,
সরল উজল কমল-নয়নে,
আজি অশ্রুবারি বহিছে হেন ?

১২

দুখীদের দুখে হইয়াছ দুখী,
উদাস হইয়ে দাঁড়ায়ে তাই,
শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী,
লইয়ে বালাই মরিয়ে যাই।

১৩

যেমন তোমার অপরূপ রূপ,
সরল মধুর উদার মন,
এ নয়ন-নীর তার অনুরূপ,
মরি আজি সাজিয়াছে কেমন।

১৪

যেন দেববালা হেরিয়ে শিখায়,
কৃপায় নামিয়ে অবনীতলে;
চেয়ে চারি দিকে না পেয়ে উপায়,
ভাসিছেন সুদু নয়ন-জলে।

১৫

তোমার মতন, ভুবন-ভূষণ,
অমূল্য রতন নাই গো আর;
সাধনের ধন এ নব রতন,
হৃদি আলো করি রহিবে কার!

১৬

তুমি যার গলে দিবে বরমালা,
সে যেন তোমার মতন হয়;
দেখো বিধি এই সুকুমারী বালা,
চিরদিন যেন সুখেতে রয়!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে করুণাসুন্দরী নাম
পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

বিষাদিনী

"স্মিতাস্মি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্বিপাকং বিষদ্রুমম্"।

—ভবভূতি

১

ছাদের উপরে চাঁদের কিরণে,
ষোড়শী রূপসী ললিত বালা,
ভ্রমিছে মরাল অলস গমনে ;
রূপে দশ দিশ করেছে আলা।

২

বরণ উজ্জ্বল তপত কাঞ্চন,
চমকে চন্দ্রিকা নিরখি ছটা ;
থুয়ে গেছে যেন তপন আপন
এ মূরতিমতী মরীচিঘটা।

৩

সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
আনত সুষমা কুসুম ভরে ;
চাঁচর চিকুর নীরদ মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী'পরে।

৪

হরিণী গঞ্জন চটুল নয়ন,
কভু কভু যেন তারকা জ্বলে ;—
কভু যেন লাজে নমিতলোচন,
পলক পড়ে না শতেক পলে।

৫

কভু কভু যেন চমকিয়ে ওঠে,
ফুল ফুটে যেন ছড়িয়ে যায় ;
মধুকরকুল পাছু পাছু ছোটে,
বুঝি পরিমল লোভেই ধায়।

৬

কখন বা যেন হয়েছে তাহার
সুধার প্রবাহ প্রবহমাণ,
যেথা দিয়ে যায়, অমৃত বিলায়,
জুড়ায় জগত-জনের প্রাণ।

৭

আপনার রূপে আপনি বিহ্বল,
হেসে চারি দিকে চাহিয়ে দেখে ;
কে যেন তাহারি প্রতিমা সকল
জগত জুড়িয়ে রেখেছে এঁকে।

৮

আচম্বিতে যেন ভেঙে যায় ভুল,
অমনি লাজের উদয় হয় ;
দেহ থর থর, হৃদয় আকুল,
আনত আননে দাঁড়ায়ে রয়।

৯

আধ ঢুলু ঢুলু লাজুক নয়ন
আধই অধরে মধুর হাসি ;
আধ ফোটো ফোটো হয়েছে কেমন,
কপোল-গোলাপ-মুকুলরাশি।

১০

আননের পানে গরববতীর,
স্থির হয়ে চাঁদ চাহিয়ে আছে ;
আসি ধীরে ধীরে শীতল সমীর,
ব্যজন করিয়ে ফিরিছে কাছে।

১১

এসো গো সকল ত্রিলোকসুন্দরী,
এখানে তোমরা এস গো আজি ;
চিকণ চিকণ বেশ ভূষা পরি,
আপন মনের মতন সাজি।

১২

ঘেরি ঘেরি এই সোণার পুতলী,
দাঁড়াও সকলে সহাস মুখে ;
কমল কানন বিলোচন তুলি,
চেয়ে দেখ রূপ মনেরি সুখে।

১৩

এমন সরেস নিখুঁত আনন,
বিধি বুঝি কভু গড়েনি কারো ;
এমন সজীব তেজাল নয়ন
—মদির—মধুর—নাহিক আর।

১৪

আমরা পুরুষ নব রূপ-বশ,
যাহা খুসি বটে বলিতে পারি ;
পান করি আজি নব রূপ-রস,
নারীর রূপেতে ভুলিল নারী।

১৫

মরি মরি! কারো কথা নাই মুখে,
অনিমিষে সুদু চাহিয়ে আছে ;
কি যেন বিজলী বিলসে সমুখে,
কি যেন উদয় হয়েছে কাছে!

১৬

একি! একি! কেন রূপের প্রতিমা,
সহসা মলিন হইয়ে এল!
দেখিতে দেখিতে চাঁদের চন্দ্রিমা,
নিবিড় নীরদে ঢাকিয়ে গেল।

১৭

কেশ-মেঘ-জালে সীমন্ত-সিন্দুর
প্রকাশে তরুণ অরুণ রেখা,
মরি, তারি নীচে সেই সুমধুর
মুখখানি কেন বিষাদে মাখা!

১৮

মাঝে মাঝে আসি বিলসিছে তায়
দিবা-দীপ-শিখা খেদের হাসি,
তড়িতের প্রায় চকিতে মিলায়,
বাড়াইয়ে দেয় তমসারাশি।

১৯

আহা, দেখ সেই জ্যোতির নয়নে,
বিমল মুকুতা বরষে এবে ;
এমন পাষাণ কে আছে ভুবনে,
এ হেন রতনে বেদনা দেবে !

২০

ত্রিলোক-আলোক যে সুর-রূপসী,
আলো নাই মনে কেন রে তার ;
ভুবন ভূষিয়ে বিরাজে রে শশী,
কেন তারি হৃদে কালিমা-ভার !

২১

হা বিধি ! এ বিধি বুঝিতে পারিনি,
কোমল কুসুমে কীটের বাস ;
বিপাকে বধিতে সরলা হরিণী,
শবরে পাতিয়ে রয়েছে পাশ ।

২২

বুঝি এই পোড়া বিধির বিধিতে,
পিতা মাতা তব ধরিয়ে করে,
করেছেন দান সে কাল নিশিতে,
ধাঙড়া ভাঙড়া বেদড়া বরে ।

২৩

জনক জননী কি করেছ হায়,
তোমরা দু-জনে মোহের ঘুমে ;
কোন্ প্রাণে আহা এ ফুলমালায়,
ফেলিয়ে দিয়েছ শ্মশানভূমে !

২৪

প্রতি-সুখে সতী হয়েছে নিরাশ,
হৃদয়ে জ্বলেছে বিষম জ্বালা ;
শরীর বাতাস, হৃদয় উদাস,
কেমনে পরাণে বাঁচিবে বালা !

২৫

কোথা ওগো কুল-দেবতা সকল,
অনুকূল হও ইহার প্রতি ;
বরষিয়ে শিরে সুধা-শান্তিজল,
ফিরাও সতীর পতির মতি !

২৬

যেন সেই জন পাইয়ে চেতন,
পশু-ভাব ত্যেজে মানুষ হয় ;
আমোদে প্রমোদে দম্পতী দু-জন,
ছেলে-পুলে লয়ে সুখেতে রয় !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে বিষাদিনী নাম
ষষ্ঠ সর্গ

সপ্তম সর্গ

প্রিয় সখী

"আনন্দজীবিতমনঃপরিতর্পণী মে"।

—ভবভূতি

১

অয়ি অয়ি সখী! জগতের জ্বালা,
জ্বালায়ে আমায় করেছে খুন;
যুঝে যুঝে মাঝে হইয়াছি আলা,
চারিদিকে ঘেরা বেড়া আগুন।

২

যেমন পথিক রোদে পুড়ে পুড়ে,
যদি দূরে ছায়া দেখিতে পায়;
জনমে ভরসা তার বুক যুড়ে,
অনুরাগ-ভরে ছুটিয়া যায়।

৩

তেমনি আমার মন তোমা পানে,
জুড়াবার তরে সতত ধায়;
সাগর-প্রবাহ সদা এক টানে,
এক-ই দিক্ পানে গড়ায়ে যায়।

৪

তুমি যেই স্থানে কর বসবাস,
সেই স্থান কোন মোহন লোক ;
তোমার মধুর মুখ হাস-হাস,
প্রকাশে সে লোকে অরুণালোক।

৫

স্থির উষা-প্রায় তুমি দেবী তার,
হৃদয়ে রয়েছ বিরাজমান ;
নাহি অতি তাপ, নাহিক আঁধার,
কি সরেস সেই সুখেরি স্থান!

৬

সদা সেই লোকে দিগঙ্গনাগণে,
মনোহর বেশে সাজিয়ে রয় ;
মৃদুল অনিল তার ফুলবনে,
মানস মোহিয়ে সতত বয়।

৭

যখন তোমার সুললিত তনু,
কুসুম কাননে প্রকাশ পায় ;
দশ দিকে দশ ওঠে ইন্দ্রধনু,
আদরে তোমার পানেতে চায়।

৮

ভ্রমর নিকর ত্যেজি ফুলকুল,
গুন্‌গুন্‌ স্বরে ধরিয়ে তান ;
চারিদিকে তব হইয়ে আকুল,
উড়িয়ে বেড়ায় করিয়ে গান।

৯

দোলে দূরে দূরে তরু লতাগণ,
দোলে থোলো থোলো কুসুম তায় ;
যেন তারা আজি হরষে মগন,
সাধনের ধন পেয়ে তোমায়।

১০

ভ্রম তুমি সেই সুখ-ফুলবনে,
চেয়ে চারিদিকে সহাস মুখে ;
হরিণী যেমন গিরি-তপোবনে
বেড়িয়ে বেড়ায় প্রাণের সুখে।

১১

প্রকৃতির চারু শোভা দরশনে,
ক্রমে হয়ে যাও বিহ্বল হেন ;
দাঁড়াইয়ে থাক মগন নয়নে,
হীরক-প্রতিমা দাঁড়ায়ে যেন।

১২

মরি সে নয়ন কেমন সরেস,
যেন কোন রসে রয়েছে ভোর ;
যেন আছে আধ আলস আবেশ,
ভাঙে নাই পূরো ঘুমের ঘোর।

১৩

হে সুরসুন্দরী! ত্যেজে সুরলোক,
এ লোকে এসেছ কিসের তরে ?
তব অনুকূল নহে এ ভূলোক,
অসুখ এখানে বসতি করে।

১৪

এ জগতে এই ফুটে আছে ফুল,
এই দেখি ফের শুকায়ে যায় ;
এই গাছে গাছে ধরেছে মুকুল,
না ফুটিতে কীটে কুরিয়ে খায়।

১৫

এই দেখি হাসে চাঁদিনী যামিনী,
পোহাইয়ে যায় তাহার পর ;
এই মেঘমালে দলকে দামিনী,
পলক ফেলিতে সহে না ভর।

১৬

আহা যেন এই অপরূপ রূপ,
চির দিন এক ভাবেতে থাকে ;
যেন নাহি আসি বিষাদ বিরূপ,
রাহুর মতন গ্রাসিয়ে রাখে।

১৭

যখন আমার প্রাণের ভিতর,
ভেবে ভেবে হয় উদাস-প্রায় ;
ভাল নাহি লাগে দিনকর-কর,
আঁধারে পলাতে মানস চায়।

১৮

এই মনোহর বিনোদ ভুবন,
বিষণ্ণ মলিন মূরতি ধরে ;
বোধ হয় যেন জনম মতন,
ফুরায়েছে সুখ আমার তরে।

১৯

সহিতে সহিতে সহে না যখন,
পারিনে বহিতে হৃদয়-ভার ;
মরম-বেদনে গোঙরায় মন,
দেহেতে পরাণ রহে না আর।

২০

অমনি উদয় সমুখে আসিয়ে,
তোমার ললিত প্রতিমাখানি,
স্নেহের নয়নে সুধা বরষিয়ে,
জুড়ায় আমার তাপিত প্রাণী

২১

আচম্বিতে হয় আলোক উদয়,
কভু হেরি নাই তাহার মত ;
নহে দিবাকর তত তেজোময়,
সুধাকর নয় মধুর তত।

২২

চারি দিকে এক পরিমল বায়
'তর্' ক'রে দেয় মগজ ঘ্রাণ ;
কেহ যেন দূরে বাঁশরী বাজায়,
সুরেতে মাতায় হৃদয় প্রাণ।

২৩

যেন আমি কোন অপরূপ লোকে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে চলিয়ে যাই ;
বেড়ায়ে বেড়ায়ে চাঁদের আলোকে,
সহসা তোমাকে দেখিতে পাই।

২৪

আহা সে তোমার সরল আদর,
সরল সহাস শুভ বয়ান ;
আলো ক'রে আছে মনের ভিতর,
নারিব ভুলিতে গেলেও প্রাণ।

২৫

তোমার উজল রূপ দরপণে,
সরল তেজাল মনের ছবি,
প্রভাতের নীল বিমল গগনে,
শোভা পায় যেন নূতন রবি।

২৬

কিবে অমায়িক ভোলা খোলা ভাব,
প্রেমের প্রমোদে হৃদয় ভোর ;
সদা হাসি খুসি উদার স্বভাব,
চারি দিকে নাই সুখের ওর।

২৭

কাননে কুসুম হেরিলে যেমন,
ভালবাসে মন আপনি তারে ;
তেমনি তোমায় করি দরশন,
না ভালবেসে কি থাকিতে পারে !

২৮

সুধাকর শোভে আকাশ উপরে,
পরাণ জুড়ায় হেরিলে তায় ;
আর কিছু নয়, সুদু তারি তরে,
তৃষিত নয়নে চকোর চায়।

২৯

সরেস গাহনা শুনিলে যেমন,
কাণে লেগে থাকে তাহার তান ;
তোমার উদার প্রণয় তেমন
ভরিয়ে রেখেছে আমার প্রাণ।

৩০

যেমন পরম ভকত সকলে
আরাধনা করে সাধন-ধনে,
তেমনি তোমায় হৃদয়-কমলে
ভাবি আমি ব'সে মগন মনে ;

৩১

ভাবিতে ভাবিতে উথলে অন্তর,
প্রেম-রস-ভরে বিহ্বল প্রাণ ;
অয়ি, তুমি মম সুখের সাগর,
জুড়াবার প্রিয় প্রধান স্থান।

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে প্রিয় সখী নাম সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ

বিরহিণী

**"দুল্লহজণঅণুরাও লজ্জা গুরুই পরব্বসো অপ্পা ।
পিয়সহি বিসমং পেম্মং মরণং সরণং ণবরিঅমিক্কং ॥"**

—হর্ষদেব

১।—গীতি

সুর—" মান ত্যজ মানিনী লো যামিনী যে যায় "

কি জানি কি মনে মনে ভেবেছে আমায় !
না দেখিলে মরে প্রাণে দেখিতে না চায়—
তবু কেন দেখিতে না চায় !
আপনি দেখিতে গেলে,
কত যেন নিধি পেলে,
আদর করিতে এসে কেঁদে চ'লে যায় ।
কাঁদিয়ে ধরিলে করে,
থরথর কলেবরে
চেয়ে থাকে মুখপানে পাগলের প্রায় ।
সহসা চমুকে ওঠে,
সভয়ে চৌদিকে ছোটে,
আবার সমুখে এসে কাঁদিয়ে দাঁড়ায়—
ছলছল দু-নয়ন,
ম্লান চারু চন্দ্রানন,
আকুল কুন্তল-জাল, অঞ্চল লুটায় ।

আবার সমুখে নাই ;
কেবল শুনিতে পাই,
হৃদি ভেদি কণ্ঠধ্বনি ওঠে উভরায়।
সাধে কে সাধিল বাদ !
কেন হেন পরমাদ—
কেন রে বেঘোরে মোরা মরি দুজনায়।*

২।—গীতি

রাগিণী খাম্বাজ, তাল ঠুংরী, নক্ষ্ণৌ গজলের সুর

সরলা দুখিনী,
আজি একাকিনী,
উদাসিনী হয়ে চলিলে কোথায় !
মলিন বদন,
সজল নয়ন,
দাঁড়ায়ে নীরব হয়ে পুতলির প্রায়।
যেন তব মনে,
জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে,
যে জ্বালা প্রবোধ দিয়ে জুড়ান না যায়।
এ ঘোর সংসার,
অকূল পাথার,
সোণামুখী তরীখানি ডোবো ডোবো তায়।
কে রে সে নিদয়,
পাষাণ হৃদয়,
হেন সুকুমারী নারী পাথারে ভাসায় !

---

* এই গীতিটী নূতন সন্নিবেশিত হইল।

৩।—গীতি

সুর—" কামিনী কমলবনে কে তুমি হে গুণাকর "

কে তুমি যোগিনী বালা, আজি এ বিরল বনে,
বাজায়ে বিনোদ বীণা, ভ্রমিছ আপন মনে।
গাহিছ প্রেমের গান,
গদগদ মন প্রাণ,
বাধ বাধ সুর তান, ধারা বহে দু-নয়নে।
পদ কাঁপে থরথর,
টলমল কলেবর,
এলোথেলো জটাজাল লটপট সমীরণে।
শত শশী পরকাশি
অপরূপ রূপরাশি,
বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে হেরিছে হরিণীগণে।
যেন মণিহারা ফণী,
কার প্রেমে পাগলিনী,
হেন হেন উদাসিনী, হে উদার-দরশনে!

১

হা নাথ! হা নাথ! গেল গেল প্রাণ,
মনের বাসনা রহিল মনে!
ধেয়ায়ে ধেয়ায়ে সে শুভ বয়ান,
বিরহিণী তব মরিল বনে।

২

এস এস অয়ি এস এক বার,
জনমের মত দেখিয়ে যাই ;
এ হৃদয়-ভার নাহি সহে আর,
দেখে ম'লে তবু আরাম পাই।

৩

হা হতভাগিনী জনমদুখিনী !
শিরোমণি কেন ঠেলিনু পায় ;
মাণিক হারালে বাঁচে না সাপিনী,
শুনেছিনু তবু হারানু হায় !

৪

অয়ি নাথ ! তুমি দয়ার সাগর,
আমি মাতাপিতা-বিহীনা বালা ;
আহা ! তবু কত করিয়ে আদর
খুলে দিলে গলে গলার মালা ।

৫

অবোধিনী আমি, কেহ নাই মোর,
কেন শুনে কাণ-ভাঙান কথা,
ফিরে দিনু তব প্রেম-ফুল-ডোর ;
বুঝিতে নারিনু ব্যথীর ব্যথা !

৬

সেই তুমি সেই সজল নয়ানে,
কাতর হইয়ে গিয়েছ চলি ;
যে বিষম ব্যথা পেয়েছি পরাণে,
এ বিজন বনে কাহারে বলি !

৭

খেদে অভিমানে চলি চলি যায়,
ফিরে নাহি চায় আমার পানে ;
দেহে থেকে যেন প্রাণ লয়ে ধায়,
যাই যাই আমি, যায় যেখানে ।

৮

পিছনে পিছনে তোমার সহিতে
ধেয়েছিনু নাথ আনিতে ধোরে ;
মান লাজ ভয় আসি আচম্বিতে,
ধোরে বেঁধে যেন রাখিল মোরে।

৯

হাঁপায়ে উঠিল প্রাণের ভিতর,
বিঁধিতে লাগিল মরম-স্থান ;
ডুবিল তিমিরে ধরা চরাচর,
ঘোর অন্ধকার হইল জ্ঞান।

১০

কটমট করি বিকট দামিনী,
ভাসিল সে ঘোর তিমির-রাশে ;
হাসে খলখল কালী উলাঙ্গিনী,
অট-অট হি-হি শমন হাসে।

১১

'মাভৈঃ মাভৈঃ' নাই নাই ভয়,
না উঠিতে এই অভয়-স্বর,
বজ্রাঘাতে মম তব-মূর্তিময়-
হৃদয়-মুকুর হইল চূর!

১২

শতধা শতধা ছড়ায়ে পড়িল,
ব্যাপিল সকল জগতময় ;
শত শত তব মুরতি শোভিল,
ঘুচিল আমার সকল ভয়।

১৩

একি রে! তিমিরা ঘোরা অমা নিশি,
এই চরাচর গ্রাসিল এসে;
দেখিতে দেখিতে একি! দিশি দিশি
কোটি কোটি তারা ফুটিল হেসে!

১৪

হে তারকারাজি, হীরকের হার,
তামসী খনির আলোকমালা!
ভিতরে ভিতরে তোমা সবাকার,
প্রতিকৃতি কার করিছে আলা?

১৫

ফুলে ফুলময় হ'ল ধরাতল,
বিকসিল ফুল সকল ঠাঁই;
ফুলের আলোকে কানন উজল,
ফুল বই যেন কিছুই নাই!

১৬

চারি দিকে সব বেলের বেদিতে
কার এ মূরতি গোলাপময়;
আমার নাথের মতন দেখিতে,
আমারে দেখিতে দাঁড়ায়ে রয়!

১৭

তোমার মূরতি বিরাজে অম্বরে,
বিরাজে আমার হৃদয়-মাঝে;
সলিলে, সাগরে, ভূতলে, ভূধরে,
তোমারি হে নাথ মূরতি রাজে।

১৮

ওতো নয় হয় অরুণ উদয়,
সুগাম্ভ প্রশান্ত তোমারি মুখ ;
ওতো নয় উষা নবরাগময়,
অনুরাগে রাগে তোমারি বুক।

১৯

বিমল অম্বর শ্যাম কলেবর,
শুক্‌তারা দুটি নয়ন রাজে ;
লাল-আভা-মাখা শাদা ধারাধর,
উরসে চিকণ চাদর সাজে।

২০

পবন তোমায় চামর ঢুলায়,
কানন যোগায় কুসুম ভার,
পাখীরা ললিত বাঁশরী বাজায়,
ধরায় আমোদ ধরে না আর।

২১

নির্ঝর নিকর ঝরঝর করি,
আঘোষে তোমায় মহিমা-গান ;
প্রতিধ্বনি ধনী সে গানে শিহরি,
চপলার মত ধেয়ে বেড়ান।

২২

সে ঘোর প্রণয়-প্রলয়ের পরে,
তোমা বিনা আর কিছুই নাই ;
হে প্রেম-সাগর ! চেয়ে চরাচরে,
কেবল তোমারে দেখিতে পাই।

12—1621B

২৩

যে মুরতি তব এ হৃদয় হ'তে
ব্যাপিয়া বিরাজে ভুবনময়,
হিয়া হতে পুন যদি কোন মতে
তিরোহিত সেই মুরতি হয়,

২৪

নিশ্চয়ি তখনি দেখিতে দেখিতে,
আচম্বিতে সব বিলয় পাবে ;
উবিবে গগন তপন সহিতে,
ধরিত্রী গলিয়ে মিলিয়ে যাবে।

২৫

ঘোর অন্ধকার আসিবে আবার,
হাঁপায়ে মারিতে বিরহী বালা ;
আঁধার! আঁধার! দূরে দূরে তার,
জ্ব'লে জ্ব'লে উঠে বিকট জ্বালা!

২৬

চমকিয়ে আমি হইব পাষাণ,
তবুও পরাণ রহিবে তায় ;
অভাগী মরিলে পেয়ে যায় ত্রাণ,
তা হ'লে বিরহ দহিবে কায়!

২৭

আহা! এস নাথ, এস, এস কাছে,
জুড়াও আমার কাতর প্রাণী ;
বিষাদে চকোরী মনে ম'রে আছে,
দেখাও তাহারে শশীরে আনি।

২৮

হেরিব সে শুভ মুরতি মোহন,
যে মুরতি সদা জাগিছে প্রাণে ;
শুনিব সে বাণী বীণার বাদন,
যে বীণা এখনো বাজিছে কাণে।

২৯

হেরিয়ে তোমারে গিরি-তরু-লতা,
ফল-ফুলে সাজি দাঁড়াবে হেসে ;
ঝুরু ঝুরু সুরে কহি কহি কথা,
সমীর কুশল সুধাবে এসে।

৩০

শুনে তব রব নব জলধর
গরজিবে ধীর গভীর স্বরে ;
হ'য়ে মাতোয়ারা ময়ূর নিকর
নাচিবে ডাকিবে শিখর 'পরে।

৩১

বসি বসি মোরা বন-ফুল-বনে,
চাব হাসি হাসি তাদের পানে ;
মিলায়ে মিলায়ে নয়নে নয়নে,
স্নেহে নিমগন করিব প্রাণে।

৩২

সে বিষ-ভবনে যাইতে তোমারে
হবে না, পাবে না পরাণে ব্যথা ;
আর কুরঙ্গিণী নাই কারাগারে,
হয়েছে বনের সচলা লতা।

৩৩

যোগিনী হইয়ে পাগলিনী-প্রায়,
খুঁজেছি তোমায় ভারত যুড়ে ;
আঁচলের নিধি হারালে হেলায়,
পাওয়া কি তা যায় মেদিনী খুঁড়ে ?

৩৪

কোথা এত দিন হব রাজরাণী,
বসিব আদরে পতির বামে ;
পুঁষিব তুষিব কত দুখী প্রাণী,
গুরুজনে সুখে সেবিব ধামে ;—

৩৫

কোথা বনে বনে যেন অনাথিনী,
উদাসিনী হ'য়ে ঘুরে বেড়াই ;
ডাকি—নাথ, নাথ, দিবস-যামিনী,
কই, তাঁরে কই দেখিতে পাই ।

৩৬

হে পৃথিবীদেবী, গগন, পবন,
তোমরা না জান এমন নয় ;
বল, কোথা মম পতি-প্রাণধন,
জীবন-কুসুম ফুটিয়ে রয় ।

৩৭

ওগো তরু, লতা, ওহে গিরিবর,
পাগল হয়েছি খুঁজিয়ে যাঁরে ;
দেখেছ কি সেই প্রিয় প্রাণেশ্বর ?
কোথা গেলে আমি পাইব তাঁরে ।

৩৮

অয়ি আশা ! তুমি মৃত-সঞ্জীবনী,
অমৃত-সাগরে তোমার স্থান,
বিপদ-সাগর-তারিণী তরণী,
ব'ধ না অবলা বালার প্রাণ।

৩৯

এই কি গো সেই মায়া মরীচিকা,
চল চল করে বিমল জল ?
হাসিয়ে পালায় চপলা লতিকা,
আগে আগে ধায় যতই চল !

৪০

হরিণী রূপসী দাঁড়ায়ে শিখরে,
কেন আছ খাড়া করিয়ে কাণ !
ঘুমায়েছে বীণা মম হৃদি 'পরে,
করে কি কিন্নরে স্বরগে গান ?

৪১

একি ! আচম্বিতে ম্লান হয় কেন
জগতব্যাপিনী নাথের ছবি !
কেন কেঁপে ওঠে, রাহু-মুখে যেন
করে থর থর মলিন রবি।

৪২

হৃদয়েরো প্রিয় মূর্ত্তি মধুরিমা,
কেঁপে কেঁপে হেলে পড়িছে কেন ?
বিজয়া-বিকালে সোণার প্রতিমা,
দুলে দুলে জলে ডুবিছে যেন।

৪৩

তবে কি হা নাথ! তুমি আর নাই,
পাব না দেখিতে তোমারে আর?
যাই যাই আমি পাতালে পালাই,
এড়াই কাতর হৃদয়-ভার।

৪৪

ধরণী, আমায় ধোর না, ধোর না,
রুধ না পবন, ছাড় রে পথ;
সে মধুর স্বরে কোর' না ছলনা,
গেও না গাহনা নাথের মত!

৪৫

অভাগীর বুঝি ফিরিল কপাল,
এ আওয়াজ্ আর কাহারো নয়!
আয় রে পবন ধাওয়াল ছাওয়াল!
ধেয়ে ধরি গিয়ে চরণদ্বয়।

৪৬

বহ বহ বহ সংগীত-লহরী,
ধর গো সপ্তমে পুরবী তান!
ব'য়ে লয়ে চল ত্বরা তনু-তরী,
অমৃত-সাগরে জুড়াব প্রাণ।

৪।—গীতি

সুর—" দিবা অবসাদ হ'ল সমুখে কাল যামিনী "

কে জানে রে ভালবাসা শেষে প্রাণনাশা হবে!
শান্তির সাগরে আহা প্রলয় পবন ব'বে!
ভালবাসে, ভালবাসি,
ভূমা প্রেমানন্দে ভাসি,
সদা মন হাসি-হাসি, সৌরভ-গৌরবে!
প্রেমের প্রতিমাখানি
আদরে হৃদয়ে আনি,
পদ্মবনে বীণাপাণি পূজি মহোৎসবে।
প্রাণ প্রেম-রসে ভোর,
গলে দোলে প্রেম-ডোর,
হৃদে প্রেম ঘুমঘোর, মাতোয়ারা নয়ন-চকোর;
আশে-পাশে দৃষ্টি নাই,
আপনার মনে ধাই,
হেসে চমকিয়ে চাই বাঁশরীর রবে!
আচম্বিতে চোরা বাণে
বিষম বেজেছে প্রাণে,
এখনো প্রেমের ধ্যানে ভোলা মন তবু ম'জে রয়!
হা আমি যাহার লাগি
হয়েছি ব্রহ্মাণ্ড-ত্যাগী,
মোরে যদি সে বিরাগী; অনুরাগী কেন তবে!
এত চাই ভুলিবারে,
ভুলিতে পারিনে তারে;
ভালবেসে কে কাহারে ভুলে গেছে কবে?
বিরাগের আশঙ্কায়
হৃদে শেল বিঁধে যায়,
তবু হায় স'য়ে তায় কাঁদে রে নীরবে।

ওই আসে উষা সতী,
হাসে দিশা, বসুমতী,
সরোজিনী রসবতী হাসে খেলে সমীরের সনে ;

হাসে তরু-লতা-রাজি,
প্রফুল্ল কুসুমে সাজি,
বুঝি এরা মোরে আজি উপহাস করে সবে !

কই গো অরুণোদয়,
এ যে রবি মগ্ন হয়,
যেন অনুরাগময় বিরহীর উদাস হৃদয় ;

এত নহে কমলিনী,
কুমুদিনী, আমোদিনী ;
পাড়াগেঁয়ে মেয়ে যেন সেজেছে পরবে।

একি ভ্রম হয়ে গেল,
কোথা উষা, নিশা এল,
পাগল করিল মোরে, মিলে আজি স্বভাবে-মানুষেরে !

মনের ভিতরে যার
ছারখার, হাহাকার,
দিবা নিশা সম তার ; সব তারে স'বে।

যার জ্বালা, সেই জানে,
থাকিব আপন ধ্যানে,
দেখি এ কাতর প্রাণে যাতনা বেদনা কত সয় !

কেন, কেন, একি, একি,
সব শূন্যময় দেখি,
করাল কালিমা কেন গ্রাসিয়াছে ভবে !

কি হ'ল বুকের মাঝে,
যেন এসে বজ্র বাজে ;
কে এল রে রণ-সাজে, ঝনঝনা বিকট বাজনা !

হা জননী ধরণী গো,
যুঝিতে যে পারিনি গো !
অভাগার দেহ-ভার কত আর রবে ।
হর মা, সন্তাপ হর,
ধর ধর ধর ধর !
এই আমি তব কোলে হই গো বিলয় ।

৪৭

হাহা নাথ ! ও কি ! পোড় না, পোড় না,
ভীষণ শিখর—ওখান থেকে ;
এই, এই আমি ! দেখ না, দেখ না,
সেই আদরিণী ডাকিছে ডেকে ।

৪৮

আহা ! এস, এস, এস হে হৃদয়ে,
তাপিত হৃদয় জুড়াল সখা ;
তুমিও এসেছ বনে যোগী হয়ে !
কার মনে ছিল পাইব দেখা !

৪৯

তোমা বিনে নাথ সকলি আঁধার,
অকূল পাথার হইত জ্ঞান ;
এখনি কি হোতো, কি হোতো আমার !
ছাড়িব না আর থাকিতে প্রাণ !

৫০

আহা সন্ধ্যাদেবী, আজি কি মধুর
রাজিছে তোমার মুরতিখানি !
তোমার সমীর করি ঝুর ঝুর
শরীরে অমিয় ঢালিছে আনি !

৫১

যাও সমীরণ, আমার মতন
অলিয়াছে যে যে বিরহী বালা,
মিলায়ে তাদের পতি-প্রাণধন,
পরাইয়ে দাও ফুলের মালা।

৫।—গীতি

রাগিণী ললিত, তাল আড়াঠেকা, মিলনের সুর

মিলিল যুবতী সতী
প্রিয় প্রাণপতি সনে,
নয়ন-হৃদয়-লোভা কি শোভা হইল বনে!
ফুটিল অম্বরতলে
তারা-হীরা দলে দলে,
রাজিল চন্দ্রিমা-ছটা প্রকৃতির চন্দ্রাননে।
বনদেবী হাসি হাসি,
আদরে সম্মুখে আসি,
সাজালেন বর-ক'নে চারু ফুল-আভরণে।
লতারাজী বনবালা,
ফুলের বরণডালা,
শিরে ধরি, ফিরি ফিরি, হেসে হেসে বরে বর-ক'নে ;—
আনন্দে আপনা-হারা,
নয়নে আনন্দ-ধারা,
দু-জনের মুখ-পানে চেয়ে আছে দুই জনে।

উড়ে উড়ে পড়ে ফুল,
আকুল ভ্রমর-কুল,
নির্ঝরিণী কুলুকুলু করিয়ে বেড়ায় ;—
কুসুম-পরাগ-চোর,
সমীর আমোদে ভোর,
বিবাহ-মঙ্গল-গীতি গাহ গো কোকিলগণে ;

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে বিরহিণী নাম অষ্টম সর্গ ।

নবম সর্গ

প্রিয়তমা

" ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে ।"

—ভবভূতি

১

ওরে অবিনাশ, বাছারে আমার,
নবনীর পুতুল, দুদের ছেলে,
স্নেহেতে মাখান কোমল আকার,
নয়ন জুড়ায় সমুখে এলে ।

২

কিবে হাসি হাসি কচি মুখখানি,
কচি দাঁতগুলি অধর-মাঝে,
যেন কচি কচি কেশর ক'খানি
ফুটন্ত ফুলের মাঝেতে সাজে ।

৩

বিধুমুখে তোর আধ আধ বাণী
অমৃত বরষে শ্রবণে মোর ;
আপনা-আপনি হরিষ পরাণী
হরষ-নাচনি হেরিলে তোর ।

৪

হেলে দুলে, হেসে পালিয়ে পালিয়ে,
ধেয়ে এসে তুমি পড়িলে গায় ;
আপনি অন্তর ওঠে উথলিয়ে,
পুলকে শরীর পূরিয়ে যায়।

৫

মুখে ঘন ঘন "বাবা বাবা" বুলি,
গলা ধর এসে হাজার বার ;
কর প্রকাশিতে আকুলি ব্যাকুলি,
কথা ক'য়ে যাহা বলিতে নার।

৬

ম'রে যাই লয়ে বালাই বাছারে,
আকুলি ব্যাকুলি কেন অমন !
আমি ভালবাসি যেমন তোমারে,
তুমিও আমারে বাস তেমন ?

৭

বুঝিলেম তবে এত দিন পরে,
কেন আমি ভালবাসি পিতায় ;
সকলি ত্যেজিতে পারি তাঁর তরে,
তোমা ছাড়া যাহা আছে ধরায়।

৮

আমারে জননী ছেলেবেলা ফেলে
করেছেন দেব-লোকে পয়ান ;
এখনো হটাৎ তাঁর কথা এলে,
বুঝিলেম কেন কাঁদে রে প্রাণ।

৯

মানুষের নব প্রথম প্রণয়—
তরুণ প্রথম প্রসূন মত,
চিরকাল হৃদে জাগরূক রয় ;
পরের প্রণয় রহে না তত।

১০

সেই স্নেহময় প্রথম প্রণয়,
জনমে জনক-জননী-সনে ;
তাই চিরদিন তাঁহারা উভয়
দেবতার মত জাগেন মনে।

১১

তব মুখ-শশী হেরিবার আগে,
সেই এক সুখে কেটেছে দিন ;
এই এক সুখ এবে মনে জাগে,
এ সুখে সে সুখ হয়েছে লীন।

১২

আগেতে তোমার ললিত জননী
চাঁদের মতন করিত আলো ;
জুড়ায়ে রাখিত দিবস-রজনী,
নয়নে বড়ই লাগিত ভাল।

১৩

এখন আইলে সে সুরসুন্দরী
তোমা হেন ধনে করিয়ে কোলে,
যেন উষাদেবী আসে আলো করি,—
তরুণ অরুণ কোলেতে দোলে।

১৪

তখন প্রণয় নূতন নূতন,
নূতন রসেতে দু-জনে ভোর ;
নূতন যোগাতে সতত যতন--
নয়নে নূতন নেশার ঘোর ।

১৫

তুমি এসে প্রেম-প্রবাহেরে ধরি,
ফিরায়ে দিয়েছ গোড়েন মতে ;
নাহি খেলে আর সে লোল লহরী,
চলেছে আপন উদার পথে !

১৬

তার নিরমল ধীর স্থির নীরে,
যুগল বিকচ কমল-প্রায়,
প্রফুল্ল হৃদয়দ্বয় দোলে ধীরে,
দুলে দুলে তুমি নাচিছ তায় ।

১৭

সুখের শীতল মৃদুল সমীরে
দোলে রে প্রমোদ ফুলের গাছ !
যেন তারা সবে নাচে তীরে তীরে,
খুদে ছেলেটির হেরিয়ে নাচ ।

১৮

চারি দিকে যেন অমৃত বরষে,
আমোদে ভুবন হয়েছে ভোর ;
পরিয়াছে গলে মনের হরষে
প্রেমের স্নেহের মোহন ডোর !

১৯

প্রফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে
এই যে আমার আসেন উষা।
নয়ন সজল স্নেহ মাধুরীতে,
হৃদে অবিনাশ অরুণ ভূষা।

২০

সদানন্দময়ী, আনন্দরূপিণী,
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-বিকচ-নলিনী,
আলয়-কমলা করুণাবতী!

২১

প্রিয়ে, তুমি মম অমূল্য রতন,
যুগ-যুগান্তের তপের ফল;
তব প্রেম স্নেহ অমিয় সেবন
দিয়েছে জীবনে অমর বল।

২২

সেই বলে আমি ক্রূর নিয়তির
কড়া কশাঘাত সহিতে পারি;
ভাঁড়ামি ভীরুতা বোঁচা পেত্নীর
এক কাণা কড়ি নাহিক ধারি।

২৩

জগত-জ্বালানী ঈরিষা আমারে,
তাপে জরজর করিতে নারে;
দ্যুলোকে ভূলোকে আলোকে আঁধারে
সমান বেড়াই চরণচারে।

২৪

পারে না বিঁধিতে, চমকায়ে দিতে,
চপলা চিকুর নয়ান-বাণ ;
ঝোঁকে বেরসিকে গরলে ঝাঁপিতে,—
থাকিতে অমৃত সাগরে স্থান ।

২৫

তুমি সুপ্রভাত ভাবনা-আঁধারে,
যে আঁধার সদা রয়েছে ঘেরে ;
যেন মোহ থেকে জাগাও আমারে,
দূরে যায় তম তোমায় হেরে ।

২৬

বিষণ্ণ জগত তোমার কিরণে
বিরাজে বিনোদ মূরতি ধরি,
কে যেন সন্তোষে ডেকে আনে মনে,
দেয় সুধারসে হৃদয় ভরি ।

২৭

চরাচর যেন সকলি আমার,
নারী-নরগণ ভগিনী ভাই,
আননে আনন্দ উথলে সবার,
গ'লে যায় প্রাণ যে দিকে চাই ।

২৮

হেন ধরাধাম থাকিতে সমুখে,
সুরলোকে লোকে কেন রে ধায় !
নরে কি অমরে আছে মন-সুখে,
যদি কেহ মোরে সুধাতে চায় !—

২৯

অবশ্য বলিব, নারীর মতন
সুখশান্তিময়ী অমৃতলতা
নাই যেই স্থানে, নহে সে এমন ;
শচী পারিজাত কপোল-কথা ।

৩০

এ মর্ত্যভুবন কমল কাননে
নারী-সরস্বতী বিরাজ করে ;
কবে সমাদরে, সদানন্দ মনে,
পূজিতে তাঁহারে শিখিবে নরে ?

৩১

এস উষারাণী, এস সরস্বতী,
এস লক্ষ্মী, এস জগত-ছটা,
এস সুধাকর-বিমল-মালতী,
আহা, কি উদার রূপের ঘটা !

৩২

আননে লোচনে স্বরগ-প্রকাশ,
হৃদয় প্রফুল্ল কুসুম-ভূমি ;
জুড়াতে আমার জীবন উদাস,
ধরায় উদয় হয়েছ তুমি ।

৩৩

বিপদে বান্ধব পরম সহায়,
সখী আমোদিনী আমোদ সেবি,
শান্ত অন্তেবাসী ললিত কলায়,
সমাধি সাধনে সদয়া দেবী ।

৩৪

মায়ের মতন স্নেহের যতন
কর কাছে বসি ভোজন-কালে,
বিকালে আমার জুড়াতে নয়ন
সাজ মনোহর কুসুম-মালে ।

৩৫

সন্ধ্যা-সমীরণে শাস্ত্র-আলোচনে,
সুমধুর-বাণী-বাদিনী সারী ;
নিশীথ-নির্জ্জনে বেল-ফুল-বনে,
চাঁদের কিরণে ললিত নারী ।

৩৬

নিস্তব্ধ নিশায় লেখনীর মুখে
গাঁথিতে বসিলে রচনা-হার,
তুমি সরস্বতী দাঁড়াও সমুখে,
খুলে দাও চোখে ত্রিদিব-দ্বার ।

৩৭

উথলি অন্তর ধায় দশ দিকে,
যেন ত্রিভুবন করেতে পাই ;
যেন মাতোয়ারা মনের বেঠিকে
জানিনে কোথায় চলিয়ে যাই ।

৩৮

কত অপরূপ প্রাণী মনোহর,
কত অপরূপ বিনোদ ধাম,
কত সুগম্ভীর মনোহরতর
সাগর ভূধর জানিনে নাম ;—

৩৯

দেখি দেখি সব ভ্রমি মন-সুখে,
আনন্দে আমোদে বিহ্বল প্রাণ ;
অপরূপ বল বেড়ে ওঠে বুকে,
ধরি ধরি করি প্রগাঢ় ধ্যান ;—

৪০

সহসা তোমার সহাস আননে
চোখ প'ড়ে যায়, তুমিও চাও ;
পান জল রাখি, সমুখে যতনে,
হাসিতে হাসিতে ঘুমাতে যাও ।

৪১

কালি সেই নিশি ত্রিযাম সময়ে,
গিয়েছ যেমনি বসায়ে যেথা ;
যোগেতে তোমায় জাগায়ে হৃদয়ে,
তেমনি বসিয়ে রয়েছি সেথা ।

৪২

যতনে যতনে আদরে আদরে
এঁকেছি সে হৃদি-প্রতিমাখানি ;
মরি কি সুহাস ভাসিল অধরে !
পাতো প্রিয়তমে কোমল পাণি ।

৪৩

ধর উষারাণী, হের সুনয়নে,
আরক্ত তরুণ অরুণমুখী ।
যদি তব ছবি ধরে তব মনে,
করিলে তা হ'লে পরম সুখী ।

৪৪

আয় অবিনাশী, বুকে আয় ধেয়ে,
দোল রে দুলাল দে দোল দোলা!
আহা দেখ প্রিয়ে, হেথা দেখ চেয়ে,
উদয় অচলে কে করে খেলা!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে প্রিয়তমা নাম নবম সর্গ।

দশম সর্গ

অভাগিনী

(পতি-পত্র-হস্তা গর্ভবতী নারী।)

" কুদো দাণিং মে দুরাহিরোহিণী আসা।"

—কালিদাস

১

অয়ি নাথ! কেন হেন নিরদয়
এ চিরদুখিনী জনের প্রতি ;
এ তো লেখা নয়, বজ্রপাত হয়,
ভয়ে ভাবনায় ভ্রমিছে মতি।

২

ওরে পত্র, আমি তোর আগমনে
কত নিধি যেন পাইনু করে,
হরষে হাসিনু, লইনু যতনে,
থুইনু আদরে হৃদয় পরে।

৩

স্মরেছেন আজি পতি গুণধাম,
অধীনীরে বুঝি প'ড়েছে মনে ;
স্বপনে জানিনে হইবেন বাম,
জানকীরে রাম দিবেন বনে।

৪

আহা সীতা সতী, তুমি ভাগ্যবতী,
ধন্য ত্রিজগতী তোমার নামে ;
নিরমি তোমার সোণার মুরতি,
বসালেন পতি আপন বামে !

৫

আমি অভাগিনী, বসিবে সতিনী
হাসি হাসি আসি পতির পাশে ;
যেন সোহাগিনী রাধা বিনোদিনী
শ্রীকৃষ্ণের বামে বসিয়ে হাসে।

৬

সে বিষ-সম্বাদ আসিবে আবার,
পাপ প্রাণ দেহ ত্যেজিয়ে যাও ;
ওগো মা ধরণী জননী আমার,
কাতরা কন্যেরে কোলেতে নাও !

৭

উষসীর কোলে কুসুম কলিকা
প্রফুল্ল হইয়ে বাতাসে দোলে,
যবে শিশুমতি ছিলেম বালিকা,
দুলিতেম বসি মায়ের কোলে।

৮

ছেলে মেয়ে আর ছিল না অপর,
এক মাত্র আমি ঘরের আলো ;
করিতেন বাবা কতই আদর,
সকলে আমায় বাসিত ভালো।

৯

করি করি পিতা কত অন্বেষণ,
সুপাত্রে দিলেন আমার কর ;
পাইলেম হায় অমূল্য রতন,
রূপে গুণে মন-মতন বর !

১০

কারো দোষ নাই, কপালেতে করে,
নহিলে তেমন, এমন হয় !
নিমগন হ'য়ে সুধার সাগরে
হলাহলে কার পরাণ দয় ?

১১

আরে রে নিয়তি দুরন্ত ঝটিকা !
বহিয়ে চলেছে আপন মনে ;
দলি দলি সব কোমল কলিকা,
মানবের আশা-কুসুম-বনে !

১২

গেলেন স্বরগে সতী মা আমার,
বিবাহ হরষ বরষ পর,
এ সংসারে মন ভাঙিল পিতার,
বিবাহ করিয়ে হলেন পর ।

১৩

শোক তাপ সব রয়েছি পাশরি,
চাহিয়ে তোমার মুখের পানে ;
বল নাথ, আমি এখন কি করি,
কার মুখ চেয়ে বাঁচিব প্রাণে ?

১৪

লাগিবে যে ধন ভরণ-পোষণে,
দিবে তা সকলি, দিবে না দেখা !
নি-জঞ্জালে রবে নব নারী-সনে,
আমারে ফেলিয়ে রাখিবে একা !

১৫

যে ঘরের আমি ছিনু রাজরাণী,
পুষিয়াছি কত ভিকারী জনে ;
করিবে সে ঘরে মোরে ভিকারিণী,
এই কি তোমার ছিল হে মনে ?

১৬

ওগো মা জননী, রয়েছ কোথায়,
ফেলিয়ে হেথায় স্নেহের ধন !
আদরিণী মেয়ে কাঁদিয়ে বেড়ায়,
দেখে কি কাঁদে না তোমারো মন ?

১৭

অন্তিম সময়ে দুটি করে ধোরে,
সঁপে দিয়ে গেলে তুমি যাহায়,
সেই অহৃদয় আজি ঘারেঘোরে
বিনি দোষে মাগো ত্যেজে আমায় !

১৮

মানব-সন্তান ! বিবাহ অবধি
ছিনু যত দিন তোমার কাছে,
হেরিতেম তব যেন নিরবধি
আনন মলিন হইয়ে আছে ।

১৯

সবে ভালবাসে মুখ হাসি হাসি,
পূরণিমা-শশী প্রকাশ পায় ;
সুধাকর-সুধা চির-অভিলাষী
চকোরে চকোরী নেহারে তায় ।

২০

আমার অন্তর আর একতর,
আমি ভালবাসি মলিন মুখ ;
হেরে তব ম্লান মুখ মনোহর,
জনমে হৃদয়ে স্বরগ-সুখ ।

২১

ভালবাস কি না, ভাবিনি কখন,
আপনার ভাবে আপনি ভোর ;
আপনার স্নেহে আপনি মগন,
হৃদয়ে প্রেমের ঘুমের ঘোর ।

২২

আহা ! কেন, কেন, এ ঘুম ভাঙাও,
কি লাভ দুখীরে করিলে দুখী ?
দাও, দাও, আরো ঘুমাইতে দাও,
স্বপনের সুখে হইতে সুখী ।

২৩

পাগলিনী প্রাণে বাঁচিবে না আর,
সাধের স্বপন ফুরায়ে গেলে ;
হা হা রে পাগল, কি ক্ষতি তোমার
কাঙালে স্বপনে রতন পেলে ।

২৪

যদি জোর কোরে ভাঙ্গাইলে ঘুম,
হৃদে বিঁধে দিলে বিষের বাণ ;
প্রেমের উপরে করিলে জুলুম,
না বধিলে কেন আগেতে প্রাণ ?

২৫

নারী-বধ ভেবে যদি ভয় হয়,
পাষাণ হৃদয়, তোমার মনে ;
মড়ার উপরে খাঁড়া নাহি সয়,
দাও বিসর্জন নিবিড় বনে।

২৬

রবি শশী তারা, জগতের বাতি,
সেখানে সকলে নিবিয়ে যাক্ ;
গাঢ় তমোরাশি আসি দিবা-রাতি,
একেবারে মোরে গ্রাসিয়ে থাক্ !

২৭

হুহু হুহু কোরে প্রলয় বাতাস
সদাই আমার বাজুক কাণে,
ভোগবতী নদী প্রসারিয়ে গ্রাস
লইয়ে চলুক পাতাল-পানে !

২৮

ছিঁড়ে খুঁড়ে যাক্ মন থেকে সব
ভাবনা, বাসনা, প্রণয়, স্নেহ ;
জীবনের বীণা হউক নীরব,
মাটিতে মিশুক মাটির দেহ !

২৯

দেখ নাথ, দেখ, খুকী যাদুমণি
বুকের উপরে দাঁড়ায়ে দোলে,
দেখেছ মেয়ের নাচুনি কুঁদুনি,
ঝাঁপিয়ে যাইতে বাপের কোলে !

৩০

একেবারে বাছা হেসে কুটিকুটি,
তোমারে পাইলে কি নিধি পায় !
চাঁদ মুখে তোর চুমি খাই দুটি,
কেমনে চুমুমি ? নিবি তো আয় !

৩১

ঝুঁকি ঝুঁকি আসা, হুম্‌কি তোমার,
আসিবে না কোলে বটে রে মেয়ে ?
মুখ লুকাইয়ে থাক না এবার !
আবার বড় যে আসিলে ধেয়ে ?

৩২

থাক, বুকে থাক, বাপি রে আমার,
'তাপিত হৃদয় জুড়ান ধন'।
তোমার লাগিয়ে গলেছে এবার,
তোমার পিতার কঠিন মন !

৩৩

যবে এ জঠরে করেছিলে বাস,
সেই কয় মাস স্মরণ হ'লে,
ক'রে দেয় মন পরাণ উদাস,
আজো জ্ঞান হয় বাঁচি গো ম'লে।

৩৪

হেরিতে কেবল তোর মুখশশী,
সয়েছি সে সব, ধরেছি প্রাণ ;
নহিলে এ ঘরে বসিত রূপসী
আলুথালু বেশে করিয়ে মান।

৩৫

আজি যাব নাথ পিতার আলয়ে,
মেয়ে তবে থাক্ তোমারি কাছে!
ঢের করেছেন তাঁরা অসময়ে,
না যাইলে কিছু ভাবেন পাছে!

৩৬

বাঁচি যদি দেখা হবে পুনরায়,
নহিলে এ দেখা জনম-শোধ ;
কেন হে নয়ন জলে ভেসে যায়,
আঁচল ধরিয়ে করিছ রোধ!

৩৭

কই, কই, কই, কোথা সে কুমারী,
কোথায় নাথের সজল আঁখি,
এই বাড়ী ঘর আমারি পিতারি!
জাগিয়ে স্বপন হেরিনু না কি?

৩৮

তাই বটে বটে, এই যে আমার
গরভের বাছা গরভে আছে;
একেলা বিরলে থাকা নয় আর,
আবার স্বপন আসে গো পাছে!

৩৯

তুই রে আমায় করিলি পাগল।
যা, যা, চিঠি দূরে ছুটিয়ে পালা !
না, না, তুমি মম জীবন-সম্বল,
নাথের গাঁথন রতন-মালা।

৪০

আহা এস, আজি অবধি তোমায়
থুইব হৃদয় রাজীবরাজে !
পতি-নামাঙ্কিত মাণিক-মালায়,
সতী সীমন্তিনী সরেস সাজে !

৪১

মাণিক রতন, নিরেট জহর।
জীবন সংশয় সেবিলে তাকে ;
আমার মতন যে রোগী কাতর,
জহরে তাহারে বাঁচায়ে রাখে।

৪২

পড়ি আগাগোড়া আর এক বার,
যা থাকে কপালে হইবে তাই ;
সাগরে শয়ন হয়েছে আমার,
শিশিরে যাইতে কেন ডরাই।

৪৩

শেষে একি লেখা! লেখা ভয়ঙ্কর!
না পেলে তাহারে, ত্যেজিবে প্রাণ?
হানা দিলে আমি বিয়ের উপর,
শুনে ব'লে মোরে করিবে জ্ঞান?

৪৪

না, না, তুমি অত হয়ো না উতলা,
আপন নিধন ভেব না কভু;
মরম ব্যথায় যদিও বিকলা,
বাধা আমি তবু দিব না প্রভু।

৪৫

তোমারে ধরিয়ে রয়েছে সকলে,
তোমার বিহনে কি দশা হবে!
শ্বাশুড়ী ননদী দিদি ছেলেপুলে
কার মুখ চেয়ে বাঁচিয়ে রবে।

৪৬

কে রে আমাদের সুখের কাননে
এ ঘোর আগুন জ্বালিয়ে দিল।
হা বিধি। তোমার এই ছিল মনে।
এই কি আমার কপালে ছিল।

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে অভাগিনী নাম
দশম সর্গ।

সঙ্গীত-শতক

সঙ্গীত-শতক

রাগিণী মুলতান--তাল আড়াঠেকা

সঙ্গীত কি সুমধুর
রস রসময়।
নীরস সরস করে,
শিলা দ্রব হয় ;

কবিগণ—পদ্মবনে
রাগিনী সঙ্গিনী সনে
মূর্তিমতী সরস্বতী
সুধা বরিষয় ;

নিতান্ত কাতর জন,
শোকে তাপে দগ্ধ মন,
শ্রবণে করিলে পান,
তৃপ্ত হয়ে রয় ॥ ১ ॥

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান

সদা আমি আছি সুখী
ল'য়ে এ সকল ধন—
তরুণ অরুণ ছটা,
সুশীতল সমীরণ,

তারাবলি, সুধাকর,
তরঙ্গিণী, জলধর,
তরু, লতা, ধরাধর,
নির্ঝরের নিপতন,

অনুরাগি প্রমদার
অমায়িক ব্যবহার,
কৃপাময় জনকের
স্নেহ-ছায়াবলম্বন ;

ধূলীর পুতলিগণে
ফেটে পড়ে যেই ধনে,
সে ধনে সুখের আশা
করিনি কখন ॥ ২ ॥

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা

আজি সন্ধ্যা সাজিয়াছে
অতি মনোহর,
পরিয়াছে পাঁচ রঙা
সুন্দর অম্বর ;

হাসি হাসি চন্দ্রানন,
আধ ঘন আবরণ,
আধ প্রকাশিত আভা,
কিবা শোভাকর।

কাল মেঘ কেশ-মাঝে,
শাদা মেঘ সিঁতি সাজে,
তার মাঝে জ্বলে মণি
তারক সুন্দর ;

নীল জলধর-পরে,
যেন নীল গিরিবরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে, রূপে
উজলি অম্বর ! ॥ ৩ ॥

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল আড়াঠেকা

কোথায় রয়েছ প্রেম,
দাও দরশন !
কাতর হয়েছি আমি
কোরে অন্বেষণ !

কপটতা—ক্রূরমতি,
বিষময়ী, বক্রগতি,
দংশিয়ে তোমারে বুঝি
করেছে নিধন ? ॥ ৪ ॥

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল আড়াঠেকা

এই যে সমুখে প্রেম
মানসমোহন !
আভাময় প্রভাজালে
আলো ত্রিভুবন !

সারল্যের স্বচ্ছ জলে,
প্রত্যয়ের শতদলে,
সুখেতে শয়ন করি
সহাসবদন ;

সন্তোষ অনিল বায়,
আনন্দ লহরী ধায়,
চিত মধুকর গায়
সুধা বরিষণ—
চারিদিকে সুধা বরিষণ ;
এই যে সমুখে প্রেম
মানসমোহন। ॥ ৫ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিঁট্—তাল আড়াঠেকা

প্রাণপ্রেয়সি আমার,
হৃদয়-ভূষণ,
কত যতনের হার।
হেরিলে তব বদন,
যেন পাই ত্রিভুবন,
অন্তরে উথলে ওঠে
আনন্দ অপার ॥ ৬ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

নশ্বর নূতন তরুবর
কিবা সুশোভন।
সাদরে দিয়েছে এসে
লতা-বধূ আলিঙ্গন ;
উভয়ে উভয় পাশে
বাঁধা বাহু-শাখা-পাশে,
কুসুম বিকাশি হাসে,
ভাষে ভ্রমর-গুঞ্জন ;

মিলায়ে বায়ুর স্বরে
কুহু ছলে গান করে,
নাচে আনন্দের ভরে
কোরে বাহু প্রকম্পন।

কে বলে শিশির জল?
প্রেম-অশ্রু অবিরল
ঝরে, যেন মতি ঝরে,
করে সুধা বরিষণ!

বনলক্ষ্মী কুতূহলে
আসন এঁকেছে তলে,
কত কারিগরী, মরি
করিয়াছে কি যতন!

মল্লিকা-যূথিকাগণ
উচ্চ শাখী আরোহণ
করি, করি করাঞ্জলি,
করে লাজ বিকিরণ। ॥ ৭ ॥

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা

কেন কেন প্রাণপ্রিয়ে
হয়েছ এমন।
নিতান্ত উদাস প্রায়,
ভাঙা ভাঙা মন!

কপোল হয়েছে লাল,
ঘামিছে মোহন ভাল,
নিশ্বাসে অধর ঝলে,
নেত্রে জলে হুতাশন। ॥ ৮ ॥

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা

হায়, সুখময় ফুলবন
হয়েছে দাহন।
নীরব এখন—
কোকিলের কুহুরব,
অলির গুঞ্জন!

আর পূর্ণিমার ভাসে
ফুল ফুটে নাহি হাসে,
করে না মধুর বাসে
প্রমোদিত মন! ॥ ৯ ॥

———

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল ধামাল

এস লো প্রেয়সি
এস হৃদি-মাঝে।
রতন, পতন পদে,
নাহি সাজে;

কিছুতো করনি দোষ,
কি জন্যে করিব রোষ?
কাতর দেখিলে তোরে
ব্যথা বাজে—
প্রাণে ব্যথা বাজে।
এস লো প্রেয়সি এস
হৃদি-মাঝে! ॥ ১০ ॥

———

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা

ওই দেখ শস্যভূমি
কিবা শোভা পায়!
ত্যেজে জল, যেন স্থলে
তরঙ্গ গড়ায়!

নূতন মুঞ্জরী ভরে
আছে ঘাড় হেঁট কোরে,
নতমুখী নব বধূ
সরমের দায়!

বেলা শেষ ঝিক্‌মিক্‌,
শস্য করে চিক্‌চিক্‌,
মরকত-খনি যেন
ভানুর ছটায়! ॥ ১১ ॥

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান

না দেখিলে দহে প্রাণ,
দেখিলে দ্বিগুণ দয়,
কিছুই বুঝিতে নারি—
কেনই এমন হয়!

হেরে প্রিয় চন্দ্রানন
যখন মোহিত মন,
তখনি অমনি হৃদে
জাগে অদর্শন-ভয়!

ক্ষণমাত্র ক্ষণপ্রভা
প্রকাশে আপন প্রভা,
আঁধার কি যায় তায়?
আরো অন্ধকার হয়! ॥ ১২ ॥

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান

যত দেখি, ততই যে
দেখিবারে বাড়ে সাধ,
নির্ম্মল লাবণ্য রসে
না জানি কি আছে স্বাদ !

কে যেন বাঁধিয়ে মন
বলে করে আকর্ষণ,
ফিরেও ফিরিতে নারি,
বিষম প্রমাদ ! ॥ ১৩ ॥

রাগ মালকোশ--তাল মধ্যমান

এক পল না দেখিলে
মন যেন হুহু করে,
কোন বিনোদন আর
ভাল লাগে না অন্তরে ;

কি যেন হইয়ে যাই,
আমি যেন আমি নাই,
তারো কি করে এমন
পরাণ আমার তরে ? ॥ ১৪ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

ভালবাসা ভাল বটে
যদি পরস্পরে বাসে,
জানে না যাতনা কভু,
চিরকাল সুখে ভাসে ;

যদি ঘটে বিপর্য্যয়,
প্রলয় পবন বয়,
প্রেমীর সংশয় প্রাণ,
অপ্রেমী উড়ায় হাসে। ॥ ১৫ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

নির্জ্জন নদীর কূলে
মনোহর কুঞ্জবন,
যেন তরঙ্গেতে ভাসে
আহা কিবা দরশন।

জড়িত মুকুল ফুল
লতা পাতা সমাকুল,
ঝাড়কাটা মখমল-
তাঁবু যেন সুশোভন।

নধর বিটপচয়
থোলো থোলো ফুলময়
আশে-পাশে ঝোলে, দোলে,
যত বহে সমীরণ।

সুখে বোসে অভ্যন্তরে
টুন্‌টুনি টুন্‌টুন্ করে,
কে যেন সপ্তম স্বরে
আগিন করে বাদন। ॥ ১৬ ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা

ছাড়িতেও পারিনে প্রেম,
করিতেও পারিনে ;
প্রেম স্তধু কথামাত্র,
জেনেও জানিনে ;

সদা মনে জাগে আশা
পাব ভাল ভালবাসা,
সে আশা, নিরাশা ;
তবু ভেবেও ভাবিনে ;

ভেবে বা কি হবে আর,
হবে তাই যা হবার,
মনে আছে বিধাতার,
এঁচেও আঁচিনে ;

চাতক অনন্যধ্যান,
অন্য জলে তুচ্ছ জ্ঞান,
কে তোষে তাহার প্রাণ
কাদম্বিনী বিনে ? ॥ ১৭ ॥

রাগিণী পুরবী—তাল আড়াঠেকা

হাসিতে হাসিতে দেখি
যাইছ প্রেমের বাসে ;
দেখ না তোমার পাশে
বিচ্ছেদ দাঁড়ায়ে হাসে !

আহ্লাদেতে গদগদ,
যেন পাবে ব্রহ্ম-পদ,
ভেবে তব পরিণাম
অতি দুখে হাসি আসে ! ॥ ১৮ ॥

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা

আরাম-আমোদ ছেড়ে
কেন বোসে এ কুস্থানে ?
ঝাড়, ছবি, হাসি হা্‌রা,
ভাল আর লাগে না প্রাণে।

ঝোপ্‌ ঝোপ্‌ এঁদো বন,
লোক নাই এক জন,
ডোবা, ঘাট, শেওলাধরা,
থাকিতে আছে এখানে ?

কিবা ছায়াময় স্থল,
ঘাটে পাতা মখমল,
মখমল-পাতা জলে
পদ্ম হাসে স্থানে স্থানে ;

বায়ু বহে ঝুর্‌ ঝুর্‌,
গন্ধ আসে সুমধুর,
ঝোপে বসে শ্যামা পাখি
গায় সুললিত তানে ;

যদি ভাই মন চায়,
আসিয়ে বস হেতায়,
জুড়াও নয়ন মন,
যাবেই তো সেইখানে। ॥ ১৯ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিঁট—তাল আড়াঠেকা

হৃদয়ে উদয় এ কে
রমণী-রতন—
মলিন বসন পরা,
মলিন বদন !

করেতে কপোল রাখি,
অবিরল ঝরে আঁখি ;
ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ে
হয়ে অচেতন ! ॥ ২০ ॥

রাগিণী পূরবী--তাল আড়াঠেকা

এত আদরের ধন
সাধের প্রণয় !
কেন গো ক্রমেতে আর
তত নাহি রয় ?

প্রথম উদয়ে শশি
কত যেন হাসিখুসি,
শেষে কেন ক্রমে ক্রমে
ম্লান অতিশয় ?

যোগাইতে যে আদরে--
সদা ব্যস্ত পরস্পরে,
সে আদর করা পরে,
ভার বোধ হয় ?

বটে মানুষের মন
চায় নব আস্বাদন,
তা বোলে প্রণয়ও কি রে
নব রসময় ? ॥ ২১ ॥

রাগিণী গারা ভৈরবী—তাল আড়া-ঠেকা

হায়, কে জানে তখন
শেষে হইবে এমন!
মণি-হারা ফণি হ'য়ে
করিবে দংশন—
হৃদে করিবে দংশন!

সরল সরল হাস,
সরল সরল ভাষ,
কেমনে জানিব আছে
গরল গোপন—
তাতে গরল গোপন?

ব্যাধেরা বাঁশীর তানে,
হরিণে ভুলায়ে আনে,
অলক্ষ্যেতে বাণ হানে,
হৃদি বিদারণ—
করে হৃদি বিদারণ!

হা-হারে অবোধ পান্থ,
মণি-লোভে হয়ে ভ্রান্ত
কপট ভুজঙ্গ-মুখে
করেছ গমন—
ভুলে করেছ গমন!

হায়, কে জানে তখন
শেষে হইবে এমন! ॥ ২২ ॥

———

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

উঃ, কি প্রচণ্ড ঝড়,
শব্দ ভয়ঙ্কর !
ক্ষণ মাত্রে ঢেকে গেল
ধূলায় অম্বর !

বড় বড়, শত শত,
খাড়া ছিল বৃক্ষ যত,
এক দমকেতে নত
পৃথ্বি-পৃষ্ঠোপর !

দর্জ্জা জানালা শূন্যে ওড়ে,
ধুপ্‌ধাড়্‌ বাড়ি পড়ে,
চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ
ওঠে ঘোরতর !

নদহ্রদ-জলে, বলে,
ছুড়ে ফেলে দেয় স্থলে,
পর্ব্বতাদি যেন ভয়ে
কাঁপে থর থর !

বৃষ্টিধারা তীক্ষ্ণতরা,
যেন বাণ পরম্পরা,
তড়তড়্‌ পড়ে এসে
বেগে নিরন্তর !

এ কি রে প্রলয় কাণ্ড !
বুঝি আজ এ ব্রহ্মাণ্ড,
গুঁড় হয়ে উড়ে যাবে
শূন্যের উপর ! ॥ ২৩ ॥

———

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

নিস্তব্ধ ভুবন
হয়েছে এখন,
আর নাই সোঁসোঁ-শব্দ
প্রচণ্ড পবন !

প্রশান্ত, লোহিত-ছবি,
ওই উঠিতেছে রবি,
ধরা যেন পুনর্ব্বার
পেয়েছে জীবন !

ছিন্ন ভিন্ন কলেবর,
ছিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার,
এত যে দুর্দ্দশা,
তবু প্রফুল্ল বদন !

স্খলিত হয়েছে মূল,
পড়ে আছে তরুকুল,
রণভূমে সেনা যেন
করেছে শয়ন !

গ্রাম্য পক্ষী একত্তরে
সবে পড়ে আছে ম'রে—
চারি দিকে ইতস্তত
স্তূপের মতন !

হর্ম্ম্যাদির অবয়ব,
ওলোট্ পালট্ সব,
হাতি যেন দলে' গেছে
কমল কানন !

" হইয়ে উন্মত্ত-প্রায়,
কি কাণ্ড করেছি হায়,"—
এই ভেবে যেন কাঁদে
মন্দ সমীরণ ! ॥ ২৪ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

অধিক প্রণয় স্থলে
যদি ঘটে অপ্রণয়,
অহহ কি ভয়ানক
বিষম যাতনা হয় !

মুখ কিছু নাহি বলে,
মন গুমে গুমে জলে,
মর্ম্মগ্রন্থি একেবারে
ছিন্ন ভিন্ন, ভস্মময় ! ॥ ২৫ ॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা

বন্ধুর নিকটে দুখ
জানালে কমিয়ে যায়,
কিন্তু হায় হেন বন্ধু
কোথা বল পাওয়া যায় ?

সবে নিজ-সুখে সুখী,
পর-দুখে নহে দুখী,
দুখ শুনে মনে হাসে,
মুখে করে হায় হায় ! ॥ ২৬ ॥

রাগিনী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা

যার হিত-অন্বেষণ
করি মনে নিরন্তর,
সে ভাবিলে বিপরীত,
বিদীর্ণ হয় অন্তর!

কিরূপ যাতনা তায়,
অন্যে কি বুঝান যায়?
ভুক্তভোগী জানে ভাল
যেরূপ সে ভয়ঙ্কর!

কাহারো প্রতি প্রত্যয়,
বিন্দুমাত্র নাহি রয়,
সব যেন শূন্যময়,
হা-হুতাশ হয় সার। ॥ ২৭ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

সকলি সহিতে পারি,
নারি তেজের অপমান;
রাখিতে তেজের মান
অকাতরে ত্যজি প্রাণ;

করিয়ে সুপথ ধার্য্য,
নির্ভয়ে করিব কার্য্য,
যা আছে অদৃষ্টে হবে,
নাহি তাহে দুঃখ-জ্ঞান। ॥ ২৮ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

সমুদ্রের বেলাভূমি
ভয়ঙ্কর, মনোহর,
যেন ঘোরতর যুদ্ধে
সদা মত্ত রত্নাকর!

ভীম ভৈরব রব-
প্রপূরিত দিশ সব,
কোথা মেঘ কড়্কড়্?
কোথা বজ্র ঘর্ঘর?

এই মাত্র পাছু হটে,
এই পুনঃ আশু ছোটে,
লাফায়ে লাফায়ে ফাটে
তটের উপর!

ফেণ যেন তুলা-রাশি,
নীল জলে খেলে ভাসি,
শত শ্বেত মেঘমালে
কত শোভে নীলাম্বর!

বহিত্র করিয়া কোলে
নেচে নেচে হ্যালে দোলে,
ঊর্দ্ধে তোলে, নিম্নে ফ্যালে,
দোলা দেয় নিরন্তর।

দৃষ্টির সীমার শেষে
উঠিয়ে অম্বরে মেশে,
অম্বরো নামিয়ে এসে
হয় এক-কলেবর।

মিলিত উভয় ছটা,
নীল মণিময় ঘটা,
ওই খানে ঝুলে পড়ে
অস্তোন্মুখ দিনকর ;

ঢল ঢল রক্ত রবি,
পদ্মরাগ মণিছবি,
নীল মণিময় স্থলে
বড়ই সুন্দর !

সমীরণ ঝরঝর,
শুষ্ক পর্ণ মরমর,
গন্ধে দিক্ ভরভর,
জুড়ায় অন্তর !

বিস্ময় উদার ভাব,
চিত্তে হয় আবির্ভাব,
নিরখি তাদৃশ মূর্ত্তি
উদার, প্রসর ! ॥ ২৯ ॥

রাগিণী ললিত—তাল যৎ

হিংসক কি ভয়ানক
জন্তু এ সংসারে !
অন্তরে নরক, কৃমি
কিলিবিলি করে ;

চোক্ দুটো মিট্‌মিটে,
কথাগুলো পিট্‌পিটে,
মাস সিঁট্‌কে আছে সদা
মুখের দু-ধারে ;

সর্ব্বদাই খুঁৎ খুঁৎ,
সর্ব্বদাই ঘুঁৎ ঘুঁৎ,
সুধা কেহ খেতে দিলে
বিষ জ্ঞান করে ;

থেকে থেকে কচি খোকা,
থেকে থেকে নেকা বোকা,
পোড়া মুখে দেঁতো হাসি
খেতে আসে ধোরে ;

প্রত্যেক কথায় রিশ,
থুথু ফেলে ডাহা বিষ,
জগতের মধ্যে ভাল
লাগে না কাহারে ;

যদি কেহ সুখে রয়,
যেন সর্ব্বনাশ হয়,
কুঁড়ের ভিতরে বোসে
জ্বোলে পুড়ে মরে ;

সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো
পেঁচারে লাগে না ভাল,
কোটরে লুকিয়ে থাকে
মালসাট মারে ;

শুনিলে কাহারো যশ
রেগে হয় গশগশ,
রটায় তার অপযশ
যে প্রকারে পারে ;

করিতে পরের মন্দ
বড়ই মনে আনন্দ,
নিয়ে তার ছন্দবন্দ
ছুতো খুঁজে মরে ;

ভাবিয়ে না ঠিক পাই,
বল বিধি, শুন্তে চাই,
কোন্ মাটি দিয়ে তুমি
গড়েছ ইহারে ? ॥ ৩০ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

ততই ঘুচিবে জ্বালা,
যত জ্বালা না ভাবিবে ;
অন্তরে হিংসার জ্বালা
জ্বলিলে সদা জ্বলিবে ।

অন্যেরে দেখিয়ে সুখী,
কেন বৃথা হও দুখী !
পরের সুখেতে সুখী
হইতে কবে শিখিবে ? ॥ ৩১ ॥

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান

জগতে মানুষ-চেনা
দেখি বড় দায় !
বিবিধ বেশেতে ফেরে
বিবিধ মায়ায় !

কভু ফুল সেজে রয়,
মধুর আমোদ বয় ;
কভু অহি হয়ে এসে
হৃদয়ে দংশয় ! ॥ ৩২ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

দূরে থেকে দেখি গিরি
যেন ঠিক মেঘোদয়,
আকাশে মেঘের সঙ্গে
অঙ্গে অঙ্গে মিশে রয় !

অগ্রসর হই যত,
আকাশ ছাড়িয়ে তত
ক্রমে বোসে যায় নিম্নে,
আকাশ উন্নত হয় !

প্রকাণ্ড স্তূপের প্রায়
লতা পাতা ঢাকা গায়,
উচ্চ নীচ কত মত
চূড়া শোভে শিরোময় !

ওই সে বৃহৎ রাশি
স্পষ্ট দেহ পরকাশি,
সুদীর্ঘ প্রাচীর প্রায়
হতেছে বিস্তার ;

যারা ছিল লতা পাতা,
ক্রমে ক্রমে তোলে মাথা,
স্কন্ধ কাণ্ড প্রকাশিয়ে
বৃক্ষে পরিণত হয় !

পাশে পাশে সারি সারি
দাঁড়ায়েছে বেঁধে সারী
যেন সাস্তিরির দল
দিয়েছে কাতার !

মহাবীর মাঝে মাঝে
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সাজে,
স্তব্ধভাবে পৃষ্ঠে হেলে
বুক ফুলাইয়ে রয় !

তরঙ্গিত মেখলায়,
নির্ঝরের ধারা ধায়,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বেগে ঠেকে
ঠিকরিয়া পড়ে !

গভীর কূপের মত
হেথা হোথা গুহা কত,
দিবসেও অভ্যন্তর
তমোময় অতিশয় ! ॥ ৩৩ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট্—তাল আড়াঠেকা

একি একি সোহাগিনি !
কেন বসে ধরাসনে ?
অধোমুখে, মনোদুখে
ধারা বহে দু-নয়নে,

আলুথালু কেশপাশ,
শিথিলিত বেশবাস,
থেকে থেকে ফুলে ফুলে
উঠিতেছ ক্ষণে ক্ষণে ? ॥ ৩৪ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

ছি ছি হে প্রেমিক
তুমি বড়ই অধীর।
বুঝিতে তো জান না ক
মনোভাব কামিনীর।

কাঁদে, না দেখিলেও যারে,
কাঁদে, দেখিলেও তারে,
মাঝে আছে, ঘেরা আছে,
ছলের প্রাচীর।

করিতে হবে না জেদ,
আপনিই হবে ভেদ,
ঘুচিবে মনের খেদ,
জেন হে ইহাই স্থির।

ক্রমেতে সকলি হয়,
ক্রম ছাড়া কিছু নয়,
ক্রমে মন পাওয়া যায়—
বনের পাখীর।

সবুর সকল স্থলে,
সবুরেতে মেওয়া ফলে,[1]
সবুর করিয়ে তলে
রত্ন তোলে জলধির। ॥ ৩৫ ॥

———

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা

বুঝাতে হবে না আর,
বুঝি আমি সমুদায়,
পরে যাহা হবে, তাহা
প্রথমেই জানা যায়।

সকলেরি আছে চিহ্ন,
কিছু নাই চিহ্ন ভিন্ন,
উঠন্তি গাছের আগে
পাতায় প্রকাশ পায় !

যামিনী যখন আসে,
অন্ধকার হয়ে আসে,
উষার আসার আগে
শুক্‌তারা দেখা দেয় !

হইলে কমল কলি,
পরে মধু লভে অলি,
আকন্দ মুকুল হতে
কভু কি লভেছে তায় ? ॥ ৩৬ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা

যেমন হৃদয় যার,
সে ভাবে তেমন ;
সুধায় জনমে সুধা,
বিষে বিষ উদ্ভাবন !

নিজ-মন তুলি ধোরে
পর-মন চিত্র করে,
কল্পনা করিতে পারে
স্বরূপ কি নিরূপণ ?

চলিলে কল্পনা-পথে,
পড়িবে ভ্রমের হাতে ;
ফল মাত্র লাভে হতে
অন্ধ হবে দু-নয়ন !

শুভ্র ছটা পূর্ণিমার—
বোধ হবে অন্ধকার,
নির্ব্বিকার স্বচ্ছ জল,
পঙ্করাশি হবে জ্ঞান !

যতই খুঁজিবে হিত,
তত হবে বিপরীত,
জলেতে ডুবিয়ে রয়ে
অনলে হবে দাহন !

যথায় আনন্দ হাসে,
মহানন্দ পরকাশে,
তথায় বিষাদ এসে—
বেড়ায় কোরে ক্রন্দন ! ॥ ৩৭ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

প্রদীপ্ত অনল-শিখা
ধক্ ধক্ দিনকর !
যেন চতুর্দ্দিক জ্বলে
এ কি দেখি ভয়ঙ্কর !

বর্ষে অগ্নিপূর্ণ বাণ,
ছট্ ফট্ করে প্রাণ,
চৌ চোটে ফেটে ওঠে
ধরিত্রীর কলেবর !

বহে বায়ু সন্ সন্,
লু ছোটে ভন্ ভন্,
অগ্নি-বৃষ্টি হয় যেন
সর্ব্ব-সর্ব্ব-অঙ্গোপর !

শুষ্কপত্র বনস্থলে
দাউ দপ্ দাব জ্বলে,
লক্ লক্ অগ্নি-অর্চিচ
ব্যেপে ছোটে বনান্তর!

ঊর্দ্ধ মুখে শূন্যোপরে
কাঁদিছে কাতর স্বরে—
যায় যায় প্রায় প্রাণ
চাতক খেচরবর! ॥ ৩৮ ॥

রাগিণী পূরবী--তাল আড়াঠেকা

ওই গো পশ্চিমে ভানু
অস্তমিত হয়,
তেজোহীন, জ্যোতিক্ষীণ,
বপু রক্তময়!

সিন্দুর-মাথান জালা,
ঊর্দ্ধ তলা নিম্নে গলা,
নিম্ন মুখে নেমে নেমে
লুকাইয়ে যায়!

যাহা কিছু অবশেষ
ছিল বিভূতির শেষ,
মেঘের সর্ব্বাঙ্গে তাহা
ছড়াইয়ে রয়!

প্রচণ্ড প্রতাপে যাঁর
প্রতাপিত ত্রিসংসার,
হায় রে এখন আর
কিছু নাই তাঁর!

অহো একি বিপর্য্যয় !
দেখে হয় বোধোদয়
এক দিন কাঁরো কভু
চির দিন নয় ! ॥ ৩৯ ॥

রাগ মালকোশ—তাল আড়াঠেকা

আহা, প্রাণ জুড়াইল
ছাতে এসে এ সময়ে ।
উঃ কি গুমোট্ ! গেহে
কার সাধ্য থাকে সয়ে ।

অম্বরেতে নিশাকর
প্রসারি বিশদ কর,
নিস্তব্ধ ধরায় দেখে
বিস্মিতের প্রায় হয়ে,

প্রকৃতি লাবণ্যে ভাসে,
সুখিনী যামিনী হাসে,
সুশীতল সমীরণ
ধীরে ধীরে যায় বয়ে । ॥ ৪০ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

কেন আজি নিদ্রাদেবী
হয়েছ নিদয় ?
তোমার বিরহে আমি
ব্যাকুল-হৃদয় ;

যদিও মালতীমালা
বুকে মুখে করে খেলা,
যদিও মলয়ানিল
ঝর ঝর বয়,

সকলি বিষের বাণ,
ছট্ ফট্ করে প্রাণ,
শয্যা যেন শত শূল,
কত আর সয় ?

জগতের জ্বালা হতে
কিছু অবসর লতে,
প্রতি দিন এ সময়ে
তব আলিঙ্গনে—

আসিয়ে মজিয়ে রই,
নব বলে বলী হই,
কোথা দিয়ে কেটে যায়
ক্লান্তির সময় ! ॥ ৪১ ॥

রাগ মালকোশ—তাল আড়াঠেকা

কেবল অন্তরে দেখে
তৃপ্ত নাহি হয় মন,
দরশন-সুধা বিনে
কাঁদে কাতর নয়ন !

যদিও প্রেয়সি তোরে
এঁকেছি হৃদি-মাঝারে,
সুধু ছবি সান্ত্বনা কি
পারে করিতে কখন ?

বটে পূর্ণিমার শশি
হৃদয়ে রয়েছে পশি,
তবু এলে অমা নিশি
পরাণ করে কেমন। ॥ ৪২ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা

তেজো-মান ত্যেজিব না—
সহিতে হলেও বিষম যাতনা।
যদিও প্রেয়সি হৃদাকাশ-শশি,
তোমার বিহনে সব তমোনিশি,
কাঁদি দিবা-রাতি বিরলেতে বসি;
দরশন-আশী তবু হইব না।

বিরহ-অনল, যে দিন প্রবল
হইবে, দহিবে মানস-কমল,
অবশ্য জীবন হইবে বিকল,
কিছুমাত্র ক্ষতি-বোধ করিব না।

নহে প্রেম, প্রাণ, সামান্য কথন,
জানি মানি তেজে তাদের প্রধান,
প্রেমের কারণ তেজের অমান
করিয়ে পরাণ ধরিতে পারব না।

মান যদি গেল, প্রাণেতে কি ফল?
প্রেমে বা কি হলো? সকলি বিফল।
শুকাইল জল, ফুটিবে কমল,
কারে আর বল অঘট ঘটনা?

হৃদয় সরল, ব্যাভার নির্ম্মল,
কারো প্রতি কভু নাহি কোন ছল,
নিজ ভাব-ভরে নিজে ঢল ঢল,
কেরে করে তারে জোরে অমাননা ?

তেজ: যে কি ধন, কাপুরুষ জন
গেলেও জীবন চেনে না কখন,
হায়রে চেনে না অসতী যেমন
সতীত্ব রতন !

বিরূপ ব্যাভার প্রবেশি অন্তর
করে না তাহারে তত জরজর,
অনায়াসে সয়, অনায়াসে দেয়
অন্যেরো অন্তরে থাকা বেদনা ॥ ৪৩ ॥

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা

মনে যে বিষম দুখ
কয়ে কি জানান যায় ?
কিছু কিছু পারিলেও
কিবা ফলোদয় তায় !

কুররী বিজন বনে
কাঁদে গো কাতর মনে,
কেবা বল তাহা শোনে,
বাতাসে ভাসিয়ে যায় ! ॥ ৪৪ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

সঞ্জীবনী লতা মম
দূরে থাকে নিরন্তর,
কেমনে রহিবে প্রাণ
হয়ে দারুণ কাতর।

কে আছে, কারে বা কই,
লাজে মনে মরে রই,
পরের ভাবিতে পর
কবে পায় অবসর ?

হা-হারে চাতক পাখি
শুষ্ক কণ্ঠে ডাকি ডাকি—
ত্রিভুবন শূন্য দেখি
ত্যেজিল জীবন।

এবে করি আড়ম্বর,
নব শ্যাম জলধর
বরষিছে নিরন্তর
বৃথা শবের উপর। ॥ ৪৫ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

এস, এস, প্রিয়তমে
প্রাণপ্রিয়ে পূর্ণ শশি।
তোমারে হেরিয়ে দূরে
গেল মনোতমোরাশি।

আজি একি ভাগ্যোদয়,
সব দেখি আলোময় ;
পূর্ণিমা-প্রকাশে, কোথা
থাকে ঘোরা অমা নিশি।

দেখিব না দুখ-সুখ,
সুখে ভোগ করি সুখ,
চিরকাল ভাল বাস,
চিরকাল ভাল বাস ! ॥ ৪৬ ॥

রাগিণী ভৈরবী--তাল আড়াঠেকা

প্রণয় পরম সুখ
যদি চিরদিন রয়,
তা হলে তাহার কাছে
কিছুই তো কিছু নয় ।

এক ধ্যান, এক জ্ঞান,
এক মন, এক প্রাণ,
জীবনে জীবন রহে,
মরণে মরণ হয় ;

কিন্তু হায় এই খেদ,
প্রায় ঘটে ভেদাভেদ,
খেদে মর্ম্ম হয় ভেদ
ভাবিতে সে দুঃসময় !

আগে ছিল যে নয়ন
প্রেমাশ্রুতে প্লবমান,
আহা সে নয়নে এবে
নিরন্তর ধারা বয় !

আগেতে দেখিলে যারে
হৃদে না আনন্দ ধরে,
এখন দেখিলে তারে——
খেদে বুক ফেটে যায় ! ॥ ৪৭ ॥

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা

মানবের মনো-আশা
কখন পোরে না ;
সাধের কল্পনা,
শেষে কেবল যন্ত্রণা !

করিয়ে সুখের আশ,
হইয়ে আশার দাস,
যত অনুসর, করে
ততই ছলনা ;

সে সুখ করে
ততই ছলনা !
অদূরে আকাশ হেরি,
ধরিবার আশা করি—
ধাইলে কি ধরা যায় ?
সেখানে সে রয় না ! ॥ ৪৮ ॥

———

রাগিণী ললিত—তাল যৎ

স্নেহের সমান ধন
আর নাকি হয় ।
প্রেম বল, মৈত্রী বল,
কিছু কিছু নয় ।

নিজ অর্থে নাহি আশা,
কি নির্ম্মল ভালবাসা !
স্বর্গেরো অমৃত কিরে
হেন সুধাময় ? ॥ ৪৯ ॥

———

রাগিণী পূরবী--তাল আড়াঠেকা

প্রেম প্রেম করে লোকে,
কে জানে প্রেম কি ধন ?
সকলে রূপের করে
অনায়াসে সঁপে মন !

মনোহর চন্দ্রানন,
নীল কমল নয়ন,
অমিয়ময় বচন,
হয় কি প্রেম সাধন ?

প্রতি জন ভিন্নাকার,
ভিন্ন রূপ ব্যবহার,
অন্তর বিভিন্নতর,
কেমনে হবে মিলন ?

যাইব নির্জ্জন স্থলে,
নাইব পবিত্র জলে,
দেখিব হৃদি-কমলে
প্রেমময় সনাতন ।

নয়নে বহিবে ধারা,
আপনারে হব হারা,
আমি কে, বা এরা কারা,
যথার্থ হইবে জ্ঞান ! ॥ ৫০ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান

জ্বলিলে যৌবন-মনে
প্রেমের অনল,
দহে যেন তপোবন
ব্যেপে ঘোর দাবানল ।

দূরে যায় ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য,
উৎসাহ, গাম্ভীর্য্য, বীর্য্য,
সুবোধ সুধীর জনেও
নিতান্ত করে বিকল !

হয়তো হয়ে ব্যাকুল
ত্যজি সুধা-সিন্ধুকূল,
দিগ্‌ভ্রান্ত মৃগের মত
মরুস্থলে খোঁজে জল ! ॥ ৫১ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

প্রেম পাব বোলে লোকে
ব্যভিচারে সাধ করে,
প্রতপ্ত মরুর মাঝে
পাওয়া যায় কি সরোবরে ?

দূরে থেকে বোধ হয়
যেন সব পদ্মময়,
সংশয় হইবে প্রাণ
নিকটে যাইলে পরে !

ঢল ঢল হাব হেলা,
নয়নে লহরী খেলা,
অধরে ঈষৎ হাসি,
গলে যায় মন !

অত কি গলিতে হয় ?
যা ভেবেছ, তাতো নয় ;
ভয়াল ভুজঙ্গ ও যে
নাচিতেছে ফণা ধোরে ! ॥ ৫২ ॥

রাগিণী বেহাগ--তাল আড়াঠেকা

অন্তর নির্ম্মল কর
　　পাবে প্রেম-দরশন,
পবিত্র হৃদয় হয়
　　প্রেমের প্রিয় আসন ;

থাকিতে জঞ্জাল তায়
প্রেম নাহি দেখা দেয়,
মলিন মুকুরে মুখ
　　দেখা যায় কি কখন ?

পানাপূর্ণ সরোবরে
কভু কি প্রবেশ করে,
　　চাঁদের কিরণ ?
হইলে নির্ম্মল জল,
আভায় করি উজ্জ্বল,
স্বতই চন্দ্রমা, স্বীয়
প্রতিমা করে অর্পণ।

প্রণয়ের আবির্ভাবে
পরম আনন্দ পাবে,
সহসা উদয় হবে
অপূর্ব্ব সময়,—

যেখানে দিতেছ দৃষ্টি,
হতেছে অমৃত বৃষ্টি,
হাসিতেছে ত্রিভুবন
　　আনন্দে হয়ে মগন ॥ ৫৩ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

সরল পবিত্র মনে
কর প্রেমের সাধনা !
হৃদয় সন্তোষে পূর্ণ
হবে, রবে না যাতনা ।

ধন, জন, লোক-মান,
রূপ, লাবণ্য, যৌবন,
তৃণতুল্য হবে জ্ঞান,
তবে আর কি ভাবনা ?

কাজ কিবা ধন-জনে ?
পেয়েছি পরম ধনে,
করিব যতন ;—

দেহেতে থাকিতে প্রাণ
ছাড়িব না কদাচন,
নাহি রাখি আর কোন
অন্য সুখের কামনা ! ॥ ৫৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী

আকাশে কেমন ওই
নব ঘন যায়,
যেন কত কুবলয়
শোভে সব গায় ।

মধুর গম্ভীর স্বরে
ধীরে ধীরে গান করে,
সুধা-ধারা বরষিয়ে
রসায় রসায় ।

শিরোপরে ইন্দ্রধনু
নানা রত্নময় তনু
কত শোভা শ্যামশিরে
শিখণ্ড চূড়ায়।

হৃদয়ে তড়িতমালা,
বিশ্ববিমোহিনী বালা,
খেলিতে খেলিতে হেসে
অমনি লুকায়।

চটুল চাতক যত
আহ্লাদে না পায় পথ,
কোলাহল কোরে সবে
চারি দিকে ধায়।

শাদা শাদা বক সব
করি করি কলরব—
ক্রমে ক্রমে এসে ঘেরে
মালায় মালায়।

ময়ূর ময়ূরীগণ
পুচ্ছ করি প্রসারণ,
নেচে নেচে চেয়ে চেয়ে
জয় গান গায়! ॥ ৫৫ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

হায়, কি হলো, কোথায় গেল
আমার প্রিয় দুখিনী!
হৃদয় কেমন করে,
কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণী;

দিশ সব বোধ হয়
শূন্যময়, তমোময়,
বিষাদ বিষম বিষ
দহে দিবস-যামিনী ! ॥ ৫৬ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা

ভুলি ভুলি মনে করি,
ভুলিতে পারিনে তারে !
ক্ষণে ক্ষণে দেয় দেখা
আসিয়ে হৃদি-মাঝারে !

এত সাধের ভালবাসা,
এত সাধের অত আশা,
সকলি ফুরায়ে গেল—
হায় হায় একেবারে ! ॥ ৫৭ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা

কেন রে হৃদয়, কেন
হয়েছ এত কাতর !
সকলেতে স্পৃহাশূন্য,
কাঁদিতেছ নিরন্তর !

ক্ষুধা, তৃষা, নিদ্রাহীন,
দেহ, মন, প্রাণ ক্ষীণ,
অন্তরে অনল লীন,
তাপে মর্ম্ম জরজর ! ॥ ৫৮ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট্—তাল আড়াঠেকা

বৃথায় সুখ-সাধনা !
সকলি বিফল,
কর যতই কল্পনা !

মিত্রতা——মলয়ানিল,
প্রেম——সুশীতল জল,
অনল হইবে শেষে,
পাইবে যন্ত্রণা ॥ ৫৯ ॥

———

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

হায় যে সুখ হারায় !
সে সুখের সম নাহি তুলনায় !
সাগরে ডুবিলে, পৃথিবী খুঁটিলে,
আকাশে উঠিলে, পাতালে পশিলে,
পরাণ সঁপিলে, সহস্র করিলেও,
তবু কি সে নিধি আর পাওয়া যায় ?

যতই বাসনা, যতই কল্পনা,
যতই মন্ত্রণা, যতই সাধনা,
যত অন্বেষণা, ততই যাতনা,
শেষেতে ঘটনা সদা হায় হায় !
এমন কপাল করেছে কে বল
মরুভূমে পাবে সুশীতল জল,
তাহাতে কমল করে টল টল,
মলয় অনিল ধীরে ধীরে বায় ? ॥ ৬০ ॥

———

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

কে তুমি দুখিনি,
কেন করিছ রোদন ?
অধর স্ফুরিছে, যেন
জ্বলিতেছে মন !

ধূলা উড়িতেছে কেশে,
মলা উঠিতেছে বাসে,
কোলে, কাছে, কাঁদিতেছে
ক্ষুদ্র শিশুগণ !

থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে
চাহিতেছ শূন্য মনে,
শূন্য পানে দুই চক্ষু
কোরে উত্তোলন !

থেকে থেকে রয়ে রয়ে
মলিন কপোল বয়ে
অনর্গল অশ্রুজল
হতেছে পতন !

বুঝি ওগো বিষাদিনি !
তুমি নব কাঙালিনী,
কষ্টের সাগরে নব
হয়েছ মগন ?

গিয়ে প্রতিকার-আশে—
দুর্ম্মুখো ধনির বাসে
অকস্মাৎ অন্তরেতে
পেয়েছ বেদন ? ॥ ৬১ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

মানুষের মনে মুখে
অনেক অন্তর,
মুখে যেন মূর্ত্তিমান্
স্বর্গীয় অমর!

মনেতে পেরেৎ ভূত,
সাক্ষাৎ নরক-দূত,
বিষম বিকট বেশ,
মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর!

উপরেতে উপবন,
ফলে ফুলে সুশোভন,
তলে তলে এঁকে বেঁকে
চলে বিষধর!

বালির ভিতরে নদী
বহিতেছে নিরবধি,
তরঙ্গের রঙ্গ-ভঙ্গ
ঠাওরান দুষ্কর!

কে জানে, কে ছোট বড়,
"ঠক্ বাছ্‌তে গাঁ ওজড়,"
প্রত্যেককে দিতে হয়
ফাঁসি সাত বার!

ধন্য ওগো বসুমতি!
কি মহাই সমুন্নতি
হয়ে উঠিতেছে তব
ক্রমে পর পর!

ধর্ম্মের কঞ্চুক পরি,
মুখেতে মুখোষ ধরি,
ছদ্মবেশে পাষণ্ডেরা
ফেরে নিরন্তর !

ভিজে বেড়ালের মত
জড়-সড় প্রথমতঃ,
গোছ বুঝে নিজ-মূর্ত্তি
ধরে তার পর !

এই সব দুরাত্মারা
ছার্খার করিছে ধরা,
সাধুদের টেঁকা ভার
ইহার ভিতর !

আজো কেন ধরাতল
যাও নাই রসাতল ?
আজো কেন পূর্ব্বদিকে
ওঠ দিনকর ? ॥ ৬২ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল তিওট

কেন মন হইল এমন—
অকারণ সদা জালাতন !
কিছুই লাগে না ভাল—
প্রেম, স্নেহ, সুখ, আলো,
প্রকৃতির শোভা বিমোহন !
সে সব, সে সব নয়,
যেন সব শূন্যময়,
চারিদিক্ জলন্ত দহন ! ॥ ৬৩ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

গুরুজন প্রতি যদি
    অন্তরাত্মা যায় চোটে,
উঃ কি দুঃসহ জ্বালা
    মর্ম্ম ফুঁড়ে জ্বলে' ওঠে।

বিরাগ বিষাদ ভরে
প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে,
পালাই পালাই যেন,
    সদা এই ওঠে ঘোটে। ॥ ৬৪ ॥

—

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

নিস্তব্ধ গম্ভীর ঘোর
    নিবিড় গহন,
ঘনপত্র-ঝোপে রুদ্ধ
    রবির কিরণ;

বাহু-শাখা প্রসারিয়ে
পরস্পরে আলিঙ্গিয়ে
চক্রাকারে ঘেরে আছে
    বৃক্ষ অগণন;

দীর্ঘ দীর্ঘ, স্থূলকায়,
বল্লরী বল্মিত তায়,
কোটরে কোটরে কত
    কুলায় শোভন;

কাহারো নেবেছে জটা
এঁকা বেঁকা, কটা কটা,
তেড়া চাড়া ঠেক্‌নার
    খুঁটীর মতন;

কাহারো শিকড় দল
উঠিয়ে ব্যপেছে তল,
কুঞ্জরের কঙ্কালের
পঞ্জর যেমন ;

গাঢ় ঘন ছায়াময়,
জনমে বিস্ময় ভয়,
নিরন্তর ঝর ঝর
পত্রের পতন ;

কভু মৃগ মৃগী ধায়—
চকিত হইয়ে চায়,
কভু দূরে শুনা যায়
ভীষণ গর্জ্জন ! ॥ ৬৫ ॥

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান

আহা কিবা মনোহর
নিবিড় নির্জ্জন স্থান !
নির্ম্মল পবন বহে
সেবনে জুড়ায় প্রাণ !

নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে
পরিপূর্ণ দিশ সবে
ঝোপে ঢাকা জলধারা
ধীরে ধীরে করে গান !

প্রকৃতি প্রফুল্ল মুখে
শান্তিরে লইয়ে বুকে
করেন মনের সুখে
ধীর ভাবে অবস্থান ! ॥ ৬৬ ॥

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা

বেস আমি সুখে আছি
আসিয়ে নির্জ্জনে ;
উদ্বেগ সন্তাপ আর
নাই ভাই মনে !

মৃগ, শিখী, অলিকুল,
তরু, লতা, গুল্ম, ফুল,
সর্ব্বদা নিকটে থেকে
সেবে সুযতনে।

খাই পাদপের ফল,
পিই ঝরনার জল,
শুই গহ্বরের মাঝে
স্নিগ্ধ শিলাসনে।

এখানেতে সুধাকর
কি অপূর্ব্ব মনোহর !
কি অপূর্ব্ব বায়ু বহে
সুমন্দ গমনে !

আকাশে নক্ষত্র জ্বলে,
ফুলকুল হাসে স্থলে,
সুদূরে নির্ঝর-ধারা
গায় মৃদু স্বনে !

যা দেখি, সে সমুদয়
শান্তিময়, তৃপ্তিময় ;
অপূর্ব্ব আনন্দোদয়
হয় প্রতিক্ষণে।

ক্ষমতার অত্যাচার,
ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার,
মিত্রতার কপটতা,
নাই এই স্থানে! ॥ ৬৭ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

কে ইনি বিজন বনে
পুরুষ-রতন?
তেজোরাশি, যেন বসি
ভূতলে তপন!

নেত্র নিমীলিত ঊর্দ্ধ,
নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ,
নিস্তব্ধ গম্ভীর স্থির
হ্রদের মতন!

কন্ধর উন্নত-তর,
করে কর হৃদি পর
লোহিত কমল যেন
ফুটিয়ে শোভন!

কপোল প্রফুল্ল পদ্ম,
শান্তি সুধা রস সদ্ম,
বয়ে বয়ে অশ্রুধারা
পড়িছে কেমন! ॥ ৬৮ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা

কে ইনি রমণী-রতন ?
রূপের আভায় আলো
হয়েছে ভুবন !

ধীর গম্ভীরভাবে
গতি করেন নীরবে—
নিজ-চরণেতে করি
নয়ন অর্পণ !

প্রগাঢ় প্রসন্ন ভাব
মুখ-পদ্মে আবির্ভাব,
উজ্জ্বল মধুর হাসে
অধর শোভন !

লাবণ্য প্রভার ছলে
অঙ্গে যেন অগ্নি জ্বলে,
পাপীর ঝল্‌সিয়ে যায়
দূষিত নয়ন ! ॥ ৬৯ ॥

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা

আহা কি সরল, শুভ,
দৃষ্টির পতন !
অন্তরের গৌরবের
কিরণে শোভন !

প্রফুল্ল কপোলোপরে
কিবা ঢল ঢল করে !
যে যে দিকে যায়,
হয় সুধা বরিষণ ॥ ৭০ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

কে এঁরা যুগল রূপে
করেন ভ্রমণ,—
নির্জ্জনে স্বভাব-শোভা
করিয়ে লোকন ?

যেমন পুরুষবর,
রমণী তেমনিতর,
চন্দ্র-সহ চন্দ্রিকার
সুন্দর মিলন !

বুঝি বা প্রতিভা সতী
লয়ে জ্ঞান প্রাণপতি
হয়েছেন মূর্ত্তিমতী
দিতে দরশন !

চালির কি ধীর ভাব !
আকারে বা কি প্রভাব !
কেমন নক্ষত্র সম
উজ্জ্বল নয়ন !

স্নিগ্ধ ভাবে কলস্বরে
কথা কন পরস্পরে,
অমায়িক ভাবে ভাসে,
প্রফুল্ল বদন !

হরিণ, হরিণী-সনে,
তরু, লতা-আলিঙ্গনে,
আছেতো যুগল রূপে
হেথা অগণন ;

কিন্তু ইঁহাদের সম
অতুলন, অনুপম
রূপরাশি কার আছে
এমন শোভন ?

মানুষে হইলে সত,
তার শোভা হয় যত,
কোন পদার্থেরি আর
হয় না তেমন।

মানুষ স্থষ্টির সার,
দেবতার অবতার,
ব্রহ্মাণ্ডের শিরোমণি
প্রোজ্জ্বল ভূষণ। ॥ ৭১ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

মানুষ আমার ভাই,
বড় প্রিয়ধন,
মানুষ-মঙ্গল সদা
করি আকিঞ্চন ;

জন্মেছি মানুষ-অঙ্গে,
বেড়েছি মানুষ-সঙ্গে,
মানুষের সমুখেই
হইবে মরণ ;

মানুষেরি খাই, পরি,
মানুষেরি কর্ম্ম করি,
মানুষেরি তরে ধোরে
রয়েছি জীবন ;

মানুষের ব্যবহারে
জ্বালায়েছে বারে বারে,
ছোটে গিয়ে নির্জ্জনেতে
করেছি গমন,—

সেখানে প্রকৃতি এসে
সমুখে দাঁড়ায়ে হেসে
প্রেম-ভরে দিয়েছেন
গাঢ় আলিঙ্গন,—

তাঁর প্রেমে মগ্ন হয়ে,
দ্রবীভূত প্রায় রয়ে,
করি বটে কিছুদিন
আনন্দে যাপন,—

পরে ভাল নাহি লাগে,
কেবলই মনে জাগে
প্রিয়তম মানুষের
মোহন আনন। ॥৭২॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

সুপথে সুদৃঢ় থাকা,
আহা কি সুখের বিষয়।
মানস সংশয়শূন্য,
সর্ব্বদা নির্ভয়,

যদিও প্রচণ্ড ঝড়ে
পর্ব্বত পর্য্যন্ত পড়ে,
তবু কভু নাহি নড়ে,
অটল হৃদয়।

আপনি রহে সন্তোষে,
দশ জনে যশ ঘোষে,
সর্ব্বত্রে সকলে তোষে,
সদা জয় জয়!

না ভাবে কিছুতে দুখ,
অন্তরে অক্ষয় সুখ,
পথের কাঙাল হলেও
হস্তে সমুদয়! ॥ ৭৩ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

মন কেন বশীভূত
হবে না আমার?
এই মন আমারিতো,
না অন্য কাহার?

যতই উঠিবে চেড়ে,
তত আছাড়িব পেড়ে,
সাধ্য কি লঙ্ঘন করে
সীমা আপনার?

যাইতে মজার পথে
প্রলোভন বিধিমতে
দেখাইবে, দেখিব না
চেয়ে একবার! ॥ ৭৪ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

ইন্দ্রিয়ে প্রয়োগ কর
যত বল আছে মনে।
হেন অবমানকারী
নাহি আর ত্রিভুবনে।

যোঝ তাহাদের সঙ্গে,
রণ-ভঙ্গ, প্রাণ-ভঙ্গে,
বীর্য্যের যথার্থ মান
রক্ষা কর প্রাণপণে। ॥ ৭৫ ॥

———

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি

এস, বস প্রিয়ে! এখানে আসিয়ে,
দেখ স্তব্ধ কিবা, এ অমা রজনী।
তিমির-বসনা তারকা-ভূষণা,
ধীর-দরশনা, গম্ভীরা রমণী।

দিশ ভোঁ ভোঁ করে, সমীরণ সরে,
যেন যোগে মগ্না শ্মশানে যোগিনী;
পূর্ণিমার সনে প্রফুল্লিত মনে
ভাল বাস বটে কাটাতে যামিনী।

তব রূপ-ঘটা, তারো জ্যোৎস্না-ছটা,
বড় সাজে বটে দুটী দীপ্ত মণি;
আজি এঁর সনে থাকিয়ে দু-জনে
লভিব প্রগাঢ় চিন্তা-মণি-খনি। ॥ ৭৬ ॥

———

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

হায় আমি কি করিনু
বৃথা এত দিন।
যে দিন চলিয়ে গেছে,
পাব না সে দিন!

থাকা যে জীবন ধোরে,
সুধু জগতের তরে,
জগতের উপকারে
এসেছি ক দিন?

রাশি রাশি দ্রব্য কত
নাশিলাম ক্রমাগত,
কত লোক-পরিশ্রম
করিলাম ক্ষয়;—

দিতে সেই ক্ষতি পূরে
চেষ্টা করা থাক্ দূরে,
সে সকলে একেবারে
যেন দৃষ্টিহীন! ॥ ৭৭ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

ভাবী ভেবে ভেবে কেন
হও হতজ্ঞান?
ভাল যাহা বোঝ, কর,
আছে বর্ত্তমান।

দেখিছ রয়েছে এই,
এই কই? এই নেই,
বায়ুবৎ বেগে কাল
হয় ধাবমান।

সূর্য্যদেব অবিরত
সমুদিত, অস্তগত,
অসাড় দর্শক কই
দেখিতে তা পান ? ॥ ৭৮ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

মলিন শয্যায় শুয়ে
মুদিয়ে নয়ন,
হাঁচিতে কাশিতে কাল
করিল গমন ;

মাতা, পিতা, বন্ধু, ভাই,
সবে করে দূর ছাই,
ধন্য তবু ধোরে আছ
ধিক্কৃত জীবন ! ॥ ৭৯ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

সহসা প্রগাঢ় মেঘ
ব্যাপিল অম্বরতলে !
প্রসর প্রান্তরে যেন
গজরাজী দলে দলে !

না পূরিতে অবসর
অস্তমিত দিনকর,
হয়ে এল অন্ধকার
আকালিক সন্ধ্যাকালে !

চকিত-স্থগিত হয়ে
একদৃষ্টে দেখি চেয়ে,
বিহ্বলের মত
বসে আছি স্তব্ধ-প্রায় ;—

বিস্ময়-ব্যাকুল মন
হইতেছে নিমগন
পরত্রের তমোময়
গভীর গহ্বর-তলে ! ॥ ৮০ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

কি ঘোর রজনী !
এমন আমি
দেখিনি কখন,

নাহি শুনি কোন রব,
পশু পক্ষী আদি সব
একেবারেতে নীরব,
নিস্তব্ধ ভুবন !

ঘোরতর অন্ধকার
ঘেরে আছে চারিধার,
না হয় গোচর কিছু,
অন্ধের মতন !

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা,
বুঝি আর নাই তারা,
মহা প্রলয়েতে বিশ্ব
হয়েছে মগন ! ॥ ৮১ ॥

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা

ওহে শব এ কি দশা
হয়েছে তোমার ?
একা মাঠে পড়ে আছ,
বিকৃত আকার !

কোথা প্রিয় পরিজন ?
কোথা প্রিয়া, প্রিয়গণ ?
হায়রে কেহই তারা
কাছে নাই আর !

পবন তোমার তরে
শোকময় গান করে,
জননী ধরণী কোল
করেন বিস্তার !

ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রপাত
করে না কোন আঘাত ;
ভয়ানক স্তব্ধ-প্রায়
সমস্ত সংসার ! ॥ ৮২ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

এসেছি বা কোথা হতে
এখানে আমি,
কোথা করিব গমন ?

হাসে খেলে বন্ধু, ভাই,
এই দেখি, এই নাই,
কোথায় অদৃশ্য হস্ত
করে আকর্ষণ ?

তিমির সংঘাত হয়
রুধেছে নয়নদ্বয়,
কোন মতে নাহি হয়
দৃষ্টি প্রসারণ!

নাহি জানি আদি অন্ত,
বৃথা ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত,
কল্পনা-সাগরে প'ড়ে
দিই সন্তরণ! ॥ ৮৩ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

ক্রমে ক্রমে হইতেছে
নিদ্রা-আকর্ষণ,
অল্পে অল্পে ভেরে ভেরে
আসিছে নয়ন;

এখনি পড়িব ঢুলে,
সকলি যাইব ভুলে,
চকিতের প্রায় হবে
যামিনী যাপন!

সুষুপ্তির ক্রোড়ে ভাই,
নাহি কিছু টের পাই,
মহানিদ্রা প্রাপ্ত হলেও
হব কি এমন?

কিম্বা জড় যাবে পুড়ি,
আমি শূন্যে শূন্যে উড়ি
আনন্দধামের দিকে
করিব গমন?

পদ নাই, যাই ধেয়ে,
চক্ষু নাই, দেখি চেয়ে,
এর চেয়ে চমৎকার
শুনিনি কখন !

ভেঙ্গে সে নিদ্রার ঘোর
হবে না, হবে না ভোর,
নিদ্রা, মহানিদ্রা-ছবি
করে প্রদর্শন ;—

কল্পনা-কুহকে ভুলে
না দেখ নয়ন তুলে,
সে যা বলে, তা শুনেই
আহ্লাদে মগন ! ॥ ৮৪ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

অহো কি প্রকাণ্ড কাণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার !
অমেয় অনন্ত ব্যোম
অসীম বিস্তার !

সিন্ধু যার কাছে বিন্দু,
হেন কত বায়ু-সিন্ধু
বহিতেছে কত স্থান
কোরে অধিকার !

মহাবেগে ভোঁ ভোঁ কোরে
কত কত গ্রহ ঘোরে,
সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রসঙ্ঘ
ঘোরে অনিবার !

প্রকাণ্ড অনলরাশি
প্রভাজালে পরকাশি
জ্বলিতেছে দূরে দূরে
মধ্যে সে সবার !

এমন কি মনে হয়
এক দিন সমুদয়
এত বড় ব্যাপারটা,
কিছুই ছিল না ?

ছিলনাক খ, ভূতল,
অনিল, অনল, জল ?
কেবল ব্যাপিয়ে ছিল
ঘোর অন্ধকার ? ॥ ৮৫ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

বুঝাতে সকলে আসে—
বুঝেছে ক জন ?
অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড
হবার কি নিরূপণ ?

আছে কি উৎপত্তি লয় ?
আছে কি কেহ আশ্রয় ?
কাঁরো কি শাসনে হয়
জগৎ-চালন ?

আমি কে ? জ্ঞান, না জড় ?
কিম্বা জড় হয়ে যড়
অবস্থান্তরিত হয়ে
জন্মায় চেতন ?

আত্মা কি দেহের সঙ্গে
জন্মেছে ? ভাঙ্গিবে ভঙ্গে ?
অথবা এ ছিল পূর্ব্বে ?
হবে চিরন্তন ?

পশুতে মানুষে হয়
ভেদ দেখি অতিশয়,
ভাবিয়ে কি জানা যায়
কেনই এমন ?—

যদ্যপি সন্তান সবে
কেহ যাবে, কেহ রবে,
কই আর রয় তবে
সকলে সমান ?

জন্মিয়ে যে শিশুচয়
অঙ্কুরে নিধন হয়,
পাপপুণ্য-শূন্য তারা,
কি হবে বিধান ?

যদি এ জগতীতল
শিক্ষা-পরীক্ষার স্থল,
তা ভিন্ন কিরূপে শীঘ্র
পাবে পরিত্রাণ ?

পরের পাপের তরে
কেন তারা পড়ে ফেরে ?
এ ভাবিতে নিজে জ্ঞান
হয় না অজ্ঞান ?

পাপ তাপ, সবে বলে,
নহিলেও নাহি চলে,
চালক কি করেন না
পাপের চালন ?

যদি তাঁর ইচ্ছা নয়,
কেন তবে পাপ রয় ?
তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন হয়,
আছেও এমন ?

তবে কি বাসনা কোরে
আগুনে পুঁতিয়ে নরে
করেন তামাসা প্রায়
তিনি দরশন ?

যদি সংসারের তরে
পাপ প্রয়োজন করে,
অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা
সন্দেহ কি তায় !

তাঁর ইচ্ছা অনুসরি
যদি পাপ ভোগ করি,
নিশ্চয় কি হেন ইচ্ছা
নহেক ভীষণ ?

কল্পনা কর্ণেতে কয়—
" তাঁর ইচ্ছা শুভময়,"
তা বোলে কি ভোলা যায়
সাক্ষাৎ দংশন ?

কভু হাসি মহা সুখে,
কভু কাঁদি ঘোর দুখে,
লীলা খেলা বল মুখে,
মনে কিছু জান ?

কিছু এর নাহি থাই,
বৃথায় জানিতে চাই,
মানুষের শক্তি নাই
বুঝিতে কারণ।

যে জানে বুঝিতে পারে—
মেতেছে সে অহঙ্কারে,
না বুঝে প্রত্যয় করে,
পশুর মতন।

পাগল মনেতে বেসে
ঢলিয়ে পড় না হেসে,
করহ সাভিনিবেশে
ধীর আলোচন।

তুমিও হবে পাগল,
লেগে যাবে গণ্ডগোল,
কেবল বিশ্বাসে শ্রদ্ধা
রবে না কখন। ॥ ৮৬ ॥

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা

কে রে এ পাষণ্ড তাঁরে
বুঝিবারে চায় ?
পেয়েছে আত্মাতে বোধ
যাঁহার কৃপায়।

গর্জ্জমান বজ্র-ঘোষে
কাঁহার মহিমা ঘোষে ?
কাঁর প্রভা চমকিছে
বিদ্যুৎ-ছটায় ?

সুধাকর স্বচ্ছ করে
চকোরের নেত্রোপরে
কাঁর গরীয়ান্ নাম
স্পষ্ট লিখে দেয় ?

যে সময়ে এ সংসার
ধরে ঘোর কদাকার,
বিকট জন্তুর ন্যায়
গ্রাসিবারে ধায় ;—

দশদিক্ ছার্‌খার্,
প্রাণ ধরা হয় ভার ;
সে সময়ে কাঁর শান্তি
সান্ত্বয়ে আত্মায় ? ॥ ৮৭ ॥

রাগিণী জংলা সিন্ধু—তাল কাওয়ালি

এ জগতে চেয়ে দেখি
কেহ নাই আমার !
বন্ধুতা, মিত্রতা, প্রেম,
সকলি যে ফক্কিকার !

কোথায় দাঁড়াই বল,
চান্দিকে জ্বলে অনল,
কি করিব, কোথা যাব,
খেদে করি হাহাকার ! ॥ ৮৮ ॥

রাগিণী জংলা সিন্ধু—তাল কাওয়ালি

ও কাতর মন !
কিছু নাই ভাবনা তোমার,
নিত্য কল্পতরু-ছায়া
সমুখে আছে বিস্তার ;

আসিয়ে ইহার তলে
দেখ হে নয়ন মেলে,
সকল দিকেতে বহে
স্বর্গের সুধার ধার । ॥ ৮৯ ॥

রাগিণী জংলা সিন্ধু—তাল কাওয়ালি

ওহে দয়াময়,
দয়া কোরে দাও পদাশ্রয় !
কাতর অন্তরে আর
যাতনা নাহিক সয় !

ভীষণ পবন বেগে
তরঙ্গ ধাইছে রেগে,
আকুল সাগর-মাঝে
ভয়ে চমকে হৃদয় । ॥ ৯০ ॥

রাগিণী জংলা সিন্ধু—তাল কাওয়ালি

অহহ আজ আমার
একি ভাগ্যোদয় !
অপূর্ব্ব আলোকে বিশ্ব
হয়ে আছে আলোময় !

ঘোর তমঃ বিধ্বংসন,
প্রভায় প্রোজ্জ্বল মন,
জগতের সুখ দুখ
তৃণের তুল্যও নয় ! ॥ ৯১ ॥

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান

আহা পরিবেশ-মাঝে
কিবা শোভা সুধাকরে
ঠিক্ যেন ইন্দ্রধনু
ঘেরে আছে চক্রাকারে !

রজত কাঞ্চন ছটা,
খেলিছে বিবিধ ঘটা,
তারা হীরা মতিময়
উজ্জ্বল নীল অম্বরে !

মরি কিবা ছবি হেরি !
যেন যামিনী সুন্দরী
ত্রিভুবন আলো করি
শূন্যোপরি নৃত্য করে !

দিগঙ্গনা সখীগণ
পরি দিব্য আভরণ—
হাত ধরাধরি করি,
ঘেরে আছে চারি ধারে !

সকলে আমোদে ভোর,
আনন্দের নাহি ওর,
প্লাবিত প্রেমের ধারা
আজি সর্ব্ব চরাচরে ! ॥ ৯২ ॥

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান

আহা সব বেলফুল
ফুটে আছে কি সুন্দর!
রাজিছে রজত-ছটা
শ্যামল পর্ণের পর!

আকাশের প্রতি মুখ
তুলে, খুলে আছে বুক,
বায়ু বহে ঝর ঝর—
গন্ধে দিক্ ভর ভর ;

পূর্ণিমার স্নিগ্ধ কোলে
হাসে, খেলে, হেলে দোলে,
জগতের কোন জ্বালা
করেনাক জর জর। ॥ ৯৩ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

ওই রে প্রাচীতে হয়
অরুণ উদয়!
নব অনুরাগ-ঘটা,
ছটা রক্তময় ;

উজ্জ্বল প্রশান্ত কান্তি
প্রকাশে প্রগাঢ় শান্তি,
সকলের প্রতি ইনি
সমান সদয়।

বটে প্রাসাদের মুখ
করে করে টুক্ টুক্,
প্রান্তরের কুটীরেরো
অল্প শোভা নয়!

বাবুরা ঘুমের ঘোরে
অচেতন শয্যা-পরে,
চাষীরা নূতন মনে
চাষে রত হয়।

নাগর নাগরী যত
নিয়ে বন্ধু মনোমত
নিজ নিজ সোহাগের
নিশা কথা কয়।

বিদ্বান্ আসল ভুলে
বসেছেন পুঁথি খুলে,
শিশু বলে বাহু তুলে—
"জগদীশ জয়!"

যেন জল কলকল
জনতার কোলাহল
ক্রমে ক্রমে প্রসারিয়ে
চারিদিকে বয়।

প্রকৃতির হাসি মুখ,
সকলের মনে সুখ,
কি উদাত্ত রমণীয়
প্রভাত সময়! ॥ ৯৪ ॥

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি

মরি কি মলয়ানিল
ধীরে ধীরে বায়!
শীতল সুধার ধারা
এসে লাগে গায়;

সরো-তরঙ্গের পরে
পদ্ম ঢল ঢল করে,
হাসি হাসি মুখে তার
হেসে চুমো খায় ;

মধুকণা হরে লয়ে,
জলের শীকর বয়ে,
কাঁপাইয়ে তীর-তরু
নেচে নেচে যায় ;

এসে আমোদের বাসে
আমোদে মাতিয়ে হাসে,
যাইয়ে শোকের পাশে
শোক-গান গায় । ॥ ৯৫ ॥

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি

আহা কি মধুরতর
সরল হৃদয় ।
অকপট আনন্দের
নির্ম্মল আলয় ;

চরাচর ত্রিসংসার
সকলেই আপনার,
স্বপনে জানে না কারে
অবিশ্বাস কয় ;

জগতের কোন জ্বালা
করেনাক ঝালাপালা,
সন্তোষের সুধাকর
অন্তরে উদয় । ॥ ৯৬ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

বৃথায় ভ্রমিনে আর
অসার প্রেমের আশে,
হৃদয়-প্রফুল্ল-পদ্ম
শান্তি-সুধা-রসে ভাসে !

কিছুই যাতনা নাই,
সদাই আনন্দ পাই,
আমি যারে ভালবাসি,
সবে তারে ভালবাসে ! ॥ ৯৭ ॥

রাগ ভৈরব—তাল কার্ফা

যে ক-দিন, হেসে খেলে
কেটে গেলে বেঁচে যাই !
ওহে দয়াময়,
আর বেশী নাহি চাই !

ক-দিন কে আছে বল,
মিছে কেন বলাবল,
এই হয়, এই যায়,
এই আছি, এই নাই ;

যখন এনু ভূতলে,
দেখে হাসিল সকলে,
তেমনি যাবার কালে
যেন সবারে কাঁদাই ! ॥ ৯৮ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি রমণী সনে,
যাহার লাবণ্য-ছটা
মোহিত করেছে মনে !

মুখ—পূর্ণ সুধাকর,
কেশজাল—জলধর,
অধর—পল্লব নব
রঞ্জিত যেন রঞ্জনে !

সমুজ্জ্বল তারাগণ,
শোভে হীরক ভূষণ,
শ্বেত ঘন সুবসন
উড়ে পড়ে সমীরণে !

বায়ুর প্রতি হিল্লোলে
লতাগুলি হেলে দোলে,
কৌতুকিনী কুতূহলে
নাচে চঞ্চল চরণে !

হেলিয়ে স্তবক-ভরে
মরি কত লীলা করে,
পয়োধর ভার-ভরে
ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে !

প্রফুল্ল কুসুমরাশি,
অধরে উজ্জ্বল হাসি,
বাজায় মধুর বাঁশি
অলির সুধা গুঞ্জনে।

কমল নয়নে চায়,
আহা কি মাধুরী তায়!
মুনি-মন মোহ যায়
হেরিলে স্থির নয়নে।

পাখীর ললিত তান,
প্রাণপ্রিয়া গায় গান,
উদাস করয়ে প্রাণ,
সুধা বরষে শ্রবণে।

যখন যথায় যাই,
প্রকৃতিতো ছাড়া নাই,
ছায়া-সমা প্রিয়তমা
সদা আছে সনে সনে।

তেমন সরল প্রাণ
দেখিনি কারো কখন,
মৃদু মধু হাসি, যেন
লেগে রয়েছে আননে।

হেরিয়ে তাহার মুখ
অন্তরে পরম সুখ,
নাহি জানি কোন দুখ—
সদা তার সুসেবনে।

ক্ষুধায় সুস্বাদু ফল,
তৃষ্ণায় শীতল জল,
যখন যা প্রয়োজন,
যোগায় অতি যতনে।

সাধের বসন্তকালে,
চাঁদের হাসির তলে,
নিদ্রা আকর্ষণ হলে—
ঢুলায় ধীরে ব্যজনে !

যাহাতে না হই দুখী,
যাহাতে হইব সুখী,
সর্ব্বদাই বিধুমুখী
আছে তার অন্বেষণে !

যথা যায় ভালবাসা,
পাছু পাছু ধায় আশা ;
ইহার কামনা নাই,
ভালবাসে অকারণে !

একান্ত সঁপেছে মন,
সমভাব অনুক্ষণ,
এত করিয়ে যতন
করিবে কি অন্য জনে ?

যেমন রূপ লোভন,
তেমনি গুণ শোভন,
এমন অমূল্য ধন
কি আছে আর ত্রিভুবনে ? ॥ ৯৯ ॥

———

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

এই কি রে সেই মোর
অরুণ উদয়,
যে উদয় চিরদিন
সুখ-শান্তিময় ?

যদি এই, তাই হবে,
বল ভাই, কেন তবে
বিষাদে বিষণ্ণ যেন
    বিশ্ব সমুদয় ?

পরিজন স্তব্ধ-প্রায়,
অশ্রুজলে ভেসে যায়,
কাতর নয়নে কেন
    তাকাইয়ে রয় ?

নিশার সহিতে প্রাণ
হয়ে গেছে অবসান,
ক্ষণ পরে আমি আর
    রব না নিশ্চয় !

ওগো মা জননি ধরা,
ধর, ধর, কর ত্বরা !
এই আমি তব কোলে
    হই গো বিলয় !

অয়ি হা প্রকৃতি দেবি !
তোমারে নির্জ্জনে সেবি,
বড় সুখী হইয়াছে
    আমার হৃদয়,—

আমার মতন লোকে
পূর্ণ কোরে সে আলোকে,
সেই রূপে দেখা দিও
    হইয়া সদয় ! ॥ ১০০ ॥

———

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

" সঙ্গীত-শতক "—প্রিয়ে,
হলো সমাপন !
তব বিনোদন তরে
ইহার রচন ।

বুঝিলে ইহার ভাব,
পাইবে আমার ভাব,
প্রেম, ধর্ম্ম, প্রকৃতির
হবে উদ্দীপন ।

যতই ডুবিয়ে যাবে,
ততই আস্বাদ পাবে,
নব নব ভাব রসে
তৃপ্ত হবে মন ।

সুখ সুখ লোকে কয়,
সুখ সুধু কথা নয়,
পবিত্র প্রণয় জেনো
তাহার কারণ ।

ভাল কোরে দ্যাখ দ্যাখ,
অন্তরেতে দৃষ্টি রাখ,
সদয় সরল মনে
কর অন্বেষণ ।

যেখানে দেখিলে ছাই,
উড়াইয়ে দেখ তাই,—
পেলেও পেতেও পার
লুকান রতন ।

অয়ি সহৃদয়া বালা
কিন্নর-মধুর-গলা !
হাসি মুখে গাও ভাই,
জুড়াই শ্রবণ—
শুনে জুড়াই শ্রবণ !

" সঙ্গীত-শতক "—প্রিয়ে,
হলো সমাপন !

সারদামঙ্গল

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

কবির একখানি পত্র

৫নং অক্ষয় দত্তের লেন,
নীমতলা ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ৪ঠা কার্ত্তিক, ১২৮৮

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু রায়
মহাশয়ের করকমলেষু

ভ্রাতঃ!

মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল রচনা করি।

সর্ব্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্য্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম; সময় শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান ছাদের উপর। গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ব্ববর্ত্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতী-মূর্ত্তি রচনানন্তর আমার চির-আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট, কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই বিষাদময়ী মূর্ত্তির সহিত বিরহিতমৈত্রীপ্রীতির ম্লান করুণামূর্ত্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই।

মৈত্রী ও প্রীতিবিরহ যথার্থ সরল সহজভাবে বুঝাইতে হইলে আমার সমস্ত জীবন-বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক করে এবং সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ব্ববাদিসম্মত কথা কহিতে হয়, কি করি বলুন, আমাকে কুরুচে ভাবিবেন না। একান্ত শুশ্রূষা বুঝিলে সারদাপ্রেমের অসর্ব্ববাদিসম্মত কথা পত্রান্তরে লিখিব, কেবল জীবন-বৃত্তান্ত এখন লিখিতে পারিব না।

অনুরক্ত
শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

উপহার

গীত

ভৈরবী—আড়াঠেকা

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার !
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি-ফুলহার !
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার !
কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর !
তবুও ভুলিতে হবে,
কি লয়ে পরাণ রবে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারেবার !
কুসুম-কানন-মন
কেন রে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা নিশি যেন অন্ধকার !
হে চন্দ্রমা, কার দুখে
কাঁদিছ বিষণ্ণ মুখে ?
অয়ি দিগঙ্গনে, কেন কর হাহাকার ?
হয় তো হ'ল না দেখা,
এ লেখাই শেষ লেখা,
অন্তিম কুসুমাঞ্জলি স্নেহ-উপহার,—
ধর, ধর, স্নেহ-উপহার !

—

সারদামঙ্গল

প্রথম সর্গ

গীতি

১

ললিত—আড়াঠেকা

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে
ঘুমন্ত প্রকৃতি-পানে চেয়ে আছে কুতূহলে!
চরণ-কমলে লেখা
আধ আধ রবি-রেখা,
সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে!
যোগে যেন পায় স্ফূর্ত্তি,
সদয়া করুণামূর্ত্তি,
বিতরেন হাসি হাসি শান্তি-সুধা ভূমণ্ডলে।
হয় হয় প্রায় ভোর,
ভাঙো ভাঙো ঘুম-ঘোর
সুস্বপ্নরূপিণী ঊর্মি, উষারাণী সবে বলে।
বিরল তিমিরজাল,
শুভ্র অভ্র লালে-লাল
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে!
তরুণ-কিরণাননা
জাগে সব দিগঙ্গনা,
জাগেন পৃথিবী দেবী সুমঙ্গল কোলাহলে।

এস মা উষার সনে
বীণাপাণি চন্দ্রাননে,
রাঙা চরণ দু-খানি রাখ হৃদয়-কমলে !

২

কে তুমি ত্রিদিবদেবী বিরাজ হৃদি-কমলে !
নশ্বর নগনা লতা মগনা কমলদলে ।
মুখখানি চল চল,
আলুথালু কুন্তল,
সনাল কমল দুটি হাসে বাম করতলে !

৩

কপোলে সুধাংশু-ভাস,
অধরে অরুণ হাস,
নয়ন করুণাসিন্ধু প্রভাতের তারা জ্বলে !
মাথা থুয়ে পয়োধরে
কোলে বীণা খেলা করে—
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে জানিনে কি কথা বলে ।

৪

ভাব-ভরে মাতোয়ারা,
যেন পাগলিনীপারা,
আহ্লাদে আপনা-হারা মুগধা মোহিনী,
নিশান্তের শুকতারা,
চাঁদের সুধার ধারা,
মানস-মরালী মম আনন্দ-রূপিণী !
তুমি সাধনের ধন,
জান সাধকের মন,
এখন আমার আর কোন খেদ নাই ব'লে

৫

নাহি চন্দ্র সূর্য্য তারা
অনল হিল্লোল-ধারা,
বিচিত্র-বিদ্যুৎ-দাম-দ্যুতি ঝলমল ;
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল !

৬

হিমাদ্রি-শিখর-পরে
আচম্বিতে আলা করে
অপরূপ জ্যোতিঃ ওই পুণ্য তপোবন !
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী-তরুণ-উষা কুমারীরতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণ।
হাসিল অম্বরতলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানস-সরে কমল-কানন।

৭

হরিণী মেলিল আঁখি,
নিকুঞ্জে কূজিল পাখী,
বহিল সৌরভ মাখা শীতল সমীর।
ভাঙ্গিল মোহের ভুল,
জাগিল মানবকুল,
হেরিয়ে তরুণ উষা আনন্দে অধীর !

৮

অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী রাণী কুলু কুলু স্বনে ;
নিরখি লোচনলোভা
পুলিন বিপিন-শোভা
ভ্রমেণ বাল্মীকি মুনি ভাব-ভোলা মনে।

৯

শাখি-শাখে রস-সুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দু-জনায়,
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায় !

১০

ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে !
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায় ;
সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে !

১১

কিরণে কিরণময়,
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভুবন উজলে।

চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে !

১২

কিরণ-মণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ম্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে ;
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হয়ে স্থির,
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখ-পানে চেয়ে !

১৩

করে ইন্দ্রধনু-বালা,
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝল্‌মলে কানন,
কর্ণে কিরণের ফুল,
দোদুল্ চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন !

১৪

হাসি-হাসি শশি-মুখী,
কতই কতই সুখী !
মনের মধুর জ্যোতিঃ উছলে নয়নে।
কভু হেসে ঢল ঢল,
কভু রোষে জ্বলজ্বল,
বিলোচন ছলছল করে প্রতিক্ষণে !

১৫

করুণ ক্রন্দন-রোল,
উত উত উতরোল,
চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে ;

হেরিলেন রক্ত-মাখা
মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ঘিরে !

১৬

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে,
আর বার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী !
কাতরা করুণা ভরে,
গান সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী !

১৭

সে শোক-সঙ্গীত-কথা
শুনে কাঁদে তরু-লতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায় !
নিরখি নন্দিনীচ্ছবি
গদগদ আদি কবি—
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায় !

১৮

রোমাঞ্চিত কলেবর,
টলমল থরথর,
প্রফুল্ল কপোল বহি বহে অশ্রুজল !
হে যোগেন্দ্র ! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও ?
কমলা ঠমকে হাসি
ছড়ান রতনরাশি,
অপাঙ্গে ভ্রূ-ভঙ্গে আহা ফিরে নাহি চাও !

ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ,
ইন্দ্রাসনে তুচ্ছ জ্ঞান,
হাসিয়ে পাগল বলে পাগল সকল !

১৯

এমন করুণা মেয়ে
আছে যাঁর মুখ চেয়ে,
ছলিতে এসেছ তাঁরে কেন গো চপলা ?
হেরে কন্যা করুণায়
শোক তাপ দূরে যায়,—
কি কাজ—কি কাজ তাঁর তোমায় কমলা !

২০

এস মা করুণা-রাণী,
ও বিধু-বদনখানি
হেরি, হেরি, আঁখি ভরি হেরি গো আবার !
শুনে সে উদার কথা—
জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার !
যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর !

২১

ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢলঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী !

২২

কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্যরাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে ;
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে ।

২৩

ফটিকের নিকেতন,
দশ দিকে দরপণ,
বিমল সলিল যেন করে তক্ তক্ ;
সুন্দরী দাঁড়ায়ে তায়
হাসিয়ে যে দিকে চায়,
সেই দিকে হাসে তার কুহকিনী ছায়া ।
নয়নের সঙ্গে সঙ্গে
ঘুরিয়া বেড়ায় রঙ্গে,
অবাক্ দেখিলে, হয় অমনি অবাক্ ; চক্ষে পড়ে না পলক.
তেমনি মানস-সরে
লাবণ্য-দর্পণ-ঘরে
দাঁড়ায়ে লাবণ্যময়ী দেখিছেন মায়া ।—

২৪

যেন তাঁরে হেরি হেরি,
শূন্যে শূন্যে ঘেরি ঘেরি,
রূপসী চাঁদের মালা ঘুরিয়া বেড়ায় ;
চরণ-কমল-তলে
নীল নভ নীল জলে
কাঞ্চন-কমলরাজি ফুটে শোভা পায় ।

২৫

চাহিয়ে তাঁদের পানে
আনন্দ ধরে না প্রাণে,
আনত আননে হাসি জল-তলে চান ;
তেমনি রূপসী-মালা
চারি দিকে করে খেলা,
অধরে মৃদুল হাসি আনত বয়ান !

২৬

রূপের ছটায় ভুলি,
শ্বেত শতদল তুলি
আদরে পরাতে যান সীমন্তে সবার ;
তাঁরাও তাঁহারি মত
পদ্ম তুলি যুগপত
পরাতে আসেন সবে সীমন্তে তাঁহার ।

২৭

অমনি স্বপন প্রায়
বিভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়,
চমকি আপন-পানে চাহেন রূপসী !
চমকে গগনে তারা,
ভূধরে নির্ঝর-ধারা,
চমকে চরণ-তলে মানস-সরসী !

২৮

কুবলয়-বনে বসি
নিকুঞ্জ-শারদ-শশী
ইতস্তত শত শত সুর-সীমন্তিনী
সঙ্গে সঙ্গে ভাসি যায়,
অনিমেষে দেখে তায়,
যোগাসনে যেন সব বিহ্বলা যোগিনী ।

২৯

কিবে এক পরিমল
বহে বহে অবিরল !
শান্তিময়ী দিগঙ্গনা দেখেন উল্লাসে ।
শূন্যে বাজে বীণা বাঁশী,
সৌদামিনী ধায় হাসি,
সংগীত-অমৃত-রাশি উথলে বাতাসে !
তীরে ঘোরে, যোড় করে
অমর কিন্নর নরে
সমস্বরে স্তব করে, ভাসে অশ্রুজলে—
অমর কিন্নর নরে ভাসে অশ্রুজলে !

৩০

তোমারে হৃদয়ে রাখি—
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে ;
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে ।
জাগরণে জাগ হেসে,
ঘুমালে ঘুমাও শেষে,
স্বপনে মন্দার-মালা পরাইয়ে দাও গলে !

৩১

যত মনে অভিলাষ,
তত তুমি ভালবাস,
তত মন প্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি ;
ভক্তি ভাবে এক তানে
মজেছি তোমার ধ্যানে ;
কমলার ধন-মানে নহি অভিলাষী ।

থাক হৃদে জেগে থাক,
রূপে মন ভোরে রাখ,
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে।

৩২

তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি
(তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ-হারা হই ;)
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব,—
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।
যে ক' দিন আছে প্রাণ,
করিব তোমায় ধ্যান,
আনন্দে তেজিব তনু ও রাঙা চরণ-তলে।

৩৩

অদর্শন হ'লে তুমি,
ত্যজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে ;
হেরে মোরে তরু-লতা
বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ন কুসুমকুল বন-ফুল-বনে।
'হা দেবী, হা দেবী,' বলি
গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি ;
নীরবে হরিণীবালা ভাসিবে নয়ন-জলে।

৩৪

নির্ঝর ঝর্ঝর রবে
পবন পুরিয়ে যবে
আঘোষিবে সুরপুরে কাননের করুণ ক্রন্দন-হাহাকার,
তখন টলিবে হায় আসন তোমার,—
হায় রে, তখন মনে পড়িবে তোমার।

হেরিবে কাননে আসি
অভাগার ভস্মরাশি,
অথবা হাড়ের মালা, বাতাসে ছড়ায় ;
করুণা জাগিবে মনে—
ধারা ব'বে দু-নয়নে,
নীরবে দাঁড়ায়ে রবে, প্রতিমার প্রায় !

৩৫

ভেবে সে শোকের মুখ—
বিদরে আমার বুক,
মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে ;
বেঁধে মারে, কত সয় !
জীবন যন্ত্রণাময়—
ছার্‌খার্‌ চুর্‌মার্‌ বিনি বজ্রাঘাতে !
অন্তরাত্মা জর জর,
জীর্ণারণ্য চরাচর,
কুসুম-কানন-মন বিজন শ্মশান !
কি করিব, কোথা যাব,
কোথা গেলে দেখা পাব,
হৃদি-কমল-বাসিনী কোথা রে আমার ?
কোথা সে প্রাণের আলো,—
পূর্ণিমা-চন্দ্রিমা-জাল,
কোথা সেই সুধা-মাখা সহাস বয়ান ?
কোথা গেলে সঞ্জীবনী ?
মণি-হারা মহা খনি—
অহো সেই হৃদি-রাজ্য কি ঘোর আঁধার !
তুমি তো পাষাণ নও,
দেখে কোন্‌ প্রাণে সও ?
অয়ি, সুপ্রসন্ন হও কাতর পাগলে !

———

দ্বিতীয় সর্গ

গীতি

রাগিণী কালাংড়া—তাল যৎ

হারায়েছি—হারায়েছি রে, সাধের স্বপনের ললনা !
মানস-মরালী আমার কোথা গেল বল না !
কমল-কাননে বালা,
করে কত ফুল-খেলা,
আহা, তার মালা গাঁথা হ'ল না !
প্রিয় ফুলতরুগণ,
সুধাকর, সমীরণ,
বল, বল, ফিরে কি আর পাব না ?
কেন এল চেতনা !

১

আহা সে পুরুষবর
না জানি কেমনতর,
দাঁড়ায়ে রজতগিরি অটল সুধীর !
উদার ললাট ঘটা,
লোচনে বিজলী ছটা,
নিটোল বুকের পাটা, নধর শরীর ।

২

সৌম্যমূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি-ভরা,
পিঙ্গল বল্কল পরা,
নীরদ-তরঙ্গ-লীলা জটা মনোহর ;

শুভ্র অভ্র উপবীত
উরস্থলে বিলম্বিত,
যোগপাটা ইন্দ্রধনু বাজিছে সুন্দর।

৩

কুসুমিতা লতা ভালে,
শ্মশ্রুরেখা শোভে গালে,
করেতে অপূর্ব্ব এক কুসুম রতন;
চাহিয়ে ভুবন-পানে
কি যেন উদয় প্রাণে,
অধরে ধরে না হাসি—শশীর কিরণ!

৪

কি এক বিভ্রম ঘটা,
কি এক বদন ছটা,
কি এক উছলে অঙ্গে লাবণ্য-লহরী!
মন্দাকিনী আসি কাছে
থমকে দাঁড়ায়ে আছে,
থমকে দাঁড়ায়ে দেখে অমর অমরী!

৫

নশ্বর মন্দাররাজি
নবীন পল্লবে সাজি—
দূরে দূরে ধীরে ধীরে ঘেরিয়ে দাঁড়ায়,
গরজি গভীর স্বরে
জলধর শির'পরে
করি করি জয়ধ্বনি চলে দুলে দুলে।
তড়িত ললিত বালা
করে লুকাচুরি খেলা,
সহসা সম্মুখে দেখে চমকে পালায়!

অপ্সরী বাঁশরী করে
দাঁড়ায়ে শিখরী পরে,
আনন্দে বিজয়-গান গায় প্রাণ খুলে।

৬

দিগঙ্গনা কুতূহলে
সমীর-হিল্লোল-ছলে
বরষে মন্দার-ধারা আবরি গগন।
আমোদে আমোদময়,
অমৃত উথলে বয়,
ত্রিদশ-আলয় আজি আনন্দে মগন।
জ্যোতির্ম্ময় সপ্ত ঋষি
প্রভায় উজলি দিশি,
সম্ভ্রমে কুসুমাঞ্জলি, অর্পিছেন পদতলে।

৭

সে মহাপুরুষ-মেলা,
সে নন্দনবন-খেলা,
সে চির-বসন্ত-বিকশিত ফুলহার,
কিছুই হেথায় নাই;
মনে মনে ভাবি তাই,
কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার!

৮

কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্র দিনে
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা সব অকাতরে!
কার আর মুখ চেয়ে—
অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে!

৯

কেন গো ধরণী-রাণী
বিরস বদনখানি ?
কেন গো বিষণ্ন তুমি উদার আকাশ ?
কেন প্রিয় তরু লতা,
ডেকে নাহি কহ কথা ?
কেন রে হৃদয়—কেন শ্মশান-উদাস ?

১০

কোন সুখ নাই মনে,
সব গেছে তার সনে ;
খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার !
বল, কোন্ পদ্মবনে
লুকায়েছ সংগোপনে ?—
দেখিব কোথায় আছে সারদা আমার !

১১

অয়ি, এ কি, কেন, কেন,
বিষণ্ন হইলে হেন ?
আনত আনন-শশী, আনত নয়ন,
অধরে মন্থরে আসি
কপোলে মিলায় হাসি,
থর থর ওষ্ঠাধর, স্ফোরে না বচন ।

১২

তেমন অরুণ-রেখা
কেন কুহেলিকা-ঢাকা,
প্রভাত-প্রতিমা আজি কেন গো মলিন ?
বল, বল, চন্দ্রাননে,
কে ব্যথা দিয়েছে মনে,
কে এমন—কে এমন হৃদয়-বিহীন ।

১৩

বুঝিলাম অনুমানে,
করুণা-কটাক্ষ-দানে
চাবে না আমার পানে, কবেও না কথা !
কেন যে কবে না হায়,
হৃদয় জানিতে চায়,
সরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যথা !

১৪

যদি মর্ম্ম-ব্যথা নয়,
কেন অশ্রুধারা বয় ?
দেববালা ছল-কলা জানে না কখন ;
সরল মধুর প্রাণ,
সতত মুখেতে গান,
আপন বীণার তানে আপনি মগন !

১৫

অয়ি, হা, সরলা সতী
সত্যরূপা সরস্বতী !
চির-অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি
পদ-পদ্মাসন কাছে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে—
কি করিবে, কোথা যাবে, দাও অনুমতি !
স্বরগ-কুসুম-মালা,
নরক-জ্বলন-জ্বালা,
ধরিবে প্রফুল্লমুখে মস্তকে সকলি ।
তব আজ্ঞা সুমঙ্গল,
যাই যাব রসাতল,
চাই নে এ বরমালা, এ অমরাবতী !

১৬

নরকে নারকী-দলে
মিশিগে মনের বলে,
পরাণ কাতর হ'লে ডাকিব তোমায় ;
যেন দেবী সেইক্ষণে—
অভাগারে পড়ে মনে,
ঠেল না চরণে, দেখো, ভুল না আমায়।

১৭

অহহ ! কিসের তরে
অভাগা নরকে জরে,
মরু—মরু—মরুময় জীবন-লহরী !
এ বিরস মরুভূমে—
সকলি আচ্ছন্ন ধূমে,
কোথাও একটিও আর নাহি ফোটে ফুল !
কভু মরীচিকা-মাঝে
বিচিত্র কুসুম রাজে,
উঃ ! কি বিষম বাজে, যেই ভাঙে ভুল !
এত যে যন্ত্রণা-জ্বালা,
অবমান, অবহেলা,
তবু কেন প্রাণ টানে ! কি করি, কি করি !

১৮

তেমন আকৃতি, আহা,
ভাবিয়ে ভাবিয়ে যাহা—
আনন্দে উন্মত্ত মন, পাগল পরাণ ;
সে কি গো এমন হবে,
মোর দুখে সুখে রবে,
কাঁদিয়ে ধরিলে কর, ফিরাবে বয়ান ?

১৯

ভাবিতে পারিনে আর !
অন্ধকার—অন্ধকার—
ঝটিকার ঘূর্ণী ঘোরে মাথার ভিতর !
তরঙ্গিয়া রক্তরাশি
নাকে মুখে চোকে আসি
বেগে যেন ভেঙে ফেলে ; ধর, ধর, ধর !—

২০

ধর আত্মা, ধৈর্য্য ধর,
ছিছি ! একি কর কর,
মর যদি, মরা চাই মানুষের মত !
থাকি বা প্রিয়ার বুকে,
যাই বা মরণ-মুখে,
এ আমি, আমিই রব ; দেখুক জগত।

২১

মহান্ মনেরি তরে
জ্বালা জ্বলে চরাচরে,
পুড়ে মরে ক্ষুদ্রেরাই পতঙ্গের প্রায় !
জ্বলুক্ যতই জ্বলে,
পর জ্বালা-মালা গলে,
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে জ্বলে হলাহল-দ্যুতি !
হিমাদ্রিই বক্ষ'পরে
সহে বজ্র অকাতরে !
জঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায় !
অস্তাচলে চলে রবি,
কেমন প্রশান্ত ছবি !
তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি !

২২

হা ধিক্ অধীর হেন !
দেখেও দেখ না কেন
দুখে দুখী অশ্রুমুখী প্রাণ প্রতিমায় !
প্রণয় পবিত্র ধনে
সন্দেহ করো না মনে,—
নাগরদোলায় দোলা শিশুরি মানায় !
সারদা সরলা বালা,
সবে না সন্দেহ-জ্বালা,
ব্যথা পাবে সুকোমল হৃদয়-কমলে !

—

তৃতীয় সর্গ

গীতি

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা

বিরাজ সারদে কেন এ ম্লান কমলবনে!
আজো কিরে অভাগিনী ভালবাস মনে মনে!
মলিন নলিন বেশ,
মলিন চিকণ কেশ,
মলিন মধুর মূর্ত্তি, হাসি নাই চন্দ্রাননে!
মলিন কমল-মালা,
মলিন মৃণাল-বালা,
আর সে অমৃত জ্যোতি অলোক বিলোচনে!
চির আদরিণী বীণা,
কেন, যেন দীনহীনা
ঘুমায়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে অচেতনে!
জীবন-কিরণ-রেখা
অস্তাচলে দিল দেখা,
এ হৃদি-কমল দেবী ফুটিবে না আর!
যাও বীণা লয়ে করে,
ব্রহ্মার মানস-সরে,
রাজহংস কেলি করে স্বর্ণ নলিনী-সনে।

১

আজি এ বিষণ্ণ বেশে
কেন দেখা দিলে এসে,
কাঁদিলে, কাঁদালে, দেবী, জন্মের মতন!
পূর্ণিমা-প্রমোদ-আলো,
নয়নে লেগেছে ভাল ;
মাঝেতে উথলে নদী, দু-পারে দু-জন—
চক্রবাক্ চক্রবাকী দু-পারে দু-জন!

২

নয়নে নয়নে মেলা,
মানসে মানসে খেলা,
অধরে প্রেমের হাসি বিষাদে মলিন ;
হৃদয়-বীণার মাঝে
ললিত রাগিণী বাজে,
মনের মধুর গান মনেই বিলীন!

৩

(সেই আমি, সেই তুমি,
সেই এ স্বরগ-ভূমি,
সেই সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন ;
সেই প্রেম, সেই স্নেহ,
সেই প্রাণ, সেই দেহ,—
কেন মন্দাকিনী-তীরে দু-পারে দু-জন!)

৪

আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
মিলিবারে ধাবমান ;
কেন এসে অভিমান সমুখে উদয়!—

কান্তি-শান্তি-ময় তনু,
অপরূপ ইন্দ্রধনু,
তেজে যেন জ্বলে মন, অটল-হৃদয় !

৫

কাতর পরাণ পরে
চেয়ে আছে স্নেহভরে,
নয়ন-কিরণ যেন পীযূষ-লহরী ;
এমন পদার্থে হেলি
যাব না, যাব না ঠেলি,
উভয় সঙ্কটে আজ মরি যদি, মরি !

৬

কেন গো পরের করে
সুখের নির্ভর করে,
আপনা আপনি সুখী নহে কেন নর ?
সদাশিব সদানন্দ,
সতী বিনে নিরানন্দ,
শ্মশানে ভ্রমেন ভোলা খেপা দিগম্বর !

৭

হৃদয়-প্রতিমা লয়ে
থাকি থাকি সুখী হয়ে,
অধিক সুখের আশা নিরাশা শ্মশান !
ভক্তিভাবে সদা স্মরি,
মনে মনে পূজা করি,
জীবন-কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান ।

৮

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
খেলা করে রবি সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমিররাশি
ভুবন ভরেছে আসি,—
অন্তরে জ্বলিছে আলো, নয়নে আঁধার!

৯

বিচিত্র এ মত্ত-দশা—
ভাব-ভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!
কি বিচিত্র সুর-তান
ভরপূর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ-মণ্ডলে!

১০

জ্যোতির প্রবাহ-মাঝে
বিশ্ববিমোহিনী রাজে,
কে তুমি লাবণ্য-লতা মূর্ত্তি মধুরিমা!
মৃদু মৃদু হাসি হাসি
বিলাও অমৃত-রাশি,
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা!

১১

ফুটে ফুটে অবিরল
হাসে সব শতদল,
অবিরল গুঞ্জরিয়ে ভ্রমর বেড়ায়;
সমীর সুরভিময়
সুখে ধীরে ধীরে বয়
লুটায়ে চরণ-তলে স্তুতি-গান গায়।

১২

আচম্বিতে এ কি খেলা!
নিবিড় নীরদমালা!
হা হা রে, লাবণ্য-বালা লুকা'ল, লুকা'ল!
এমন ঘুমের ঘোরে—
জাগালে কে জোর কোরে?
সাধের স্বপন আহা!—ফুরা'ল, ফুরা'ল!

১৩

বসন্তের বনমালা,
ঘুমের রূপের ডালা,
মায়ার মোহিনী মেয়ে স্বপন সুন্দরী!
মনের মুকুর-তলে,
পশিয়ে ছায়ার ছলে,
কর কত লীলা-খেলা!—কতই লহরী!

১৪

কোথা থেকে এস তারা,
মাখিয়ে সুধার ধারা,
জুড়াতে কাতর প্রাণ নিশান্ত সময়ে।
(লয়ে পশু পক্ষী প্রাণী
ঘুমায় ধরণী-রাণী,)
কোথায় চলিয়ে যাও অরুণ উদয়ে।

১৫

ফের্ এ কি আলো এল।
কই, কই, কোথা গেল,
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার?
কে আমারে অবিরত
খেপায় খেপার মত?—
জীবন-কুসুম-লতা কোথারে আমার!

১৬

কোথা সে প্রাণের পাখী,
বাতাসে ভাসিয়ে থাকি—
আর কেন গান কোরে ডাকে না আমায়!
বল দেবী মন্দাকিনী,
ভেসে ভেসে একাকিনী
সোনামুখী তরীখানি গিয়েছে কোথায় ?

১৭

এই না, তোমারি তীরে
দেখা আমি পেনু ফিরে,
তুলে কেন না রাখিনু বুকের ভিতরে!
হা ধিক্ রে অভিমান,
গেল, গেল, গেল প্রাণ,
করাল কালিমা ওই গ্রাসে চরাচরে!

১৮

হারায়ে নয়ন-তারা
হয়েছি জগত-হারা,
ক্ষণে ক্ষণে আপনারে হারাই হারাই!
ওহে ভাই, দাও বোলে,
কোন্ দিকে যাব চোলে,
ও কি ওঠে ঝোলে ঝোলে?—কোথায় পালাই!

১৯

ও কি ও, দারুণ শব্দ,
আকাশ পাতাল স্তব্ধ!
দারুণ আগুন শুদু ধূ-ধূ ধূ-ধূ ধায়!
তুমুল তরঙ্গ ঘোর,
কি ঘোর ঝড়ের জোর,
পাঁজর ঝাঁঝর মোর দাঁড়াই কোথায়!

২০

তবে কি সকলি ভুল ?
নাই কি প্রেমের মূল ?—
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার ?
মন কেন রসে ভাসে—
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুল-হার ?

২১

শত শত নর-নারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি,
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি ?
হেরে হারা-নিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ যায়,
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি !

২২

ফুটিলে প্রেমের ফুল
ঘুমে মন ঢুলু ঢুলু,
আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল ;
সেই স্বর্গ-সুধা-পানে
কত যে আনন্দ প্রাণে,
অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল ।

২৩

নন্দন-নিকুঞ্জবনে
বসি শ্বেত শিলাসনে
খোলা প্রাণে রতি-কাম বিহরে কেমন !
আননে উদার হাসি,
নয়নে অমৃত-রাশি,
অপরূপ আলো এক উজলে ভুবন !

২৪

পারিজাত মালা করে,
চাহি চাহি স্নেহভরে
আদরে পরস্পরে গলায় পরায় ;
মেজাজ্ গিয়েছে খুলে,
বসেছে দুনিয়া ভুলে,
সুধার সাগর যেন সমুখে গড়ায়!

২৫

কি এক ভাবেতে ভোর,
কি যেন নেশার ঘোর,
টলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন ;
গলে গলে বাহুলতা,
জড়িমা-জড়িত কথা,
সোহাগে সোহাগে রাগে গলগল মন!

২৬

করে কর থরথর,
টলমল কলেবর,
গুরু গুরু দুরু দুরু বুকের ভিতর ;
তরুণ অরুণ ঘটা
আননে আরক্ত ছটা,
অধর কমল-দল কাঁপে থরথর !

২৭

প্রণয় পবিত্র কাম,
সুখ-স্বর্গ-মোক্ষ-ধাম !
আজি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ !
ফুলধনু ফুলছড়ি
দূরে যায় গড়াগড়ি ;
রতির খুলিয়ে খোঁপা আলুথালু কেশ।

২৮

বিহ্বল পাগল প্রাণে
চেয়ে সতী পতি-পানে,
গলিয়ে গড়িয়ে কোথা চলে গেছে মন ;
মুগ্ধ মত্ত নেত্র দুটি,
আধ ইন্দীবর ফুটি,
দুলু দুলু ঢুলু ঢুলু করিছে কেমন !

২৯

আলসে উঠিছে হাই,
ঘুম আছে, ঘুম নাই,
কি যেন স্বপন-মত চলিয়াছে মনে ;
সুখের সাগরে ভাসি
কিবে প্রাণ-খোলা হাসি !
কি এক লহরী খেলে নয়নে নয়নে !

৩০

উথুলে উথুলে প্রাণ
উঠিছে ললিত তান,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে গান গায় দুই জন ;
সুরে সুরে লয় রাখি
ডেকে ডেকে ওঠে পাখী,
তালে তালে চ'লে চ'লে চলে সমীরণ !

৩১

কুঞ্জের আড়াল থেকে
চন্দ্রমা লুকায়ে দেখে,
প্রণয়ীর সুখে সদা সুখী সুধাকর।
সাজিয়ে মুকুল ফুলে
আহ্লাদেতে হেলে দুলে
চৌদিকে নিকুঞ্জ-লতা নাচে মনোহর।

সে আনন্দে আনন্দিনী,
উথলিয়ে মন্দাকিনী,
করি করি কলধ্বনি বহে কুতূহলে !

৩২

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্ম্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী ;
এ এক নেশার ভুল,
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্র-রূপা দেবী যোগেশ্বরী ।

৩৩

কভু বরাভয় করে,
চাঁদে যেন সুধা ক্ষরে—
করেন মধুর স্বরে অভয় প্রদান ;
কখন গেরুয়া পরা,
ভীষণ ত্রিশূলধরা,
পদ-ভরে কাঁপে ধরা, ভূধর অধীর ;
দীপ্ত সূর্য্য হুতাশন
ধ্বক্ ধ্বক্ দু-নয়ন,
হুঙ্কারে বিদরে ব্যোম, লুকায় মিহির ;
ঘোরঘট্ট অট্ট হাসি
ঝলকে পাবকরাশি ;
প্রলয়-সাগরে যেন উঠিছে তুফান ।

৩৪

কভু আলুথালু কেশে,
শ্মশানের প্রান্ত দেশে
জ্যো'স্নায় আছেন বসি বিষণ্ণ বদনে ;

গঙ্গার তরঙ্গমালা
সমুখে করিছে খেলা,
চাহিয়ে তাদের পানে উদাস নয়নে !

৩৫

পবন আকুল হয়ে
চিতা-ভস্ম-রজ লয়ে
শোকভরে ধীরে ধীরে শ্রীঅঙ্গে মাখায় ;
শ্বেত করবীর বেলা,
চামেলী মালতী মেলা,
ছড়াইয়ে চারি দিকে কাঁদিয়ে বেড়ায় !

৩৬

হায় ! ফের বিষাদিনী !
কে সাজালে উদাসিনী ?
সম্বর, এ মূর্ত্তি দেবী, সম্বর, সম্বর !
বটে এ শ্মশান-মাঝে
এলোকেশী কালী সাজে—
দানব-রুধির-রঙ্গে নাচে ভয়ঙ্কর !

৩৭

আবার নয়নে জল !
ওই সেই হলাহল,
ওরি তরে জীর্ণ জরা জীবন আমার !
গরজি গগন ভোরে
দাঁড়াও ত্রিশূল ধোরে !
সংহার-মূরতি অতি মধুর তোমার !

৩৮

আমার এ বজ্র-বুক,
ত্রিশূলেরো তীক্ষ্ণ মুখ,
দাও, দাও বসাইয়ে, এড়াই যন্ত্রণা !

সমুখে আরক্তমুখী,
মরণে পরম সুখী,
এ নহে প্রলয়-ধ্বনি, বাঁশরী-বাজনা !

৩৯

অনন্ত নিদ্রার কোলে,
অনন্ত মোহের ভোলে,
অনন্ত শয্যায় গিয়ে করিব শয়ন ;
আর আমি কাঁদিব না,
আর আমি কাঁদাব না,
নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন !

৪০

তপন-তর্পণ-আল
অসীম যন্ত্রণা-জাল,
প্রশান্ত অনন্ত ছায়া অনন্ত যামিনী ;
সে ছায়ে ঘুমাব সুখে,
বজ্র বাজিবে না বুকে,
নিস্তব্ধ ঝটিকা ঝঞ্ঝা, নীরব মেদিনী ।

৪১

বাঁধ বুক, ত্যজ ভয়,
পুণ্য এ, পাতক নয় ;
খুনে আর পরিত্রাণে অনেক অন্তর ।
ভালবাসা তারি ভাল,
সহে যারে চির কাল ;
বাঁচুক্, বাঁচুক্ তারা, হউক্ অমর !

৪২

হবে না, হবে না আর,
হয়ে গেছে যা হবার,
ধোরো না, ধোরো না, বৃথা রুধো না আমাকে!
এ পোড়া পিঞ্জর রাখি
উড়ুক পরাণ-পাখী,
দেখুক, দেখুক, যদি আর কিছু থাকে।

ছাড়! আন! যাও যাও!
বেগে বুকে বিঁধে দাও!
ওই সে ত্রিশূল দোলে গগনমণ্ডলে!

চতুর্থ সর্গ

গীতি

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠা-ঠুংরী

কোথা গো প্রকৃতি সতী সে রূপ তোমার।
যে রূপে নয়ন মন ভুলাতে আমার।
সেই সুরধুনী-কূলে
ফুলময় ফুলে ফুলে,
বেড়াইতে বনবালা পরি ফুলহার।
নবীন-নীরদ-কোলে
সোনার যে দোলা দোলে,
ক্ষণেক দুলিতে, ক্ষণে পালাতে আবার!
সুধাংশুমণ্ডলে বসি
খেলিতে লইয়ে শশী,
হাসিয়ে ছড়িয়ে দিতে তারকারতন ;—
হাসি দিগঙ্গনাগণে
ধরি ধরি সে রতনে
খেলিতে কন্দুক-খেলা, হাসিত সংসার।
এ তমান্ধ তলাতলে
কি বিষম জালা জলে,
কেবল জলিয়ে মরি ঘোচে না আঁধার।
চল, দেবী, লয়ে চল,
যথা জাগে হিমাচল,
উদার সে রূপরাশি দেখি একবার।

১

অসীম নীরদ নয়,
ও-ই গিরি হিমালয় !
উথ্‌লে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি !
ব্যেপে দিগ্‌ দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি !

২

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে—
কি এক দাঁড়ায়ে আছে !
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্‌ ব্যাপার !
কি এক মহান্‌ মূর্ত্তি,
কি এক মহান্‌ স্ফূর্ত্তি,
মহান্‌ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার !

৩

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে ;
সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে !

৪

কত শত অভ্যুদয়,
কতই বিলয় লয়,
চক্ষের উপর যেন ঘটে ক্ষণে ক্ষণে ;
হরহর হরহর
সুর নর থরথর
প্রলয়-পিনাক-রাব বাজে না শ্রবণে !

৫

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে,
বুকে খেলা করে ধেয়ে,
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জ্বলন্ত-অনল-ছবি
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে রবি,
কিরণ-জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে!

৬

কালের করাল হাসি
ঝলকে দামিনী রাশি,
কড়্‌কড়্ দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ;
ত্রিজগৎ ত্রাহি ত্রাহি,
কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাহি,
কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন!

৭

ওই মেরু উপহাসি
অনন্ত বরফ-রাশি
যুবন্ তপন করে ঝক্ ঝক্ করে!
উপরে বিচিত্র রেখা,
চারু ইন্দ্রধনু লেখা,
অলকা অমরাবতী রয়েছে ভিতরে—
লুকান লুকান যেন রয়েছে ভিতরে!

৮

ওই কিবে ধবধব
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
ঊর্দ্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফুঁড়িয়া অম্বর্।

দাঁড়াইয়ে পাদদেশে
ললিত হরিত বেশে
নশ্বর নিকুঞ্জ-রাজি সাজে থরে-থর !

৯

সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূন্যে যেন বাজি করে
বপ্র-কেলি-কুতূহলে মত্ত করিগণ ;
নবীন নীরদমালা
সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা,
দশন বিজলী-ঝলা বিলসে কেমন !

১০

ওই গণ্ডশৈল-শিরে
গুল্মরাজি চিরে চিরে
বিকশে গৈরিক-ঘটা ছটা রক্তময় !
তৃণ তরু লতাজাল,
অপরূপ লালে-লাল ;
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয় !

১১

কাছে কাছে স্থানে স্থানে
নীচ-মুখে উচ-কানে
চরিয়া বেড়ায় সব চমর চমরী,
সুচিকণ শুভ্র কায়
মাছি পিছলিয়া যায়,
অনিলে চামর চলে চন্দ্রিমা-লহরী !

১২

কিবে ওই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার !

দূর দূর আলবালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার !

১৩

তলে তৃণ লতা পাতা
সবুজ বিছানা পাতা ;
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হোথায় ;
কেমন পাকম ধরি,
কেকারব করি করি,
ময়ূর ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়ায় !

১৪

মধ্যমে ফোয়ারা ছোটে,
যেন ধূমকেতু ওঠে,
ফরফর তুপ্‌ড়ি ফোটে, কেটে পড়ে ফুল ;
কত রকমের পাখী
কলরবে ডাকি ডাকি
সঙ্গে সঙ্গে ওঠে পড়ে, আহ্লাদে আকুল !

১৫

জলধারা ঝরঝর,
সমীরণ সরসর
চমকি চরন্ত মৃগ চায় চারি দিকে ;—
চমকি আকাশময়
ফুটে ওঠে কুবলয়,
চমকি বিদ্যুচ্চতা মিলায় নিমিখে !

১৬

একি স্থান অভিনব !
বিচিত্র শিখর সব
চৌদিকে দাঁড়ায়ে আছে ঘেরিয়ে আমায় ;

গায়ে তরু লতা পাতা
খোলো খোলো ফুল গাঁথা,
বরফের—হীরকের টোপর মাথায় !

১৭

তলভূমি সমুদয়
ফুলে ফুলে ফুলময়,
শিরোপরে লম্বমান মেঘের বিতান ;
আকাশ পড়েছে ঢাকা,
আর নাহি যায় দেখা
তপনের সুবর্ণের তরল নিশান ।

১৮

কেবল বিজলী-মালা
বেড়ায় করিয়ে খেলা ;
কেন গো, বিমানে আজি অমরী অমর !
তোমরা কি সারদারে
দেখেছ, এনেছ তারে
ভূধিতে এ প্রকৃতির প্রাসাদ সুন্দর ?

১৯

হা দেবী, কোথায় তুমি !
শূন্য গিরি-ফুলভূমি !
কোথায়—কোথায়—হায়—সারদা—সারদা !—
আর কেন হাস্য-মুখে
হানো উগ্র বজ্র বুকে !—
কি ঘোর তামসী নিশি !— * * *

২০

আহা স্নিগ্ধ সমীরণ !
বুঝিলে তুমি বেদন !
বুঝিল না সুলোচনা সারদা আমার !

হা মানিনী ! মানভরে
গেছ কোন্ লোকান্তরে ?—
বল, দেব, বল, বল, কুশল তাহার !

২১

অয়ি, ফুলময়ী সতী
গিরি-ভূমি ভাগ্যবতী !
অভাগার তরে তব হয়নি স্বজন ;
দেখা যদি পাই তার,
দেখা হবে পুনর্ব্বার ;
হলেম তোমার কাছে বিদায় এখন !

২২

ওই ওই ভৃগুভূমে,
আচ্ছন্ন তুহিন ধূমে
রয়েছে আকাশে মিশে অপরূপ স্থান !
আব্‌ছা আব্‌ছা দেখা যায়
গুহা গোমুখের প্রায়,
পাতাল ভেদিয়া তায় ধায় যেন বান !

২৩

ফেনিল সলিলরাশি
বেগ-ভরে পড়ে আসি,
চন্দ্রলোক ভেঙে যেন পড়ে পৃথিবীতে ;
সুধাংশু-প্রবাহ পারা
শত শত ধায় ধারা,
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারি ভিতে !—
অসংখ্য শীকর-শিলা ছোটে চারি ভিতে !

২৪

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে,
লম্ফে লম্ফে ঝোঁকে ঝোঁকে,
জেলের জালের মত হয়ে ছত্রাকার,
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ;
ফেনার আরশি ওড়ে,
উড়েছে মরাল যেন হাজার হাজার !

২৫

আবরিয়ে কলেবর
ঝরিছে সহস্র ঝর,
ভৃগুভূমি মনোহর সেজেছে কেমন !
যেন ভৈরবের গায়
আহ্লাদে উথুলে ধায়
ফণা তুলে চুল্‌বুলে ফণী অগণন।

২৬

নেমে নেমে ধারাগুলি,
করি করি কোলাকুলি,
একবেণী হয়ে হয়ে নদী বয়ে যায় ;
ঝরঝর কলকল
ঘোর রাবে ভাঙে জল,
পশু-পক্ষী কোলাহল করিয়ে বেড়ায় !

২৭

সিংহ দুটি শুয়ে তটে
আনন আবরি জটে,
মগন রয়েছে যেন আপনার ধ্যানে ;
আলসে তুলিছে হাই,
কা'কেও দৃক্‌পাত নাই,
গ্রীবাভঙ্গে কদাচিৎ চায় নদী-পানে।

২৮

কিবে ভৃগু-পাদমূলে
উথুলে উথুলে দুলে
ট'লে ঢ'লে চলেছেন দেবী সুরধুনী !
কবির, যোগীর ধ্যান,
ভোলা মহেশের প্রাণ,
ভারত-সুরভি-গাভী, পতিত-পাবনী ।
পুণ্যতোয়া গিরিবালা,
জুড়াও প্রাণের জ্বালা !
জুড়ায় ত্রিতাপ-জ্বালা—মা, তোমার জলে !

পঞ্চম সর্গ

গীতি

রাগিণী বেহাগ,—তাল কাওয়ালী

মধুর রজনী,
মধুর ধরণী,
মধুর চন্দ্রমা, মধুর সমীর।
ভাগীরথী-বুকে
ভাসি ভাসি সুখে
চলে ফুলময়ী তরী ধীর ধীর।
আলুথালু কেশ,
আলুথালু বেশ,
ঘুমায় কামিনী রূপসী রুচির।
অপরূপ হাস
আননে বিকাশ,
অধরপল্লব অলপ অধীর।
না জানি কেমন
দেখিছে স্বপন
মধুর—মধুর—মুরতি মদির।

১

বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর,
দিনকর খরতর,
নিঝুম নীরব সব—গিরি, তরু, লতা!
কপোতী সুদূর বনে,
ঘুঘু—ঘু করুণ স্বনে
কাঁদিয়ে বলিছে যেন শোকের বারতা!

২

তৃষ্ণায় ফাটিছে ছাতি,
জল খুঁজে পাতি পাতি
বেড়ায় মহিষ-যূথ চারি দিকে ফিরে।
এলায়ে পড়িছে গা,
লটপট করে পা,
ধুঁকিয়ে হরিণগুলি চলে ধীরে ধীরে।

৩

কিবে স্নিগ্ধ দরশন,
তরুরাজি ঘন ঘন,
অতল পাতালপুরী নিবিড় গহন!
যত দূর যায় দেখা
ঢেকে আছে উপত্যকা,
গভীর গম্ভীর স্থির মেঘের মতন।

৪

কায়াহীন মহা ছায়া
বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া
মেঘে শশী ঢাকা রাকা-রজনী-রূপিণী,
অসীম কানন-তল
ব্যেপে আছে অবিরল;
উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী।

৫

ঘোর্ ঘোর্ সমুদয়,
কি এক রহস্যময়,
শান্তিময়, তৃপ্তিময় ভুলায় নয়ন ;
অনন্ত বরষাকালে
অনন্ত জলদজালে
লুকায়ে রেখেছে যেন জ্বলন্ত তপন !

৬

পত্র-রন্ধ্র ধরি ধরি
কিরণের ঝারা ঝরি
মাণিক ছড়িয়ে যেন পড়েছে কাননে,
চিকণ শাম্বল দলে
দীপ্ দীপ্ কোরে জ্বলে
তারকা ছড়ান যেন বিমল গগনে !

৭

নভ-চুম্বী শৃঙ্গবরে
ও কি দপ্ দপ্ করে !
কুঞ্জে কুঞ্জে দাবানল হইল আকুল !
তরু থেকে তরুপরে,
বন হতে বনান্তরে
ছুটে, যেন ফুটে ওঠে শিমুলের ফুল—
রাশি রাশি শিমুলের ফুল !

৮

অচিচপুঞ্জ লক্ লক্,
ভক্ ভক্ ধ্বক্ ধ্বক্,
দাউ দাউ, ধুধু ধূধু, ধায় দশ দিকে ;

ঝঙ্কা ঝঙ্কা হঙ্কা ছোটে,
বোঁবোঁ বোঁবোঁ চক্কি লোটে,
মাতাল ছুটেছে যেন মনের বেঠিকে !

৯

দেখিতে দেখিতে দেখ
কেবল অনল এক,
এক মাত্র মহাশিখা ওঠে নিরবধি ;
আগ্নেয় শিখর পরে
যেন ওঠে বেগ-ভরে
ভীষণ গগন-মুখী আগুনের নদী !

১০

দিগঙ্গনাগণ যেন
আতঙ্কে আড়ষ্ট হেন,
অটল প্রশান্ত গিরি বিভ্রান্ত উদাস ;
চতুর্দ্দিকে লম্ফে ঝম্পে,
মত্ত যেন রণদম্ভে
তোল্‌পাড় কোরে ধায় দারুণ বাতাস—
উঃ ! কি আগুন-মাখা দারুণ বাতাস !

১১

ত্রিলোক-তারিণী গঙ্গে,
তরল তরঙ্গ রঙ্গে
এ বিচিত্র উপত্যকা আলো করি করি
চলেছ মা মহোল্লাসে !
তোমারি পুলিনে হাসে,
সুদূর সে কলিকাতা আনন্দ নগরী !

১২

আহা, স্নেহ-মাখা নাম,
আনন্দ—আনন্দ-ধাম,
প্রিয় জন্মভূমি, তুমি কোথায় এখন !
এ বিজন গিরি দেশে
প্রকৃতি প্রশান্ত বেশে
যতই সান্ত্বনা করে, কেঁদে উঠে মন—
কেন মা, আমার তত কেঁদে ওঠে মন !

১৩

হে সারদে, দাও দেখা !
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয় ;
কি বলেছি অভিমানে—
শুনো না, শুনো না কানে,
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যথার সময় !

১৪

অহ অহ, ওহো ওহো,
কি মহান্ সমারোহ !
ঘোর-ঘটা মহাছটা কেমন উদার !
নিসর্গ মহান্ মূর্ত্তি
চতুর্দ্দিকে পায় স্ফূর্ত্তি,
চতুর্দ্দিকে যেন মহা সমুদ্র অপার !

১৫

অনন্ত তরঙ্গ মালা
করিতে করিতে খেলা
কোথায় চলিয়া গেছে, চলে না নজর ;

দৃষ্টি-পথ-প্রান্তভাগে
মায়ায় মিশিয়া জাগে
উদার পদার্থ রাজি সাজি থরে-থর।

১৬

উদার—উদারতর
দাঁড়ায়ে শিখর-পর
এই যে হৃদয়-রাণী ত্রিদিব-সুষমা!
এ নিসর্গ-রঙ্গভূমি,
মনোরমা নটী তুমি;
শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা!

১৭

আননে বচন নাই,
নয়নে পলক নাই,
কাণ নাই মন নাই আমার কথায়;
মুখখানি হাস-হাস,
আলুথালু বেশ বাস,
আলুথালু কেশপাশ বাতাসে লুটায়!

১৮

না জানি কি অভিনব
খুলিয়ে গিয়েছে ভব
আজি ও বিহ্বল মত্ত প্রফুল্ল নয়নে!
আদরিণী, পাগলিনী,
এ নহে শশি-যামিনী;
ঘুমাইয়ে একাকিনী কি দেখ স্বপনে?

১৯

আহা কি ফুটিল হাসি।
বড় আমি ভালবাসি
ওই হাসিমুখখানি প্রেয়সী তোমার;

বিষাদের আবরণে
বিমুক্ত ও চন্দ্রাননে
দেখিবার আশা আর ছিল না আমার!
দরিদ্র ইন্দ্রত্ব-লাভে
কতটুকু সুখ পাবে?
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার;—
কবির সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার!

২০

ও বিধু-বদন-হাসি
গোলাপ-কুসুম-রাশি,
ফুটে আছে যে জনার নেশার নয়নে;
সে যেন কি হয়ে যায়,
সে যেন কি নিধি পায়,
বিহ্বল পাগল প্রায়,
বেড়ায় কি ঝোকে ঝোকে আপনার মনে;
এস বোন, এস ভাই,
হেসে-খেলে চ'লে যাই
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দ-কাননে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!

২১

এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে;
হে প্রশান্ত গিরি-ভূমি,
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে।

২২

প্রিয়ে সঞ্জীবনী লতা,
কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী মূরতি তোমার!
হেরে কত দুঃস্বপন
পাগল হয়েছে মন,
কতই কেঁদেছি আমি কোরে হাহাকার!

২৩

আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরী সম
আনন্দ-সাগর-মাঝে খেলিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দু'নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়!

২৪

দেখিয়ে মেটে না সাধ,
কি জানি কি আছে স্বাদ,
কি জানি কি আছে ও শুভ আননে!
কি এক বিমল ভাতি,
প্রভাত করেছে রাতি;
হাসিছে অমরাবতী নয়ন-কিরণে!

২৫

এমন সাধের ধনে
প্রতিবাদী জনে জনে,
দয়া মায়া নাই মনে, কেমন কঠোর!

আদরে গেঁথেছে বালা
হৃদয়-কুসুম-মালা,
কৃপাণে কাটিবে কে রে সেই ফুলডোর !

২৬

পুন কেন অশ্রুজল,
বহ তুমি অবিরল !
চরণ-কমল আহা ধুয়াও দেবীর !
মানস-সরসী-কোলে
সোনার নলিনী দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর !
বিহঙ্গম, খুলে প্রাণ
ধর রে পঞ্চম তান !
সারদা-মঙ্গল-গান গাও কুতূহলে !

—

ইতি।

শান্তি

গীতি

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী,—তাল ঠুংরি

প্রিয়ে, কি মধুর মনোহর মুরতি তোমার !
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার !
সদা যেন ঘরে ঘরে
কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেব-বীণা বাজে সারদার
ধাইয়ে হরষ-ভরে
কল কোলাহল করে,
হাসে খেলে চারিদিকে কুমারী কুমার !
হ'য়ে কত জ্বালাতন
করি অন্ন আহরণ,
ঘরে এলে উলে যায় হৃদয়ের ভার !
মরুময় ধরাতল,
তুমি শুভ শতদল,
করিতেছ ঢলঢল সমুখে আমার !
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে রাখি,
ভোর্ হ'য়ে ব'সে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার !—
তোমায়, দেখি অনিবার,
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুসী তার !

সম্পূর্ণ

মায়াদেবী

মায়াদেবী

১

" সাগর তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াই,
দুরন্ত ঝটিকা-বালারে খেলাই,
কখন আকাশে কখন পাতালে
নিমেষে চলিয়া যাই ;
ঘোর ঘোরতর দুর্দ্ধর্ষ সমরে
কাঁপে রণাঙ্গন বীর-পদ-ভরে,
এক হুহুঙ্কারে স্তব্ধ চরাচর,
হরষে দেখিতে পাই ।

২

" হুঙ্কারে বিদরে অনন্ত আকাশ,
ছুটিয়া পালায় দুর্দ্দান্ত বাতাস,
কোটি কোটি সূর্য্য ভেঙে চুরমার
কে কোথা ছড়িয়ে পড়ে ;
বীরশৃঙ্গ সব হিমালয় হ'তে
ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ছোটে শূন্যপথে,
আকুল ব্যাকুল ধায় উভরায়
জীমূত প্রলয় ঝড়ে !

৩

" অলকা অমরা কাঁপে থরথরি,
চন্দ্রলোক ভেঙে পড়ে ঝরঝরি,
শূন্যে শূন্যে ধরা ঘুরিতে ঘুরিতে
কোথায় চলিয়ে যায় ;

প্রলয়-পিণাক ঘোর ঘন রব,
ভয়ে জড়সড় যক্ষ রক্ষ সব ;
থেই থেই থেই নাচিয়া বেড়াই,
দৃক্‌পাত করি কায় ?

৪

" দিগ্ দিগঙ্গনা আড়ষ্টের প্রায়,
বিকট দামিনী কটমট চায়,
ঘোর ঘর্ঘর উদগ্র অশনি
পদাগ্রে পড়িছে লুটে ;
হো হো ! পৃথ্বীতটে তিষ্ঠিতে পারে না
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উগারিছে ফেনা,
লাফায়ে লাফায়ে পাগল সাগর
আকাশে চলেছে ছুটে !

৫

" ঘোর কোলাহল গর্জে নীল জল,
দুলিব অম্বরে দেহ টলমল্,
ছড়াইয়া দিব কাল কেশরাশি
বিজলী বেড়াবে তায় ;
জ্বলন্ত তারকা-মালিকা গলায়,
উরজে লুটায়ে উরসে গড়ায়,
ধায় ধূমকেতু দীঘল অঞ্চল
গোমুখী নির্ঝর ভায় !

৬

" দুরু দুরু মেঘ-মৃদঙ্গ বাজাব,
মধুর নিনাদে জগৎ জাগাব,
জাগিবে মানব দানব দেবতা,
নবীন হরষ-ময় ;

চেয়ে রবে সবে পিপাসী নয়ানে
কুতূহলী হ'য়ে গগনের পানে,
হেরিবে আনন্দে আননে আমার
তরুণ অরুণোদয়।

৭

" প্রতি নিশীথিনী বিরাম সময়ে,
স্ফুট-চন্দ্র-তারা ব্যোমের হৃদয়ে
প্রসারিয়া এই সুদীর্ঘ শরীর
শুয়ে থাকি আমি সুখে ;
মায়াময় মম অপরূপ জ্যোতি,
ছায়াপথ বলে যত ভ্রান্তমতি,
ব্যোম-গঙ্গা বলে কবি পাগলেরা—
শুনি আমি হাসিমুখে।

৮

" সাগর-অম্বরা কুসুম যোগায়,
প্রচণ্ড পবন চামর ঢুলায়,
দিগ্‌বধূবালা সেবা-সখী সব
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
নয়ন-কিরণে কমলা সঞ্চরে,
শুভ সরস্বতী অধরে বিহরে,
মহান্ অম্বর প্রিয় প্রাণপতি
সম্ভ্রমে প্রণয় যাচে।"

৯

মায়াময় তব জ্যোতি মনোহারী
বটে গো কালের অজেয় কুমারী,
মহা মহীয়সী উদার-রূপসী
অম্বর-হৃদয়-রাণী।

অলীক স্বপন জনন মরণ,
চিরকাল তব নবীন যৌবন ;
তোমারি সন্তোষে হাসে ত্রিভুবন,
রোষেতে নিধন জানি।

১০

স্থির ধীর নীল অনন্ত অপার
এই যে বিরাট ব্যোম-পারাবার,
তুমি আভাময়ী মায়াতরী তার—
চলিয়াছ ভাসি ভাসি ;
মৃদুল মৃদুল ঠেকে ঠেকে গায়,
কিরণের ফেন উথলিয়া যায়,
দশ দিক দিয়ে দেখিতে তোমায়
ফুটেছে তারকা-রাশি !

১১

এ নীল আকাশ তরল আরশি,
ব্রহ্মের বিমল মানস-সরসী,
ফুটে ফুটে তায় ভাবের কুসুম
তারকা ছড়ায়ে আছে ;
তুমি স্বপ্নময়ী রাজহংসমালা
ঘুম-ঘোরে তাঁর কর লীলাখেলা,
বসি, হাসি হাসি হেরিছে চন্দ্রমা
ধরার কোলের কাছে।

১২

অহো ! আদি-দেব-স্বপন-রূপিণী,
অবোধ মানব কিছুই জানিনি,—
উদাস—উদাস অনন্ত আকাশ
চলি চলি কোথা যাও !

কার সঙ্গে ধেয়ে চলেছ কি হেতু
চন্দ্র সূর্য্য তারা ধরা ধূমকেতু!
বল, বল, বল, ও পারে কি আছে?
কিছু কি দেখিতে পাও?

১৩

সেই কি আমার গৃহ চিরন্তন,
এই কি রে স্রুদু নাট-নিকেতন!
কেনই কেবল হাসিতে কাঁদিতে
এখানে এসেছি সবে!
চকিতে ফুরা'ল রস-রঙ্গ-খেলা,
একেলা আসিনু, চলিনু একেলা,
কতই সাধের বসন ভূষণ
কেন গো কাড়িয়া লবে!

১৪

কেন, মায়াদেবী! ছেড়ে দাও দাও,
পথ রোধ করি ঘুরিয়া বেড়াও!
উধাও উধাও ভেদিব আকাশ,
দেখিব আপন দেশ;
ডুবিব সে মহা তমান্ধ সাগরে,
দূর—দূর—দূর—অতি দূরান্তরে
অসংখ্য জগৎ দীপ্ দীপ্ করে
দীপকের পরিবেশ!

১৫

ধীরে ধীরে ধীরে তিমির গভীরে
ঊর্দ্ধ-পদতল নিম্ন-নতশিরে
অনন্ত আরামে ঘুমায়ে ঘুমায়ে
তলায়ে তলায়ে যাব!

মাটীর শরীর তিমিরে গলিয়া
পরাণ পুতলী উঠিছে জাগিয়া,
জাগিয়া উঠিছে আলোকে আলোক,
কি এক পুলক পাব !

১৬

দূর পদ-তলে তিমির সংহতি,
ফোটেনাক আর আকাশের জ্যোতি,
জগতের কোলাহল হাহাকার
কালের সাগরে লীন ;
মধুর মধুর আলোক সঞ্চারি
প্রফুল্ল-মূরতি প্রাণী মনোহারী
কিরণ-মণ্ডলে বেড়ায় সকলে,
কি এক মধুর দিন !

১৭

খেলিয়ে বেড়ায় ননীর পুতুলী
কেমন মধুর খুদে ছেলেগুলি,
কিরণ-কাননে ফুল তুলি তুলি
কত কি করিছে গান !
কত যেন মোরে আপন পাইয়ে
চারিদিক্ দিয়ে আসিছে ধাইয়ে,
হাসি-রাশি-ভরা মুগুধ আনন
কাড়িয়া লইছে প্রাণ ।

১৮

সুখ-স্বপ্ন-ময় অমৃত-সাগর
ঈষৎ—ঈষৎ কাঁপে থরথর,
অপূর্ব্ব সৌরভে আকুল পরাণ,
ফুলের পুলিন-দেশ ;

বেড়ায় সকল যুবক যুবতী,
কিবে অপরূপ রূপের স্ফুরতি,
সুধাংশু-কলিত ললিত শরীর,
নিবিড় চাঁচর কেশ !

১৯

ধীরে ধীরে হাসি অধরে বিহরে,
কপোল-কুসুম ফোটে থরে থরে ;
কিরণে কিরণে জীয়ায় জীবনে
করুণ নয়নে চায়,
পৃথিবীর সেই সুমঙ্গল তারা
ঘুম-ঘোরে যেন হয়ে পথ-হারা,
চাহিয়া চাহিয়া উষারে খুঁজিয়া,
হাসিয়া হাসিয়া ভায় !

২০

হরষে হরষে গলা ধরি ধরি,
আদরে আদরে কোলে করি করি ;
হর্ষিত বয়ান সজল নয়ান
এ চাহে উহার পানে ;
আহা ! সে আননে কি আছে না জানি
পবিত্র প্রেমের বিচিত্র কাহিনী,
পড়িয়ে মেটে না প্রাণের পিয়াস,
মেটে না মনের সাধ !

২১

কেহ কোরে আছে গাঢ় আলিঙ্গন,
ছাড়িবে না তারা কাহারে কখন,
কি যেন পেয়েছে হারান রতন,
গাঁথিয়া রাখিবে প্রাণে !

কেহ কা'রো গায়ে থুইয়ে চরণ
আলুথালু হয়ে ঘুমায় কেমন !
হাসির দীপিকা জাগিছে আননে,
অপরূপ অবসাদ ।

২২

অতি অমায়িক প্রশান্ত কিরণ
ঘুমন্ত শিশুর হাসির মতন,
কি যেন ফুটেছে ত্রিদিব-কুসুম
ও কি ও আলোক ভায় !
ওই নিরমল আলোকের মাঝে—
কে গো ও পরম পুরুষ বিরাজে,
প্রেমেতে বাঁধিয়া পরাণ-পুতলী
ভুলায়ে লইয়া যায় !

২৩

পাগল-বিহ্বল,—হরষ ধরে না,
জড়িমা-জড়িত চরণ চলে না,
অঘোর উল্লাসে আলস অবশে
ঢুলিয়ে পড়েছে মন ;
অতি স্নিগ্ধ ওই স্নেহময় কোলে,—
—মা'র কোলে শুয়ে শিশু যেয়ে দোলে—
দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুমিয়ে পড়িব !
সচেতনে অচেতন !

২৪

ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসিয়ে হাসিয়ে
চাই মুখপানে নয়ন মেলিয়ে,
কি যে নিধি পাই করেতে আমার
তা স্তুদু শিশুই জানে !

যে দূর-সংগীত শোনে মনে মনে
ফুটে তা বলিতে পারে না বচনে ;
হাসিয়া কাঁদিয়া কতই ব্যাকুল
চাহিয়া স্বরগ-পানে !

২৫

কর, দেব ! পুন শিশু কর মোরে,
আদরে মায়ের গলা ধোরে ধোরে,
দেখিব তাঁহার স্নেহের বয়ানে
তোমার মঙ্গল মুখ !
মা'র সোহাগের কথা সুললিত,
শুনিব তোমার সুমঙ্গল গীত ;
নাচিব হাসিব কাঁদিব হরষে,
উদার স্বরগ-সুখ !

২৬

আর শিশু আমি নাই রে এখন,
ফুরায়ে গিয়েছে স্বরগ-স্বপন,
সুধার সাগরে উঠেছে গরল,
জীবন যন্ত্রণাময় !
আর ত্রিভুবন নাই অধিকারে,
একেলা পড়িয়া আছি এক ধারে ;
তোমারি পৃথিবী, তোমারি আকাশ,
কিছুই আমারি নয় !

২৭

ফের্ কেন মায়া প্রেমে বাধা দাও,
কোথাকার আমি, কোথা নিয়ে যাও ?
ফিরে দাও, দাও, দাও গে আমার
জীবন-জুড়ান ধন !

ধাও রে পবন স্বন স্বন স্বনে,
গড়াও পৃথিবী গভীর গর্জনে,
হাস রে চন্দ্রমা নীল গগনে,
গাও গাও ত্রিভুবন !

২৮

কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী-প্রাণী,
ফল-ফুল-ভরা মনোহরা ধরাখানি,
কোন্ দেব এনে দিয়েছে না জানি,
আমারি সুখেরি তরে !
হরষে সাগর ধেয়েছে মাতিয়া,
ঢেউ পরে ঢেউ পড়িছে চলিয়া,
আকাশ পাতাল ভরিয়া পবন
প্রাণ খুলে গান করে !

২৯

উন্মুখে আমারে হাসিতে দেখিয়া
কোটি কোটি তারা ফুটিছে হাসিয়া,
ফুটিয়া হাসিছে অনন্ত কুসুম
ধরার উদার বুকে ;
হিমাদ্রির মহা হৃদয় উছলি
চলিয়াছে গঙ্গা মহা কুতূহলী,
কল কল নাদে ধায় মন-সাধে
ফেনময়-হাসি-মুখে ।

৩০

কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী ওঠে ডাকি ডাকি,
স্তব্ধ হ'য়ে শোনে সারি দিয়ে শাখী,
আহ্লাদে আকুল মেখল-লতিকা
পুরিয়ে উঠেছে প্রাণ ;

গৌরীশঙ্কর শুভ্র শৃঙ্গ পরি
ঘুমায় প্রকৃতি পরমা সুন্দরী,
চাঁদের কিরণ হেরি সে আনন
কি যেন করিছে ধ্যান !

৩১

ধীরে—ধীরে—অতি ধীরে শুনা যায়,
স্বরগে কে যেন বাঁশরী বাজায়,
ভাসি ভাসি আসি, চলি চলি যায়
সুদূর মধুর স্বর !
কে যেন আমারে ঘুম পাড়ায়ে
হৃদয়ে আপন হৃদয় ঢালিয়ে
পরাণ কাড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়—
থর থর, থর থর !

৩২

কেন কাদম্বিনী, দাঁড়ায়ে সমুখে
ঢাকিয়া রেখেছ অমৃত ময়ূখে ?
ওই আধ আধ চাঁদের আভাস
পাগল করেছে মোরে !
ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি,
চারিদিকে আমি কি যেন নেহারি !
কাঁদিয়া উঠেছে পরাণ পুতলী,
বেঁধো না বন্ধন-ডোরে !

৩৩

বিশ্বমোহিনী দেবী ! চল, চল,
থল থল করে স্বচ্ছ নীল জল,
অতি স্নিগ্ধ এই উদার আকাশে
ঘুমাও আরামে মা গো !

জাগ সরস্বতী অমৃত-বিজলী,
জাগ মা আমার হৃদয় উজলি,
কিরণে কিরণে চেতাও চেতনে,
জাগ মা, জাগ মা, জাগো ! *

---

* মায়াদেবীর প্রথম তিনটি শ্লোক শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রচনা।

মায়াদেবী

গীতি

ভৈরোঁ—একতালা, ভজনের সুর

কে রে বালা কিরণময়ী, ব্রহ্ম-রন্ধ্রে বিহরে!
দিক্ প্রকাশ, বিমল ভাস, বিমল হাস অধরে!
নাচিতে নাচিতে হৃদয় ধায়,
আকাশ ভেদিয়া কোথায় যায়,
অপরূপ একি নয়নে ভায়!
ভায় প্রাণের ভিতরে।
কেন দরদর নয়নে বারি,
প্রাণ ভোরে আহা হেরিতে নারি!
কেন কেন শূন্যে বাহু পসারি!
কেন তনু শিহরে!
কোথা সে আমার সাধের ভবন,
কোথা প্রাণপ্রিয়া প্রিয় পরিজন,
কোথা চন্দ্র তারা, কোথা ত্রিভুবন?
মগন সুধার সাগরে!
অহো! মহাযোগী, দাও প্রাণ খুলি,
দাও বাল্মীকি, শিরে পদধূলি,
গুরু-কৃপা-মোদ-ভরে ঢুলি ঢুলি
ভ্রমিব স্বপন-নগরে—
চিরজীবন ভ্রমিব স্বপন-নগরে।

শরৎকাল

শরৎকাল

প্রভাত-সঙ্গীত

(দুধের মেয়ে)

আয় রে আনন্দময়ী, আয় মেয়ে, বুকে আয়!
হাসি হাসি কচিমুখে নূতন ভুবন ভায়।
স্বর্গের কুসুম তুমি ফুটিয়াছ ভবনে,
ত্রিদিবের মন্দাকিনী হাসে তোর নয়নে।
তুমি সারদার বীণা খেলা কর কমলে,
আধ বিজড়িত বাণী শোনে প্রাণী সকলে।
ঈশ্বরের কৃপা তুমি জগতের জননী,
তাই মা হাসিলে তুমি হেসে উঠে ধরণী।
তোমায় দেখিতে ওই নব ভানু উঠেছে!
কতই কুসুম পরি' বনদেবী সেজেছে!
পাখীরা আনন্দে গায় তোমারি মঙ্গল-গান,
রাঙা চরণ দু-খানি যোগী যোগে করে ধ্যান।
সৌরভে আকুল হয়ে সুখ-সমীরণ বয়,
চারিদিকে দেখি সব কি এক উৎসবময়!
কাহার হৃদয় আছে কে তোমার পূজা করে?
কেন গো করুণাময়ী এসেছ আমার ঘরে!
হারায়েছি তোর কোল বহু দিন জননী,
তাই কি দেখিতে মাগো আসিয়াছ অবনী?
আয় রে আনন্দময়ী, আয় বরু* বুকে আয়!
কিবে কাল চুলগুলি কাঁপিছে মৃদুল বায়!

---

* বরু—বরদারাণী—বয়স এক বৎসর।

পয়োধর-সুধা ভুলে, আহ্লাদে দু-হাত তুলে,
আকুলি ব্যাকুলি বাছা কেন কোলে আসিতে?
দাঁত দুটি ফুট্‌ফুটি অমায়িক হাসিতে!
আয় রে আনন্দময়ী,—দাও প্রিয়ে, কোলে দাও,
স্নেহেতে গলিয়া প্রাণ ভেসে যায় দু-নয়ান,
না জানি প্রেয়সী এরে নির্জনে কি নিধি পাও!
বৃথা পুরুষাভিমান, প্রেমেতে প্রধানা নারী,
কতই কতই বেশী স্নেহ-সুখে অধিকারী!
স্বভাবে অভাব আছে, পূরাব কেমন কোরে!
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে।

আহ্লাদের সীমা নাই—
চাঁদ মুখে চুমি খাই—
কোথায় রাখিলি মুখ? এ যে বুক মরুস্থল,
বহে না স্নেহের নদী, ফলে না অমৃত ফল!
উদার—উদারতর
রমণীর পয়োধর
না জানি কাহার তরে সময়ে প্রকাশ পায়!
কিবে কোটি চন্দ্র-প্রভা!
যুবকের মনোলোভা
বালকের ক্ষুধাহরা সুধারসে ভেসে যায়!

স্বভাবে অভাব আছে, পূরাব কেমন কোরে!
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে।
বিচিত্র বিধাত! তব স্নেহের মোহন ডোর,
ফুরাবে না স্বপ্ন কভু ভাঙ্গিবে না ঘুমঘোর!
অতি অপরূপ মায়া, অপরূপ সমুদয়,
বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি কি এক পিরীতিময়!

———

মধ্যাহ্ন-সঙ্গীত

গৌড়সারঙ্গ—একতালা

চরাচর ব্যাপী অনন্ত আকাশে
প্রখর তপন ভায়,
দিগ্ দিগন্ত উদাস-মূরতি
উদার স্ফূরতি পায়।

বিমল নীল নিথর শূন্য,
শূন্য—শূন্য—শূন্য—আগম শূন্য ;
দূর—অতি দূর দু পাখা ছড়িয়ে
শকুন ভাসিয়া যায়।

শুভ্র শুভ্র অভ্ররাজি
ধবলা শিখরী সাজি,
চলিয়াছে ধীরে ধীরে, না জানি কোথায়!

নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম,
নত-মুখ ফুল ফল,
নত-মুখী লতা নেতিয়ে প'ড়েছে
স্তবধ সরসী-জল।

শান্ত সমীরণ, শান্ত অরণ্যানী,
মূক বিহঙ্গম, মূঢ় পশু প্রাণী,
'ঘুঘুঘু—ঘুঘুঘু' কাতরা কপোতী
করুণা করিয়া গায়!

স্তবধ নগর, স্তবধ ভূধর,
স্তব্ধ হ'য়ে আছে উদার সাগর,
ধূধূ মরুস্থলী, বিহ্বলা হরিণী
চমকি চমকি চায়!

স্তবধ ভুবন, স্তবধ গগন,
প্রাণের ভিতর করিছে কেমন,
তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত ।
একটুও নাহি বায় !

বিরামদায়িনী কোথা নিশীথিনী
স্নিগ্ধ-চন্দ্র-তারা-নক্ষত্র-মালিনী
মহা-মহেশ্বর-করুণা-রূপিনী
মোহিনী মায়ার প্রায় !

ল'য়ে এস সেই মেদুর সমীর,
ঝুরু—ঝুরু—ঝুরু, মধুর, অধীর,
স্নেহ-আলিঙ্গনে জুড়াব জীবন,
জুড়াব তাপিত কায় !

সন্ধ্যা-সঙ্গীত

(ভাগীরথী তীরে—দক্ষিণে হাবড়ার সেতু এবং উত্তরে
নিমতলার শ্মশান)

১

ডুবেছে রবির কায়া, দিবা হ'ল অবসান!
প'ড়েছে প্রশান্ত ছায়া জুড়াতে জগৎ-প্রাণ!
চারিদিক্ সুশীতল,
নিবে গেছে কোলাহল,
কিবে এক পরিমল ভাসিয়া বেড়ায়!
আলুয়ে প'ড়েছে ভব,
আলুয়ে প'ড়েছে সব,
আলু থালু হ'য়ে ধরা তিমিরে করিছে স্নান!

২

গঙ্গার স্নেহের কোলে
সমীরণ ঘুমে ঢোলে,
স্বপনে সাঁজের তারা মেলিছে নয়ান!
তীর-ভূমে তরুগণে
বসিয়াছে যোগাসনে,
কে তুমি প্রাণের প্রাণে তুলেছ পূরবী তান!

৩

ঢুলিয়া পড়িছে মন,
দূর্ব্বাদলে যোগাসন,
কি যেন স্বপন দেখি মুদিয়া নয়ন!
নাবিকেরা খুলে প্রাণ
দূরেতে ধ'রেছে গান,
কি সুধা করিছে পান ঘুমন্ত শ্রবণ!

৪

টুপ্ টুপ্ শব্দ জলে,
আসিতেছে পলে পলে,
কি জানি কি কথা বলে, বুঝা নাহি যায় ;
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ছেলে
কেন বাছা হেসে ফেলে,
শুনিতে সে স্বর্গ-কথা সদা প্রাণ চায়।

৫

নিথর সলিল পরি
ধীরে ধীরে চলে তরী,
দু-পাখা ছড়ায়ে পরী ভেসেছে আকাশে ;
মধুর মন্থর গতি,
চলিয়াছে গর্ভবতী
সম্পূর্ণ-যৌবনা সতী পতির সকাশে !

৬

নৌকায় প্রদীপ জ্বলে,
তারকা ফুটেছে জলে,
জল-তলে ঝল্‌মলে বিশাল মশাল ;
লুকান তপন-রেখা
ফের্ বুঝি যায় দেখা !
হারাণো প্রণয় কেন এত লাগে ভাল।

৭

দু-পার জুড়িয়া সেতু,
যেন প'ড়ে ধূমকেতু,
যেন শুয়ে কোন এক দৈত্য দুরাশয়,

লাল লাল চক্ষু মেলি,
নিদ্রা মৃত্যু অবহেলি,
আক্রোশে শ্মশান-পানে তাকাইয়া রয়!

৮

উঠিল কাঁসর-রোল,
শঙ্খ ঘণ্টা উতরোল,
আরতি-প্রদীপ-মালা দোলে ঘাটে ঘাটে;
আর্দ্র হ'য়ে ভক্তিভরে
'মা—মা' শব্দ করে,
আনন্দের কোলাহলে দিক্ যেন ফাটে।

৯

আমার আনন্দ নাই,
আমার সে ভক্তি নাই!
সেই ভোলা খোলা প্রাণ হারায়ে আঁধারে;
করিয়া জ্ঞানীর ভাণ,
পুষি বুকে অভিমান,
ঘোর পৌত্তলিক—সদা পূজি আপনারে!

১০

নগরীর মনোরথ
পূর্ণ করি রাজপথ,
হাসিয়া উঠিল কিবা প্রসারিয়া কায়া!
সুন্দরী আলোক-মালা
সারি দিয়ে করে খেলা,
বাতাসে তরুর তলে খেলা করে ছায়া!

১১

আর্ তো লাগে না ভাল,
কে তোরা জ্বালালি আ'ল!
কোথায় হারাল বল ঘুমন্ত হৃদয়?
চাহিতে আকাশ-পানে
কি যেন বাজিছে প্রাণে,
কাঁদিয়া উঠিছে যেন তারা সমুদয়!

১২

উদয় না হ'তে হায়
শশিকলা অস্তে যায়,
মুমূর্ষুর প্রাণ যেন ঝিক্ ঝিক্ করে!
বিষণ্ণ শ্মশান-ভূমি,
ঘুমায়ে রয়েছ তুমি!
কার ওই চিতানল ভস্মের ভিতরে!

১৩

প্রতিদিন কোলাহল,
প্রতিদিন চিতানল,
প্রতিদিন. জগতের উদয় বিলয়!
এই যে অসংখ্য তারা,
অজর অমর পারা,
এরাও কি বিনাশের বশীভূত নয়?

১৪

অনন্ত কালের সিন্ধু,
বিশ্ব বুদ্বুদের বিন্দু,
এই ভাসে, এই হাসে, মিলায় আবার;

এসেছি বা কোথা হ'তে,
ফিরে যাব কি জগতে,
কিছুই জানি না ঠিক্ ঠিকানা তাহার!

১৫

বিন্দু বিন্দু পড়ে জল,
চঞ্চল চাতকদল,
উড়ে উড়ে অন্ধকারে করে কলগান!
আমি কেন এইখানে
চাহিয়া শ্মশান-পানে
কিছুতেই নাহি পারি ফিরাতে নয়ান?

১৬

ও কে গো কাতর স্বরে
আন্-মনে গান করে—
একাকিনী বিষাদিনী চেয়ে নদী-পানে!
ওরো কি আমারি মত
হৃদি-রাজ্য বজ্রাহত?—
ফোটে না কুসুম আর সাধের বাগানে?

———

শরৎকাল

গীতি

কাফি—যৎ

জীবন যন্ত্রণাময়,
কিছু—কিছুই নাই সুখোদয়!
করি প্রেমামৃত পান
ঘুমায় পাগল প্রাণ,
কে তারে জাগালে অসময়!

বসন্তে নিকুঞ্জ বনে
কুহরে কোকিলগণে,
বনবালা প্রফুল্ল বয়ান;
যৌবন-সীমান্তে আসি
ফুরায় সাধের হাসি,
চাঁদিনী যামিনী অবসান!

কোথা সে নন্দন-বন,
কোথা সে সুখ-স্বপন,
আর কেন দেহে প্রাণ রয়!

নিশীথ-সঙ্গীত

(শারদপূর্ণিমা—যামিনী যাপন)

১

দ্বিতীয় প্রহর নিশি,
কি প্রশান্ত দশ দিশি!
জ্যো'স্নায় ঘুমায় তরু লতা,
বাতাস হয়েছে স্তব্ধ,
নাই কোন সাড়া-শব্দ,
পাপিয়ার মুখে নাই কথা!

২

ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে,
জ্যো'স্নার আলোক আসি ফুটেছে অধরে।
শাদা শাদা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘগুলি
নীরবে ঘুমায়ে আছে খেলা-দেলা ভুলি,
একাকী জাগিয়া চাঁদ তাহাদের মাঝে,
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে।
দূরে দূরে নীল জলে
দু'একটি তারা জ্বলে,
আমার মুখের পানে দীপ্ দীপ্ চায়,
ওদের মনের কথা বুঝা নাহি যায়।

৩

একা বসি' নির্জন গগনে
বল শশী, কি ভাবিছ মনে?
এক্‌টুও বাতাস নাই,
তবু যেন প্রাণ পাই
তোমার এ অমৃত কিরণে।

৪

ফুল-বনে ফুল ফুটে আছে,
কেহ না সঞ্চরে কাছে কাছে,
তেমন আমোদ-ভরে
কে আর আদর করে,
আজি সমীরণ কোথা গেছে!

৫

নীরব প্রকৃতি সমুদয়,
নীরবে প্রাণের কথা কয়,
সমীর সুধীর স্বরে
সেই কথা গান ক'রে—
আহা, আজি কেন নাহি বয়!

৬

মানবেরা ঘুমা'য়ে এখন,
মোহ-মন্ত্রে হ'য়ে অচেতন,
নিসর্গের ছেলে মেয়ে
কেন গো রয়েছ চেয়ে!
তোমরা কি সাধের স্বপন?

৭

আমার নয়নে ঘুম নাই,
কেবল তোদের পানে চাই,
এক একবার ফিরে
চেয়ে দেখি প্রেয়সীরে
আদরে গোলাপ তুলে অলকে পরাই।

৮

শিশুর সুন্দর মুখ
দেখে পাই স্বর্গ-সুখ,
মর্ত্ত্যে সুখ যুবতীর প্রফুল্ল বয়ান,
কিন্তু এই হাসি হাসি
পরিপূর্ণ ভালবাসি
মুখ নাই প্রেয়সীর মুখের সমান।

৯

সব চেয়ে সুধাকর
তব মুখ মনোহর,
বিহ্বল হইয়া যাই হেরিলে তোমায় ;
ভূত ভাবী বর্ত্তমানে
কত কথা জাগে প্রাণে,
জানকী অশোক বনে দেখেছে তোমায় !

১০

কেকয়ী বিষাক্ত শর,
জর জর মর মর
থর থর কলেবর পাগলের প্রায়—
কি চক্ষে হে ! দশরথ দেখিল তোমায়,
তুমিই বলিতে পার
তুমি-ই বলিতে পার
ভাবিয়া বিহ্বল মন বুঝা নাহি যায়।
ওই রে জীবন-দীপ নেবো নেবো প্রায়—
ওই রে অন্তিম আশা আঁধারে মিশায়—
মনের সকল সাধ ফুরায় ফুরায়—
কোথা রাম রাজা হবে, বনে কেন যায় !

১১

জন্মিতে দেখেছ তুমি ব্যাস বাল্মীকিরে,
কিরণ দিয়েছ সেই পর্ণের কুটীরে।
তপোবনে ছেলে দুটী
রুচিমুখে হাসি ফুটি
জননীর কোলে বসি' দেখিত তোমায়;
কি যে সে কহিত বাণী,
জানে তাহা ফুলরাণী,
জাগে মহা প্রতিধ্বনি অমর গাথায়;
করি সে অমৃত পান
পৃথিবী পেয়েছে প্রাণ,
ভারত-পাতাল আজো অমরার প্রায়!

১২

কবিতার জন্ম হয় তোমার কিরণে,
ফুটে ওঠে বসন্তের ফুল্ল ফুল-বনে,
যৌবন-তরঙ্গ-রঙ্গে
গড়ায় সাগর সঙ্গে,
অস্তিমে আনন্দে মগ্ন নন্দন-কাননে।

১৩

কখনো নামিয়া ভূমে,
আচ্ছন্ন শোকের ধূমে,
শ্মশানে যোগিনী বালা কাঁদে উভরায়,
শিহরি সকল প্রাণ
সেই দিকে ধাবমান,
কি যেন আকাশ-বাণী শুনিবারে পায়।

১৪

এখন ভারতে ভাই,
কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বোসে অট্ট হাসে কে রে কার ছায়া ?
হা ধিক্ ! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস্ সব উল্কি-মুখী আয়া ?

১৫

নেকড়ার গোলাপ ফুলে
বেঁধে খোঁপা পরচুলে
ছিটের গাউন পোরে আহ্লাদে আকুল !
পরস্পরে গলা ধরি'
নাচিছেন যেন পরী !
কি আশ্চর্য্য বিধাতার বুঝিবার ভুল !

১৬

কে এ অলীক ভূষা,
সরস্বতী অকলুষা,
ওই দেখ হাসিছেন বিমল গগনে।
হেলিয়া নলিনীরাণী,
কোন্ প্রাণে খুঁজে আনি
গাঁথিয়া দোপাটী মালা দিব শ্রীচরণে ?
দু-মিনিটে ঝ'রে যাবে, ম'রে যাবে ক্ষুদ্র প্রাণী ;
দিও না মায়ের পায়ে প্রসাদি কুসুম আনি।

১৭

সব চেয়ে সুধাকর
তব মুখ মনোহর,
হেরিয়া অমর নর পশু পক্ষী প্রাণী

সচেতন অচেতন
সকলে প্রফুল্ল মন,
কি অমৃত আছে ওই আননে না জানি!

১৮

প্রিয়ার পবিত্র মুখ
উদার স্বরগ সুখ,
কেবল আমারি তরে বিধির সৃজন;
কেহ নাই চরাচরে
প্রাণ ভোরে ভোগ করে,
কারো নাই এ প্রমত্ত নেশার নয়ন।

১৯

তুমি শশী সকলের
মোহমন্ত্র হৃদয়ের,
নয়নের পারিজাত কুসুম অমর,
রূপরসে ঢল ঢল
চারিদিকে অবিরল
উছলে উছলে চলে সুধাংশু-সাগর।

২০

করি ও অমৃত পান
প্রাণে হয় বলাধান,
শুষ্ক তরু মুঞ্জরে, সঞ্চরে সমীরণ,
ফুল ফোটে থরে থরে,
লতা সব নৃত্য করে,
উল্লাসে উন্মত্ত-প্রায় মানুষের মন।

২১

চক্রবাক চক্রবাকী
আনন্দে বিহ্বল আঁখি,
হরিণী হরষ-ভরে দেখিছে তোমায় ;
তোমারি অমৃত ভুখে
ছুটিয়াছে উর্দ্ধমুখে
না জানি কি পাখী ওই শূন্যে গান গায় !

২২

জাগিল সকল তারা—
প্রেমানন্দে মাতোয়ারা,
মেঘগুলি চুলি চুলি কোথায় চলিল !
লুকায়ে চপলা মেয়ে
থেকে থেকে দেখে চেয়ে,
কি যেন মনের কথা মনেই রহিল !

২৩

যোগীর প্রশান্ত মন,
শান্তিময় ত্রিভুবন,
সমস্ত নক্ষত্র এক বিচিত্র স্বপন ;
তোমার সুধাংশু শশী
তাঁহার প্রাণেতে পশি
করেছে কি অপরূপ রূপের সৃজন !

২৪

আনন্দ—আনন্দ তাঁর
হৃদয়ে ধরে না আর—
অমূর্ত্ত আনন্দময় মূর্ত্তি মনোহর !

আলিঙ্গন প্রাণে প্রাণে
কি আজ উদয় ধ্যানে !
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক আনন্দ-সাগর !

২৫

কবির প্রাণেতে পশি
আচম্বিতে কে রূপসি
বীণা করে খেলা করে হসিত বয়ানে ?
অলস অপাঙ্গে চায়,
কবি নিজে মোহ যায়,
জগৎ জাগিয়া ওঠে একমাত্র গানে !

২৬

শোকার্ত্ত নিরাশ প্রাণে
চায় তব মুখ-পানে—
ও মুখ-দর্পণে দ্যাখে সেই মুখখানি ;
তোমার অমৃত পিয়া
বেঁচে আছে তার প্রিয়া,
হেরিয়া জুড়ায় তার কাতর পরাণী !

২৭

প্রাণপতি দেশান্তরে,
বুক তার কি যে করে
বলিতে পারে না সতী তোমা পানে চায়,
সর্ব্বদর্শী রশ্মিজাল
বলে—"সে তোর আছে ভাল"
একেলা একান্ত মনে ধেয়ায় তোমায় !

২৮

উদাসিনী চায় যাকে,
সে এসে দাঁড়ায়ে থাকে
দৃষ্টি-পথ-প্রান্তভাগে তোমার কিরণে;
শুনি বাতাসের বাণী,
মনে করে ধ'রে আনি;
বেওনাক পাগলিনি প্রেমের স্বপনে!

২৯

কেন তোর ফুলরাণী
বিরস বদনখানি,
হাসি নাই মধুর অধরে?
বিলোচন ছলছল,
কপোলে গড়ায় জল—
মনে মনে কাঁদ কার তরে?

৩০

পুরুষ পাংশুল মতি,
মনে তার অধোগতি,
মুখ তুলে চেয়ে আছে মিছে স্বর্গ-পানে:
সরল হৃদয় লুটি
আহ্লাদে বেড়ায় ছুটি,
আর তুমি দেখা তার পাবে কোন্‌খানে!

৩১

ধিক্ রে অধম ধিক্!
ভালবাসা 'প্লেটোনিক্'
ছদ্মবেশী রসিক মধুর "মিয়ু মিয়ু"
প্রেমের দরাজ্ জান্,
আকাশে চালিয়া প্রাণ
সজোরে পাপিয়া হাঁকে 'পীহ পীহ পীহ'!

৩২

দুর্ব্বহ প্রেমের ভার
যদি না বহিতে পার,
ঢেলে দাও আকাশে বাতাসে ধরাতলে!
(মিটায়ে মনের সাধ
ঢালিয়া দিয়াছ চাঁদ)
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে!

৩৩

উথলে অমৃতরাশি,
মুখেতে ধরে না হাসি—
বিশ্বের প্রেমিক ওহে প্রিয় সুধাকর!
প্রেয়সীরো থর থর
হাসি-মাখা বিম্বাধর
সাধের স্বপনময়ী মূর্ত্তি মনোহর!

৩৪

আর কিছু নাই সুখ,
ওই চাঁদ, এই মুখ,
যেন আমি জন্মান্তরে ফিরে দুই পাই;
যাই আমি যেই খানে,
যেন আমি খোলা প্রাণে
একমাত্র পবিত্র প্রেমের গান গাই।

———

নিশান্ত-সঙ্গীত

১

আহা স্নিগ্ধ সমীরণ!
কোথা ছিলে এতক্ষণ?
এস মোর আদরের চির-সহচর!
আলুথালু হ'য়ে প্রিয়া
আছে সুখে ঘুমাইয়া,
আলুথালু কুন্তলে সুখে খেলা কর।

২

বড় তুমি চুল্‌বুলে,
গোলাপের দল খুলে
ছড়ায়ে কপোলে চুলে হাসিয়া আকুল!
তোমারি আনন্দোৎসবে
মত্ত ফুল তরু সবে,
মুদিত নয়ন-পদ্ম করে দুল্‌দুল্‌!

৩

আহা এই মুখখানি—
প্রেম-মাখা মুখখানি—
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য আনি কে দিল আমায়!
কোথায় রাখিব বল,
ত্রিভুবনে নাই স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চায়!

৪

সদাই দেখি রে ভাই,
তবু যেন দেখি নাই,
যেন পূর্ব্ব-জন্ম-কথা জাগে মনে মনে!

অতি দূরে দিগন্তরে
কে যেন কাতর স্বরে
কেঁদে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে!

৫

উঠ প্রেয়সী আমার,
উঠ প্রেয়সী আমার,
হৃদয়-ভূষণ কত যতনের হার!
হেরে তব চন্দ্রানন
যেন পাই ত্রিভুবন,
অন্তরে উথলি উঠে আনন্দ অপার!
উঠ প্রেয়সী আমার!

৬

প্রতি দিন উঠি' ভোরে
আগে আমি দেখি তোরে,
মন প্রাণ ভরি ভরি সাধে করি দরশন!
বিমল আননে তোর
জাগিছে মূরতি মোর,
ঘুমন্ত নয়ন দুটি যেন ধ্যানে নিমগন!

৭

তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া ভালবেসে সুখী হই।
ভালবাসি নারী নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই।

৮

উঠ প্রেয়সী আমার,
উঠ প্রেয়সী আমার,
জীবন-জুড়ান ধন হৃদি-ফুলহার!
উঠ প্রেয়সী আমার!

৯

মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে ও মুখ-শশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুম-ঘোরে,
কি চক্ষে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর!
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!

১০

ওই চাঁদ অস্তে যায়—
বিহঙ্গ ললিত গায়,
মঙ্গল আরতি বাজে নিশি অবসান!
হিমেল্ হিমেল্ বায়,
হিমে চুল ভিজে যায়,
শিশির-মুকুতা-জালে ভিজেছে বয়ান;
উঠ, প্রেয়সী আমার, মেল নলিন-নয়ান!

———

ধূমকেতু

ধূমকেতু

১২ই আশ্বিন, বুধবার, পূর্ণিমা, ১২৮৯ সাল

১

এই যে উঠেছে ধূমকেতু!
কে বলে রে অমঙ্গল-হেতু?
কি মহান্ শুভ্র পুচ্ছ
গ্রহ তারা করি তুচ্ছ
ওড়ে যেন বিজয়ের কেতু!

২

ওই! শুকতারার মতন
মুখ-প্রভা প্রশান্ত কেমন!
যদিও আবৃত কায়া
কেমন উদার ছায়া!
মুখেই প্রকাশ পায় মানুষ যেমন!

৩

এক দিকে চন্দ্র অস্ত যায়,
অন্য দিকে অরুণ উদয়,
মধ্যে কেতু দীপ্তিমান্
মহামনা তেজীয়ান্
স্বগৌরবে দাঁড়াইয়া রয়!

৪

ডুবে যাবে ক্ষণকাল পরে
তপনের কিরণ-সাগরে ;
এখনো মুখেতে হাসি,
অন্তরে আনন্দরাশি,
মহতের মন নাহি মরে।

৫

স্নেহেতে চাঁদের পানে চায়—
যেন আলিঙ্গন দিতে যায়!
পূর্ব্বদিক পানে চেয়ে
যেন মহানিধি পেয়ে
আনন্দে আপনি চ'লে যায়!

৬

ধায় তিমী ধরার সাগরে,
মহাশূন্য অনন্ত অম্বরে
ধেয়ে ধেয়ে অবিরত
বল হে দেখিলে কত
মহান্ বড়বানল প্রজ্বলিছে দিগ্ দিগন্তরে!

৭

কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চন্দ্রদ্বীপ
স্বভাবের সুধার প্রদীপ,
তেজস্বী মনের কাছে
স্নেহ যেন ফুটে আছে,
হর্ষভরে করে দীপ্ দীপ্!

৮

বল কত তোমার মতন
ধায় ধূমকেতু অগণন,
পথের ঠিকানা নাই,
তারি কাছে ছুটে যাই—
পাই যারে মনের মতন!

৯

তুমি এক প্রেমের পাগল,
আপনার ভাবে চল চল,
কে তোমায় ভালবাসে,
কে তোমায় উপহাসে,
ভ্রূক্ষেপ নাই সে সকল!

১০

পতঙ্গের পাগল পরাণ
অনা'সে অনলে ত্যজে প্রাণ,
তপনের কাছে তুমি
তাই কি এসেছ ভাই!
বিধির কি এমনি বিধান?

১১

আসিয়াছ বহুদিন পরে,
ধরণীরে দেখিবার তরে,
আনন্দে ভগিনী তব
করেন মঙ্গলোৎসব,
দিকে দিকে পাখী গান করে।

১২

কুসুমের সৌরভ লইয়া,
সমীরণ চ'লেছে ধাইয়া,
চঞ্চল চাতক সব
করি করি কলরব
ছুটিয়াছে উন্মত্ত হইয়া।

১৩

চলেছে বকের মালা
নীলাকাশ করি আলা
করিবারে ব্যজন তোমায় ;
নীরদ দিয়েছে দেখা,
আবরিতে রবি-রেখা—
ওই কিবে আসে পায় পায় !

১৪

ঘেরে আছে দিগঙ্গনাগণ,
কিবে সব প্রফুল্ল আনন,
কেমন হরষ-ভরে
তোমারে বরণ করে।
মাঝে তুমি কেতু বিমোহন !

১৫

মানুষে জানে না তব মান,
চিরকালই অমঙ্গল জ্ঞান
এমন সুন্দর রূপ,
করিয়াছে কি বিরূপ !
হৃদি-হীন মিছে বুদ্ধিমান্।

১৬

আজো আছে পশুদের দলে,
পরস্পরে সভ্য ভব্য বলে,
নিজের পেটের দায়
অন্যকে ধরিয়া খায়,
সবে একা চায় ভূ-মণ্ডলে।

১৭

রাজা আর রাজ-অনুচর
বিষম কঠোর স্বার্থপর,
কেবল নিজের তরে
নিদারুণ কর্ম্ম করে
বাধাইয়া দারুণ সমর!

১৮

পরের দেশেতে ঢুকে,
পরের ছেলের বুকে
মারে রুখে আগুনের গুলী,
কেন রে কি দোষ তোর
করিয়াছে রে পামর?
মানুষে, মানুষে যাও ভুলি?

১৯

এ পশুত্বে, বীরত্বের নামে
আজো সবে পূজে ধরাধামে,
ভীষণ রক্তের নদী
বহিতেছে নিরবধি,
রাক্ষসেরা মেতেছে সংগ্রামে!

২০

কতই অর্থের নাশ,
কতই হৃদয়-হ্রাস,
বুদ্ধির বিষম অপচয় !
তবু স্বার্থ সাধিবারে,
মানুষে মানুষ মারে,
পর-দুঃখে অন্ধ দুরাশয় !

২১

চারিদিকে হাহাকার
শ্রবণে পশে না তাঁর,
বদ্ধ-কালা পাহাড় পাথর,
অতি ধীর বীর ইনি,
বিশ্বজয়ী বিশ্ব জিনি,
প্রজার শোকেতে কেন হবেন কাতর ?

২২

যুগান্তরে লোক সবে
শুনিয়া অবাক্ হবে—
মানুষে করিত বধ মানুষের প্রাণ,
মুখে তারা ভাই ভাই—
মনে মনে প্রীতি নাই,
কারো প্রতি কারো নাই আন্তরিক টান।

২৩

শতকে দু-এক জন,
দেবতার মত মন,
পুণ্যের প্রভায় রাজে আনন-মণ্ডল ;

পরের প্রাণের তরে
প্রাণ দেয় অকাতরে,
পরের মঙ্গলে দেখে আপন মঙ্গল।

২৪

হৃদ্দ আট জন আর
কনিষ্ঠ সে দেবতার
প্রাণের মধুর জ্যো'স্না ফুটেছে অধরে,
সদাই আনন্দে রয়,
সংসারে সংসারী হয়,
ভুলেও কখন কারো মন্দ নাহি করে।

২৫

বাকী যে নব্বুই জন,
তম-গুণে অচেতন,
পূর্ব্ব জন্মে ছিল বন-মানুষ বানর,
স্বভাব রয়েছে তাই,
কেবল লাঙ্গুল নাই,
আহার-বিহার-পটু আসল বর্ব্বর।

২৬

কি আর দেখিবে তুমি
মানবের জন্মভূমি।
দেখেছ কতই পৃথ্বী কত পুণ্যলোক,
বিহরে দেবতা সব
মূর্ত্তি মহা অভিনব,
মহান্ পবিত্র প্রাণ, অভয়, অশোক।

২৭

না জানি এ নীলাকাশে
কতই স্বরগ হাসে,
কতই ফুটিয়া আছে তারকার ফুল-বন!
যাও ভাই মন-সুখে
বিচর ব্যোমের বুকে
দেখ গে, দেখেনি যাহা মানব-নয়ন!

দেবরাণী

দেবরাণী

—:*:—

১

স্বপন-নগরে বেড়িয়ে বেড়াই
 ঢুলিয়া ঢুলিয়া আপন মনে,
কখন বিহরি শিখরী-শিখরে,
 কখন বা ভ্রমি বিজন বনে।

২

কখন কখন কলপনা-যানে
 আরোহণ করি আকাশে ভাসি,
দেখি, বোঁ বোঁ কোরে ঘোরে গ্রহ তারা,
 ঘোরে দূরে দূরে অনলরাশি।

৩

ফিরে ফিরে চাই পৃথিবীর পানে,
 গিরি নদ নদী মিলায়ে যায়;
উদার সাগর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর,
 ডোরা ডোরা ডোরা রেখার প্রায়।

৪

দেখিতে দেখিতে একি আচম্বিতে
 কোথায় সে সব উবিয়ে গেল!
শূন্য-শূন্য-শূন্য—মহাশূন্যময়
 নীল নিথর আকাশ এল!

৫

আহা, আহা, একি সমুখে আমার,
এ কি এ বিচিত্র আলোকোদয়!
চন্দ্র সূর্য্য নাই, অপরূপ ঠাঁই,
কোটি কোটি যেন চাঁদের কিরণে
সদাই কিরণময়!

৬

ভাসে নীলাম্বরে ফুলে ফুলময়
প্রসারিত পথ সমুখে একি!
পদ-পরশনে চমকিয়া ফুল
ফুটিয়ে হাসিল আমারে দেখি।

৭

ঝুরু ঝুরু ঝুরু গন্ধে ভরপুর
কেমন পাবন সমীর বায়!
কোথা হ'তে ভেসে আসে মৃদু গীত,
না জানি কে হেন মধুর গায়!

৮

না জানি কোথায় বাজে বেণু বীণা,
উদাস—উদাস হৃদয় প্রাণ,
না জানি কিসের সুরভি সৌরভ
তর্ কোরে দেয় মগজ ঘ্রাণ!

৯

বিমল-সলিলা নদী মন্দাকিনী
দুলে দুলে যেন মনেরি রাগে
কুলু কুলু ধ্বনি আধ আধ বাণী,
খেলিছে কেমন মেখলা ভাগে।

১০

দূরে দূরে সব নশ্বর মন্দার
দু-ধারে দাঁড়ায়ে আছে ;
কত অপরূপ প্রাণী মনোহর
বেড়িয়ে বেড়ায় কাছে !

১১

রূপে আলো করি ঘুমায় কেমন
দেবদেবীগণ কুসুম দলে !
নেত্র-পত্র-পক্ষ্ম কাঁপায়ে কাঁপায়ে
ধীরি ধীরি ধীরি অনিল চলে !

১২

জ্যোতির্ম্ময় বপু, রোমাঞ্চ কিরণে
উজলিয়া দশ দিশি,
মন্দাকিনী-তটে যোগে নিমগন
দীপ্ত দীপ্ত সপ্ত ঋষি।

১৩

নিমীল লোচন, প্রফুল্ল কপোল,
হাসিরাশি যেন ধরে না মুখে ;
কোন্ সুধাপানে সদাই বিহ্বল,
মহাসুখী কোন্ মহান্ সুখে ?

১৪

বহি বহি পড়ে জলে অশ্রুজল
কনক কমল ফুটিয়া ভায়,
লহরী-মালায় দুলিতে দুলিতে
হাসিতে হাসিতে ভাসিয়ে যায় !

১৫

ফুলে ফুলময় কমল-কানন,
কে তুমি মা হেথা করিছ খেলা!
ঢল ঢল তব বিমল মুখানি,
হেরে জুড়াইল প্রাণের জ্বালা!

১৬

ত্রিলোক-তর্পণ করুণ নয়ন,
হৃদয়ে করুণা-কুসুম-হার,
সুধাংশু-কলিত ললিত শরীর,
সহে না বসন-ভূষণ-ভার।

১৭

শ্রীচরণ ভাতি রাতি সুপ্রভাত
ত্রিদিবের চির অরুণোদয়,
অমরগণের ঘুমন্ত আনন
কিরণে কিরণে ফুটিয়ে রয়।

১৮

অধরে উদার মৃদু মন্দ হাসি,
ভাসি ভাসি আসে স্নেহের তান,
দুলে দুলে কোলে বীণা বিনোদিনী
আধ আধ কিবে করিছে গান।

১৯

জড়িমা-জড়িত তনু প্রাণ মন,
মোহন স্বপন সাগরে ভাসি
আধ ঘুমঘোরে শুনি ধীরে ধীরে
দূরে বাজে যেন ভোরের বাঁশী!

২০

মৃদুল মৃদুল স্বরের লহরী
প্রাণের ভিতরে প্রবহমান,
বিরাগ-আঘাতে বিগত-জীবন
উঠিয়ে দাঁড়ায় পাইয়ে প্রাণ।

২১

উঠিয়ে দাঁড়ায় দিগঙ্গনাগণে
হেরিতে ভুবন-মোহিনী মেয়ে,
চমকি দামিনী দানববালারা
এলোচুলে আসে হরষে ধেয়ে।

২২

চারিদিকে বাজে মঙ্গল বাজনা,
আমোদে মাতিয়ে অনিল বায়,
দশ দিকে দশ দোলে ইন্দ্রধনু—
আনন্দে তোমার পানেতে চায়।

২৩

এই অচেতন দেব-দেবীগণ
সহাস আনন স্বপন-ভোলে,
তুমি দেবরাণী সদয়া জননী
ঘুমায় তোমারি অভয় কোলে।

২৪

তোমারি শ্রীপদ পরম সম্পদ,
সদা সপ্ত ঋষি করেন ধ্যান;
ভূচর খেচর বিশ্ব চরাচর
গাহিছে তোমার মহিমা-গান।

২৫

যেন মা ও পদ পরশি পরশি
হরষে আমার জীবন বয় !
মা তোমার রাঙা চরণ দুখানি
ধরিলে থাকে না মরণ-ভয় !

২৬

কলিযুগে সব দেবতা নিদ্রিত,
কেবল জাগ্রত তুমি ;
আলো কোরে আছ লাবণ্য-কিরণে
পবিত্র স্বরগভূমি !

গীতি

রাগিণী কালাংড়া,—তাল যৎ

এমন অপরূপ রূপ কভু হেরি নাই নয়নে!
কে এ বালা করে খেলা কনক-কমল-কাননে?

এ কি অপরূপ ঠাঁই,
চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই,
কোটি চন্দ্র হাসিতেছে বিমল রূপের কিরণে!

আপনি আকাশ-মাঝে
চারিদিকে বীণা বাজে,
দূরে দূরে ইন্দ্রধনু দুলিছে নীল গগনে!

ধর গো আকাশবালা,
মানস-কুসুম-মালা!
পাসরি যন্ত্রণা জ্বালা লুটিব রাঙা চরণে!

বাউল বিংশতি

প্রস্তাবনা

—::—

সকের বাউল কুড়ি জন,
দুই দল, প্রতি দলে দশ জন,
আসরে খুলিয়া প্রাণ
গাহিবে কুড়িটি গান,
পর পর সুক্ষ্মতর,
হৃদয় প্রফুল্লকর ;
খোলা প্রাণে করুন শ্রবণ !

———

বাউল বিংশতি

—:—

প্রথম দল—

বাউলের সুর—রাগিণী ভৈরবী,—তাল একতালা

১

ভবে কেউ দুষী নয়, আমিই দুষী।
বিরোধ বিষম লেঠা, ভালবাসি হাসি খুসি।
বিধাতা নহেন বাম,
সুখ-ভরা ধরাধাম,
হৃদয়-আনন্দ-ধামে নিরানন্দ কেন পুষি?

মা'র কোলে ছেলে হাসে,
চাঁদ হাসে নীলাকাশে,
উদয়-অচলে কিবা হাসে উষা অকলুষী!
সকলি তো নিজ-দোষ,
কার প্রতি করি রোষ,
পরে মিছে দোষী কোরে কেন আপনারে তুষি!

হাস খেল মন-সাধে,
কাজ নাই বিসম্বাদে,
দু-দিনের তরে আহা কেন রে ভাই রোষারুষি!

———

দ্বিতীয় দল—

বাউলের স্থর—রাগিণী পাহাড়ী,—তাল তেতালা

২

ভবের খেলা চমৎকার।
এর, কোথাও ফাঁসি, কোথাও হাসি,
কোথাও ওঠে হাহাকার!
লক্ষ্মীদেবী হিরণ্ময়ী কিরণে কিরণ,
পেঁচা, বিচিত্র বাহন,
খেলে পদ্মবনে আপন মনে, পরিয়ে পদ্মের হার—
সরস্বতী পরিয়ে পদ্মের হার।

দ্যাখে আপন ফোঁটা, গোটা সপ্ত সমুদ্র সমান,
যত খেঁকী-তেজীয়ান্ ;
রাখে, প্রাণ দিয়েও পরের মান, এমন সুজন—
হরি হে, এমন সুজন মেলা ভার!

বিশ্বশাস্ত্র-পাঠকের প্রাণ অনন্ত উদার
প্রেম-স্নেহ-পারাবার,
মিট্‌মিটে গ্রন্থ-কীটে মহিমা বোঝে না তার।

প্রথম দল—

বাউলের স্থর—রাগিণী যোগিয়া,—তাল তেতালা

৩

হৃদি কঠিনে,
আমিও তো ভাই, কারো কিছু বুঝিনে!
আহা, সেই রসের সাগর, প্রেমের আকর, ভুলেও তাঁরে ডাকিনে!
খোলা-প্রাণ ভোলা-মন বনের পাখী,
তুচ্ছ সুখের তরে ধোরে তারে পিঞ্জরে রাখি,
তার প্রাণটা কত কাতরে বেড়ায়, দেখেও চোখে দেখিনে!

সরল পশু, সরল শিশু, সরলা নারী,
কতই সবাই ভালবাসে, সবাই আমারি,
আমি সেই ভালবাসা পেতে পটু, ফিরে দিতে জানিনে।
নূতন রূপের রাশি প্রাণের হাসি হাসে যুবতী,
মনের কুতূহলে কৌতুকিনী মধুর মূরতি,
তার, মায়ের মতন আদর কোরে নয়ন ভোরে হেরিনে।
জ্যো'স্নায় তরুলতা মনের কথা কতই ক'য়ে যায়,
বাতাসে হেলে দুলে বাহু তুলে আলিঙ্গন চায়;
আমি, কাতান্ তুলে কাট্‌তে দাঁড়াই, সাধের সোহাগ মানিনে,
তাদের সাধের সোহাগ মানিনে!

তোমার উদার স্নেহে
সুখে প্রাণ আছে দেহে,
কৃপা কর হে করুণাময় দয়ামায়া-বিহীনে।

দ্বিতীয় দল—

বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ী,—তাল তেতালা

৪

প্রেমের মানুষ চেনা যায়।
তার, হাসি হাসি মুখ-শশী, খুসি ফোটে চেহারায়!
সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর,
কেহ নাহি আপন পর;
সে জানে না দুনীয়াদারি, ভালবাসে দুনীয়ায়।
আপন মনে আপনি মগন,
ঢুলু ঢুলু ঢোলে দু-নয়ন,
সে, কি যেন মধুর বাঁশী সদাই শুনিতে পায়।

প্রথম দল—

বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ী,—তাল একতালা

৫

প্রেম নহে এই মরুভূমের তরুর ফল।
শুধু সেই সুধাকরে সুধা করে চল চল্।
তৃষাতুর চকোর যে-জন,
উর্দ্ধমুখে অনিমেষে দেখে অনুক্ষণ,
তার, দিবানিশি প্রাণ উদাসী, আঁখি দুটি ছল ছল্।

বিষামৃত লতা রমণী,
ফলে ফুলে আলো কোরে আছে ধরণী,
তার, আননে অমিয়া মাখা, নয়নেতে—
রমণীর নয়নেতে হলাহল।

জুড়াইতে জগত-জীবন
ঝুরু ঝুরু কোথা থেকে আসে সমীরণ,
বিনে সেই জগৎ-গুরু কল্পতরু কে আমাদের—
খেপা ভাই, কে আমাদের আছে বল্?

দ্বিতীয় দল—

বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ী,—তাল একতালা

৬

ফক্কিকার,
ফক্কিকার, ফক্কিকার, ফক্কিকার!
আমি, চোক্ বুঁজিয়ে শুধুই দেখি অন্ধকার।
আমি, ডুবে ডুবে কতই খুঁজি সাগরের তলে,
কই, মাণিক্ কই জলে?
তুমি, আকাশ-ছাঁদা ধোরে চাঁদা করে দিও না আমার।

ঘোর্, ওলট পালট হচেছ্ কেবল, রচেছ্ সকলি,
গোল, চাকার মতন মহাচক্র বোঁ বোঁ কোরে ঘোরে আপনি,
এর, কোন্‌টা গোড়া, কোন্‌টা আগা ?
বিশ্ব বিচিত্র ব্যাপার !
আছে, বিশ্বজয়ী-শক্তিময়ী নারী এ ধরায়,
তাই নরে নিধি পায় ;
আমার, সেই—ই স্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ ;
ধারি কেবল প্রেমের ধার ।

প্রথম দল—

বাউলের সুর—রাগিণী ভৈরবী অথবা পূরবী,—তাল চিমে তেতালা

৭

বেলা নাই, বেলা নাই রে, হয়েছে যাবার বেলা !
ভাঙা হাটে নবীন ঠাটে আরো কত খেল্‌বি রে—
ও পাগল মন, খেল্‌বি রে রসের খেলা !
চারি দিকে ধুঁয়ার আকার,
সমুখে বিষম ব্যাপার,
কোথায় পালাব এবার, কে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা—
আমার কে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা ?

দ্বিতীয় দল—

নিধুবাবুর সুর—রাগ ভৈরব,—তাল একতালা

৮

সে মুখ-কমল সদা ঢল ঢল, হাসি হাসি,
সুখে দেখি রে ভাই।
প্রেমের আনন্দ-মাঝে মরণের ভয় নাই।

মধুর মধুর মধুর প্রাণ,
মধুর মধুর মধুর ধ্যান,
অতি মধুর সেই—ই দিন, পূর্ণ পরিতোষ পাই।

না জানি কোথায় কি ফুল ফোটে,
সৌরভে হৃদয় নাচিয়া ওঠে,
মত্ত হয়ে খোলা প্রাণে প্রেমের মহিমা গাই।

———

প্রথম দল—

বাউলের সুর—রাগিণী ভৈরবী,—তাল একতালা

৯

সবই গেছি ভুলে,
আমি সবই গেছি ভুলে!
জাগ হে প্রাণের প্রাণ, দাও মনের ধাঁদা খুলে!

ভিতরে কাতরে প্রাণী,
সুখী ভেবে অভিমানী,
মরণ যে কি বিষাদ, যেন তা জানিনে মূলে।

আহা সে পবিত্র পদ
পূর্ণানন্দ, নিরাপদ,
পরম সম্পদ্ আমার ত্যজি, পূজি নারীকুলে!

করুণ কিরণে কার
বিকশিল প্রেম আমার,
সৌরভে উন্মত্ত হয়ে কারে দিলেম বিনিমূলে!

স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা,
মেটে না—মেটে না আশা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত বসি সুধা-সিন্ধু-কূলে!

দ্বিতীয় দল—

নন্দবিদায় যাত্রার সুর—রাগিণী ভৈরবী,—তাল মধ্যমান

১০

সে দুটি নয়ন!
জীবন আমার।
ত্রিভুবন হাসিতেছে কিরণে তাহার!

সে সুধাংশু করি পান
জুড়ায়েছে মন প্রাণ,
হেসে খেলে চলে যাব, ভাবনা কি তার!

যে জন্যে এখানে আসা,
পরিপূর্ণ সে পিপাসা;
রুধিয়া অন্যের আশা থাকিব না আর—
বেশি, থাকিব না আর।

প্রথম দল—

ভজনের সুর—রাগ ভৈরব,—তাল কাওয়ালি

১১

প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই।
আর, প্রেমের বিরাগ-রাগ নাহি চাই।
হইব না পথ-হারা,
ওই জ্বলে শুকতারা,
দূর—অতি দূর বাঁশরী শুনিতে পাই।

আহা কি সুগন্ধময়
পবিত্র সমীর বয়!
জাগিয়া প্রাণের পাখী কি ললিত গায় রে।
কতই সাধের চাঁদ,
রতির মোহন ফাঁদ,
সাধের স্বপন, কেন আপনি ফুরায় রে!

আসিছেন উষারাণী,
বিকশিত মুখখানি,
কেমন প্রফুল্ল প্রভা দিকে দিকে ভায়।
প্রফুল্ল কুসুম-বন,
নিমগন তারাগণ,
দিগ্ দিগন্তর কিবা নূতন দেখায়!

আকাশের নীল জল
অতি ধীর ঢল ঢল,
না জানি ভিতরে আছে কি শুভ সুন্দর ঠাঁই!
জাগিছে জগতবাসী
মুখ সব হাসি হাসি,
দশদিক্ হাসিরাশি, এমন সুদিন নাই।

কল্পনা-ললনা-বুকে,
ঘুমায়ে ছিলেম সুখে,
দিনমণি-দরশনে লাজে মনে ম'রে যাই।
হে প্রোজ্জ্বল দিনমণি,
মহান্ সত্যের খনি,
উদার আনন্দ মূর্ত্তি,
প্রত্যক্ষ যা দেখি নাথ, সদা যেন দেখি তাই।

দ্বিতীয় দল—

বাউলের সুর—রাগিণী ললিত ভৈরবী,—তাল তেতালা

১২

প্রেমের সাগরে ফুলতরণী,
চির বিকশিত নলিনী!
সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়—
দেখ্‌তে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় দামিনী।

আননে চাঁদের আল,
চাঁচর কুন্তল-জাল,
অধরে আনন্দ জ্যোতি, নয়নে মন্দাকিনী—
হাসে নয়নে মন্দাকিনী।

কে তুমি সুষমা মেয়ে,
আছ মুখপানে চেয়ে,
আলো কোরে অন্তরাত্মা, আলো কোরে ধরণী?

সমীর আমোদে ভোর,
ডেকে আনে ঘুমঘোর,
মধুর—মধুর গান
আলসে অবশ প্রাণ,
কে গো, বাজায় বীণা,
ঘুমায় প্রাণে,
প্রাণ যে আমার, কি হ'য়ে যায় জানিনি !

জাগিয়া অচেতন,
ঘুমালে জাগে মন,
তুমি, সাধের স্বপনবালা, করুণা কমলিনী।

ও রাঙা চরণ-তলে,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ফলে,
তুমি, মৃত্যুর অমৃত-লতা পাপ-তাপ-হারিণী।

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদাই আনন্দে থাকি,
আমার, প্রাণে পূর্ণচন্দ্রোদয় সারা দিবা-রজনী।

প্রথম দল—

১৩

এ চাঁদ কোথায় পেলে !
বল, এ চাঁদ কোথায় পেলে !
ত্রিভুবন আলো কোরে পদ্মফুলে খেলা করে সোণার ছেলে।
একি মুখের ভাতি, চোখের জ্যোতি ! চাদ্দিকেতে চায়,
বিশ্ব চরাচর কি একতর শিহরিয়া যায় ;
কেবল তোমার কোলেই সকল সোহাগ, হেসে মুখ ফিরায়
আমি নিতে গেলে।

ওই, আকাশ-পারে কাল্ আঁধারে কে কালো শশী?
শবের হৃদি-মাঝে কে বিরাজে কালো রূপসী?
আজ কাল-সিন্ধু বিন্দু বিন্দু কর্ব্বো, দেখ্‌বো রতন
অভাগার ভাগ্যে কেন নাহি মেলে!
এস, বাপ যাদুমণি, জুড়াই প্রাণী হৃদয়ে রাখি,
তোর, মুখপানে বিভোর প্রাণে রাতি দিন চাহিয়া থাকি,
দেখ, মনে রেখ, চেয়ে থেকো, কাল-নিদ্রায় আঁখি ভোরে এলে।

দ্বিতীয় দল—

১৪

অহহ! এ কি ধ্বনি শুনি কানে!
ভেসে আসে প্রাণের কথা, প্রাণের ব্যথা জানে না তো আস্‌মানে!
কেন সব ভুলে কি এক ভাবে বিভোর বিহ্বল মন!
তনু শিহরে, থরথরে উথলে নয়ন!
উথলি প্রাণের হাসি, প্রাণে ভাসি, প্রাণের বাঁশী বাজে প্রাণে।
একি আলোয় আলো! কোথায় গেল জটিল কুটিল আঁধার!
আহা আলোর মাঝে কি বিরাজে রসময়ী মাধুরী আমার!
হ'য়েছে প্রাণের প্রাণ আপনি পাগল আপনারি বাঁশীর গানে!

প্রথম দল—

১৫

আর বাঁচিনে,
সে বিনে আর বাঁচিনে!
আমি যে কুলবালা, এ কি জ্বালা, জ্বল্‌তে হ'ল রাত্রি দিনে!

আমার দিবা নিশি প্রাণ উদাসী, কাঁদিয়ে আকুল,
সে জন ডুমুরের ফুল ;
দেখি, তার রূপরাশি, মধুর হাসি,—
জানিনে কোথায় থেকে বাজায় বীণে।

কি যে করে প্রাণে, বাঁশীর গানে,
চারিদিকে চাই ;
দেখি দেখি, দেখিতে না পাই!
সে যে ধরা দিলেও যায় না ধরা, কি করি গো—
আমি যে কি করিব জানিনে!

দ্বিতীয় দল—

১৬

কে তুমি নবীন নারী ?
কেন গো এখনো তোর ঘুমের ঘোরে বাঁকা নয়ন দুটি ভারি ভারি!

আহা কার তরে এমন দশা, চেনা নাহি যায়,
কেন দিবানিশি হা হুতাশী পাগলিনী-প্রায়!
সে তোমায় ভালবাসে মেয়ের মতন, মায়ের মতন, প্রাণের মতন,
তুমি তার কতই সাধের সুখের সারী!

বেড়ায় পাশে পাশে কি উল্লাসে দেখেও দেখ না,
অয়ি মানময়ী! অভিমানে মনের ব্যথা মনে রেখ না!
ডাক প্রাণ ভোরে, পাবে তারে, দেবে দেখা, আপনি পড়্‌বে ধরা
তোমার সেই রসের সাগর ত্রিতাপ-হারী।

প্রথম দল—

রাগিণী বেহাগ,—তাল একতালা

১৭

কোথায়—
দাও দরশন!
কাতর হয়েছে প্রাণ, রহে না জীবন।

চির সাধনের ধন।
ধ্যানে কেন অদর্শন?
চেতন চেতনাহীন, মনে নাহি মন।

নয়ন মুদিয়া থাকি,
কে যেন মুছায় আঁখি,[1]
চমকি চাহিয়া দেখি বহে সমীরণ—
শুধু বহে সমীরণ।

থাকি বিশ্ব চরাচরে
ডাকি মহা মহেশ্বরে,
কেহ কি আমার ধ্বনি করে না শ্রবণ?
কাতর-হৃদয়-ধ্বনি করে না শ্রবণ?

দ্বিতীয় দল—

"মুর—যে যাতনা যতনে, মনে মনে মন জানে;
পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে।"

১৮

কে, কে জানে, আমারে ভালবাসে মনে মনে!
যখন যেখানে আছি, চেয়ে আছে মুখ-পানে!

কে আমার কাছে কাছে
সদাই আগুলে আছে!
দেখিবারে ডাকি প্রাণ ভোরে,—
তারে দেখিবারে ডাকি প্রাণ ভোরে;
আকাশে প্রকাশে আসি হাসি হাসি চন্দ্রাননে।

প্রথম দল—

১৯

বস নাথ হৃদাসনে,
তোমার তরে নানা ফুলে কত সাধে সাজায়েছি সুযতনে।
আজি কিরে এল আমার সেই শুভক্ষণ!
কার এ সম্মুখে বিভাসিত প্রভাময় প্রফুল্ল আনন—
আমার প্রাণের মতন, ধ্যানের মতন, মনের সাধের মতন,
কারে দেখি যেন সুস্বপনে!

দেহ-কারাগারে অন্ধকারে ঘোর অত্যাচার,
আহা, কেমন কোরে সহ্য করে এ জাগ্রত মূরতি তোমার?
যে যখন্ ডাকে তোমায়, দেখা তারে দাও, তার মনের মতন;
না জানি কতই দয়া তোমার মনে!

কেন রোমাঞ্চিত কলেবর, নয়ন বিহ্বল,
কপোলে গড়াইয়া দর দর বহ অশ্রুজল?
আজ আমার শুভদিন, শুভক্ষণ, লুটাইব—
মনের সাধে গড়াইব শ্রীচরণে।

দ্বিতীয় দল—

২০

এ কেমন ভালবাসা!

বল, কোন্ ভাবেতে, মন ভুলাতে, দেখা দিয়ে ছল্‌তে আসা।

অধরে উদার হাসি সুধারাশি হরে অভিমান,

নয়নে বাজে বীণা মধুর তানে, আলসে অবশ করে প্রাণ;

জগতে রূপ ধরে না, চোক্ ফেরে না, মেটে না প্রাণের পিয়াসা।

এস হে নয়ন-জলে চরণ ধুয়াই হৃদয়ে দাঁড়াও,

তুমি তো আমারে বেশ বুঝ্‌তে পার, আপনারে বুঝিতে না দাও,

আহা কেন বুঝিতে না দাও!

এ কেমন ঢাকাঢাকি, লুকোচুরি, প্রাণের পিরীতি তো নয় তামাসা।

ভূত ভেবে ভেবে অবোধ শিশু অভিভূত হয়,

তার মনের রকম মূর্ত্তি ধোরে সমুখে ভূত দাঁড়াইয়া রয়;

দেখে মনের ছবি আকাশ-পটে আঁত্‌কে ওঠে—

ভয়েতে আঁত্‌কে ওঠে কি দুর্দ্দশা!

মনের ছবি ছাড়া যদি তুমি স্বয়ং কিছু হও,

আমারে কৃপা ক'রে, আপনারে স্পষ্ট কোরে বুঝাইয়া দাও;

খোলা ভালবাসা ভালবাসি, ধাঁধার পিরীত্—

সখা হে ধাঁধার পিরীত্ সর্ব্বনাশা!

যদি তুমি আমি এক-আত্মা আর কিছুই নাই,

কে না চরাচরে আপনারে আদরে ভালবাসে ভাই!

কেন অন্য জনে প্রাণ না দিলে পূর্ণ হয় না প্রেমের আশা?

দ্বন্দ্বে কি পরমানন্দ, কি মহান্ উদার উল্লাস!

জগতে নর-নারী অবতরি, আহা! কি প্রেম করেছে প্রকাশ!

তাঁদের নয়নে অমৃতলীলা, মুখের প্রভা চন্দ্রহাসা—

প্রেমিকের নয়নে অমৃতলীলা, মুখের প্রভা চন্দ্রহাসা।

———

সাধের আসন

সাধের আসন

সাধের আসন

—:*:—

[কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমার 'সারদামঙ্গল' পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চারি মাস যাবৎ স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম—'সাধের আসন'। 'সাধের আসনে' অতি সুন্দর সুন্দর অক্ষর বুনিয়া 'সারদামঙ্গল' হইতে এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে,—

"হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?"

প্রদানকালে আসনদাত্রী উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধের উত্তর চাহেন। আমিও উত্তর লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসি এবং বাটীতে আসিয়া তিনটি শ্লোক লিখি। কিছু দিন গত হইলে উত্তর লিখিবার কথা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে উত্তর সাঙ্গ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র খণ্ড-কাব্যের উপহৃত আসনের নামে নাম রহিল—'**সাধের আসন**'।]

———

সাধের আসন

—::—

প্রথম সর্গ

—

মাধুরী

১

(ধেয়াই কাঁহারে, দেবি! নিজে আমি জানিনে।
কবি-গুরু বাল্মীকির ধ্যান-ধনে চিনিনে।
মধুর মাধুরী বালা,
কি উদার করে খেলা!—
অতি অপরূপ রূপ!—
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে।)

২

(কহে সে রূপের কথা
বসন্তের তরু-লতা;
সমীরণে ডেকে বলে নির্জনে কানন-ফুল,
শুনে, সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুলু ঢুলু।)

৩

হাসি' হাসি' ইন্দ্রধনু নীল গগনে ভায়,
শারদ নীরদগণে কি কথা বলিতে চায়!
স্বপনে কি দ্যাখে শিশু নিমীলিত নয়নে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে, জানি না কি কারণে।

ভোরে শুকতারা রাণী
কি যেন দেখায় আনি,
বুঝিতে পারি না, শুধু আঁখি ভরি' দেখি তা'র।)

৪

চলেছে যুবতী সতী
আলো কোরে বসুমতী,
স্নানান্তে প্রসন্ন-মুখী, বিগলিত কেশপাশ,
প্রাণপতি দরশনে
আনন্দ ধরে না মনে,
বিকচ আননে কিবে মৃদুল মধুর হাস!

৫

উদার অনন্ত নীল হে ধাবন্ত অম্বুরাশি!
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কোথায় ধেয়েছ ভাই?
মহান্ তরঙ্গ-রঙ্গে কি মহান্ শুভ্র হাসি!
বল, কা'রে দেখিয়াছ? কোথা গেলে দেখা পাই!

৬

অহো! বিশ্ব-পরকাশি
উদার সৌন্দর্য্যরাশি
জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত;
যে দিকে ফিরিয়া চাই
সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাই;
(অত্যুল্লাসকরী, অয়ি
পরম আনন্দময়ী!—
কে তুমি, মা! কান্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিভাষিত?)

৭

কে তুমি, ভকত জন
জুড়াইতে প্রাণ মন
মনের মতন তা'র মুরতি-ধারিণী।
সৌন্দর্য্য-সাগর-মাঝে
কে গো এ সুন্দরী রাজে,
আকাশের নীল জলে প্রফুল্ল নলিনী।

৮

কে তুমি, প্রাণেতে পশি,'
ত্রিদিবের পূর্ণশশী,
কান্তি-সঙ্কলিত-কায়া অপরূপা ললনা ?
করি' অপরূপ আলো
কি বিচিত্র খেলা খেলো !
না জানি, কি মোহ-মন্ত্রে
এ অসার দেহ-যন্ত্রে
আপনি বিদ্যুৎবেগে বেজে ওঠে বাজনা !
তুমি কি প্রাণের প্রাণ ? তুমিই কি চেতনা ?

৯

কে তুমি, প্রাণীর বেশে
খেলা কর দেশে দেশে,
যুগলে যুগলে সুখ-সম্ভোগে বিহ্বল ?
কে তুমি মানব-দ্বন্দ্ব,
মূর্ত্তিমান্ প্রেমানন্দ,
নয়নে নয়ন রাখা,
আননে সুধাংশু মাখা ;
ঢল ঢল করে কোলে শিশু-শতদল ?

১০

কে তুমি জননী, পিতা,
নন্দিনী, রমণী, মিতা,
প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-রস-উদার-উচ্ছ্বাস ?
কে তুমি মা জল-স্থল,
মহান্ অনিলানল,
নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ ?
কে তুমি ? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ ?

১১

কোটি কোটি সূর্য্য তারা
জ্বলন্ত অনল-পারা,
পূর্ণ-তৃণ-তরু-প্রাণী
মনোহরা ধরাখানি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরে
কি মিলন পরস্পরে !
কি যেন মহান্ গীতি বাজিতেছে সমস্বরে !
চাহি' এ সৌন্দর্য্য-পানে,
কি যেন উদয় প্রাণে !
কে যেন কতই রূপে একা লীলাখেলা করে !

১২

কেন, এর অন্যদিকে
যেন কিছু নাই ঠিকে,
পাপ-তাপ, হাহাকার, ঘোর ধুন্ধমার ?
কত গ্রহ উপগ্রহ
সূর্য্যে পড়ে অহরহ ;
কতই বিষম কাণ্ড ঘটে অনিবার ?

১৩

হয় তো এদিক হ'বে প্রলয়-প্রবণ;
এদিকে যাইছে যাত্রী হইতে নিধন।
উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে,
প্রলয় ধেয়েছে রঙ্গে,
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মরণ।
আপনি সময় হ'লে
সূর্য্য চলে অস্তাচলে,
আবার সময়ে হয় উদয় কেমন!

১৪

নিতি নিতি তরু-লতা
নধর নূতন পাতা,
কেমন প্রফুল্ল আহা কুসুম সুন্দর!
ঝ'রে যায় পরক্ষণ
ব্যথিয়া নয়ন মন,
আবার তেমনি ফুল ফোটে থরে থর!

১৫

(বিশ্বের প্রকৃতি এই,
একেবারে লয় নেই;
এক যায়, আর আসে,
তরুণ সৌন্দর্য্যে ভাসে।)
মহাপ্রলয়ের কথা,
কি বিষম বিষণ্ণতা!
বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে,—অনুভবে আসে না,
দেহখানি ধ্বংস হ'লে কান্তিটুকু থাকে না।

১৬

তেমনি, এ বিশ্ব থেকে
কান্তিখানি দূরে রেখে,
চাও, বিশ্ব-পানে চাও—
কিছু কি দেখিতে পাও?
কোথা তুমি, কোথা আমি,
কে তোর জগৎ-স্বামী,
সূর্য্য চন্দ্র দিন রাত,
কিছু নহে প্রতিভাত।
কোথা? কোথা? কোথা তুমি বিশ্ব-বিকাশিনী?
এস মা! ঘোরান্ধকারে তিষ্ঠিতে পারিনি।
তুমিই বিশ্বের আলো, তুমি বিশ্ব-রূপিণী।

১৭

এ বিশ্ব-মন্দিরে তব
কিবে নিত্য নবোৎসব!
আনন্দে অবোধ ছেলে
বেড়াই হৃদয় ঢেলে।
কে তুমি মা বিশ্বেশ্বরী!
দাঁড়ায়েছ আলো করি'?
সদাই সম্মুখে দেখি, তবু তোরে চিনি না।
যখন যা আসে মনে—
ডাকি সেই সম্বোধনে।
মা ছাড়া মায়ের কোন নাম আমি জানি না।

১৮

হ্যাঁ মা, এ কেমন ধারা,
ছেলে মেয়ে ভেবে সারা;
যেন তারা মাতৃহীন
খেদ করে রাত্রি দিন!

তুমিও তাদের দেখি, কোলে কোরে তুলি নাও।
স্নেহেতে স্তনের দুধ ক্ষুধা পেলে খেতে দাও।
আপন স্বরূপ নাম
বলিতে কেন গো বাম?
অবোধ শিশুর ধোঁকা নিজে কেন না ঘুচাও?

১৯

মা'র কোলে ব'সে কাঁদে,
কে মায়া, সে বাঁধে ধাঁদে?
এটা যদি কর্ম্মফল,
তুমি কেন আছ, বল?
বাছারা কাতর প্রাণে
চায় মা'র মুখ-পানে;
যথার্থই সত্য যাহা,
রহস্য রেখ না তাহা;
থেক না পরের মত।
দেখ মা, সংসারে কত
চারি দিকে কি যন্ত্রণা!
করে বল কে সান্ত্বনা!
সকল বিষয়ে যদি সদা তুমি উদাসীন,
বুঝিলাম, আমরা মা যথার্থই মাতৃহীন।

২০

এত বড় কাণ্ডখানা,
বুঝিতে না যায় জানা।
বাইবেল, কোরাণ, বেদ,
মেটে না মনের খেদ।
দর্শন শাস্ত্রের গাদা
কেবল বাড়ায় ধাঁদা।।

যদি স্নেহ থাকে বক্ষে,
চাও সন্তানের রক্ষে,
প্রকৃতি অধমগণে করুণ নয়নে চাও!
আপন রহস্য, মাতঃ! আপনি খুলিয়া দাও!

২১

এ কি, এ কি, কেন কেন,
রসাতলে যাই যেন!
চমকি সকল তারা
যেন অনলের ধারা,
চাহিয়া মুখের পরে
কি বিকট ব্যঙ্গ করে!
কি ঘোর তিমিররাশি,
ফেলিল ফেলিল গ্রাসি'!
চমকি বিদ্যুৎ ধায়,
গর্জিয়া ধমকি যায়।
কি পাপ করেছি আমি,
কেন হেন অধোগামী!
হও অবোধের প্রতি
প্রসন্না প্রকৃতি সতী!
(রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না।
না বুঝিয়া থাকা ভাল,
বুঝিলেই নেবে আলো।
সে মহা প্রলয়-পথে ভুলে কভু ধাব না।)

২২

রহস্য বিশ্বের প্রাণ,
রহস্যই স্ফূর্ত্তিমান্,
রহস্যে বিরাজমান ভব।

ভাই বন্ধু কেবা কার,
রহস্যেই আপনার।
প্রেম, স্নেহ, সুত, দারা,
বায়ু, বহ্নি, সূর্য্য, তারা,
সকলি রহস্যময়।
এ ব্রহ্মাণ্ডে রহস্যই সব।

২৩

রহস্যই মনোলোভা—
বিশ্বের সৌন্দর্য্য শোভা।
সুখের পূর্ণিমা রাতি,
চাঁদের মধুর ভাতি,
ফুলের প্রফুল্ল হাসি, উষার কিরণ,
সকলি কি যেন এক সাধের স্বপন!

২৪

রহস্য, মাধুরী মালা—
রহস্য, রূপের ডালা—
রহস্য, স্বপন বালা
খেলা করে মাথার ভিতরে ;
চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে।
কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে।
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

২৫

রহস্য, রহস্যময়—
রহস্যে মগন রয়।
খুঁজিয়া না পেয়ে তাকে
সবে 'মায়া' বোলে ডাকে।
আদরের নাম তাঁর বিশ্ববিমোহিনী।

মানবের কাছে কাছে
সদা সে মোহিনী আছে।
যে যেমন, তার ঘরে
তেমনি মুরতি ধরে।
শুনিয়াছি নিন্দা ঢের,
কিন্তু মায়া মানবের
সকলেরি আন্তরিক অতি আদরিণী।

২৬

ওত প্রোত সমবেত
কাহার ঐশ্বর্য্য এত!
কে তুমি মা মহামায়া,
বিরাট বিচিত্র কায়া?
দেখিতে বিহ্বল মন—
ভাবিতে বিহ্বল মন, কি রহস্যময়ী গো!
লভিতে তোমারে দেবী,
ও পরম পদ সেবি
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চির-পরাজয়ী গো!

২৭

নিশান্তের লাল লাল
তরুণ কিরণজাল
ফুটাও তিমির নাশি সে নীল গগনে।
আহা সেই রক্ত রবি,
তোমারি পদাঙ্ক-ছবি!
জগতে কিরণ দেয় তোমারি কিরণে।

২৮

উদার—উদার দৃশ্য
এই যে বিচিত্র বিশ্ব,

পরিপূর্ণ প্রেম-স্নেহ
কাহার বিনোদ গেহ!
কাহার করুণা-রসে আর্দ্র দিন-যামিনী?
কিনি এর অধিষ্ঠাত্রী অপরূপ-রূপিণী?

২৯

আকাশ পাতাল ভূমি
সকলি, কেবল—তুমি।
এক করে বরাভয়,—
বিশ্বের নিয়তোদয়;
নিয়ত প্রলয় হয় অন্য করতলে।
দশ দিকে পায় স্ফূর্ত্তি,
তোমার মহান্ মূর্ত্তি,
অনাদি অনন্ত কাল লোটে পদতলে!

৩০

প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা;
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব-মনের তুমি উদার সুষমা!

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

দ্বিতীয় সর্গ

—:•:—

গোধুলি ও নিশীথে

———

গোধুলি

১

সুশান্ত গোধুলি বেলা !
নদীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলাদেলা ।
চেয়ে দেখে কুতূহলে
সূর্য্য যায় অস্তাচলে,—
কেমন প্রশান্ত মূর্ত্তি, কোথায় চলিয়া গেল !
লাল নীল মেঘে মাখা,
কিরণের শেষ রেখা
আর নাহি যায় দেখা, আঁধার হইয়া এল !

২

বসিয়ে মায়ের কোলে
আদর করিয়া দোলে,
আকাশের পানে চায় তারা ফোটা দেখিতে,
হয়েছে নূতন আলো চাঁদমুখের হাসিতে ।

৩

চিবুক ধরিয়ে মা'র
সুধাইছে বারেবার
কত কথা শতবার, ফুরাইতে পারে না!
দিগন্তের কালো গায়
মেঘ চলে পায় পায়,
চাতক বেড়ায় উড়ে, কোথা যায় জানে না!

৪

সুশীতল সমীরণ,
কোথা ছিলে এতক্ষণ?
জুড়া'ল শরীর মন, জুড়াইল ধরণী,
ফুটিল গোলাপফুল, ঘুমাইল নলিনী।

৫

গঙ্গা বহে কুলু কুলু,
যেন ঘুমে ঢুলু ঢুলু;
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়,
মাঝিরা নিমগ্নমনে ঝুমুর পূরবী গায়।

৬

তিমিরে করিয়া স্নান
নিমগন দিনমান।
সীমন্তে সাঁজের তারা, মন্থরগামিনী
বিরাম আরামময়ী আসিছেন যামিনী।

নিশীথে

১

রাতি করে সাঁই সাঁই,
জন-প্রাণী জেগে নাই,
বিচিত্র ফুটিয়া আছে তারকার ফুলবন!
বসেনি চাঁদের মেলা,
মেঘেরা করে না খেলা,
উদাস, আপন মনে চলিয়াছে সমীরণ!

২

প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন আমারে ডাকে;
ভুলিবার নয়, তবু ভুলে যেন গেছি কা'কে!
মনে পড়ে—ছেলে-বেলা,
মা'র কাছে করি খেলা;
মা আমার মুখ-পানে কতই স্নেহেতে চায়—
শিয়রে করুণাময়ী কা'র এ মুরতি ভায়?

৩

নীরব নিশীথ রাত্রি,
নিদ্রা-মগ্ন ভূতধাত্রী,
নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে ছাদে প'ড়ে আছি একা;—
সহসা শিয়রে আসি কে তুমি মা দিলে দেখা?

৪

অপূর্ব্ব হয়েছে আলো
অতি স্নিগ্ধ প্রভাজাল,
ভোরের তারার মত সুধা-ধারা মাখা গায়;
এমন পবিত্র কান্তি,
এমন উদার শান্তি,
দেখিনি কখন আমি কোন দেব-প্রতিমায়।

৫

বিশদ বসন পরা,
সীমন্তে সিন্দূর জ্বলে,
অমায়িক মুখখানি, চক্ষুভরা স্নেহ-জল,
অলক্তে লোহিত পদ,
বিকসিত কোকনদ ;
ধীর সমীরে যেন অতি ধীর চল চল ;
পরশে পবিত্র ধরা,
কে তুমি মা, ধরাতলে ?

৬

(হৃদয়, আজি রে কেন
আকুল হইলে হেন ?
কতকাল দেখি নাই মায়ের স্নেহের মুখ,
অতি কষ্টে আধ-আধ,
তাও যেন বাধ-বাধ,
প'ড়েও পড়ে না মনে ;—জীবনের কি অসুখ !
সে কাল-কালিমা টুটে
আহা কি উঠিছে ফুটে !
ফিরিয়া আসিছে যেন হারাণো পুরাণ সুখ !)

৭

চিনেছি মা, আয়, আয়,
বিকাইব রাঙা পায় !
তুমিই দেবতা মম জাগ্রত রয়েছ প্রাণে !
বিপদে সম্পদে রাখ,
অলক্ষ্যে আগুলে থাক ;—
যখন যেখানে আছি, চেয়ে আছ মুখ-পানে !

৮

নিদ্রায় আকুল হোলে,
ঘুমাই তোমারি কোলে,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় করি, তোমারই স্তনপান;
তুমি আছ কাছে কাছে,
তাই প্রাণ বেঁচে আছে;
সর্ব্বদা সঙ্কট আছে,—সদা কর পরিত্রাণ।

৯

তুমিই প্রাণেতে পশি'
জাগায়েছ পূর্ণশশী,
কি যেন মধুর বাঁশী সদাই শুনিতে পাই।
এত যে কঠিন ধরা,
বজ্জাতি বিষের ভরা;
মনের আনন্দে আছি, অন্তরে যন্ত্রণা নাই।

১০

তোমারি কৃপায়, মাগো, তোমারি কৃপায়
তরঙ্গে জীবন-তরী সুখে চলে যায়;
শুধু তোমারি কৃপায়।
তব স্নেহ মূলাধার,
এ দেহ বিকাশ তার;
নির্ম্মল মনের জল তব মহিমায়,
মাতঃ! তব মহিমায়।

১১

বিপদ-সঙ্কুল মর্ত্ত্যে
মা'র বাছা রায়ে বর্ত্তে,

চারি বছরের ছেলে
কেন ফেলে স্বর্গে গেলে?
আমি অতি শিশুমতি চিনিতে পারিনি গো!
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি, তোমারে পূজিনি গো!

১২

হা ধিক্! এ দুনিয়ায়
প্রেতে শুধু পূজা পায়,
জীবিত থাকিতে প্রায় নাহি ভাঙে ঘুম!
কি জানি কিসের তরে
অন্তে পূজে আড়ম্বরে!
মনঃকষ্টে মৃত মা'র শ্রাদ্ধে বাড়ে ধুম্!

১৩

দাঁড়াও—চরণে ধরি,
প্রাণ ভোরে পূজা করি,
সুশীতল অশ্রুজলে ধুয়াইব শ্রীচরণ;
আজ আমার শুভদিন,
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন,
পুরাব প্রাণের সাধ, জুড়াব তাপিত মন।

১৪

পুনঃ পুনঃ চঞ্চল;—
কোথায় যাইবে বল?
হিমেল বাতাস কি গো ভাল লাগিছে না গায়?
ঘরে কি মা যাইবে না,
ছেলে মেয়ে দেখিবে না?
পাবে না কি বধূ তব প্রণাম করিতে পায়?

১৫

ফেল' না চক্ষের জল,
কোথায় যাইছ, বল?
এত দিনে দেখা দিলে কেন, মা জননি!
বলিবে কি কোন কথা আগে যা বলনি?
মানব-মনের কাছে
কত কি ঘুমা'য়ে আছে;—
হায়! ওই পূর্ব্বদিক্ হইতেছে অরুণা!
বল গো মা, বল, বল, কা'র তুমি করুণা?

———

তৃতীয় সর্গ

— :*: —

প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালা

প্রভাত

১

মধুর, মধুর, আহা, কে ললিত গায় রে।
প্রভাত প্রতিমাখানি প্রাণেতে জাগায় রে!
চারিদিকে গায় পাখী,
সে গান ছাইয়া রাখি
স্বরের লহরী কা'র আকাশে বেড়ায়?
উদয় অচলে আসি
শোনে উষা হাসি হাসি,
ঘুম ভেঙে ফুলরাণী চারিদিক্ পানে চায়।

২

মধুর মদির স্বর
উঠিতেছে তরতর,
অমিয়া-নিঝর যেন উথলি উথলি ধায়;
চারিদিকে সংগীতের কি এক মূরতি ভায়।

৩

স্বর-সংকলিত কায়া,
সঙ্গিনী রাগিণী জায়া,
পুণ্যাত্মা পুরুষ যেন সশরীরে স্বর্গে যান;
আকাশ বাতাস ভোরে উদার উঠিছে গান।

৪

সহর্ষ কেতকী-কুঞ্জ,
প্রফুল্ল চম্পকপুঞ্জ,
সোনার কদম্ব সব রসে রোমাঞ্চিত-কায় ;
উল্লাসে মাঠের কোলে
তৃণের তরঙ্গ দোলে,
কাশের চামরগুলি সোহাগে গড়িয়ে যায় !

৫

গন্ধবায়ু ঝুরুঝুরু,
কাঁপে তরুরেখা-ভুরু
আরামে পৃথিবীদেবী এখনো ঘুমায় রে !
চলে মেঘ সারি সারি,
গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ে বারি,
কনক-বরণী উষা লুকাল কোথায় রে !

৬

আবরি অরুণ-কায়া
দিকে দিকে মেঘমায়া,
বিচিত্র মেঘ-মন্দিরে কার এই রূপরাশি
অনন্ত কুসুম যেন ফুটিছে প্রাণেতে আসি !

৭

বেণু-বীণা-বাদ্যময়
সুখ-সমীরণ বয়,
হৃদয় স্বপনময়, নেত্রে কেন ঘুমঘোর,
সে শুভ রজনী বুঝি হয়নি এখনো ভোর !

যোগেন্দ্রবালা

১

অধরে ধরে না হাস,
আঁধার কেশের রাশ,
করুণ কিরণে আর্দ্র বিকসিত বিলোচন;
প্রফুল্ল কপোলে আসি
উথলে আনন্দ-রাশি,
যোগানন্দময়ী তনু, যোগীন্দ্রের ধ্যান-ধন।

২

পীনোন্নত পয়োধরে
কোটি চন্দ্র শোভা হরে,
বিন্দু বিন্দু ক্ষীর ক্ষরে, স্নেহে স্নিগ্ধ চরাচর;
আদ্রিয়া হিমাদ্রিমালা
সুরধুনী করে খেলা,
সুধাকরে
সুধা ক্ষরে,
পিয়া প্রাণে বাঁচে প্রাণী, অমর, দানব, নর।

৩

তরল-দর্পণ-ভাস,
দশ দিক্ সুপ্রকাশ;
দশদিকে কার সব হাসিমাখা প্রতিমা
রাজে যেন ইন্দ্রধনু!
তোমার মতন তনু,
তোমার মতন কেশ,
তোমার মতন বেশ,
তোমারি মতন দেখি, আনন-মধুরিমা!

তোমার এ রূপরাশি
আকাশে বেড়ায় ভাসি ;
(তোমার কিরণ-জাল
ভুবন করেছে আলো,
গ্রহ তারা শশী রবি,
তোমারি বিম্বিত ছবি ;
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি ।)
মোহিত হইয়া দ্যাখে ভক্তিভাবে ধরণী !

৪

অধরে ধরে না হাস,
মনে ওঠে কি উল্লাস ?
অখিল ব্রহ্মাণ্ড বুঝি উদয় হয়েছে প্রাণে !
(ক্ষণে ক্ষণে অভিনব
মহান্ মাধুর্য্য তব ।
কি যেন মহান্ গীতি বাজিয়াছে ঐক্যতানে !)

৫

অমৃত সাগরে হাসে ঘুমন্ত জ্যোছনা জল,
আহা কি হৃদয়হারী বায়ু বহে অবিরল !
ফুলের বেলার কোলে
সুধীর লহরী দোলে,
অতি দূরে দৃষ্টি-পথে অতি ধীর ঢল ঢল ;
ঈষৎ দোদুল্যমান প্রফুল্ল কমল-বনে
কে তুমি ত্রিদিবরাণী বিহর আপন মনে ?

৬

কে এঁরা সঙ্গিনী সব ?
লোচনের নবোৎসব,
উদার অমৃত জ্যোতি, সুধাংশু-কলিত কায়া,
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমারি প্রাণের ছায়া !

৭

আকুল কুন্তল-জাল,
আননে অপূর্ব্ব আলো,
নয়ন করুণা-সিন্ধু, মূর্ত্তিমতী দয়ামায়া ;
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমারি প্রাণের ছায়া !

৮

অমৃত সাগরে ভাসি,
মৃদুমন্দ হাসি হাসি
আদরে আদরে তুলি' নীল নলিনী আনি,
মিটায়ে মনের সাধ সাজাইছে পা দুখানি।

৯

আমিও এনেছি বালা,
প্রেমের প্রফুল্ল মালা,
সৌরভে আকুল হ'য়ে পারিনি পরাতে গায় ;
সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাঙা পায় !

———

চতুর্থ সর্গ

—:*:—

নন্দন কানন

১

দিগন্ত-ললাট-পটে সাধের নন্দন বন,
আধ আধ ঘুমঘোরে যেন কি দেখি স্বপন!
ফুটিয়াছে পারিজাত, যেন কত শুকতারা
উঠিয়াছে নীলাকাশে মাখিয়া সুধার ধারা!

২

অপূর্ব্ব সৌরভময়
কি সুখ সমীর বয়!
পুলকিত মনঃপ্রাণ, সাধ যায় দেখিতে,
কতই ফুলের গাছে
কত ফুল ফুটে আছে,
কতই হয়েছে শোভা সে ফুল-মাধুরীতে!

৩

না জানি কেমনতর
ফুলশয্যা মনোহর,
চিরফুল্ল ফুলদলে
চাঁদের হাসির তলে
কেমন ঘুমায় সুখে অমর অমরীগণ!
সমীরণ ঝুর্ ঝুর
স্বেদলব করে দূর,
কেমন সুরভি শ্বাস, হাসিমাখা চন্দ্রানন!

৪

কিবে মন-মুগ্ধকারী,
কল্পতরু সারি সারি,
দাঁড়ায়েছে অতিথির পূরাইতে কামনা।
মধুর অমৃত ফল,
জ্যো'স্নাময় স্নিগ্ধ জল,
যা চাহিবে, অজচ্ছল, নাই কোন ভাবনা।

৫

কিছুই কামনা নাই,
মনে মনে ভাবি তাই,
কেন বা পশিতে চাই
দেবতার ঘুমাবার আরামের মরমে?
নির্জ্জনে দাঁড়ায়ে একা
ঘুমন্তের রূপ দেখা;
দেখে, দিগঙ্গনাগণ শিহরিবে সরমে।

৬

ঘুমন্ত রূপের রাশি
নিজ তনু ভালবাসি।
দেখি ঘুম ভেঙে উঠে,
কি ফুল রয়েছে ফুটে!
কি এক আলোয় গৃহ আলো হয়েছে কেমন!
আলুথালু হয়ে প্রিয়া
আছে সুখে ঘুমাইয়া;
মুক্তদ্বার বাতায়ন,
ঝুরুঝুরু সমীরণ,

চাঁদের মধুর হাসি
আননে পড়েছে আসি,
বিগলিত কুন্তল
কি মধুর চঞ্চল!
মধুর মূরতি দেবী কি মধুর অচেতন!
নিমীলিত নেত্র দুটি যেন ধ্যানে নিমগন!

৭

কপোলে কমল-শোভা,
কমলার মনোলোভা ;
ভালে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়ী,
বিরাজেন্ সরস্বতী ;
নিশ্বাসে ফুলের বাস,
অধরে জড়িত হাস,
দেখি—দেখি—যত দেখি দেখিবার বাড়ে সাধ ;
মনঃপ্রাণ স্নেহে ভোর,
নয়নে প্রেমের লোর,
ঘুমন্ত নীরব রূপে না জানি কি আছে স্বাদ!

৮

আহা, এই মুখখানি,
স্নেহমাখা মুখখানি,
প্রেমভরা মুখখানি
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য আনি, কে দিল আমায়?
কোথায় রাখিব বল—
রাখিবার নাই স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চায় ;
হৃদয়ে ধরিতে না কুলায়!
প্রিয়ে, প্রাণ ভোরে দেখি রে তোমায়!

৯

উঠ, প্রেয়সী আমার—
উঠ, প্রেয়সী আমার।
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার।
উঠ, প্রেয়সী আমার।

১০

কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।
প্রেয়সী আমার।
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার।

১১

তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই।
ভালবাসি নারী-নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
ভালবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই।
প্রেয়সী আমার।
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার।

১২

(তোমার মূরতি ধোরে
কে এসেছে মোর ঘরে?
কে তুমি সেজেছ নারী?
চিনেও চিনিতে নারি;
উদার লাবণ্যে তব
ভরিয়া রয়েছে ভব;

তুমিই বিশ্বের জ্যোতি,
হৃদ্‌পদ্মে সরস্বতী ;
প্রেম স্নেহ ভক্তি ভাবে দেখি অনিবার।
প্রেয়সী আমার!
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!)

১৩

ওই চাঁদ অস্তে যায়,
বিহঙ্গ ললিত গায়,
মঙ্গল আরতি বাজে, নিশি অবসান ;
উঠ, প্রেয়সী আমার!
তোমার আননখানি
হেরিবারে উষারাণী
আসিছেন আলো কোরে হাসিছে বয়ান।
উঠ, প্রেয়সী আমার, মেল, নলিন নয়ান!

১৪

ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য সেই প্রিয়া! তোর প্রিয়মুখ,
হৃদয়ে রয়েছে জেগে দেব-সুদুর্ল্লভ সুখ!
শচীর ঘুমন্ত মুখ দেবরাজ! দেখনি?
মহাসুখে মহীয়সী আমাদের অবনী।

১৫

যে যুগে তোমরা জাগ, সকলেরি জাগরণ ;
এ যুগে নন্দন-বনে সবে ঘুমে অচেতন।
আমাদের মর্ত্ত্য ভূমে
কেহ জাগে, কেহ ঘুমে,
সূর্য্য যায় অস্তাচলে, রাত্রে হয় চন্দ্রোদয়।
এ চির-পূর্ণিমা-নিশি তেমন সুন্দর নয়।

১৬

সেই মুখ, শুভ মুখ,
সেই সুখ, পূর্ণ সুখ;
অমরের অপরূপ স্বপ্ন-সুখ নাহি চাই।
কে বলে?—"ধরার কাছে
কালের চাতর আছে,
কালো কালান্তক মূর্ত্তি
আচম্বিতে পায় স্ফূর্ত্তি;
রোগ শোক সঙ্গে তার,
চতুর্দ্দিকে ধুন্ধুমার;
হিহি হিহি অট্ট হাসে
ঝলকে বিদ্যুৎ ভাসে;
ঘোরঘট্ট চণ্ড রব,
আতঙ্কে নিস্তব্ধ সব;
প্রভাতে তারার মত
কে কোথায় অস্তগত!"
এ সকল মিথ্যা কথা,
আকাশ-ফুলের লতা;
প্রেমের আনন্দধামে মরণের ভয় নাই!

১৭

নবীন-নীরদ-কায়া!
কিবে শান্তিময়ী ছায়া!
কে যেন করুণাময়ী স্নেহে কোল দিতে চায়;
ক্রীড়া করি রঙ্গভূমে,
বসি বসি ঢোলে ঘুমে,
অতি শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণী আপনি ঘুমায়ে যায়!

১৮

শীতান্তে বসন্ত কালে,
কচি পাতা ডালে ডালে,
নূতন-নধর-তরু উপবন মনোহর,
নূতন কোকিল-গান
পুলকিত করে প্রাণ,
কি এক নূতন প্রাণে শোনে সুখে নারী নর !

১৯

এ চির বসন্তকাল
তেমন লাগে না ভাল,
এরে যেন ভেঙে চূরে অন্য কিছু করা চাই।
অনন্ত সুখেরো কথা
শুনে, প্রাণে পাই ব্যথা ;
অন্—অনন্ত নরকেও ততটা যন্ত্রণা নাই।

২০

(পূর্ণ মহা মহেশ্বর,
বাক্য-মন-অগোচর ;
নাহি প্রাণ, নাহি গাত্র,
সচ্চিৎ আনন্দ মাত্র ;
কার্য্য নন্, কর্ত্তা নন্,
ভোগ নন্, ভোগী নন্,
যোগীদের ধ্যান-ধন ;
ভবের হাটের সেই পাগ্‌লা রতন।
হাসির ভিতরে ওর
কি জানি কি আছে ঘোর !
বুঝা নাহি যায়, তবু ভালবাসে মন।)

২১

কেবল পরমানন্দ
কি যেন বিষম ধন্ধ,
বিকল্পবিহীন দশা কি জানি কেমন।
মায়া আবরণ দিয়া
লোক-চক্ষু আবরিয়া
আপনি অবোধ্য থাকা,
আপনে আপনা রাখা,
নিরলিপ্ত পাপ-পুণ্যে
থাকা শুধু শূন্যে শূন্যে,
সদাই কেবলি সুখ,
হা, কি কষ্ট, কি অসুখ!
জ্বালাতন—জ্বালাতন—
ঘোরতর জ্বালাতন! কি বিষম জ্বালাতন!

২২

জ্বালা জুড়াবার তরে
এলেন নন্দের ঘরে।
নব কুতূহল ভরে মুখে হাসি ধরে না।
যশোদা কতই সুখে
নীলমণি করি বুকে,
চুমো খান্ চাঁদ মুখে, ছেলে কোলে থাকে না।
বলে "দে না যশো মাই!
ক্ষীর সর ননী খাই।"
কাঁদো কাঁদো আধ বাণী
শুনে কেঁদে হাসে রাণী;
অঞ্চলে ধরিয়া তাঁর স্থির আর বাঁধে না!

২৩

ব্রজ-বালকের ঘোটে
গোধন লইয়া গোঠে
বাজায়ে মোহন বেণু
কাননে চরান্ ধেনু!
সকলেই ভাই ভাই,
আনন্দের সীমা নাই।
যখন যে ফল পায়,
কাড়াকাড়ি কোরে খায়,
এ দেয় উহার মুখে,
ও পড়ে উহার বুকে;
কত কান্না, কত হাসি, কত মান-অভিমান!
কোথায় আমার হায় সেই শাদা খোলা প্রাণ!

২৪

শারদ-পূর্ণিমা নিশি,
কি মধুর দশ দিশি!
অনন্ত কুসুমে সাজি
হাসে লতা-তরু-রাজি।
অখণ্ড-মণ্ডল-চাঁদ,
প্রেমের মোহন ফাঁদ।
স্মরি সেই ব্রজবালা
আসি নটবর কালা
ধীর সমীরে
যমুনা তীরে,
জুড়াতে বিরহ-জ্বালা সে পুলিন-বিপিনে,
আদরে বাজান বাঁশী
ঢালিয়া অমৃতরাশি।

মনের, প্রাণের সাধে
বাঁশী বলে 'রাধে রাধে!
কোথায় মানিনী মোর! তোমা বিনে বাঁচিনে।
দেখা দাও অধীনে।'

২৫

নানা কথা ওঠে মনে;
যাব না নন্দনবনে,
যাই আমি ফিরে যাই সে কমল-কাননে,
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে।

পঞ্চম সর্গ

——:*:——

অমরাবতীর প্রবেশ-পথ

১

দৃষ্টি-পথ-প্রান্তভাগে ওই কি অমরাবতী ?
মহান্ বিচিত্র মূর্ত্তি, কি উদার জ্যোতির্ম্মতী !
অতি শুভ্র মেঘ-মাঝে
সোণার কিরণে রাজে,
সহস্র ধারায় যেন বহে স্বর্ণ-স্রোতস্বতী !

২

অম্লান চাঁদের মালা
ঘেরে ঘেরে করে খেলা,
দূরে দূরে ইন্দ্রধনু কি সুন্দর সেজেছে !
অতি উর্দ্ধে শিরোভাগে
বিচিত্র পদার্থ জাগে ;
মৃদু মৃদু দেখা যায়,
মৃদুল কিরণ গায় ;
ঠিক্ যেন ছায়াপথ।
বিজয় পতাকা মত
দীর্ঘাঙ্গ আকাশে ঢেলে না জানি কি উড়েছে !

৩

মৃদুল মৃদুল তান
ভেসে ভেসে আসে গান,
সুদূর মধুর বাঁশী ভেসে ভেসে আসে, যায় ;
ইন্দ্রাদি অমরগণে
ঘুমায় নন্দনবনে,
পুর-মাঝে কারা তবে মনের আনন্দে গায় ?

৪

শ্বেত শতদলময় এই কি প্রবেশ-পথ ?
হাসিয়া উঠেছে যেন মহাত্মার মনোরথ।
দু'ধারে করিছে খেলা
যূথিকা চামেলি বেলা।
দু' ধারে মন্দার তরু দূরে দূরে দাঁড়ায়ে।
কি পবিত্র-দরশন
দাঁড়ায়ে কন্যাকাগণ!
আদরে তুলিছে ফুল কচি শাখা নুয়ায়ে।

৫

এই পথ দিয়া বুঝি সে সুধাংশুময়ীগণে
পূজিতে যোগেন্দ্রবালা গেছেন কমলবনে ?
লইয়া গেছেন কায়া
রাখিয়া মধুর ছায়া ?
তারাই কন্যকা বেশে
কল্পতরু-তলদেশে
করিতেছে ফুল-খেলা বিকসিত আননে ?
সেই মুখ, সেই রূপ,
কি জীবন্ত প্রতিরূপ!
কে এঁরা অমরবালা এ অমর ভুবনে ?

৬

উড়ায়ে পদ্মের রেণু
ওই বুঝি কামধেনু
আসিছেন দুলে দুলে মন্থর গমনে !
নন্দিনীর আলোকনে
হাম্বারব ক্ষণে ক্ষণে,
আপীনে অমৃত ক্ষরে দোলে পুচ্ছ সঘনে !

৭

চিকণ কপিল গায়
দৃষ্টি পিছলিয়া যায়।
কিবে কৃষ্ণ শৃঙ্গ দুটি
বক্র-অগ্রে আছে উঠি !
মু-খানি রূপের ডালা ;
ভালে শুভ্র রোমমালা,
কি সুন্দর বাঁকা ছাঁদ !
মেঘে যেন ভাঙা চাঁদ।
ধেয়ে ধেয়ে কাছে গিয়ে যেন হাসি ধরে না।
নন্দিনী ঝাঁপায়ে গিয়ে
ঢুঁ মেরে পয়স পিয়ে,
স্থির হয়ে দাঁড়াইয়ে এক পা-ও সরে না !

৮

নন্দিনীর তাম্র গায়
চেটে চেটে চুমো খায় ;
মানুষের মত আহা চুমো খেতে জানে না।
চক্ষু যেন পদ্মফুল,
স্নেহ-রসে ঢুলুঢুলু।

কত যেন নিধি পেয়ে
চেয়ে চেয়ে দ্যাখে মেয়ে।
কেন গো আদর কোরে কোলে নিতে পারে না ?

৯

ওঁরা বুঝি সপ্ত ঋষি
প্রভায় উজলি দিশি
অমর নগর হ'তে
আসিছেন পদ্মপথে ?
রোমাঞ্চ কিরণ-জালে যেন সপ্ত সূর্য্যোদয়।
স্নিগ্ধ-প্রাণা দিগঙ্গনা চমকিয়া চেয়ে রয়!

১০

তাম্র শ্মশ্রু, তাম্র জটা
বিতরে বিজলী-ছটা।
আনন্দ উছলে মুখে, লোচনে কি করুণা!
কি তপ্ত-কাঞ্চন-দেহ!
সর্ব্বাঙ্গে উদার স্নেহ।
কর-পদ-তল-আভা কি উজ্জ্বল অরুণা!

১১

মহেশের স্তোত্র-গানে
যান ব্যোম গঙ্গা-স্নানে।
'হর হর মহেশ্বর!'
উঠিছে শঙ্কর স্বর।
তেজোময় সঞ্চরণে
পূত করি ত্রিভুবনে
সূর্য্য যেন তীক্ষ্ণ প্রভা সম্বরিয়া চলিল!
চির-পূর্ণিমার নিশি পুন হেসে উঠিল!

১২

কারা ওই কন্যাগুলি,
বাহুলতা তুলি তুলি
তরুদের কাছে কাছে
আদরে কুসুম যাচে?
করপুট-ভরা-ফুল, কারো করে হাসে মালা।
কি যেন কামনা-লাভে,
গদ গদ ভক্তিভাবে
করি কলকোলাহল না জানি কি করে খেলা!

১৩

নূতন সুর স্বরে,
কি যেন গান করে,
কি যেন ভোরে সব হরষে গায় পাখী!
মধুর তানে তান,
কাড়িয়া লয় প্রাণ;
হেরিতে ধায় মন, কেন বা ধোরে রাখি!

১৪

কে তোরা স্বর্গের মেয়ে,
জ্যোৎস্না-সলিলে নেয়ে,
কিরণ-বসন পরি আলু করি কাল চুল,
নক্ষত্রের শিব গড়ি,
তান লয়ে মন্ত্র পড়ি,
অঞ্জলি পূরিয়া দিস্ প্রফুল্ল মন্দার ফুল?

১৫

তোমাদের পানে চেয়ে
হৃদয় জড়িত স্নেহে,
চলিতে চলে না পা, চক্ষু ফিরে আসে না।

কই গো তোদের স্নেহ ?
জিজ্ঞাসা কর না কেহ !
করেছে দারুণ বিধি—
হেথাও কি সেই বিধি !
যে যাহারে স্নেহ করে, সে তাহারে চাহে না ?

১৬

গাও আরো তুলে তান
ত্রিপুর-বিজয়-গান !
পূজ, পূজ, ভক্তিভরে
ভক্তাধীন মহেশ্বরে !
তোদের করুন্ তিনি
শুভ বাঞ্ছা প্রফুল্লিনী !
যাই, বাছা, ফিরে যাই সে কমল-কাননে ;
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে !

ষষ্ঠ সর্গ

——:*:——

কে তুমি

১

কে ওই, আসিছে পথে—
পারিজাত পুষ্পরথে!
আগে আগে নভস্বান্
গায় আগমনী-গান;
চলিয়া আসেন যত
হেসে ওঠে পদ্ম-পথ;
কে, কিরণময়ী বালা
ত্রিদিব করেছে আলা;
কি কুতূহলিনী আহা চাহি চারি দিক্ পানে!

উদয় অচল হতে
আপনার গৃহপথে
আসে বুঝি উষারাণী—
কি মধুর মুখখানি!
এমন সুন্দর মেয়ে দেখি নাই নয়নে।

অথবা অমরাবতী
কোন পতিব্রতা সতী
অপূর্ব্ব প্রভাব ধরি,
আসিছেন আলো করি,
"মর্ত্ত্যের নির্ম্মল দিবা জীবলীলা অবসানে?"

২

তাই বুঝি পুর-মাঝে
সুমঙ্গল শঙ্খ বাজে।
কন্যাগণ, বুঝি তাই
আনন্দের সীমা নাই,
আদরে আদরে আসি করে শুভ আবাহন!
আহ্লাদে আপনা ভুলে
হেলে দুলে ঢুলে ঢুলে
বরষি মন্দার-ধারা পূজা করে তরুগণ!

৩

চাহিয়া উঁহার পানে
কি যেন বাজিল প্রাণে,
কতই স্মরণ করি স্মৃতিপটে ফোটে না;
অকারণ কি কারণ
কেঁদে কেঁদে ওঠে মন।
এই যে কি স্বপ্ন দেখে
চমকিয়া ঘুম থেকে
উঠিলাম—
ভাবিলাম—
হায় সে স্বপন কেন আর মনে পড়ে না?

৪

এস, এস, শুভাননা,
সুমঙ্গল-দরশনা!
কাহার সুকন্যা তুমি, কার শুভ ঘরণী?
কি খেদে মানিনী সতী,
ত্যজেছ প্রাণের পতি?
এসেছ অমরপুরে কাঁদাইয়া ধরণী?

৫

কেন পতিব্রতা মেয়ে,
আমারও পানে চেয়ে
করুণ-নয়নে তব ভরিয়া আসিল জল?
আহা, সমসুখীদুখী,
অকলঙ্ক-শশি-মুখী!
ত্যজেছ মানবী-কায়া,
ত্যজনি মানব-মায়া!
তোমাদেরি আশীর্ব্বাদে বেঁচে আছে ভূমণ্ডল।

৬

আমি ভূমণ্ডলবাসী,
স্বর্গেতে বেড়াতে আসি,
করি নাই ভাল কাজ;
মনে মনে পাই লাজ;
এখানে সকলি যেন স্বপনের রচনা!
ফল ফুল তরু লতা,
পরস্পরে কহে কথা;
অমৃত-সাগর-কূল
অপরূপ ফুলেফুল;
বেড়ায় অমরবালা,
কি যেন সুধাংশুমালা
হইয়াছে মূর্ত্তিমতী;
অঙ্গে কি মধুর জ্যোতি!
কিবে কালো কেশরাশি, বিকসিত-আননা!

৭

আসা, এই কলেবরে
সাজে কি এ লোকান্তরে?
তোমায় করুণারাণী! সুমধুর সেজেছে,
স্বর্গের শোভার মাঝে কি শোভাই হয়েছে!

৮

আমারই বিড়ম্বনা,
কি ঘটিতে কি ঘটনা ;
রক্ত মাংস দেহখানা কেহ চেয়ে দেখে না !
জীবন্ত মানুষ হেথা দেখিতেই চাহে না !

৯

পদে পদে বাধা পাই,
তবু স্নেহে ধেয়ে যাই ;
আপনার ভাবে ভুলে
কহি আমি প্রাণ খুলে
মধুর উজ্জ্বল ভাষা,
পরিপূর্ণ ভালবাসা।
বঝি কি কিম্ভূত ঠ্যাকে,
মুখ-পানে চেয়ে দ্যাখে,
সদয় হৃদয় কেহ ধীর হয়ে শোনে না ;
বুঝিতেও পারে না ;
কোন কথা কহে না।

১০

স্বর্গেতে অমৃত-সিন্ধু,
পাই নাই এক বিন্দু ;
সাধ্বী পতিব্রতা সতী !
সুখেতে মা কর গতি !
তব অশ্রুকণাটুকু অমৃত-অধিক ধন
পেয়ে, এ অদ্ভুত লোকে জুড়াল তৃষিত মন।

১১

আজি মা অভাবে তব
ধরাধাম নিরুৎসব,
শ্রীহীন মলিন পতি বুঝি প্রাণে বেঁচে নাই ;

বাছারা শোকের ভরে
কি যে হাহাকার করে,
কল্পনা করিয়া আমি ভাবিতেও ভয় পাই!

১২

থাক্ পৃথিবীর কথা;
যাও তুমি পতিব্রতা!
সতীরা যে লোকে যায়
পদ্মফুল ফোটে তায়;
সতী-পদ-পরশনে
জ্যোতি ওঠে ত্রিভুবনে;
অকলঙ্ক রূপরাশি,
অমায়িক মুখে হাসি,
কি এক পদার্থ আহা!
পশুরা জানে না তাহা।
নির্ব্বিকার অন্তরে
পুণ্যবানে ভোগ করে,
ভোগ করে অতি সুখে সুরবালা সখীগণ;
আজি মা তোমায় পেয়ে, কি আনন্দে নিমগন,
কি আনন্দে কাছে আসি করিছেন আবাহন!

১৩

দেখ, চারিদিকে তব
কত যেন মহোৎসব!
আনন্দে উন্মত্ত-প্রায়
অধীর সমীর ধায়!
তরু সব ফুলেফুল,
কি আনন্দে ঢুলঢুল্!
কতই হরষ-ভরে
লতা সব নৃত্য করে!

উথলে অমৃত-সিন্ধু,
অদূরে হাসিছে ইন্দু;
দিব্য-মূর্ত্তি ছেলেগুলি,
হেসে করে কোলাকুলি,
তোমার রথের পানে মুগধ নয়নে চায়।
কা'দের সাধের ধন! আয়, তোরা বুকে আয়!

১৪

ওই শুন, ওই শুন,
আঘোষে তোমার গুণ,
পুর-মাঝে উঠিয়াছে কি মধুর বাজনা!
শঙ্খের মঙ্গল-ধ্বনি, আগমনী-গাহনা!

১৫

ফেলে কোথা চলে যাও,
চাও গো মা ফিরে চাও!
একবার প্রাণ ভোরে হেরি তোর মুখখানি!
ফের্ এ আনন্দধামে কেন কেঁদে ওঠে প্রাণী?

১৬

আর্—কি করি হেথায়!
একটুও যে সুখে সুখী,
একটুও যে দুখে দুখী,
অমরের অমরায় ওই সে চলিয়া যায়!
কি করি হেথায়!

১৭

মনে করি ধীরে ধীরে
পদ্মবনে যাই ফিরে,
নির্জনে গাঁথিয়া মালা,
পূজিগে যোগেন্দ্রবালা ;
ফিরেও ফিরিতে নারি, কি যেন আটকে পায়
কি করি হেথায় !

১৮

এলেম যাদের পাশে,
কই তারা ভালবাসে ?
বুঝে না মনের ব্যথা,
একটিও কহে না কথা !
তবুও পাগল প্রাণ কেন রে তাদেরি চায় !
কি করি হেথায় !

১৯

না জানি কি ফুল দিয়া
গড়া, এ আমার হিয়া,
আপন সৌরভে কেন আপনি পাগল-প্রায় !
কি করি হেথায় !

২০

গাও সুমঙ্গল গান !
জুড়াও সতীর প্রাণ !
মহান্ পবিত্র-আত্মা কে তোমরা পুণ্যশ্লোক,
অভয় অশোক হয়ে ভোগ কর সুরলোক ?

২১

নন্দন-কানন-কোলে
ঘুমায় স্বপন-ভোলে,
ঘুমান্ দেবতা সব!
কলিযুগ অভিনব,
চল অভিনব মনে
সরস্বতী-দরশনে।
জাগ্রত দেবতা তিনি
সদানন্দে সুহাসিনী।
অমৃত সাগর-জল
পদতলে টল টল।
দিগঙ্গনা দিকে দিকে
চেয়ে আছে অনিমিখে।
বাতাসে বাঁশীর স্বরে
প্রাণ খুলে গান করে।
আপনি আকাশ-মাঝে
কি মধুর বীণা বাজে!
হৃদয় ভেদিয়া উঠে স্তোত্র-গীতি অনিবার।
প্রেমের প্রফুল্ল ফুলে শ্রীচরণ পূজি তাঁর!

২২

মনের মুকুর-তলে
শশী যেন স্বচ্ছ জলে,
ভুবনমোহিনী মেয়ে
আপনার পানে চেয়ে
আপনি বিহ্বলা বালা
কে তুমি করিছ খেলা?
তুচ্ছ করি স্বর্গ-সুখ,
উথলি উঠিছে বুক।

মধুর আবেগ-ভরে
মধুর অধীর করে।
চমকি চৌদিকে চাই,
তোমা বই কিছু নাই।
ত্রিভুবন তুমি মাত্র!
দেখিতে শিহরে গাত্র;
ধরিতে, অধীর মন;
কি পবিত্র, কি মহান্, কি উদার রূপরাশি!
অহো! কি ত্রিতাপ-হারী জীবন-জুড়ান হাসি!

২৩

অয়ি—অয়ি সরস্বতী!
তব পাদ-পদ্মে মতি
নির্ম্মলা অচলা হয়ে থাকে যেন চিরদিন!
সেই বিজয়ার দিনে
বাজায়ে প্রাণের বীণে,
ভরি ভরি দু-নয়ন
তোর এই শুভানন
দেখিতে দেখিতে হই কালের সাগরে লীন!

সপ্তম সর্গ

——:০:——

মায়া

———

১

একি, একি, একি মায়া !
সম্মুখে মানবী কায়া
অমরার দ্বার হ'তে
আসিছেন পদ্ম-পথে,
কালো রূপে আলো ক'রে কার্ কুলকামিনী ?
বিগলিত কেশপাশে
মতিয়া মল্লিকা হাসে,
নলিন-নয়না সতী মৃদুমন্দগামিনী !
নাচে মা'র কোল পেয়ে
ভুবনমোহিনী মেয়ে,
নাচে কালিকার কোলে স্বর্ণলতা দামিনী !

২

ফিকি ফিকি হাসি মুখে,
পয়োধর পিয়ে সুখে ;
চোকেতে কি কথা কয়,
নারী বুঝে, নরে নয়।
মায়ে ঝিয়ে হাসিখুসি,
মূত্তি কিবা অকলুষী !
দেখিতে দেখিতে, কই, কোথায় মিলিয়ে গেল !
এ মায়া, কাহার মায়া, কেন গেল, কেন এল ?

৩

উড়িছে পদ্মের রেণু,
ফের কেন কামধেনু ?
মায়ের কোলের কাছে—
নন্দিনী দাঁড়ায়ে আছে।
কি সুন্দর দরশন !
রূপে আলো পদ্মবন।
এরাই কি মায়া কোরে
মানুষের মূর্ত্তি ধোরে
করিল কুহক-খেলা ?
দিবসে চাঁদের মেলা,
সব যেন জ্যো'স্নাময়,
নক্ষত্র ফুটিয়ে রয়,
চেয়ে দেখি, কিছু নয় ; যে দিন, সে দিন।
মায়াবী মূরতি ধরে নবীন—নবীন !

৪

কি দেখে আমার মুখে
মায়ে ঝিয়ে হাসে সুখে ?
অতিথি-জনের প্রতি কৃপা বুঝি হয়েছে ?
আননে নয়নে তাই স্নেহ ফুটে রয়েছে।

৫

যখন প্রথম দেখা,
কোথা থেকে এলে একা
পাতাভ-সুনীল-বর্ণ। এই পদ্ম-পথ-মাঝে
চন্দ্রমা-মণ্ডলে যেন শশাঙ্ক-শ্যামিকা সাজে।

৬

গতি কিবে শুভঙ্করী,
সুধীর তরঙ্গে তরী,
আধ আধ মাতোয়ারা !
লোচনে আনন্দধারা।
স্নেহ-রব করি করি,
দু-নয়ন ভরি ভরি
দেখিতে দেখিতে আসি মিলিলে নন্দিনী-সনে।
জুড়াল নয়ন মন তোমাদের দরশনে।

৭

সাধ গেল ধেনুধন্যে !
কোলেতে দেখিতে কন্যে !
তাই কি মানবী-রূপে পূরালে সে বাসনা ?
আজি আপনার কাছে
আরেক প্রার্থনা আছে,
পূর্ণ কর সেই আশা,
যে জন্যে এ স্বর্গে আসা,
অন্তর্যামিনী দেবী বুঝিতে কি পার না ?

৮

জান না কি অয়ি মুগ্ধে !
তোমারি অমৃত দুগ্ধে
জীব-সঞ্জীবনী-বিদ্যা লভেছে অমরগণ ?
দুর্নিবার কাল-বশে
অভিভূত মহালসে
ঘোর নিদ্রা নিমগন ;
তবু দ্যাখ দ্যাখ, আহা, কি সতেজ, সচেতন,
মুখে কি জীবন্ত প্রভা ! উজলে নন্দন-বন !

৯

ওই পয়োধারা ধরি,
তপ, জপ, যজ্ঞ করি'
মানব দানব রক্ষ কেবা কি না পেয়েছে!
আমি গো সামান্য নর,
প্রার্থনা সামান্যতর,
তাও কেন এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে?

১০

এস, স্বর্গ-কামধেনু,
ওই শুন বাজে বেণু!
কে যেন ডাকিছে মোরে, অমরার ভিতরে!
চল যাই ধীর ধীর,
আমাদের পৃথিবীর
দেখি সাধ্বী সাধু সব কি আনন্দে বিহরে!

১১

কেন গো কপিলা মেয়ে,
র'লে মুখ-পানে চেয়ে?
অসম্ভব শুনে যেন
অবাক্ হইলে, কেন?
আহা, অমরপুরে বুঝেছি পাব না স্থান—
এ দেহে থাকিতে প্রাণ।

১২

মনে মনে ভাবি তাই,
দেখে শুনে চলে যাই;
তাও তুমি নও রাজি।
আমায়—দানবী সাজি

কেন ক্ষোভ দিতে চাও,
দাও—পথ ছেড়ে দাও!
তুমি তো শ্রীমতী সতী!
অমরার দ্বারবতী;
প্রার্থীর প্রার্থনা তুমি পূরাতে পার না?
কামধেনু নাম তবে
জগতে কেমনে রবে?
আসিয়াছি নদীতীরে—
নামিতে দিবে না নীরে?
তৃষায় ফাটিবে বুক? অহো একি যাতনা!

১৩

এখন বল কি করি,
হে গোধন-কুলেশ্বরী!
অথবা, তোমার চেয়ে
সদয়া তোমার মেয়ে;
তোমার নন্দিনী রাণী!
আতিথেয়ী বোলে জানি,
প্রভাব যে কি বিচিত্র
বুঝেছেন বিশ্বামিত্র।
কর গো কাতর প্রতি কৃপাবলোকন!
নিদয়া হ'য়ো না, দেবী, মায়ের মতন!

১৪

এই স্বর্গে বিনা দোষে
এই কপিলার রোষে
অপুত্রক হইলেন দিলীপ নৃপতি।
বড় ব্যথা পেয়ে মনে,
বশিষ্ঠের তপোবনে

হয়ে তব অনুচর
সেবিলেন নিরন্তর
ওই পাদ-পদ্মে রাখি দৃঢ় রতি মতি।

১৫

তাঁরে তুমি চন্দ্রাননে,
আহা, সেই শুভক্ষণে
বর দিয়া হিমালয় গিরির গহ্বরে,
প্রসন্না করুণাময়ী
দিলে পুত্র ইন্দ্রজয়ী
রঘুবংশ-প্রতিষ্ঠাতা রঘু বীরবরে।

১৬

ছাড়ি সে পৃথিবীপুর
আসিয়াছি অতি দূর,
তোমাদের কাছে সতী,
দেখিতে অমরাবতী।
পূর সেই মনস্কাম,
দেখাও অমরধাম।
সজ্জন-সঙ্গতি কারো হয় না বিফল।
ফিরে গিয়ে হেথা হতে
কি কব সে ভূ-ভারতে?
আমাদের মাতৃভূমি
দেখিয়া এসেছ তুমি।
কি আছে এ অমরায়,
সকলে জানিতে চায়।
তাঁহাদের সে কৌতুকে
পূর্ণ করি কি যৌতুকে?
তোমাদের স্নেহ ভিন্ন কি আছে সম্বল?

১৭

নানা রত্নময় তনু
অত্যুদার ইন্দ্রধনু,
আহা! এ তোরণ যার সুন্দর এমন,
অমরার অভ্যন্তর না জানি কেমন!

১৮

চল দেবী, লয়ে চল;
অপরাধ থাকে, বল!
ক্ষমাশীল বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনী!
যা এল সরল মনে
নিবেদিনু শ্রীচরণে,
হেথাকার রীতি-নীতি স্তব-স্তুতি জানিনি।

১৯

এই যে প্রসন্নমুখী,
অতিথি করিতে সুখী
আনন্দে আসিতেছিলে!
হেসে পথ ছেড়ে দিলে;
সহসা কল্যাণী, কেন বিরস-বদন?
পদ্ম-পথে পদ্ম-বনে
গতি-রোধ কি কারণে?
ওকি ও? কপিলা! কেন করিছ বারণ?

২০

দিলীপের ভাগ্যবলে
কপিলা পাতাল-তলে
বদ্ধ ছিল, বুঝি তাই
বাধা দিতে পারে নাই।

আমার কপালে আজি
উলটিয়া গেল বাজি, / ⟋
কিছুতেই হইল না আশার সুসার;
কপিলে, কি দোষ আমি করেছি তোমার?

২১

ক্ষুদ্রের নিকটগামী
প্রার্থী নহি দেবী আমি।
ছোট বড় কারো কাছে
কেহ যেন নাহি যাচে।
হায়! মানুষের মান স্বর্গেতেও জানে না!
মর্য্যাদামানিনী মেয়ে,
নির্জনে তাহারে পেয়ে
যা খুসি তাহাই করে!
ধিক্ কাপুরুষ নরে!
আপন মেয়ের মত কেন মনে ভাবে না?

২২

মর্য্যাদা সরলা সতী;
কি সুন্দর জ্যোতিম্মতী!
আসি মানবের ঘরে
ত্রিকুল পবিত্র করে।
আহা, সেই অভয়ার
দরশন কি উদার!
হাসি হাসি কি আনন,
কি প্রফুল্ল বিলোচন!
আনন্দ-রতন বক্ষে,
পূর্ণচন্দ্র শুক্লপক্ষে!
জ্যো'স্নায় জগৎ যেন পেয়েছে নূতন প্রাণ!
অনুরক্ত ভক্তগণে আনন্দে করিছে ধ্যান।

২৩

মানবে করুণা তিনি
সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী।
সর্ব্বাণী পরাৎপরা,
অন্তরাত্মা আলো করা।
ভক্তি ভক্তে নাহি বুঝে,
হৃদয়ে না পায় খুঁজে
অভিন্ন পদার্থ, আহা!
ভাবিতে পারে না তাহা।
ভেবে তাঁরে ভিন্ন জন
করে এসে আক্রমণ।
কি পাতক, কি যে হানি,
বুঝে না তা ক্ষুদ্র প্রাণী।
কদর্য্যের কি অকার্য্য,
অমর্য্যাদ কি অনার্য্য!
নীচাশয় নরলোকে দেখে চটে গেল প্রাণ।
সে ঘোর নরক, তায় জুড়াবার নাহি স্থান।

২৪

উদার স্বরগধাম,
এও তার প্রতি বাম!
কোথায় দাঁড়াই বল,
দাঁড়াবার নাই স্থল।
পশিব মনের বলে এ অমরপুরীতে।
আপনি উথুলে যদি
বেগে ধেয়ে নামে নদী,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তার, কার সাধ্য রুধিতে?

২৫

থাক্ মায়াবিনী গাভী।
সকল দেবতা পাবি,
পাবিনি আমায়।
দেবতা দেখিতে ভাল,
তাই তোর লাগে ভাল।
মায়া-দুগ্ধ পানে তোর,
তারাও নেশায় ভোর,
যে জন যেমন, বিধি তেমনি মিলায়।

২৬

যোগাতে তোমার মন
বলি দিলে এ জীবন,
নষ্ট হবে পরকাল ;
ছিঁড়ে ফেলি মায়াজাল।
হয়ে তোর ভেড়া ভেকা
বৃথাই বাঁচিয়া থাকা।
থাকিব আপন মনে,
যাব না নন্দন-বনে।
ছাড়ো অমরার দ্বার,
দেখি আমি একবার
কি উদার, কি সুন্দর কাণ্ড হয় ভিতরে।
ওই যে পবিত্র প্রভা,
কাদের অঙ্গের আভা ?
অহো কি পবিত্র গান,
কি মধুর সুর-তান !
বেণু-বীণা-বাদ্যময়
কি সুখ-সমীর বয়।

পিয়াসী নয়ন মোর ;
চরণে কি দিল ডোর !
নিঠুর কপিলা, তোর হাসি কেন অধরে ?

২৭

আজি এ জন্মের মত
ছাড়িলাম পদ্য-পথ।
সীমা মাড়াব না আর
কুহকিনী কপিলার।
পয়োধর দিয়া মুখে
সাধের স্বপন-সুখে
দেবতাদিগের মত
অঘোরে ঘুমাব কত ?
যেথায় দু' চক্ষু যায়, সেই দিকে চলে যাই।
কপিলার কাছে আর একটুও দাঁড়াতে নাই।

২৮

যে ফুল ফুটেছে প্রাণে,
মেরে ফেলি কোন্ প্রাণে ?
দিয়ে যাই কারো তরে সারদার চরণে।
হৃদিফুল রাঙা পায়,
আপনি পৌঁছিয়া যায়,—
অম্লান, মরণহীন,
শোভা পায় চিরদিন।
সৌরভেতে কুতূহলী
গুঞ্জরি বেড়ায় অলি।
কতই কমল শোভে সে কমল-কাননে।
ফুটেছে সকলি এর
মহামনা মানবের
অত্যুদার ভাবে ভোর শুভ অন্তঃকরণে।

২৯

তাঁহাদের পরকাল
পবিত্র আলোয় আলো!
দেহ ছেড়ে প্রাণ গেছে
তবুও আছেন বেঁচে।
তেমনি আনন্দভরে
বেড়ান ধরণীপরে।
কিবা হাসি, হাসি মুখ,
প্রাণভরা কত সুখ!
শুনে সে মুখের কথা
দূরে যায় সব ব্যথা।
নিমেষে জগৎ এক এনে দেন্ নয়নে,
ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া যাই, মজি সুখ-স্বপনে।
স্বপনের চরাচর
উদার—উদারতর!
যথার্থ মরণহারী সারদার শ্রীচরণ।
কি ছার অমর এরা, ঘুমে ঘোর্ অচেতন।

৩০

কি ছার কপিলা বুড়ী!
দাঁড়ায়েছে পথ যুড়ি,
অমরাবতীর ভেদ
করিতে দিবে না, জেদ্।
না জানি পুরীর মাঝে
কি ব্যাপার, কে বিরাজে!
দ্বার থেকে দেখে দেখে পুরো জানা গেল না।
পারিজাত পুষ্পরথে
আসি এই পদ্ম-পথে,
সতী, সেই প্রবেশিল, আর ফিরে এল না।

৩১

এখনো সে মুখখানি
হেরিতে আকুল প্রাণী।
নাহি জানি কি সম্বন্ধ আছে তাঁর সনে।
যতই ভুলিতে চাই, তত পড়ে মনে।

৩২

কপিলা! দুয়ার ছেড়ে দিবে না আমায়?
কি দিয়া বাঁধানো বুক?
বুঝ না পরের দুখ।
নিতান্তই গাভী তুমি, কি কব তোমায়!

৩৩

এই যে ফুটিছে প্রাণে সে শুভ কমলবন,
রাজিছে তাহার মাঝে সেই রাঙা শ্রীচরণ।
যতই আসিছে ধ্যান,
ততই ধাইছে প্রাণ।
দূরে কে ডাকিছে যেন,
বৃথায় হেথায় কেন!
চলিলাম খোলা প্রাণে সে কমল-কাননে।
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে।

অষ্টম সর্গ

—:*:—

শশিকলা, স্থির-সৌদামিনী ও বাণা

শশিকলা

১

দিকে দিকে কুঞ্জবন, পাখী সব করে গান,
ফুটেছে বাসন্তীফুল, মন্দাকিনী কানেকান্।
অনন্ত যৌবন-ঘটা,
তরল রজত-ছটা,
আনন্দে লহরীমালা খেলিছে খুলিয়া প্রাণ।

২

গোলাপ ফুলের তরী ভাসি ভাসি চলি যায়,
খসি পড়ি শশিকলা ঘুমায়ে রয়েছে তায়।
আলুথালু চুলগুলি
বাতাসে খেলায় খুলি,
ফুটেছে মনের হাসি অমায়িক আননে।
চাঁদের সাধের বাছা, কি দেখিছ স্বপনে?

স্থির-সৌদামিনী

৩

মেঘের মণ্ডলে পশি,
খেলা করে কে রূপসী,
যেন সুরধুনী ব্যোমকেশের মাথায়!
ফাটিয়া ফাটিয়া জটা
রূপের তরঙ্গ-ছটা
উথলি উথলি পড়ি চমকি মিলায়!

৪

নীরদ-নন্দিনী ইনি,
নাম স্থির-সৌদামিনী,
সুখে লজ্জাবতী কন্যা খেলে আপনার মনে।
পাছে কেহ দ্যাখে তাকে,
সদাই লুকায়ে থাকে
ফটিক জলের ঘরে মেঘের নিবিড় বনে।

৫

আপনার রূপরাশি
দ্যাখে মেয়ে হাসি হাসি,
আননে লোচনে আহা আনন্দ ধরে না!
দিয়েছে তাহারে বিধি
কি যেন নূতন নিধি,
দ্যাখে সুখে আঁখি ভরি, দেখাতে চাহে না।

৬

কহে সে রূপের কথা
সঙ্গিনী সোনার লতা
হরষে চঞ্চলাবালা ছুটিয়া গগনে।
স্থির-সৌদামিনী কভু পড়ে নি নয়নে।
আমি দেখেছি স্বপনে।

৭

সে শান্ত মাধুরীখানি
ভাবিয়া জুড়ায় প্রাণী,
বলিতে বিহ্বল বাণী—
আঁকিতে পারি না,
হায়, দেখাই কেমনে!
ঘুমন্ত প্রশান্তভাবে ভাব মনে মনে।

বীণা

৮

বীণা! তু বিচিত্র মেয়ে;
সবে তোর মুখ চেয়ে,
তুমি কি না মন্দাকিনী-তরঙ্গে ঝাঁপায়ে যাও?
হাসে মুখ, নাচে চুল,
কচিমুখী পদ্মফুল।
সমীরের সঙ্গে সঙ্গে কি গান গাহিয়া ধাও?

৯

তোর গানে ঢেলে প্রাণ
কিন্নরে ধরেছে গান।
মেঘের মৃদঙ্গ বাজে তুমি তার দামিনী ;
চমকে সপ্তমে স্বর,
তত্তর্ তত্তর্
উধাও উধাও ধাও, কোথা যাও জানি নি।

১০

ধীর সমীর হ'তে সংগীত অমৃতক্ষরে ;
প্লাবিত তৃষিত প্রাণ সুধীর সুস্নিগ্ধ স্বরে।
নিদাঘের রৌদ্রে দগ্ধা জুড়াইতে পৃথিবীরে
বরষা-নিশার বারি পড়ে যেন সুগম্ভীরে।

১১

কিবা নিশা দিনমান,
প্রাণে লেগে আছে তান।
সুস্বপ্ন-সংগীতময়ী স্বরগের কাহিনী।
মধুর মধুর চির-পূর্ণিমার যামিনী!

কিন্নর-গীতি

রাগিণী কালাংড়া--তাল ঝাঁপতাল

মধুর—মধুর তোর রূপ
যামিনী!
হরষে হরষময়ী শশি-সোহাগিনী।
তারকা-কুসুম-বনে
খেলিছ আপন মনে,
কি যেন দেখি স্বপনে মায়ার মোহিনী!

নীল আকাশ-তলে
স্বর্গের প্রদীপ জ্বলে
আকাশ-গঙ্গার জল
করিতেছে চলচল,
কালের জটার জালে দোলে মন্দাকিনী!

হাসিয়া উঠেছে কূল,
ফুটেছে মন্দারফুল,
হরষে অমরবালা
চারিদিকে করে খেলা,
এ খেলা তোমার খেলা; তুমি মায়াবিনী।

বাসবের সাড়া পেয়ে,
চমকি দামিনী মেয়ে
পালাল সোনার লতা
ধাঁধিয়া চোখের পাতা
সহস্র লোচনে চান্
আর না দেখিতে পান্।
কোথায় লুকাল হায় নীরদনন্দিনী!

পাতালে বাসুকী ফণী
ছড়ায় মস্তক-মণি,
দু'একটি শূন্যে ছুটে
উঠেছে আলোক ফুটে,
এমন মাণিক আর কোথাও দেখি নি!

মরুত বিহ্বল প্রায়
অধীরে চলিয়া যায়,
দাঁড়াইয়ে দিগঙ্গনা,
কি উদার দরশনা!
গভীর প্রশান্তমনা কার সীমন্তিনী!

নীরব ধরণী রাণী,
হাসিছে আননখানি,
বিগলিত কেশপাশে
কতই কুসুম হাসে,
নাচিছে আদুরে মেয়ে গিরি-নির্ঝরিণী!

সাগর লাফায়ে ওঠে,
উল্লাসে উন্মত্ত ছোটে,
আকাশ ধরিতে ধায়,
কি জানি কি দেখে তায়—
উল্লাসে চমকে গায় চঞ্চল চাঁদিনী!

হিমাদ্রি-শিখর-পর
হাসিছে মানস-সর,
মধুর মোহিনী বালা
মুকুরে মূরতি খেলা,
মধুর মাধুরীযন্ত্রে
করেছ মায়ার মন্ত্রে
আকাশ-পাতাল একাকার একাকিনী!

———

নবম সর্গ

আসনদাত্রী দেবী

গীতি

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালী

প্রাণ কেন এমন করে, (আমার)
কি হ'ল কি হ'ল রে অন্তরে!
বসি ত্রিভুবন মন
করে কার অন্বেষণ,
কাতর নয়ন কার তরে?
ত্যজি এই মর্ত্ত্যভূমি,
কোথা চ'লে গেলে তুমি
কি জানি কি অভিমান ভরে!

১

তোমার আসনখানি
আদরে আদরে আনি,
রেখেছি যতন কোরে, চিরদিন রাখিব;
এ জীবনে আমি আর
তোমার সে সদাচার,
সেই স্নেহ-মাখা মুখ পাশরিতে নারিব।

২

সাক্ষাৎ আমার প্রাণ
'সারদামঙ্গল' গান,
অসম্পূর্ণ পড়ে ছিল, যেন ম'রে গিয়েছে!
বে-স্থরা বীণার মত
জানি না কি দশা হ'ত।
তোমারি আদরে, দেবি, ফিরে প্রাণ পেয়েছে।

৩

সাহিত্য-সংসারে তুমি
স্থকুমার ফুলভূমি,
তোমার স্নেহের গুণে কত রকমের ফুল
ফুটে আছে থরে থরে;
কেমন সৌরভ ভরে
সোহাগ-সমীরে কিবে করিতেছে ঢুলুঢুলু!

৪

তোমার উৎসাহ-ধারা
বিচিত্র বিদ্যুৎপারা,
কতই বোবার মুখে কত কথা ফুটেছে,
কতই পরমানন্দে,
কত মত ছন্দবন্দে,
কত ভাব ভঙ্গিমায়,
ইংরাজী ফরাসী কত বাঙ্গালায় বলেছে।

৫

চলিয়া গিয়াছ তুমি,
কি বিষণ্ণ বঙ্গভূমি;
সে অবধি আজো কেন
দেশে কি হয়েছে যেন!

নিকুঞ্জ-কাননে আর কোন পাখী ডাকে না !
ভাগীরথী-তীর থেকে আর বাঁশী বাজে না !
মানস-সরসে হায় পদ্ম ফুটে হাসে না !
স্বর্গের বীণার ধ্বনি ভেসে ভেসে আসে না !
এ দেশে ভারতী দেবী বুঝি প্রাণে বাঁচে না !

৬

সেই প্রিয় মুখ সব, সেই প্রিয় নিকেতন,
সেই ছাদে তরুরাজি শূন্যে শোভে উপবন,
সেই জাল-ঘেরা পাখী, সেই খুদে হরিণী,
সেই প্রাণ-খোলা গান, সেই মধু যামিনী,
কি যেন কি হয়ে গেছে !
কি যেন কি হারায়েছে !
কেন গো সেথায় যেতে কিছুতে সরে না মন ?

৭

কবে কার আবির্ভাবে,
থাকে যে কি এক ভাবে,
অভাবে সে ভাবে আর সেই সব থাকে না ;
দোলায়ে ফুলের বন
চোলে গেলে সমীরণ,
সেই ফুল হাসে হায়, সে সৌরভ আসে না !

৮

কে গায় কাতর গান,
কেন শোকাকুল প্রাণ,
প্রাণের ভিতর কেন কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণী ?
আজি কি বিজয়া এল,
তিন দিন কোথা গেল ?.
কেন মা আনন্দময়ী, কাঁদো-কাঁদো মুখখানি ?

৯

সুখের স্বপন কেন
চকিতে ফুরায় যেন,
হারালে হাতের নিধি, আর নাহি পাওয়া যায়!
রয়েছে স্বজনগণে
যে যার আপন মনে,
নির্জ্জনে বাতাস শুধু কোরে ওঠে 'হায়! হায়!

১০

হা দেবী! কোথায় তুমি
গেছ ফেলে মর্ত্ত্যভূমি?
সোনার প্রতিমা জলে কে দিল রে বিসর্জ্জন?
কারো বাজিল না মনে,
বজ্রাঘাত ফুল-বনে!
সাহিত্য-সুখের তারা নিবে গেল কি কারণ?

১১

ওই যে সুন্দর শশী,
আলো কোরে আছে বসি!
চিরদিন হিমালয়,
কি সুন্দর জেগে রয়!
সুন্দরী জাহ্নবী চির বহে কলস্বনে;
সুন্দর মানব কেন,
গোলাপ-কুসুম যেন—
ঝ'রে যায়, ম'রে যায় অতি অল্পক্ষণে!

১২

ভোরের গানের মত,
ভোরের তারার মত,
মধুর সুন্দর মূর্ত্তি ত্রিদিব-ললনা;

ভোরে ভোরে আসে, যায়,
কেহ নাহি দেখে তায়,
রেখে যায় কোমল কুসুমদলে
নির্ম্মল দুয়েক ফোঁটা শিশিরাশ্রুকণা !

১৩

আহা, সেই স্বর্গের নিবাসী
চ'লে গেছে !
রেখে গেছে—
সুহৃদ্ জনের মনে
যাবার সময় সেই প্রাণ-ফাটা বিষাদের হাসি !

১৪

সেই মুখখানি মনে
কেন পড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
করুণ নয়ন দুটি সদাই প্রাণেতে ভায় ?
হা দেবী ! তোমায় আর দেখিব না এ ধরায় !

১৫

অমরার পদ্ম-পথে
পারিজাত-পুষ্পরথে
কিরণ-কলিত-মূর্ত্তি তোমারই মহাপ্রাণী
অপরূপ রূপ ধরি,
যেতেছিল আলো করি ;
চেনো চেনো কোরেছিনু, চিনিতে পারিনে রাণী !

১৬

কেঁদে উঠেছিল প্রাণ,
মনে এসেছিল ধ্যান,
বুক ফেটে বারবার
উঠেছিল হাহাকার ;
উঠিল বাতাস ভোরে কি যেন আকাশবাণী—
তবুও—তবুও আহা নারিনু চিনিতে রাণী!

১৭

তুমিও আমায় দেখে
চেয়ে ছিলে থেকে থেকে,
চক্ষে গড়াইল জল,
মুখখানি ছলছল!
কেন গো কি পেলে ব্যথা ?
কি জন্যে ক'লে না কথা ?
বুঝি বা আমারি মত
স্মরি স্মরি অবিরত,
এই পরিচিত জনে
প'ড়ে, পড়িল না মনে!
পুষ্পরথ থেকে নেমে কেন কাছে এলে না ?
সেই দেখা, শেষ দেখা ; কিছু ব'লে গেলে না।

১৮

সকলি পড়িছে মনে,
যেন সেই পদ্ম-বনে
যোগেন্দ্রবালার কাছে
যে সব সঙ্গিনী আছে,
খেলিতে তাঁদের সনে দেখেছি আমি তোমায় ;
করুণ নয়ন দুটি এখনো প্রাণেতে ভায়।

১৯

সকল সতীর প্রাণ,
সুমধুর ঐক্যতান ;
সুরপুরে একস্তরে কি মধুর বাজিছে!
ঘুমায়ে মায়ের কোলে সুখে শিশু শুনিছে!
সে সব সতীর মাঝে দেখেছি আমি তোমায়—
করুণ নয়ন দুটি এখনো প্রাণেতে ভায়!

২০

আহা সে রূপের ভাতি,
প্রভাত করেছে রাতি!
হাসিছে অমরাবতী, হাসিতেছে ত্রিভুবন,
হৃদয়-উদয়াচল আলো হয়েছে কেমন!

দশম সর্গ

— — :০:— —

পতিব্রতা

গীতি

ললিত--কাওয়ালী

অহহ!—সম্মুখে সুমঙ্গল এ কি!
দেখি, দাঁড়াও, নয়ন ভোরে দেখি!
ত্যজেছ মানব-কায়া,
আজো ত্যজ নাই মায়া!
এ কি অপরূপ ছায়া--এ কি!
করুণ নয়ন দুটি
তেমনি রয়েছে ফুটি,
তেমনি চাঁচর কেশ, বেশ;
মলিন—মলিন মুখ,
কেন গো কিসের দুখ?
ভালবাসা মরণে মরে কি?

১

সতীর প্রেমের প্রাণ,
পতি-প্রতি একটান;
অমর সে ভালবাসা, মরণেও মরে না।
স্বর্গ থেকে এসে, তাকে
অলক্ষ্যে আগুলে থাকে,
সে দেখে নয়ন ভোরে, কেহ তারে দেখে না।

২

শোকে কেঁদে উভরায়
পতি যদি ডাকে তায়,
প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়,
কি যেন নিঃসরে বাণী বহমান পবনে ;
না জানি কি শক্তি-বলে
সতীত্ব-তপের ফলে
আকাশে প্রকাশে আসি স্নেহ-মাখা আননে !

৩

কিবে শান্তিময় মুখ—
হেরে দূরে যায় দুখ,
প্রফুল্ল কপোল বহি গড়ায় নয়ন-জল !
যত সাধ ছিল মনে,
পূর্ণ সেই শুভক্ষণে ;
বিয়োগ-কাতর-প্রাণ করুণায় সুশীতল ।

৪

সে অবধি স্বপ্ন-প্রায়
সদাই দেখিতে পায়
পত্নীর করুণাছায়া বেড়াইছে কাছে কাছে,
চারিদিকে মৃদুমন্দ
অপূর্ব্ব ফুলের গন্ধ,
করুণ নয়ন দুটি মুখ-পানে চেয়ে আছে ।

৫

স্বর্গ সর্ব্বসুখময়
সতীদের পিত্রালয়,
সে আদরে তত স্নেহে তবুও টেঁকে না মন,

থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে
কার মুখ পড়ে মনে,
কার তরে পাগলিনী! ধরাতলে বিচরণ?

৬

"মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ?"

অহহ পবিত্র ভাষা!
কি উদাত্ত ভালবাসা!
কে দিল উত্তর? আহা, কোন্ দেবী নাহি জানি!
এ যে রামায়ণ-কথা
সে যে সীতা স্বর্ণলতা,
কন্যা কবি বাল্মীকির,
পতি তাঁর রঘুবীর,
এ শ্লোক সীতার মুখে
শুনেছি মনের সুখে।
আজি সেই শ্লোকগান
কেন চমকায় প্রাণ?
কথা কয় বাতাসে কি?
এ কি, এ কি, এ কি দেখি!
আধ আধ বিভাসিত কার্ এ প্রতিমাখানি—
আকাশে সুন্দরী শ্যামা কার্ এ প্রতিমাখানি?

৭

তুমি প্রভাতের উষা,
স্বর্গের ললাট-ভূষা,
ব্রহ্মার মানস-সরে প্রফুল্ল নলিনী গো!
কেন মা পৃথিবী আসি
শুকায় সুখের হাসি।

সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা,
কই তোর প্রফুল্লতা ?
কে ছিঁড়েছে আশালতা ? কি মানে মানিনী গো ?

৮

আজি মা কিসের তরে
হাসি নাই বিম্বাধরে,
মলিন বিষণ্ণ-মুখী, নেত্রে কেন অশ্রুজল ?
ভাল মানুষের ভালে
সুখ নাই কোন কালে ;
কঠোর নিয়তি, আরো কতই কাঁদাবি বল ?

৯

এস না ধরায়—আর, এস না ধরায়।
পুরুষ কিম্ভূতমতি চেনে না তোমায়।
মনঃ প্রাণ যৌবন—
কি দিয়া পাইবে মন।
পশুর মতন এরা নিতুই নূতন চায়।
এস না ধরায়।

১০

গোলাপ ফুলের চেয়ে
সুন্দর, যুবতী মেয়ে,
মনের উল্লাসে হাসে প্রফুল্ল-নলিনী ;
সেই পুণ্য-প্রতিমায়
আহা কি সৌন্দর্য্য ভায়!
জুড়াতে মানব-হৃদি
কি নিধি দিয়েছে বিধি!

পরম আনন্দভরে
পুণ্যাত্মা দর্শন করে ;
কুরসিক পুরুষের কি ঘোর চাহনি !

১১

সরল হৃদয় লুটি
এ ফুলে ও ফুলে ছুটি
ভ্রমর কলঙ্ক-কালো উড়িয়া বেড়ায়,
গুন্ গুন্ রবে ওর
বিষাক্ত মদের ঘোর,
ও নহে কাহারো পতি ;
কেন গো দাঁড়ায়ে সতি !
যাও মা অমরাবতী, এস না ধরায় !—
আর এস না ধরায় !

১২

দুর্ব্বহ প্রেমের ভার,
যদি না বহিতে পার,
ঢেলে দাও আকাশে, বাতাসে, ধরাতলে !
মিটায়ে মনের সাধ
ঢালিয়া দিয়াছে চাঁদ
জগত-জুড়ানো হাসি ;
প্রাণের অমৃতরাশি
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে !

———

উপসংহার

——:০:——

১

ব'লে নাহি গেলে মা! আমায়,
কেন দেখা দিলে গো ধরায়!
শুকতারা চ'লে গেল,
আলোকের রাজ্য এল,
তারাগণ গেল কে কোথায়!

২

যেই দেশে তোমাদের বাস,
সূর্য্য সেথা যেতে পায় ত্রাস।
বিচিত্র সে সৃষ্টি-কার্য্য,
উদার স্বপন-রাজ্য;
সর্ব্বদা পূর্ণিমা-রাতি,
চিরপূর্ণ চন্দ্রভাতি;
দূরে দূরে, স্থলে স্থলে
উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্বলে,
ঝুরু ঝুরু মধুর বাতাস।

৩

স্নিগ্ধপ্রাণ সে দেশের লোকে
ভাল নাহি বাসে সূর্য্যালোকে।
যখনি আলোক ভায়,
অমনি মিলায়ে যায়;
রাত্রে আসে বেড়াতে ভূলোকে।

৪

আহা সেই দেবী সুলোচনা,
'সারদামঙ্গল'-গানে প্রসন্ন-আননা,
বাড়ায়ে কোমল পাণি,
সাধের আসনখানি
পাতিলেন, সুধালেন বসায়ে আমায়,
নিমগন মনে আমি ধেয়াই কাহায়?

৫

হায়, তিনি কোথায় এখন,
অস্তগত তারার মতন!
(এতক্ষণ বরাবর
করিলাম প্রশ্নোত্তর।
দেখাতে ধ্যানের রূপ
রচিলাম প্রতিরূপ,
শূন্যে যেন ইন্দ্রধনু
কান্ত, সুজীবন্ত তনু;
পরালেম আবরি আনন
কল্পনার বিশদ বসন।
এ অবগুণ্ঠন-মাঝে
না জানি কেমন রাজে—
কেমন সুন্দর সাজে, ✓
কার মুখে করিব শ্রবণ!
হায়, তিনি কোথায় এখন!

৬

আবৃত আকৃতিখানি—
জীবন্ত মাধুরীখানি—
প্রাণের প্রতিমাখানি
কার করে সমর্পণ করি!
কোথা সেই শ্যামাঙ্গী সুন্দরী!

৭

সরল সরস মন,
ভাবে ভোর বিলোচন—
কার আছে তাঁহার মতন?
মনের ঘুমের ঘোরে
কে দেখেছে প্রাণ-ভোরে
আধ আধ মেঘে ঢাকা চাঁদের কিরণ?
কোথা তুমি,—কোথায় এখন!

৮

প্রাণ খুলে ধরিয়াছি গান,
আপনার জুড়াইতে প্রাণ,
গাহিতে তোমার গুণ-গান,
করিতে তাঁহার স্তুতি, যাঁরে করি ধ্যান।
করি অনুরাগ স্নেহ—
শুনে, বা, না শুনে কেহ।
শূন্য করি বঙ্গভূমি
কোথায় রয়েছ তুমি?
বসি কোন্ দিব্যলোকে
চিরপূর্ণ চন্দ্রালোকে
শ্রোত্রপুটে করিতেছ পান?—
আমার এ হৃদয়ের গান।

৯

আহা সেই মুখখানি—
স্নেহমাখা মুখখানি
কেহই দিবে না আনি আর এ ধরায়!
কোথা—সহৃদয়া দেবি! গিয়েছ কোথায়?

১০

শুভ স্মৃতিখানি তব
জাগিতেছে অভিনব,
কুসুমের, আতরের সৌরভের প্রায়
তুমি চ'লে গিয়েছ কোথায়!
সে সব প্রফুল্ল ফুল গিয়েছে কোথায়!

শোক-সংগীত

ফুল ফোটে না আর সাধের বাগানে,
মুকুলে মরিয়া যায় ব্যথা দিয়ে প্রাণে!
তবু যেন চারিপাশে
সদাই সৌরভ ভাসে,
সুদূরে সংগীত-ধ্বনি; কেন গো কে জানে।
ঘুমঘোরে ভুলি ভুলি
স্বপনে এনেছি তুলি
এ মায়া-কুসুমদাম; করুণ নয়ানে—
হের দেবী, করুণ নয়ানে!

আজি তবে আসি ভাই!
কল্পনা-কমল-বনে
গাও মধুকরগণে!
যাই, নিজ গৃহে যাই!
প্রেয়সীর ঢল ঢল বিকশিত আননে,
দেখি গে যোগেন্দ্রবালা যোগভোলা নয়নে!
প্রেমের প্রসন্ন মুখ, সারদার স্তোত্র গান,
এ জগতে এই দুই আছে জুড়াবার স্থান!

ইতি।

শান্তি-গীতি

রাগিণী ললিত ভৈরবী,—তাল তেতালা

প্রেমের সাগরে ফুলতরণী,
চির-বিকশিত নলিনী!
সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়—
দেখ্‌তে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় দামিনী!

আননে চাঁদের আল,
চাঁচর কুন্তল-জাল,
অধরে আনন্দ-জ্যোতি, নয়নে মন্দাকিনী!—
হাসে, নয়নে মন্দাকিনী!

কে তুমি সুষমা মেয়ে,
আছ মুখ-পানে চেয়ে,
আলো কোরে অন্তরাত্মা, আলো কোরে ধরণী?

সমীর আমোদে ভোর,
ডেকে আনে ঘুম-ঘোর,
মধুর—মধুর গান
আলসে অবশ প্রাণ,
কে গো, বাজায় বীণা,
ঘুমায় প্রাণে,
প্রাণ যে আমার, কি হ'য়ে যায় জানি নি!

জাগিয়া অচেতন,
ঘুমালে জাগে মন,
তুমি, সাধের স্বপনবালা, করুণা-কমলিনী।

ও রাঙা চরণ-তলে,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ফলে,
তুমি, মৃত্যুর অমৃত-লতা পাপ-তাপ-হারিণী।

তোমারে হৃদয়ে রাখি,
সদাই আনন্দে থাকি,
আমার, প্রাণে পূর্ণ চন্দ্রোদয় সারা দিবা-রজনী।* ✓

সম্পূর্ণ

---

*এই গীতটি কবির "বাউল-বিংশতি"র মধ্যেও আছে।

কবিতা ও সঙ্গীত

কবিতা ও সঙ্গীত

——:•:——

নিসর্গ-সঙ্গীত

———

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি,—ভজনের সুর

কি মহান্ অরুণ উদয়। (আজি রে)
(আহা) উদার—উদার এ প্রলয়।
প্রগাঢ় মেঘেতে ঢাকা,
ভানু নাহি যায় দেখা,
(কেবল) কিরণে কিরণে কিরণময়।
(মেঘরাশি) কিরণে কিরণে কিরণময়।
পলায়েছে সব তারা,
চাঁদ যেন দিশে-হারা—
(যেন) মায়ায় মোহিত সমুদয়।

———

গোধূলি

নীল আকাশ-মাঝে আধ-শশী শোভা পায়,
ঈষৎ গোলাপী মেঘ ঘেরিয়ে রয়েছে তায়।
উচে নীচে তরঙ্গিয়া ভাসিছে শকুন সব,
চাতকেরা উড়ে উড়ে করে কিবে কলরব!
কাল মেঘে ঢাকা আছে আরক্ত রবির কায়া,
আধই সোণার আলো আধ আধ কাল ছায়া।
দিগন্তে রয়েছে ঘিরে মেঘের ধবলা-গিরি,
সোণার শিখর তার দেখি আমি ফিরি ফিরি।

হেথায় বেগুনি মেঘ পরী যেন উড়ে যায়,
ছড়ায়ে দিয়েছে কিবে জরদ ওড়না গায়।
মগন তপন কাছে ধূমল আবরি ওঠে,
কিবে তার বুক ব'য়ে লাল লাল নদী ছোটে।
অতি স্নিগ্ধ রূপবতী প্রাচী দিগঙ্গনা-রাণী
নীল বসনে কিবে ঢেকেছে আননখানি!
বায়স বাসার দিকে ঝট্‌পট্‌ ছুটে যায়,
পেচক কোটর থেকে এদিক্ ওদিক্ চায়।

নিশীথ-গগন

উদার অসংখ্য তারা ফুটিয়াছে গগনে,
বচনে বলিতে নারি, শুধু দেখি নয়নে।
মন যে কেমন করে, প্রাণ ধায় শূন্য'পরে,
তোদের তারকা আমি কেন ভালবাসি রে,
একেলা দুপুর রেতে ছাদে ব'সে হাসি রে।
চারিদিক্ কি গভীর, কারো সাড়া নাহি পাই,
তবে কি জগতে আর জনপ্রাণী কেহ নাই।
চাঁদের ছেলের মত ফের্ আলো করে কে রে!
জুড়াতে জীবন বুঝি শশী রেখে গেছে এরে।
চাঁদের সাধের বাছা, আয় তুই নেমে আয়,
কি নাম নক্ষত্র তোর জানিতে হৃদয় চায়।
শতবর্ষ আজি যদি না জন্মিত মানবেরা,
হইত শ্মশান-সম পৃথিবীর কি চেহারা!
কেমন জীবন্ত আহা ঘুমঘোরে অচেতন,
ক্ষীরোদ-সাগরে যেন ঘুমাইয়া নারায়ণ।
কতই প্রতিমা দেখে নিমীলিত নয়নে,
নবীন প্রেমিক সব নব নব স্বপনে।

সরল সরলা আহা থাক থাক সুখে থাক,
সাধের ঘুমের ঘোরে পথ ভুলে যেওনাক!
বড় ভালবাসি আমি তারকার মাধুরী,
মধুর-মুরতি এরা জানেনাক চাতুরী।

শ্মশান-ভূমি

১

শূন্যময় নিস্তব্ধ প্রান্তরে,
তটিনীর তটের উপরে,
বিষণ্ণ শ্মশান-ভূমি,
পড়িয়ে রয়েছ তুমি,
অভাগার নয়ন-গোচরে।

২

যেন পোড়ে কোন অচেতনা
জননী, শোকেতে নিমগনা,
নাহি সুখ-দুখ-জ্ঞান,
দেহ ছেড়ে গেছে প্রাণ,
ফুরায়েছে সকল যাতনা।

৩

পাগলিনী যোগিনীর বেশ;
ছেঁড়া বাস, ছেঁড়াখোঁড়া কেশ;
বিষম কালিমা ঢাকা
কলেবর ভস্মমাখা,
হাড়মালে ঢাকা গলদেশ।

বসন্ত-পূর্ণিমা

মধুর মধুর তোর রূপ, যামিনী।
হরষে হরষময়ী শশি-সোহাগিনী!
তারকা-কুসুম-বনে
খেলিছ আপন মনে,
কি যেন দেখি স্বপনে মায়ার মোহিনী।
(দূরে প্রিয়জনের স্বর শ্রবণান্তে)
মধুর মধুর রে বাজিল বাঁশী।
চমকি অন্তর পরাণ উদাসী।
কি জানি কেমন
করে আকর্ষণ,
অধীর চরণ, নয়ন পিয়াসী।

শারদ-পূর্ণিমা

আধ আধ চাঁদের কিরণ।
শারদ পূর্ণিমা আজি সেজেছে কেমন!
লইয়ে নীরদমালা,
কতই করিছ খেলা,
ক্ষণে আধ-দরশন, ক্ষণে অদর্শন!

গীত নং ১

প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই!
আর, প্রেমের বিরাগ রাগ নাহি চাই।
হইব না পথ-হারা,
ওই জলে শুকতারা!
দূর—অতি দূর বাঁশরী শুনিতে পাই।
কল্পনা-ললনা-বুকে
ঘুমায়ে ছিলেম সুখে,
দিনমণি দরশনে লাজে মনে মরে যাই!

আসি হে জগতবাসী,
ভালবাস, ভালবাসি!
চারিদিকে হাসিরাশি, এমন সুদিন নাই!

গীত নং-২

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্ত

প্রাণে, সহে না—সহে না—সহে নাক আর!
জীবন-কুসুম-লতা কোথা রে আমার!
কোথা সে ত্রিদিব-জ্যোতি,
কোথা সে অমরাবতী,
ফুরাল স্বপন-খেলা সকলি আঁধার।
এই যে হইল আলো,
কই, কই কোথা গেল;
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার!
আপনি আকাশ-মাঝে
কেন সেই বীণা বাজে,
সুধাংশু-মণ্ডলে রাজে প্রতিমা তাহার—
ওই দেখ প্রতিমা তাহার।

মৃদু মৃদু হাসি হাসি
বিলায় অমৃতরাশি,
করুণা-কটাক্ষ-দানে জুড়ায় সংসার।
ফুটে ফুটে চারি পাশে
পদ্ম পারিজাত হাসে,
সমীর, সুরভিময় আসে অনিবার—
ধীরে ধীরে আসে অনিবার।

এ নীল মানস-সর,
আহা কি উদারতর,
উদার রূপসী শশী, সকলি উদার!

এখনো হৃদয় কেন
সদাই উদাস যেন,
কি যেন অমূল্য নিধি হারায়েছে তার।

গীত নং ৩

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া

কোথা লুকালে,
ত্যেজিয়ে আমারে?
ত্রিভুবন আলো করি এই যে জ্বলিতেছিলে!
লুক'ল তপন শশী,
ফুরাল প্রাণের হাসি,
চিরদিন এ জীবন তিমিরে ডুবালে!

গীত নং ৪

রাগিণা বিভাস—তাল ঠুংরি

কি হ'ল, কি হ'ল হ'ল রে, কি হ'ল আমায়!
কেন কেন ত্রিভুবন তিমিরে মগনপ্রায়!
এলোকেশী কে রূপসী
বলেতে হৃদয়ে পশি,
দামিনী বজ্রাগ্নি যেন মাতিয়ে বেড়ায়।
উহু, প্রাণের ভিতরে
কেন গো এমন করে
ধর ধর, ধর ধর, জীবন ফুরায়!

গীত নং ৫

রাগিণী কালাংড়া—তাল খেম্‌টা

বালা, খেলা করে চাঁদের কিরণে;
ধরে না হাসিরাশি আননে।

ঝুরু ঝুরু মৃদু বায়
কুন্তল উড়িয়ে যায়,
"চাঁদা আয় আয় আয়" চায় গগনে।

ধরিয়ে মায়ের গলে,
দেখায়ে চাঁদ, দে মা বলে,
কাঁদো কাঁদো আধ আধ বচনে।

কাছে কাছে গাছে গাছে
ফুল সব ফুটে আছে,
করতালি দিয়ে নাচে সঘনে।

হেসে হেসে দুলে দুলে,
চুমো খায় ফুলে ফুলে,
চুমো খায় ধেয়ে মায়ের বদনে।

গীত নং ৬

রাগিণী কানাংড়া—তাল খেম্‌টা

পাগল করিল রে, তার আঁখি দুটি
তরঙ্গে টলমল নীল নলিন ফুটি!

অধর থর থর,
ফেটে পড়ে পয়োধর,
নিতম্বে চিকুর খেলিছে লুটি লুটি।

লুটিছে অঞ্চল,
অনিলে চঞ্চল
মকর-কেতন চরণে লুটোপুটি।

দামিনী চমকিয়ে
পালিয়ে পালিয়ে
বেড়ায় ফাঁকি দিয়ে মেঘেতে ছুটি ছুটি।
শয়নে স্বপনে
নয়নে নয়নে,
ধেয়ে ধরিতে গেলে হাসিয়ে কুটি কুটি।

গীত নং ৭

রাগিণী কালাংড়া—তাল খং

প্রাণে বড় বাজিয়াছে ভাই।
কেন তোর মুখে কথা নাই?
শুনিলে তোমার কথা,
জুড়ায় হৃদয়-ব্যথা,
তাই কথা কহিতে কি নাই;
প্রাণে বড় বাজিয়াছে ভাই।

প্রাণ তোরে ভালবাসি,
সদাই দেখিতে আসি,
কেন তোর দেখা নাহি পাই—
প্রাণে বড় বাজিয়াছে ভাই।
বেশ জানি মনে জ্ঞানে
কোন ব্যথা দি'নে প্রাণে;

হায়! কেন ব্যথা আমি পাই—
প্রাণে বড় বাজিয়াছে ভাই।
মনে রাখ নাহি রাখ—
থাক থাক সুখে থাক,
ছেড়ে দাও, কেঁদে চোলে যাই।
কেন তোর মুখে কথা নাই?

গীত নং ৮

সুর—"প্রাণ থাকতে ছেড়ে দিব না"

ধর, ধর, ধর জননী।
ধর ক্ষীর সর নবনী।
বসন ভূষণ ধর,
ম্লান বেশ পরিহর,
দাও গো মা কেশজটে কাঁকনী।

মা, তোমায় দেখাবে ভাল,
বাড়ী ঘর হবে আলো ;
হিমালয়ে উমা চন্দ্র-বদনী।
মা, তোমার রাঙা পদ,
বিকশিত কোকনদ,
ধেয়াইব সারা দিবা-রজনী।

করে ধোরে মা আমারে
ফিরেছ গো দ্বারে দ্বারে,
অশ্রুজলে তিতিয়াছে অবনী।
পথের সে ধূলিরাশি
আবরে না আসি আসি,
আজি কিবা হাসিতেছে ধরণী।

গীত নং ৯

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

সারদা—সারদা—সারদা কোথা রে আমার।
এ জন্মে তোমারে আমি দেখিতে পাব না আর।
ত্যেজে এ মরত-ভূমি,
কোথা চ'লে গেলে তুমি ?
এস দেবী, এস, এস, দেখি একবার।

সয়েছি বিরহ-ব্যথা
ধরি ধরি আশালতা,
কি ঘোর এ শূন্যময়, কেবল আঁধার।
তুমিও গিয়েছ চ'লে,
ধরা গেছে রসাতলে ;
বাতাস আকাশ ভোরে করে হাহাকার

নিয়তি-সংগীত

শ্রীরাম-গেহিনী,
জনক-নন্দিনী,
সীতা সীমন্তিনী জনম-দুঃখিনী।
ছাড়ি সিংহাসনে
কেন তপোবনে
মলিন বদনে ভ্রমে একাকিনী।
কি বেজেছে বুকে,
কথা নাই মুখে,
চায় চারিদিকে কেন পাগলিনী।
যান্ যথা যথা,
কাঁদে তরু-লতা,
কাঁদে রে নীরবে বনের হরিণী।
যে রূপ-মাধুরী
দহে লঙ্কাপুরী,
এ মুনি-কুটীরে সেজেও সাজেনি।

সমাপ্ত

নিসর্গ-সন্দর্শন

পরমাত্মীয় হিতৈষী মিত্র

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার সেন কবিরাজ

করকমলে

উপহার-স্বরূপ

এই কাব্য

প্রীতিপূর্ব্বক সমর্পণ করিলাম।

নিসর্গ-সন্দর্শন

——:०:——

প্রথম সর্গ

চিন্তা

" Nor hope * * * * * *
Nor peace nor calm around."

—শেলি

" मातर्मेदिनि तात मारुत सखे ज्योतिः सुबन्धो जल
भ्रातर्व्योम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाञ्जलिः ।"

—ভর্ত্তৃহরি

১

হায় আমি এ কোথায় এলেম এখন!
ছিলেম কি এত দিন ঘুমের ঘোরেতে?
হেরিনু কি সে সকল কেবল স্বপন?
নেই কি রে আর সেই সুখের লোকেতে?

২

সেই সূর্য্য আলো কোরে রয়েছে ধরণী
সেই সৌদামিনী খেলে নীরদমালায়,
কল কল কোরে বহে সেই সুরধুনী,
কিন্তু সেই সুখ এরা দেয় না আমায়।

৩

সেই তো মানুষ সব কাতারে কাতার
চলেছে স্রোতের মত মোর চারি ভিতে,
কিন্তু সে সরল ভাব নাহি দেখি আর,
গরল গরজে যেন ইহাদের চিতে।

৪

প্রথম যৌবন কাল বসন্ত উদয়,
কেমন প্রফুল্ল রয় হৃদয় তখন!
বোধ হয় মধুর সরল সমুদয়,
হায়, সে সুখের কাল রহে অল্প ক্ষণ!

৫

ক্রমেই যাইছে বেড়ে নিদাঘের জ্বালা,
যে দিকে ফিরিয়ে চাই সব ছার্‌খার,
সংসার ফাঁপরে প'ড়ে সদা ঝালাপালা,
কি করি কোথায় যাই ঠিক নাই তার!

৬

দুই গতি আছে এই কুটিল সংসারে;
হয় তুমি তেজোমান দিয়ে বলিদান,
পড় গে কোমর বেঁধে টাকার বাজারে;
নয় ব'সে ঘরে পরে হও অপমান।

৭

হা ধিক্! হা ধিক্! আমি সব না কখন
অপদার্থ অসারের মুখ-বেঁকা লাথি,
করে প্রিয় পরিবার করুক্ ক্রন্দন,
শুনে যদি ফেটে যায় ফেটে যাক্ ছাতি!

৮

আশে-পাশে উপহাসে কিবা আসে যায়,
ছিদ্রেষু ছিদ্রেম্বো করে স্বভাব তাহার ;
সফরী গণ্ডুষ জলে ফর্ফরি বেড়ায়,
তা হেরে কেবল হয় করুণা-সঞ্চার।

৯

বাস্তবিক যে সময় প্রিয় পরিজনে,
উদর-অন্নের তরে হবে লালায়িত,
মুখ-পানে চেয়ে রবে সজল নয়নে ;
সে সময়ে ধৈর্য্য কি হবে না বিচলিত ?

১০

তবে কি তাদের তরে আমি এই বেলা—
ধর্ম্ম কর্ম্ম রেখে দিয়ে তুলিয়ে শিকায়,
সুখের সর্ব্বস্ব ধন তেজে ক'রে হেলা,
গোলে হরিবোল দিব মিশিয়া মেলায় ?

১১

সেই উপাদানে কি গো আমার নির্ম্মাণ!
তবে কেন তা করিতে মন নাহি সরে ?
আপনা আপনি কেন কেঁদে ওঠে প্রাণ ?
কে যেন বারণ করে মনের ভিতরে।

১২

অয়ি সরস্বতী দেবী! ছেলেবেলা থেকে
তব অনুরক্ত ভক্ত আমি চিরকাল ;
ভুলিব না কমলার কাম-রূপ দেখে ;
ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপাল।

১৩

বাজাও তোমার সেই বিমোহিনী বীণা!
শুনিয়ে জুড়াক্ মোর তাপিত হৃদয়,
জুড়াবার কে আমার আছে তোমা বিনা?
তোমা বিনা ত্রিভুবন মরু বোধ হয়!

১৪

তব বীণা-বিগলিত অমৃত-লহরী,
আর কি খেলিবে এই পরাধীন দেশে?
আর কি পোহাবে এই ঘোরা বিভাবরী?
আর কি সে শুভদিন দেখা দিবে এসে?

১৫

যখন জনমভূমি ছিলেন স্বাধীন,
কেমন উজ্জ্বল ছিল তাঁহার বদন!
এখন হয়েছে মা'র সে মুখ মলিন!
মন-দুখে পরেছেন তিমির বসন!

১৬

হায়, জননীর হেন বিষণ্ন দশায়,
কভু কি প্রফুল্ল রয় সন্তানের মন?
যেমন বিদ্যুৎ খেলে মেঘের মালায়,
বিমর্ষ মেজাজে বুদ্ধি খেলে কি তেমন?

১৭

অধীনতা-পিঞ্জরেতে পোরা যেই লোক,
এক রত্তি জায়গায় সদা বাঁধা থাকে,
প্রতিভা কি তার মনে প্রকাশে আলোক?
পাশ না ফিরিতে চারিদিকে খোঁচা ঠ্যাকে।

১৮

স্বাধীন দেশের লোক, স্বাধীন অন্তর,
অবাধে ছুটায়ে দেয় বুদ্ধি আপনার,
ঘরে বোসে তোল্‌পাড় করে চরাচর,
যে বাধা বিষম বাধা, তা নাই তাহার।

১৯

এ দেশেতে বুদ্ধিমান্ যাঁহারা জন্মান্,
তাঁরাই পড়েন এসে বিষম বিপদে;
নাই হেথা তেমন ফালাও রঙ্গস্থান,
তিমি কি তিষ্ঠিতে পারে ঘুড়িখাড়ি নদে?

২০

রাজত্বের স্থিরতর শান্তির সময়,
রণপ্রিয় সেনা যদি শুধু বোসে থাকে,
বোসে বোসে মেতে উঠে ঘটায় প্রলয়,
আপনারা খুন্ করে আপন রাজাকে।

২১

তেমনি তেজাল বুদ্ধি না পেলে খোরাক্,
গুমে গুমে জ্বোলে জ্বোলে ঝাঁকে একেবারে—
যাঁর বুদ্ধি তাঁহাকেই ক'রে ফেলে খাক্;
বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই মারে!

২২

অহো সে সময় তাঁর ভাব ভয়ঙ্কর!
বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি, বিভ্রান্ত, উদাস,
কি যেন হইয়া গেছে মনের ভিতর,
বাদলে আবিল যেন উজ্জ্বল আকাশ।

২৩

নয়ন রয়েছে স্থির পৃথিবীর পানে,
তেমনি উদার জ্যোতি আর তার নাই,
চটকা ভেঙে ভেঙে পড়ে এখানে ওখানে,
সদা যেন জাগে মনে পালাই পালাই।

২৪

হা দুর্ভাগা দেশ! তব যে সব সন্তান
উজ্জ্বল করিবে মুখ প্রতিভা-প্রভায়,
বেঘোরে তাঁহারা যদি হারান্ পরাণ,
জানিনে কি হবে তবে তোমার দশায়!

২৫

যে অবধি স্বপনের মায়াময়ী পুরী,
ছেড়ে এসে পড়েছি যথার্থ লোকালয়ে,
সে অবধি আমার সন্তোষ গেছে চুরি,
সদা এক তীক্ষ্ণ জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে!

২৬

উথলিছে ভয়ানক চিন্তা-পারাবার,
তরঙ্গের তোড়ে পোড়ে যত দূর যাই,
আঁধার আঁধার তত কেবল আঁধার,
ধাঁদায় কানার মত কূল হাতড়াই!

ইতি নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যের চিন্তা-নামক
প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

——:০:——

সমুদ্র-দর্শন

———

" বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়-
মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা ।"
—কালিদাস

১

একি এ, প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার !
অসীম আকাশ প্রায় নীল জল-রাশি ;
ভয়ানক তোল্‌পাড়্‌ করে অনিবার,
মুহূর্ত্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি ।

২

আগু পাছু কোটি কোটি কি কল্লোল-মালা ।
প্রকাণ্ড পর্ব্বত সব যেন ছুটে আসে ;
উঃ কি প্রচণ্ড রব ! কাণে লাগে তালা,
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে ।

৩

তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি,
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় ;
রাশি রাশি শাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি,
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায় ।

৪

সমীরণ এমন কোথাও হেরি নাই,
ঝরঝর নিরন্তর লাগে বুকে মুখে ;
ব্রহ্মাণ্ডের বায়ু যেন হয়ে এক ঠাঁই,
ক্রমাগত আসে আজি মম অভিমুখে।

৫

উড়িতেছে ফেনা সব বাতাসের ভরে,
ঝক্‌ঝোকে বড় বড় আয়নার মতন ;
আহা মরি ও সবার ভিতরে ভিতরে,
এক এক ইন্দ্রধনু সেজেছে কেমন !

৬

যেন এরা সসম্ভ্রমে শূন্যে বেড়াইয়া,
দেখিতেছে জলধির তুমুল তাড়ন ;
যেন সব সুরনারী বিমানে চাপিয়া,
ভয়ে ভয়ে হেরিছেন দেবাসুর-রণ।

৭

ফরফর-নিশান চলেছে পোতশ্রেণী,
টলমল চলচল, তরঙ্গ দোলায় ;
হাসিমুখী পরী সব আলুথালু বেণী,
নাচন্ত ঘোড়ায় চ'ড়ে যেন ছুটে যায়

৮

আপনার মনে ওহে উদার সাগর,
গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই ;
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর,
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

৯

আহা সদাশয় সাধু উদার অন্তরে,
থাকেন আপন ভাবে আপনি মগন।
জনতার কলকলে তাঁহার কি করে?
প্রয়োজন জগতের মঙ্গল-সাধন।

১০

কেন তুমি পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকরে,
হেরে যেন হয়ে পড় বিহ্বলের প্রায়?
ফুলে ওঠে কলেবর কোন্ রস-ভরে,
হৃদয় উথুলে কেন চারিদিকে ধায়?

১১

অথবা কেনই আমি সুধাই তোমায়,
কার্ না অমন হয় প্রিয়-দরশনে!
ভালবাসা এ জগতে কারে না মাতায়,
সুখের সামগ্রী হেন কি আছে ভুবনে?

১২

যখন পূর্ণিমা আসি হাসি হাসি মুখে,
উথল হৃদয় পরে দেয় আলিঙ্গন;
তখন তোমার আর সীমা নাই সুখে,
আহ্লাদে নাচিতে থাক খেপার মতন।

১৩

বড়ই মজার মিত্র পবন তোমার,
তরঙ্গের সঙ্গে তার রঙ্গ নানা তর;
গলা ধরাধরি করি ফিরি অনিবার,
ট'লে ট'লে ঢ'লে ঢ'লে খেলে মনোহর।

১৪

বেলার কুসুম বনে পশিয়ে কখন,
সর্ব্বাঙ্গ ভুর্ভুরে করে তার পরিমলে,
ভারে ভারে আনে ফুল চিকণ চিকণ,
আদরে পরায়ে দেয় তরঙ্গের গলে।

১৫

হয়তো হঠাৎ মেতে ওঠে ঘোরতর,
তরঙ্গের প্রতি ধায় অসুরের প্রায় ;
ভয়ানক দাপাদাপি করে পরস্পর ;
পরস্পর ঘোর ঘোষে বিশ্ব ফেটে যায়।

১৬

তব কোলাহলময় কল্লোলের মাঝে,
ছোট ছোট দ্বীপ সব বড় সুশোভন ;
যেন কলরবপূর্ণ মানব-সমাজে,
আপনার ভাবে ভোর এক এক জন।

১৭

কোনটাতে নারিকেল তরু দলে দলে,
হালী-গেঁথে দাঁড়ায়েছে মাথায় মাথায় ;
তাহাদের মনোহর ছায়াময় তলে,
ধবল ছাগল সব চরিয়া বেড়ায়।

১৮

কারো পরে ঘেরে আছে ভয়ঙ্কর বন,
করিছে শ্বাপদ-সংঘ মহা কোলাহল,
নিরন্তর ঝর্ ঝর্ নির্ঝর পতন,
প্রতিশব্দে পরিপূর্ণ গগন-মণ্ডল।

১৯

কোনটির তীরভূমে জল-স্থল জুড়ে,
জাগিছে কঠোর মূর্ত্তি প্রকাণ্ড ভূধর;
খাড়া হয়ে উঠে গেছে মেঘরাশি ফুঁড়ে,
দাঁড়াইয়ে যেন কোন দৈত্য ভয়ঙ্কর!

২০

কেহ যদি উঠি তার সূচ্যগ্র শিখরে,
হেঁট হয়ে দেখে তব তুমুল ব্যাপার,
না জানি কি হয় তার মনের ভিতরে!
কে এমন বীর, বুক নাহি কাঁপে যার?

২১

কোনটি বা ফল-ফুলে অতি সুশোভন,
নন্দনকানন যেন স্বর্গে শোভা পায়;
সম্ভোগ করিতে কিন্তু নাহি লোক-জন,
বিধবা-যৌবন যেন বিফলেতে যায়!

২২

পর্য্যটক অগ্নিবৎ মরুভূমি-মাঝে,
বিষম বিপাকে প'ড়ে চারিদিকে চায়,
দূরে দূরে তরুময় ওয়েসিস্ সাজে,
প্রাণ বাঁচাবার তরে ধেয়ে যায় তায়।

২৩

তেমনি তোমার তোড়ে পড়িয়া যাহারা,
পোতভগ্ন জলমগ্ন ব্যাকুল-পরাণ,
তরঙ্গের ঝাপটেতে ভয়ে জ্ঞানহারা;
তাদের এ সব দ্বীপ আশ্রয়ের স্থান।

২৪

তোমারি হৃদয়ে রাজে ইংলণ্ড দ্বীপ,
হরেছে জগৎ-মন যাহার মাধুরী ;
শোভে যেন রক্ষকুল উজ্জ্বল প্রদীপ
রাবণের মোহিনী কনক লঙ্কাপুরী।

২৫

এ দেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা!
কপটে অনা'সে এসে রাক্ষস দুর্ব্বার,
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা।

২৬

হা হা মাত, আমরা অসার কুসন্তান,
কোন্ প্রাণে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা!
শত্রুগণ ঘেরে সদা করে অপমান,
বিষাদে মলিনমুখী সজল-নয়না!

২৭

যেন তুমি তপোবন-বাসিনী হরিণী,
দৈবাৎ পড়েছ গিয়ে ব্যাঘ্রের চাতরে,
ধুক্ ধুক্ করে বুক্, থরথর প্রাণী,
সতত মনেতে ত্রাস কখন্ কি করে!

২৮

দাঁড়ায়ে তোমার তটে হে মহা জলধি,
গাহিতে তোমার গান, এল এ কি গান!
যে জ্বালা অন্তর-মাঝে জ্বলে নিরবধি,
কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান।

২৯

গড়াও, গড়াও, তুমি আপনার মনে।
কাজ নাই শুনে এই গীত খেদময়,
তোমার উদার রূপ হেরিয়ে নয়নে,
জুড়াক্ এ অভাগার তাপিত হৃদয়!

৩০

ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে,
বিস্ময়-আনন্দ-রসে আলোড়িতে মন;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভাণ্ডারে,
নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ।

৩১

কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ,
কোথাও তিমিরময় দেদার আঁধার,
কোথাও জ্বলন-জ্বালা জ্বলে দপ্ দপ্,
সকল স্থানেই তুমি অনন্ত অপার।

৩২

কলের জাহাজে চোড়ে মানব সকলে,
দম্ভ-ভরে চোকে আর দেখিতে না পায়;
মনে করে তোমারে এনেছে করতলে,
যা খুসি করিতে পারে, কিছু না ডরায়।

৩৩

কিন্তু তব ভ্রূক্ষেপের ভর নাহি সয়;
একমাত্র অবজ্ঞার কটাক্ষ-ইঙ্গিতে,
একেবারে ত্রিভুবন হেরে শূন্যময়,
কাত্ হয়ে শুয়ে পড়ে জাহাজ সহিতে।

৩৪

চতুর্দ্দিকে তরঙ্গের মহা কোলাহলে,
ওঠে মাত্র আর্ত্তনাদ দুই এক বার ;
যেমন ঝড়ের সঙ্গে ওঠে বনস্থলে,
ভয়াকুল কুররীর কাতর চীত্কার।

৩৫

দুই এক বার মাত্র ভুড়্ ভুড়্ করে,
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায় বুদ্বুদের প্রায় ;
মাটির পুতুল চোড়ে ভেলার উপরে,
জনমের মত হায় রসাতলে যায়।

৩৬

পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ,
ঐশ্বর্য্য-কিরণে বিশ্ব কোরেছিল আলো !
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ,
কত দেশ বেলাভূমে সেজে আছে ভাল।

৩৭

দেবের দুর্লভ লঙ্কা, ভূস্বর্গ দ্বারকা,
কালের দুর্জয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন।
আলো কোরে ছিল রাত্রে যে সব তারকা,
ক্রমে ক্রমে নিবে তারা গিয়েছে এখন।

৩৮

কিন্তু সেই সর্ব্বজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরহরি।
আপনার জয়-চিহ্ন, যুঝে চিরকাল
দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি।

৩৯

সত্যযুগে আদি মনু যেমন তোমায়
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমন;
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়,
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন।

৪০

না জানি ঝড়ের কালে হে মহাসাগর,
কর যে কি ভয়ানক আকার ধারণ।
প্রলয়-প্রকুপ্ত সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
ভেবে বিচলিত প্রায় হইতেছে মন!

৪১

যতই তোমার ভাব ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময়-রসে হই নিমগন;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি কি কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন!

৪২

আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল
সহসা সকল জল শোষেন চুম্বুকে;
কি এক অসীমতর গভীর অতল,
আচম্বিতে দেখা দেয় আমার সম্মুখে!

৪৩

কি ঘোর গর্জিয়া ওঠে প্রাণী লাখে লাখ!
কি বিষম ছট্‌ফট্‌ ধড়্‌ফড়্‌ করে!
হঠাৎ পৃথিবী যেন ফাটিয়া দো-ফাঁক,
সমুদায় জীব-জন্তু পড়েছে ভিতরে!

৪৪

কোলাহলে পূরে গেছে অখিল সংসার ;
জীবলোক দেবলোক চকিত স্থগিত ;
আর্ত্তনাদে হাহাকারে আকাশ বিদার,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন বেগে বিলোড়িত।

৪৫

আমি যেন কোন এক অপূর্ব্ব পর্ব্বতে,
উঠিয়া দাঁড়ায়ে আছি সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ;
বালুময় ঢালুভাগ পদমূল হ'তে
ক্রমাগত নেমে গিয়ে মিশেছে তলায়।

৪৬

ধুধু করে উপত্যকা অতল অপার,
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে
করিতেছে হুড়াহুড়ি ঘোর ধুন্ধমার ;
মরীয়া হইয়া যেন মেতেছে সমরে !

৪৭

ফেরো গো ও পথ থেকে কল্পনাসুন্দরী,
ওই দেখ যাদকুল নিতান্ত আকুল,
ঠায় মারা যায় ওরা মরুর উপরি,
হেরে কি অন্তর তব হয়নি ব্যাকুল ?

৪৮

সেই মহা জলরাশি আন ত্বরা ক'রে,
ঢেকে দাও এই মহা মরুর আকার !
অমৃত বর্ষিয়া যাক্ ওদের উপরে ;
শান্তিতে শীতল হোক্ সকল সংসার।

৪৯

এই যে দাঁড়ায়ে পুন সেই কিনারায় !
বহিছে তরঙ্গ রঙ্গে সেই জলরাশি !
উদার সাগর, দাও বিদায় আমায় !
আজিকার মত আমি আসি তবে আসি !

ইতি নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যে সমুদ্র-দর্শন-
নামক দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয় সর্গ

বীরাঙ্গনা

"কে ও রণমাঝে কার কুলকামিনী,
করে অসি, মুক্তকেশী, দৈত্যকুলনাশিনী!
শুম্ভ বলে নিশুম্ভ ভাই, আর রণে কাজ নাই,
যে দিকে ফিরিয়া চাই হেরি ঘোররূপিণী!"

—উদ্ভট গীত

১

অযোধ্যা-নিবাসী এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ
কাশীতে ছিলেন এসে জীবিকার তরে,
সঙ্গে ছিল বাড়ীর নফর এক জন,
বড়ই মমত্ব তার তাঁহার উপরে।

২

একদা সায়াহ্নে মণিকর্ণিকার ঘাটে,
করিতেছিলেন সুখে সু-বায়ু সেবন;
দিনমণি ঝুলে ঝুলে বসিছেন পাটে;
সন্ধ্যার লোহিত রাগ রঞ্জিছে গগন।

৩

হঠাৎ জাগিল মনে স্বদেশ, স্বঘর,
বন্ধুজন, মিত্রগণ, প্রিয় পরিবার;
প্রিয়া সনে দেখা নাই পঞ্চ সম্বৎসর,
না জানি কি দশা এবে হয়েছে তাহার।

৪

হায় রে কঠিন বড় পুরুষের প্রাণ।
অনায়াসে ফেলে আমি সাধ্বী রমণীরে,
বিদেশে পড়িয়ে করি অর্থের ধেয়ান,
সুখে খাই পরি, ভ্রমি সুরনদী-তীরে।

৫

বড়ই কাতর হ'ল অন্তর তাঁহার,
বিশ্বের কিছুই আর ভাল নাহি লাগে,
আপনারে ধিক্কার দেন বার বার,
প্রিয়ার পবিত্র মুখ মনে শুধু জাগে।

৬

নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত প্রায় এলেন বাসায়,
সারা রাত হোলোনাক নিদ্রা আকর্ষণ,
শ্বশুর-আলয় হতে আনিতে জায়ায়,
করিলেন প্রাতঃকালে ভৃত্যেরে প্রেরণ।

৭

কাশী থেকে সেই স্থান সপ্তাহের পথ,
অবিশ্রামে চলে ভৃত্য গদগদ চিতে,
উত্তরিল সাত দিন না হইতে গত,
বধূ ঠাকুরাণীদের বাপের বাড়ীতে।

৮

তারে দেখে বাড়ীসুদ্ধ আনন্দে মগন,
পরাণ পেলেন ফিরে বিয়োগিনী সতী,
বহিল শীতল অশ্রু, জুড়াল নয়ন,
দুখিনীরে স্মরেছেন প্রিয় প্রাণপতি।

৯

জনক জননী তাঁর, যতনে, আদরে,
করিলেন পথ-শ্রান্ত দাসের সৎকার ;
বসিলে সে সুস্থ হয়ে পানাহার পরে,
সুধালেন জামাতার শুভ সমাচার।

১০

কহিল সে "প্রভু মম আছেন কুশলে,"
আর তার সেখানেতে আসা যে কারণে ;
শুনিয়ে হলেন তাঁরা সন্তুষ্ট সকলে ;
পাঠালেন পর দিনে কন্যে তার সনে।

১১

কর্ত্রীকে লইয়ে সাথে কৃতজ্ঞ নফর,
পথে করি যথাযোগ্য শুশ্রূষা তাঁহায়,
পদব্রজে চলি চলি অষ্টাহের পর,
দিনান্তে পৌঁছিল আসি কাশীর সীমায়।

১২

কতই আনন্দ হ'ল দু-জনের মনে!
এত যে পথের ক্লেশে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষীণ,
তবু যেন বাড়ে বল প্রতি পদার্পণে,
হদ্দ আর মধ্যে আছে ক্রোশ দুই তিন।

১৩

হঠাৎ পশ্চিমে হ'ল মেঘের উদয়,
একেবারে হুহু কোরে জুড়িল গগন ;
উঠিল ঝটিকা ঘোর প্রচণ্ড প্রলয়,
কল কল করিয়ে উড়িল পক্ষিগণ।

১৪

ধক্ ধক্ দশ দিকে বিদ্যুতের ঝলা,
কক্কড়্ অশনির ভীষণ গর্জন,
মম্মড়্ ভেঙ্গে পড়ে লক্ষ বৃক্ষ-রলা,
ছটাচ্ছট্ বৃষ্টি শিলা বাঁটুল বর্ষণ!

১৫

দেখে সে প্রলয় কাণ্ড ভৃত্য হতজ্ঞান,
কিরূপে কর্ত্রীকে লয়ে উত্তরিবে বাসে,
ভেবে আর কিছু তার না পায় সন্ধান,
মাথা ধোরে বসিল সে প্রান্তরের ঘাসে।

১৬

ব্যাকুল হেরিয়ে তারে ধীরা ধৈর্য্যবতী
কহিলেন—"কেন তুমি হইলে এমন,
উঠ বেটা, ভয় নেই, চল করি গতি!
এ বিপদে তারিবেন বিপদতারণ!"

১৭

হয়েছিল নফর চিন্তিত যাঁর তরে,
তাঁহারি মুখেতে শুনি প্রবোধ-বচন,
দ্বিগুণ বাড়িল বল হৃদয় ভিতরে,
দাঁড়ায়ে করিল কোশে কোমর বন্ধন।

১৮

"চল মাঁয়ি ঠাকুরাণী! চল যাব আমি,
ঝঞ্ঝা-ঝটিকারে করি অতি তুচ্ছ-জ্ঞান;
চাহিয়ে আছেন পথ আপনার স্বামী;
তাঁর তরে দিতে হ'লে দিই আমি প্রাণ!"

১৯

পরস্পর উৎসাহে উৎসাহি পরস্পরে,
ঝড়ের সঙ্গেতে বেগে করিল পয়াণ,
দৃক্‌পাত নাই সেই দুর্যোগ উপরে,
অটল মনের বলে মহা বলবান্।

২০

যেরূপ বীরের ন্যায় করিছে গমন,
পথ হারাইয়ে যদি নাহি পড়ে ফাঁদে,
অবশ্য এ রাত্রে পাবে প্রভু-দরশন;
বোধ করি বিধি বুঝি সাধে বাদ সাধে।

২১

যে প্রকার মরুভূমে মায়া মরীচিকা
ভুলায়ে পথিকে ফেলে বিষম ফাঁপরে,
সেইরূপ অন্ধকারে বিদ্যুৎ-লতিকা
ইহাদের দিশেহারা করিল প্রান্তরে।

২২

এইমাত্র আলো, এই ঘোর অন্ধকার,
মাঠেতে বেড়ায় ঘুরে চোকে ধাঁদা লেগে,
অটল সাহসী-দ্বয় নিতান্ত নাচার!
ততই বিপাকে পড়ে যত যায় বেগে।

২৩

যতই হয়িছে ক্রমে যামিনী গভীর,
ততই বাদল-বেগ যাইতেছে বেড়ে;
তোল্‌পাড়্ ত্রিভুবন, ধরিত্রী অধীর,
প্রকুপ্ত নিয়তি যেন আসিতেছে তেড়ে।

২৪

মানুষের বুকে আর কত ধাক্কা সয়,
যুঝে যুঝে এলাইয়ে পড়িল তাহারা ;
নির্ভয় হৃদয়ে হ'ল ভয়ের উদয়,
ক্ষণপরে সেই স্থানে প্রাণে যাবে মারা।

২৫

অহহ মনের সাধ মনেই রহিল!
দেখা আর হলোনাক প্রিয় প্রভু-সনে,
প্রায় তাঁর কাছে এসে তাহারা মরিল,
তাহা তিনি জ্ঞাত নন এখন স্বপনে।

২৬

"ওহে ক্রুদ্ধ ভূতগণ, প্রাণ নেবে নাও।
রণস্থলে জান্ দিতে মোরা নাহি ডরি ;
প্রার্থনা, এ বার্ত্তা গিয়ে প্রভুকে জানাও।
রয়েছেন চেয়ে তিনি আশা-পথ ধরি।"

২৭

নিষাদের শরাহত কুরঙ্গের প্রায়,
জীবনে নিরাশ হয়ে চায় চারি ভিতে ;
এক বার ঘুরে পড়ে, আর বার ধায়,
সহসা আলোক এক পাইল দেখিতে।

২৮

বোধ হয় জলে দূরে, ঘরের ভিতরে,
বায়ে কেঁপে কেঁপে যেন ডাকিছে নিকটে ;
ধাইল সে দিকে তারা উৎসুক অন্তরে,
নৌকাডুবি লোক যেন উঠে আসে তটে।

২৯

যে ঘরের আলো সেই, সেটা থানা-ঘর,
চ্যারাকেতে সল্‌তে জলে টিনের লেণ্ঠানে;
চার জন লোক ব'সে তক্‌তার উপর,
খাটিয়ায় দেড়ে এক গুড়্‌গুড়ি টানে।

৩০

কেলেমুস্কি, বেঁটে, ভুঁড়ে, চোক কুৎকুৎ,
ঘাড়ে-গর্দ্দানেতে এক, হাঁস্‌ফাঁস্ করে,
ভালুকের মত রোঁয়া, যেন মাম্‌দো ভূত,
নবাবের চঙে বসে ঠমকের ভরে।

৩১

বেঁকান জাম্‌দানি তাজ্ শিরের উপর,
গাল-ভরা পান, পিক্ দাড়ি বয়ে পড়ে,
লতেছেন উৎকোচের হিসাব পত্তর,
মুখেতে না ধরে হাসি, ঘাড় দাড়ি নড়ে।

৩২

এমন সময়ে সেথা পৌঁছিল দু-জন,
সর্ব্বাঙ্গ সলিলে আর্দ্র, শ্বাসগত প্রাণ,
বলিল, "রক্ষ গো! মোরা নিলেম শরণ,
মনে নাহি ছিল আজি পাব পরিত্রাণ।"

৩৩

দেখা মাত্র হি-হি কোরে সবাই হাসিল,
কেহই দিল না কাণ করুণ কথায়,
থানার বাহিরে এক ভাঙা কুঁড়ে ছিল,
হইল হুকুমজারি থাকিতে তথায়।

৩৪

তখনো দেয়ার ভাব রয়েছে সমান ;
কুঁড়েতে বিরক্ত হয়ে গেল দু-জনায় ;
কাপড় নিংড়িয়ে, সেই জল করি পান,
ভিতরে শুলেন কর্ত্রী, নফর দাওয়ায়।

৩৫

শোবা মাত্র শিথিলিয়ে আসিল শরীর,
পর ক্ষণে হ'ল ঘোর নিদ্রা আকর্ষণ ;
এত যে ঝড়ের তোড়ে নড়িছে কুটীর,
তবু তাহে একটুও নাহিক চেতন।

৩৬

এইরূপে দুই জনে গভীর নিদ্রায়
অভিভূত হয়ে পোড়ে আছে ধরাতলে,
সজোরে বাজিল লাথি নফরের গায়,
পড়িল হাঁটুর চাপ চেপে বক্ষস্থলে।

৩৭

চম্‌কে ভৃত্য গোঁ-গোঁ কোরে নয়ন মেলিল,
দেখিল চেপেছে এক অস্ত্রধারী ছোড়ে ;
ধড়্‌মড়্‌ কোরে তারে আছাড়ে ফেলিল,
দাঁড়াল ঘোরায়ে লাঠি ঘর-দ্বার বেড়ে।

৩৮

চেয়ে দেখে সেই সব থানার নচ্ছার,
বলেতে পশিতে চায় ঘরের ভিতরে ;
কারো হাতে আলো, কারো লাঠি তরওয়ার।
হানিতে উদ্যত অস্ত্র তাহার উপরে।

৩৯

"রহ রহ" বোলে ভৃত্য হাঁকাইল লাঠি ;
লাঠি খেয়ে আওয়ান্ গুঁড়ো হয়ে গেল,
দেখে তাহা দুরাত্মারা শস্ত্র বস্ত্র আঁটি,
চারিদিকে ঘেরে একেবারে ধেয়ে এল।

৪০

যুঝিতে লাগিল দাস মহা পরাক্রমে,
"উঠ মাঁয়ি, রহ ডাকু," ঘন ঘন হাঁকে,
লাফায়ে লাফায়ে বেগে দুর্জন আক্রমে,
চৌ-চোটে ধড়াদ্ধড়্ শুষে লাঠি ঝাকে।

৪১

হঠাৎ বাজিল বুকে অস্ত্র খরশাণ,
ঠিকরে পড়িল এসে ঘরের দ্বারেতে ;
"যাঁর জন্যে মরি, তাঁরে রক্ষ ভগবান্।
কেরে এ পাপেরা—" কথা রহিল মুখেতে।

৪২

কোলাহলে নিদ্রা-ভঙ্গ হইল নারীর,
দেখিলেন সেই সব দুরন্ত ব্যাপার,
জ্বলিল ক্রোধাগ্নি হৃদে, কাঁপিল শরীর,
গ'র্জে উঠে ছাড়িলেন প্রচণ্ড হুঙ্কার।

৪৩

সিংহী যদি গুহামুখে শিকারীকে দেখে,
যে প্রকার বেগে এসে করে আক্রমণ,
হুহুঙ্কারে বীরাঙ্গনা ছুটে কুঁড়ে থেকে,
অস্ত্র কেড়ে, করিলেন দেড়েকে ছেদন।

৪৪

এক চোটে মুণ্ড তার হ'ল দুই চীর,
খিচিয়ে উঠিল দাঁত চিতিয়ে পড়িল,
ধড়্ফড়্ করে ধড়, নিকলে রুধির,
তিত্তির মতন প'ড়ে গড়াতে লাগিল।

৪৫

যারা ছিল, ছুট দিল বাঁচাইতে প্রাণ,
তাড়িলেন মুক্তকেশী পিছুনে পিছুনে,
মাঝ-পথে করিলেন কেটে খান্ খান্,
লাগিলেন চীৎকার করিতে ক্ষণে ক্ষণে।

৪৬

সে সময়ে ঝড় বৃষ্টি থেমেছে সকল,
পূর্ব্ব দিকে হইতেছে অরুণ উদয়,
ধরেছে প্রশান্ত ভাব ধরণীমণ্ডল,
যেন তাঁরি ভয়ে বায়ু ধীর হয়ে বয়।

৪৭

চীৎকারে ভাঙ্গিল লোক কলকল স্বরে,
দেখিল মাঠেতে কাটা দুর্জ্জন ক-জনে,
রক্ত-রাঙ্গা নারী এক, তরওয়ার করে,
শবের উপরে চেয়ে গর্ব্বিত নয়নে।

৪৮

সকলেরি ইচ্ছা তার জানিতে কারণ,
সাহস না হয় গিয়ে সুধাইতে তাঁয়;
ভিড়েতে ছিলেন সেই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ,
দূরে থেকে চিনিলেন নিজ বনিতায়।

৪৯

ধাইলেন উর্দ্ধশ্বাসে তাঁরে লক্ষ্য করি ;
হেরে সতী প্রিয় প্রাণপতিরে আসিতে,
ধেয়ে এসে আলিঙ্গিয়ে রহিলেন ধরি ;
লাগিলেন অশ্রুজলে উভয়ে ভাসিতে।

ইতি নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যে বীরাঙ্গনা-নামক

তৃতীয় সর্গ

চতুর্থ সর্গ

নভোমণ্ডল

"ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী"

—কালিদাস

১

ওহে নীলোজ্জ্বল রূপ গগনমণ্ডল,
অমেয় অনন্ত কাণ্ড, প্রকাণ্ড আকার ;
ব্রহ্মের অণ্ডের অর্দ্ধ খণ্ড অবিকল,
গোল হয়ে ঘেরে আছ মম চারিধার।

২

তব তলে, এ গম্ভীর নিশীথ সময়,
দেখ প'ড়ে আছি এই ছাদের উপরে ;
জগৎ নিদ্রাভিভূত, স্তব্ধ সমুদয়,
ভোঁ ভোঁ করে দশ দিক, পবন সঞ্চরে।

৩

হেরিলে তোমার রূপ নিশীথ নির্জনে,
অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে উথলে হৃদয় ;
তুচ্ছ করি নিদ্রা আর প্রিয়া প্রিয়ধনে,
আসিয়াছি তাই আমি হেথা এ সময়।

৪

অসংখ্য অসংখ্য তারা চোকের উপর,
প্রান্তরে খদ্যোত যেন জ্বলে দলে দলে ;
স্থানে স্থানে দীপ্তি দেয় নক্ষত্র নিকর,
কত স্থানে কত মেঘ কত ভাবে চলে।

৫

হালি-গাথা ছায়াপথ, গোচ্ছা সেলিহার,
তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত ;
যেন এক নিরমল নির্ঝরের ধার,
সুবিস্তৃত উপত্যকা-বক্ষে প্রবাহিত।

৬

শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়,
চঞ্চলা চপলামালা তব নৃত্যকরী ;
যেন মানসরোবর-লহরী-লীলায়
উল্লাসে সন্তরে সব অলকাসুন্দরী।

৭

কোথা সে চন্দ্রমা তব শির-আভরণ,
পবিত্র প্রেমের যিনি স্পষ্ট প্রতিরূপ,
জগৎ জুড়ায় যাঁর শীতল কিরণ,
যাঁর সুধা লোলে সদা চকোরী লোলুপ!

৮

ধরণী দুখিনী আজি তাঁর অদর্শনে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে আছেন মৌনবতী ;
ঢেকেছেন সর্ব্ব-অঙ্গ তিমির বসনে,
প্রিয় পতি অদর্শনে সুখী কোন্ সতী ?

৯

প্রাতঃকালে বসি আমি প্রান্তরের মাঝে
আরক্ত অরুণ ছটা করিতে লোকন;
চক্রাকার বৃক্ষাবলি চারিদিকে সাজে,
তোমায় মস্তক পরে করিয়া ধারণ।

১০

সে সময় শোভা তব ধরে না ধরায়,
শ্যামাঙ্গ ছুরিত হয় রতন কাঞ্চনে;
বলাকা নিকটে গিয়ে চামর চুলায়,
নলিনী নিরখে রূপ সহাস আননে।

১১

তোমার মেঘের ছায়া দিবা দ্বিপ্রহরে,
গঙ্গার তরঙ্গে মিশে সাজে মনোরম;
শ্বেত, নীল, পদ্মদল যেন একস্তরে—
অথবা স্থানেতে যেন যমুনা-সঙ্গম।

১২

বিকালে দাঁড়ায়ে নীল জলধর-শিরে,
তোমার ললিত বালা ইন্দ্রধনু সতী;
থামায় সান্ত্বনা কোরে বাদল বৃষ্টিরে,
প্রেম যেন শান্ত করে ক্রোধোদ্ধত পতি।

১৩

কেতু তব দেখা দেয় কখন কখন,
মনোহরা অপরূপা শল্কী আকারা;
মুখখানি দীপ্তিমান তারার মতন,
সর্ব্বাঙ্গে মুকুতাময়ী ফোয়ারার ধারা।

১৪

চতুর্দ্দিকে মহা মহা সমুদ্র সকল,
লাফায়ে লাফায়ে ওঠে লোডেঘ জলধরে ;
তোল্‌পাড়্ কোরে করে ঘোর কোলাহল,
তোমার কাছেতে যেন ছেলে-খেলা করে !

১৫

ঘোর-ঘর্ঘর-গর্জ্জ, উদগ্র অশনি,
বেগ ভরে করে যেন ব্রহ্মাণ্ড বিদার,
দীপ্ত হয়ে ছুটে আসে দহিতে অবনি,
কিন্তু সে নমিয়ে তোমা করে নমস্কার।

১৬

তোমার প্রকাণ্ড ভাণ্ড অনন্ত উদরে,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ বোঁ-বোঁ কোরে ধায়,
কিন্তু যেন তারা সব অগাধ সাগরে,
মাছের ডিমের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৭

কত স্থানে কত কত সমীর সাগর,
নিরন্তর তরঙ্গিয়ে হুহু হুহু করে ;
আবরি প্রগাঢ় নীলে তব কলেবর,
তাকায়ে রয়েছে যেন প্রলয়ের তরে।

১৮

মানুষের বুদ্ধিবেগ বিদ্যুতের ছটা,
তোমার মণ্ডলচক্রে ঘোরে চক্রাকারে ;
ভেদ করে দুর্ভেদ্য তিমির ঘোর ঘটা,
যা এসে সমুখে পড়ে, কাটে খর ধারে !

১৯

কিন্তু সে যখন ধায় ভেদিতে তোমায়,
পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খেয়ে আসে পাছু হোটে ;
বুদ্ধি থাকা একতর বিপত্তির প্রায়,
অতি সুক্ষ্ম কাটিতে উন্মাদ ঘোটে ওঠে।

২০

অহো কি আশ্চর্য্য কাণ্ড তোমার ব্যাপার !
ভাবিয়ে করিতে নারি কিছুই ধারণা ;
এ বিশ্বে কিছুই নাই তাদৃশ প্রকার,
কেবল ঈশ্বর সহ সুস্পষ্ট তুলনা।

২১

ঈশ্বরের ন্যায় তুমি সুক্ষ্ম নিরাকার,
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাধার, বিশ্বের কারণ ;
ঈশ্বরের ন্যায় সব ঐশ্বর্য্য তোমার,
অথচ কিছুই নও ঈশ্বর যেমন।

ইতি নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যে নভোমণ্ডল-
নামক চতুর্থ সর্গ

পঞ্চম সর্গ

ঝটিকার রজনী

১২৭৪ সাল, ১৬ই কার্ত্তিক

"ভীষণং ভীষণানাম্"

—শ্রুতি

১

এ কিরে প্রলয় কাণ্ড আজি নিশাকালে!
সেই সর্ব্বনেশে ঝড় উঠেছে আবার;
সমুদ্র উথুলে যেন ঘরের দেয়ালে,
পড়িছে গর্জিয়া এসে বেগে অনিবার!

২

সোঁসোঁ সোঁসোঁ দমকের উপরে দমক,
খখ্‌খড়্ খোলা পড়ে, কোঠা দুদ্দাড়,
মানবের আর্ত্তনাদ ওঠে ভয়ানক,
লণ্ড-ভণ্ড চতুর্দ্দিক, বিশ্ব তোল্‌পাড়্!

৩

সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বৃষ্টির ঘোর ঘটা,
তড়্‌তড়্ কশাঘাত ছাদে, ঘরে, দ্বারে,
উঃ কি বিকটতর শব্দ চটচটা!
হুলস্থূল তুমুল বেধেছে একেবারে!

৪

যেন আজ আচম্বিতে দৈত্য-দানা-দল,
মত্ত হয়ে লাফাতেছে শূন্য মার্গোপরে ;
ভূমণ্ডলে ধরি ধরি, করি কোলাহল,
ভাঁটার মতন নিয়ে লোফালুফি করে।

৫

প্রচণ্ড প্রতাপ তব দেব নভস্বান্!
বুঝি আজ ধরাধাম যায় রসাতল,
সুর নর যক্ষ রক্ষ সবে কম্পমান্,
ওলট পালট প্রায় গগনমণ্ডল!

৬

সাধে কি সেকালে লোকে পূজেছে পবন,
এর চেয়ে দেখিয়াছে তুমুল ব্যাপার,
ভয়ে আর বিস্ময়ে ঘুলিয়া গেছে মন,
স্তব্ধ হয়ে নমিয়ে করেছে নমস্কার।

৭

শোলার মানুষগুলো কম ঠেঁটা নয়,
ফানুষ ছুটাতে চায় তোমার হৃদয়ে ;
কোথা তারা? আসুক্ বাহিরে এ সময়,
দাঁড়ায়ে দেখুক চেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে।

৮

দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই পড়িবে, মরিবে,
রহিবে মনের আশা মনেই সকল ;
হায় সেই আর্ত্তরাব কে আর শুনিবে!
চতুর্দ্দিকে কেবল তোমার কোলাহল।

61—1621 B

৯

অহহ, এখন কত হাজার হাজার,
চারিদিকে মহাপ্রাণী হারাইছে প্রাণ।
এই শুনি আর্ত্তনাদ এক এক বার,
বোঁ-বোঁ শব্দে পুন তুমি পূরে দাও কাণ।

১০

অনল তোমার বলে দাউ দাউ দহে,
সমুদ্রের লাফালাফি তোমারি কৃপায়
চলে বলে জীবলোক তব অনুগ্রহে,
তুমি বাম হ'লে সবে জীবন হারায়।

১১

বিচিত্র হে লীলা তব জগতের প্রাণ!
তুমিই না গুড়ি গুড়ি কুসুম-কাননে
পশিয়ে, রসিয়ে গাও প্রণয়ের গান,
চুম্বি চুম্বি ফুলকুল প্রফুল্ল আননে?

১২

তুমিই না শোকার্ত্তের বিজন কুটীরে,
কাতর করুণ স্বরে শোক-গান গাও,
সদয় হৃদয়ে তার অতি ধীরে ধীরে,
নয়নের তপ্ত অশ্রু মুছাইয়ে দাও?

১৩

তুমিই না ছেলেদের ঘুমের বেলায়,
"ঘুম পাড়ানী মাসীপিসী" গাও কাণে কাণে,
বুলাও ফুর্ফুরে হাতে শুড়শুড়িয়ে গায়?
তাতেই তাদের চোকে ঘুম ডেকে আনে।

১৪

আজি কেন হেরি হেন ভীষণ আকার,
যেন হে তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছে ভূতে,
বাড়ী ঘর দুদ্দাড়্ করিছ চূর্ম্মার,
জীব-জন্ত ঠায় ঠায় ফেলিতেছ পুঁতে।

১৫

মধুর প্রকৃতি যাঁর উদার অন্তর,
সহসা হেরিলে তাঁরে দুর্দ্দান্ত মাতাল,
যেমন হইয়া যায় মনের ভিতর,
তেমনি হতেছে হেরে তোমার এ হাল।

১৬

তবু আহা প্রেয়সীর কোল আলো করি,
ঘুমায় আমার যাদু অবিনাশ মণি।
দেখো রে পবন এই উগ্র মূর্ত্তি ধরি,
করো না বাছার কাণে কোলাহল-ধ্বনি।

ইতি নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যে ঝটিকার রজনী-
নামক পঞ্চম সর্গ

ষষ্ঠ সর্গ

ঝটিকা-সম্ভোগ

"And this is in the night : Most glorious night
Thou wert not sent for slumber !"

—লর্ড বায়রন্

১

এই যে প্রেয়সী তুমি বসেছ উঠিয়ে,
চুপ্ কোরে থাক, বড় বহিতেছে ঝড়,
অবিন্ এখনো বেশ আছে ঘুমাইয়ে,
চমকিয়া উঠে পাছে করে ধড়্‌ফড়্ ।

২

"তাইতো বেধেছে এ যে কাণ্ড ভয়ঙ্কর,
হতেছে ভূকম্প নাকি, কেঁপে কেন ওঠে—
দেয়াল দেরাজ শেজ করে থর্‌থর,
দুলিছে কি বাড়ী-ঘর ঝড়ের ঝাপোটে ?"

৩

তাহাই যথার্থ বটে, ভূকম্প এ নয় ;
যেই মাত্র ঝট্‌কা ঝড় আসে বেগভরে,
অমনি আমূল বাটী প্রকম্পিত হয়,
ঘর দ্বার জান্‌লা আন্‌লা থথ্‌থর করে ।

৪

খাটে শুয়ে আছি, দেখ, বন্ধ আছে ঘর,
তবুও দুলিছে খাট লইয়ে আমায় ;
বেশ তো, রয়েছি যেন বজ্‌রার ভিতর,
টল টল করে তরী লহরী-লীলায় !

৫

"আশ্বিনে ঝড়ের দিনে দুপুর বেলায়,
দুলে উঠেছিল সব শুধু এই পাকে ;
ভাবিলেম তখন দুলিছে কল্পনায়,
যথার্থ দুলিলে কোঠা কতক্ষণ থাকে !

৬

"সে ভ্রম সম্পূর্ণ আজি ঘুচিল আমার ;
মৃদুল হিল্লোলে দোলে পাদপ যেমন,
প্রচণ্ড বাত্যার ধাক্কা খেয়ে অনিবার
ভূধর অবধি পারে দুলিতে তেমন।"

৭

রেখে দাও ভূধর, ভূধর কোন্ ছার,
ভূপৃষ্ঠের যে ভাগে বাজিছে এই ঝড়,
সেই ভাগ অবশ্য কাঁপিছে বারবার ;
নহিলে কি বাড়ী-ঘর করে ধড়্ ফড়্ ?

৮

"সত্যি না তামাসা, এ তামাসা এল কিসে।
কিম্বা ঝড়ে বাড়ী যার দুলে প'ড়ে মরে,
সে কি না তরঙ্গে তরী দোলায়ে হরিষে,
আনন্দে দুলিছে বসি তাহার ভিতরে।"

৯

দুলুক্ উড়ুক্ আর, তাহে ক্ষতি নাই,
কিছুতেই তোমার কাঁপে না যেন বুক;
কাকুতি মিনতি ভাই শুনিতে না চাই,
নাহি যেন কোরে বোস কাচুমাচু মুখ।

১০

বহক্ বহক্ বাত্যা আপনার মনে,
এস প্রিয়ে, মোরা কোন অন্য কথা কই;
জলে কিছু পড়ি নাই, পশি নাই বনে,
ঘরের ভিতরে কেন ভয়ে ম'রে রই?

১১

"কি ভয় আমার, আমি তোমার সঙ্গিনী,
তুমি যা করিবে নাথ, তাহাই করিব;
নেমে যেতে চাও, চল নামিব এখনি;
এখানে বসিয়ে থাক, বসিয়ে রহিব।"

১২

দেখিতেছি, মনে তুমি পাইয়াছ ভয়,
আমার কথায় আছ কাষ্ঠ ধৈর্য্য ধরি,
ধক্ ধক ঘন ঘন নড়িছে হৃদয়,
নিশ্বাস পড়িছে দীর্ঘ উপরি উপরি।

১৩

"এ ভয় কেবল নয় আপনার তরে,
যেই আমি চেয়ে দেখি অবিনের পানে,
বকের ভিতর অগ্নি ওঠে ছ্যাঁৎ ক'রে,
একেবারে কিছু আর থাকে নাক প্রাণে।

১৪

"বাছারে দুধের ছেলে অবিনূ আমার,
	কিছু জান না যাদু কি হয় বাহিরে,
ঘোরঘটা কোরে ঝড়ী শিয়রে তোমার,
	গর্জিয়া রাক্ষসী যেন বেড়াইছে ফিরে।"

১৫

হা ভীরু, হইলে দেখি বিষম উতলা।
	গোল কোরে ছেলেটীর ভাঙাইবে ঘুম ?
যুক্তি কথা বোঝ না, কেবল কলকলা,
	ঝড়ের অধিক তুমি লাগাইলে ধুম্।

১৬

"আমি হে অবলা, তাই হইয়াছি ভীতা,
	ভীতু বোলে কেন আর কর অপমান ?
যে ঝড়ে পৃথিবী দেবী আপনি কম্পিতা,
	সে ঝড়ে আমার কেন কাঁপাবে না প্রাণ ?

১৭

"বল দেখি, এ দুর্জয় ঝড়ের সময়ে,
	বোসে এই তেতলার টঙের উপর,
কোন্ রমণীর ভয় হয় না হৃদয়ে ?
	কত কত পুরুষের কাঁপিছে অন্তর।"

১৮

এবার দিয়েছ দেখি কবিত্বেতে মন,
	চলেছে পদের ছটা 'কোরে গগ্‌গড়্ ;
আঁটিয়া উঠিতে আমি নারিব এখন ;
	সরস্বতী স্বজাতির পক্ষপাতী বড়।

১৯

"কবিরা অমন ঠেশ জানে নানা তর,
যাহার যেটুকু পুঁজি নাড়া দেয় তার ;
কেবল ভামিনী নহে গর্ব্বে গরগর,
পুরুষেরো আছে সখা বেতর ঠ্যাকার।

২০

"ক্রমেই দেখ না নাথ, বেড়ে গেল ঝড়,
এখানে থাকিতে আর বল কোন্ প্রাণে ;
বুকেতে ঢেঁকির পাড় পড়ে ধদ্ধড়্,
চৌদিকের কোলাহলে তালা লাগে কাণে।

২১

"ঝঝ্ঝড়্ ঝঝড়্ ঝড়ের ঝঝ্ঝড়ি,
খখ্খড় খখড়্ খাব্‌রেল্ খখ্খড়ে,
তত্তড়্ ততড়্ বৃষ্টির তত্তড়ি,
দুদ্দুড়্ দুদুড়্ দেয়াল দুলে পড়ে।

২২

"ভয়েতে আমার প্রাণ যাইছে উড়িয়া,
আপত্তি করো না আর দোহাই দোহাই ;
ধীরে ধীরে অবিনিরে বুকেতে করিয়া,
তড়বড়ি নেমে চল নীচেতে পালাই।"

২৩

রোসো তবে একটু আর, থামো, দেখি দেখি,
বাহিরে এখন সখি বিষম ব্যাপার ;
বিপদ এড়াতে পাছে বিপদেই ঠেকি,
যেমন ঝড়ের ঝট্‌কা, তেমনি আঁধার।

২৪

কে জানে কি ভেঙে চুরে পড়িছে কোথায়,
হয় তো প্রাচীর এসে পড়িবেক ঘাড়ে,
নয় তো উঠিব গিয়ে ইঁটের গাদায়,
টাল্ খেয়ে ছেলেশুদ্ধ পড়িব আছাড়ে।

২৫

তার চেয়ে হেথা থাকা ভাল কিনা ভাল,
আপনার মনে তুমি ভেবে দেখ প্রিয়ে,
লেণ্ঠান নিকটে নাই, যাবেনাক আলো,
বিপদ বাড়াবে বৃথা বাহিরেতে গিয়ে।

২৬

আমরা তো ব'সে আছি রাজার মতন,
নূতন-গাঁথন দৃঢ় কোঠার ভিতর;
না জানি বহিছে বাত্যা করিয়া কেমন,
দুখীদের কুটীরের চালের উপর।

২৭

আহা, তারা কোথা গিয়ে বাঁচাইবে প্রাণ,
ছেলে পুলে নিয়ে এই ঘোর অন্ধকারে;
এ দুর্যোগে কে এসে করিবে পরিত্রাণ,
সকলেই ব্যতিব্যস্ত লয়ে আপনারে!

২৮

যাহারা এখন হায় জাহাজে চড়িয়া,
ঘুরিতেছে সমুদ্রের তরঙ্গ-চড়কে;
জানি না কেমন করে তাহাদের হিয়া,
এ দুরন্ত ঝটিকার প্রচণ্ড দমকে!

62—1621 B

২৯

হয় তো তাদের মাঝে কোন কোন ধীর,
বসিয়া আছেন বেশ অটল হৃদয়ে ;
আমরা এখানে প্রিয়ে হয়েছি অস্থির,
ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে প্রাণ মরণের ভয়ে।

৩০

অয়ি ধীরা, কোথা তব সে ধৈর্য্য এখন ?
যার বলে স্থির থাক বিপদে সম্পদে ;
নিশি যাবে নিরাপদে দৃঢ় কর মন,
অধীর হইলে ক্লেশ বাড়ে পদে পদে।

৩১

অবিন্ আমারো প্রাণ, প্রিয় বংশধর,
অমঙ্গল ভাবিতেও ফেটে যায় হিয়ে ;
ভাঙ্গিয়া পড়িবে ঘর উহার উপর,
আমি কি তা চুপ্ কোরে দেখিব বসিয়ে ?

৩২

আমরা এ ঘর প'ড়ে যদি মারা যাই,
ওপারের সখাও সেথায় মারা যাবে ;
ত্রিশূন্যে তাহারো ঘর ঠেকা ঠেশ নাই,
কে তাঁরে দেখায়ে ভয় সহজে নামাবে ?

৩৩

তোমারো দিদির দশা দেখ দেখি ভেবে,
তাঁদেরো তো ঘরগুলি কম শূন্যে নয় ;
যদিও প্রাণের দায়ে ভয়ে যান্ নেবে,
উপর পড়িলে নীচে জীবন সংশয়।

৩৪

অমন মধুর, আহা অমন উদার,
  প্রাণধন মিত্র সব যদি চ'লে যায় ;
জীর্ণারণ্য হবে তবে এ সুখ-সংসার ;
  কি লয়ে ধরিব প্রাণ বিজন ধরায় !

৩৫

একা ভেকা হয়ে আমি বাঁচিতে না চাই,
  মরি যদি সকলের সঙ্গে যেন মরি ;
যত খুসি ঝোড়্, ঝড়ি ! লাফাই ঝাঁপাই,
  মরীয়া মেজাজ মোর, তোরে নাহি ডরি !

৩৬

আশ্বিনে ঝড়ের* মাঝে জন্মিল অন্তরে
  নিসর্গের উগ্র মূর্ত্তি দর্শন লালসা ;
সেই মহা কৌতূহল সমাবেগ ভরে,
  বাটীর বাহির হয়ে ধায়িল সহসা।

৩৭

উঃ যে প্রচণ্ড কাণ্ড হেরিনু তখন ;
  কথায় বুঝান তাহা বড়ই কঠিন ;
চিত্রিতে নারিলে স্পষ্ট, কষ্ট পায় মন ;
  তাই পাকে সে কথা তুলিনি এত দিন।

৩৮

যেই মাত্র দাঁড়ায়েছি সদর রাস্তায়,
  দু-ধারে দুলিতে ছিল যত বাড়ী ঘর,
হুড়মুড় কোরে এল গ্রাসিতে আমায় ;
  বোঁ-বোঁ কোরে ইটে কাঠে ছায়িল অম্বর !

---

* ১২৭১ সাল, ২০এ আশ্বিন বেলা এগারটার সময় যে ভয়ঙ্কর ঝড় আরম্ভ হইয়া বেলা পাঁচটার পর শেষ হয়, তাহার নাম আশ্বিনে ঝড়।

৩৯

ছুটিলাম উর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গাতটোদ্দেশে,
পোড়ে উঠে লুটে লুটে ঝড়ের চর্কায়,
ক্রমিক পিছনে যেন তোড়ে বান্ এসে,
ফেনার মতন মোরে মুখে কোরে ধায়।

৪০

মাথার উপর দিয়ে গড়ায়ে তখন,
বৃষ্টি মেঘ ইট কাঠ একত্তরে জুটে,
ধেয়েছে প্রচণ্ড চণ্ড বেগে বন্ বন্,
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন চলিয়াছে ছুটে।

৪১

ঘাটে গিয়ে দেখি, তার চিহ্ন মাত্র নাই,
কেবল অসংখ্য নৌকা পোড়ে সেই স্থানে;
গাদাগাদি কাঁদাকাঁদি কোরে এক ঠাঁই,
রহিয়াছে স্তূপাকার পর্ব্বত প্রমাণে।

৪২

নৌকার গাদায়—কাঠ খড়ের গাদায়,
হামাগুড়ি টেনে আমি উঠিনু উপরে;
দাঁড়ালেম চেপে ভর দিয়ে দুই পায়,
বাম হস্তে দৃঢ় এক কাষ্ঠদণ্ড ধ'রে।

৪৩

উত্তাল গঙ্গার জল গোর্জ্জে কল্ কল্,
চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে কোরে তোল্পাড়,
বোঁ-বোঁ কোরে টেনে এনে জাহাজ সকল
ঘুরায়ে চড়ায় তুলে মারিছে আছাড়!

৪৪

মর্ম্মড়্ মাস্তুর ভাঙ্গি তালগাছ পড়ে ;
ডেক্ কামরা চূর্ণ্নার, উৎক্ষেপ প্রক্ষেপ ;
মাল্লা সব কাটা-কই ধড়্ফড়ে রড়ে ;
"হাল্লা, লা, লা, হেল্প্ হেল্প্ হেল্প্ !"

৪৫

প্রত্যক্ষেতে এই সব দেখিয়া শুনিয়া,
বিস্ময়ে বিষাদে খেদে ভেরে এল মন,
শরীর উঠিল প্রিয়ে ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া ;
নেত্রপথে ঘরিতে লাগিল ত্রিভুবন !

৪৬

তখন আমার এই বুকের পাটায়,
যাহা তব চিরপ্রিয় কুসুম শয়ন,
দমকে দমকে এসে প্রতি লহমায়,
বাজিতে লাগিল ঝড় বজ্রের মতন।

৪৭

ছাতি যেন ফাটে ফাটে, শুয়ে পড়ি পড়ি,
হাতে পায়ে পাশে খাল ধরিতে লাগিল ;
হঠাৎ দমক এক এসে দড়বড়ি,
পুত্তলির মত মোরে ছুড়ে ফেলে দিল।

৪৮

একি, একি, প্রিয়ে, তুমি কাতর নয়ানে,
কেন, কেন করিতেছ অশ্রু বরিষণ ?
দেখ, আমি মরি নাই, বেঁচে আছি প্রাণে ;
করুণায় আর্দ্র তবু কেন তব মন !

৪৯

অয়ি আদরিণী, মনোমোহিনী আমার,
নয়ন-শারদ-শশী, হৃদয়-রতন!
অতীতের দুখ মম স্মরোনাক আর,
ধুয়ে ফেল ম্লান মুখ, মুছ বিলোচন!

৫০

পুন সেই সুমধুর স্বর্গীয় সুহাস,
খেলিয়া বেড়াক্ ওই পল্লব অধরে;
ভাসুক্ উষার চারু তৃপ্তিময় ভাস
বিকসিত কমলের দলের উপরে।

৫১

"বুঝি হে প্রভাত, নাথ, হ'ল এতক্ষণে;
ওই শুন, মানুষের কলরব ধ্বনি;
বাতাসেরো ডাক আর বাজে না শ্রবণে;
কার মনে ছিল আজ পোহাবে রজনী!

৫২

"তরুণ অরুণ আহা হইবে উদয়,
শান্তিময়ী উষার ললাট আলো করি!
পরাণ পাইবে ফিরে প্রাণী সমুদয়,
তাঁর মুখ চেয়ে সবে আছে প্রাণ ধরি।

৫৩

"এত যে ধরণী রাণী পেয়েছেন দুখ,
হারাইয়ে তরু লতা চারু আভরণ;
তবুও হেরিয়ে আজি অরুণের মুখ,
বিকসিত হবে তাঁর বিষণ্ণ আনন।

৫৪

"পবনো তাঁহারে হেরে যাবে চমকিয়া,
আপনার দোষ বেশ বুঝিতে পারিবে;
ভয়ে লাজে খেদে দুখে মরমে মরিয়া,
ধীরে ধীরে চারিদিকে কেঁদে বেড়াইবে।

৫৫

"হায় অভাগিনী, কেন আপনা পাসরি,
করিলেম কথা কাটাকাটি মুখে মুখে,
আহা, ক্ষমা কর নাথ, ধরি করে ধরি,
না জানি কতই ব্যথা পেয়েছ হে বুকে।"

৫৬

একি প্রিয়ে! কেন হায় পাগলিনী-প্রায়,
মিনতি বিনতি মোরে কর অকারণ?
কই, তুমি কিছুই তো বলনি আমায়,
কয়েছ সকল কথা কথার মতন।

৫৭

অয়ি! অয়ি! অয়ি আত্মগুণাবমানিনী
তব সুললিত সেই বীণার ঝঙ্কার,
যেন প্রবাহিত হ'য়ে সুধা-প্রবাহিণী,
পূর্ণ করি রাখিয়াছে হৃদয় আমার।

৫৮

বস প্রিয়তমে, তুমি অগ্নির কাছে;
যাই আমি দেখি গিয়ে ছাতের উপর;
চারিদিক না জানি কেমন হয়ে আছে
এই ঘোর ভয়ঙ্কর প্রলয়ের পর।

ইনি নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যে ঝটিকা-সম্ভোগ-নামক
ষষ্ঠ সর্গ

সপ্তম সর্গ

পরদিনের প্রভাত

১২৭৬ সাল, ১৭ই কার্ত্তিক

"হাহাভূতং তত্র বভূব সর্ব্বঃ"

—বাল্মীকি

১

কই, ভাল হয় নাই ফরসা তেমন,
এখনও বেশ জোরে বহিছে বাতাস,
গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিবিন্দু হ'য়েছে পতন,
জলে মেঘে ঘোলা হয়ে রয়েছে আকাশ।

২

হেরিয়া নিসর্গ দেব সংসারের প্রতি
পবন-দুর্দ্দান্ত-পুত্র-কৃত অত্যাচার,
দাঁড়ায়ে আছেন যেন হ'য়ে ভ্রান্ত মতি,
নিস্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি, বিষণ্ণ বদন।

৩

ধরা অচেতনা হয়ে প'ড়ে পদতলে,
ছিন্ন-ভিন্ন কেশ-বেশ, বিকল ভূষণ,
লাবণ্য মিলায়ে গেছে আনন-কমলে,
বুঝি আর দেহে এর নাহিক জীবন।

৪

দিগঙ্গনা সখীগণে মলিন বদনে
স্তব্ধ হয়ে দূরে দূরে দাঁড়াইয়ে আছে,
অবিরল অশ্রুজল বহিছে নয়নে,
যেন আর জন-প্রাণী কেহ নাই কাছে।

৫

হা জননী ধরণী গো, কেন হেন বেশ,
কেন মা পড়িয়ে আজি হয়ে অচেতন?
জানি না কতই তুমি পাইয়াছ ক্লেশ,
কত না কাতর হয়ে করেছ রোদন।

৬

কি কাণ্ড করেছ রে রে দুরন্ত বাতাস!
স্থল জল গগন সকল শোভাহীন,
ভূচর খেচর নর বেতর উদাস,
ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে যেন বিষাদে বিলীন।

৭

ওই সব বিশীর্ণ প্রাসাদ-পরম্পরা
দাঁড়াইয়ে ছিল কাল প্রফুল্ল বদনে;
আজ ওরা লণ্ড-ভণ্ড, চূরমার করা,
হাতী যেন দলে গেছে কমল-কাননে!

৮

এ কি দশা হেরি তব উপবনেশ্বরি,
কাল তুমি সেজেছিলে কেমন সুন্দর!
বিবাহের মাঙ্গলিক বেশ-ভূষা পরি—
যেমন রূপসী ক'নে সাজে মনোহর;

৯

সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একেবারে,
প্রাণ ত্যেজে প'ড়ে আজি কেন গো ধরায় ?
সাধের বাসর-ঘরে কোন্ দুরাচারে,
এমন করিয়ে খুন করেছে তোমায় ?

১০

খোলার কুটীর ওই সব গেছে মারা,
ভেঙ্গে চূরে প'ড়ে আছে হয়ে অবনত ;
না জানি উহায় কত গরীব বেচারা,
ঘুমাইয়ে আছে হায় জনমের মত।

১১

কাল তা'রা জানিত না স্বপনে কখন,
উঠিয়াছে অন্ন-জল চিরকাল তরে ;
জননীর কোলে শিশু ঘুমায় যেমন,
ধরণীর কোলে ছিল নির্ভয় অন্তরে।

১২

এখনো ধাইছ দেব অশান্ত পবন,
দয়া-মায়া নাই কি গো তোমার হৃদয়ে ?
স্থির হও, খুলে দাও মেঘ-আবরণ,
বাঁচুক ধরার প্রাণ অরুণ-উদয়ে !

ইতি নিসর্গ-সন্দর্শন-কাব্যে পরদিনের প্রভাত-নামক
সপ্তম সর্গ

সমাপ্ত

বন্ধু-বিয়োগ

বন্ধু-বিয়োগ

প্রথম সর্গ

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."

—গ্রে

কোথা প্রিয় পূর্ণচন্দ্র কৈলাস বিজয়,
ভোলা মন, খোলা প্রাণ, মিত্র সহৃদয়।
কেটেছে শৈশব কাল তোমাদের সনে,
সরল হৃদয়ে, সুখে, প্রফুল্ল বদনে।
না ভাবিতে ভিন্ন ভাব, না জানিতে ছল,
কহিতে মনের কথা খুলিয়ে সকল।
এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক মন প্রাণ,
একের কথায় কেহ না করিতে আন।
একের সম্পদ যেন সবার সম্পদ,
একের বিপদে বোধ সবার বিপদ।
মনের দেহের বল সকলের সম,
আমরা ছিনু না প্রায় কেহ বেসি কম।
কেহ যদি কোন খানে পাইত আঘাত,
সকলের শিরে যেন হ'ত বজ্রপাত।

তৎক্ষণাৎ উঠিতেম প্রতীকার তরে,
পড়িতেম বিপক্ষের ঘাড়ের উপরে।
কেহ দিলে কাহাকেও খামকা যাতনা,
সবে মিলে করিতেম তাহাকে লাঞ্ছনা।
স্নানের সময় পড়িতেম গঙ্গাজলে,
সাঁতার দিতেম মিলে একত্রে সকলে।
তুলার বস্তার মত উঠিতেছে ঢেউ,
ঝাঁপাতেছে, লাফাতেছে, গড়াতেছে কেউ।
আহ্লাদের সীমা নাই, হোহো কোরে হাসি,
নাকে মুখে জল ঢুকে চক্ষু বুজে কাসি।
তবু কি নিবৃত্তি আছে, ধুম বাড়ে আরো,
ডুবাডুবি লুকাচুরি খেল যত পার।
দিবসের পরিণামে ভাগীরথী-তীরে,
ক'জনেতে বেড়াতেম পদচারে ফিরে।
ঝুর ঝুর সুমধুর শীতল সমীর-
হিল্লোলে জুড়ায়ে যেত অন্তর শরীর।
অস্তাচলে যাইতেন দেব দিবাকর,
হেরিতেম পশ্চিমের শোভা মনোহর।
জাহ্নবী-তরঙ্গে রঙ্গে তরী বেয়ে বেয়ে,
নাবিকেরা দাঁড় টানে গান গেয়ে গেয়ে।
চিনের বাদাম কিনে মাঝখানে ধোরে,
খেতেম সকলে মিলে কাড়াকাড়ি কোরে।
হেসে খেলে কোথা দিয়ে কেটে যেত দিন,
সেদিন কি দিন, হায় এ দিন কি দিন!

পূর্ণচন্দ্র, ছিলে তুমি পূর্ণ দয়া-গুণে,
কেঁদে ভেসে যেতে ভাই পর-দুখ শুনে।
তাদৃশ ছিল না কিছু সঙ্গতি তোমার,
কোরে গেছ তবু বহু পর-উপকার।

সেই দিন, চির দিন রয়েছে স্মরণ,
যে দিনেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ-মতন।
ন'টার সময় তুমি করিতেছ স্নান,
সে দিন হয়েছে গাঙে বেতর তুফান ;
ঝড়ের ঝাপটে এক নৌকা ডুবে গেল,
এক জন ডুবে ডুবে তীরে বেঁচে এল!
জল থেকে উঠিবার কি হবে উপায়,
বস্ত্র নাই, কিন্তু কার কাছে গিয়ে চায়!
থর থর কাঁপিতেছে শীতেতে শরীর,
দর দর বহিতেছে দুই চক্ষে নীর।
দুর্দ্দশা দেখিয়ে কেঁদে উঠিল পরাণ,
পরিধান-বস্ত্র তার করে করি দান,
ছেঁড়া গাম্‌ছাখানি খুলে আপনি পরিয়ে,
হাসিতে হাসিতে এলে বাটীতে চলিয়ে।
আব্‌রুর প্রতি ছিল বিলক্ষণ বোধ,
গ্রাহ্য কর নাই তবু তার অনুরোধ।
সেই দিন চির দিন রয়েছে স্মরণ,
যে দিনেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ-মতন।

বিজয়, তোমার ছিল অপূর্ব্ব নম্রতা,
শ্রবণ জুড়াত শুনে সে মুখের কথা!
(যার ঘরে গেছে, "কুইনের মাথা কাটা,"
সেই যেন হয়ে আছে গর্ব্বে ফুটি-ফাটা।
ফেটিঙে বসিলে এসে আর কেবা পায়,
যেন উঠে বসিলেন ইন্দ্রের মাথায়।
ঠেলিয়ে উঠেছে বুক আকাশের দিকে,
ঘাড় গেছে ঠিক যেন পক্ষাঘাতে বেঁকে।

*　*　*　*

'সুখের পায়রা' বসি পাপোশের কাছে,
কতক্ষণে হাই ওঠে, তুড়ি ধরে আছে।
মরে যাই বাবুজীর লইয়ে বালাই,
এমন সরেস শোভা আর দেখি নাই।)
ধনে মানে রূপে গুণে তোমার সমান,
আজো আছে অল্প যুবা বঙ্গে বর্ত্তমান।
তথাপি বিনয়-ফুল-ভরেতে নমিয়ে,
লতার মতন ছিলে মাটিতে মিশিয়ে।
বিনয়ের অতিশয় দেখিয়ে সম্মান,
অহঙ্কার কখন বিনয় হ'তে চান।
এ বিনয় অন্তরের, সে বিনয় নয়,
উপাদানে ছিল তব বিনয় নিশ্চয়।
আহা সেই মুখ মনে প'ড়ে বুক ফাটে,
কি যেন হৃদয়ে ঢুকে মর্ম্মগ্রন্থি কাটে।

ওহে ভাই বিজয় বিনয়-বিভূষণ।
সেই দিন মম মনে জাগে অনুক্ষণ,
যার পূর্ব্ব রজনীতে তোমার ভবনে,
ছাতে বসি হাসি খেলি সুখে চারি জনে।
যামিনী দ্বিযাম গত, নিস্তব্ধ ভুবন,
মুখের উপরে শোভে চাঁদের কিরণ।
সমদুখসুখ কয় বান্ধবে বসিয়ে,
প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের কপাট খুলিয়ে,
করিতে করিতে যেন সুধা-আস্বাদন,
কহিতেছি মন-কথা হয়ে নিমগন,
কথায় কথায় কত সময় অতীত,
তোমার শত্রুর নাম হ'ল উপস্থিত।
তোমারও শত্রু ছিল? হায় কি বালাই!
তবে নাকি বোবার কেহই শত্রু নাই?

মনে যারা বলি দেয় হিংসার খর্পরে,
গায়ে পড়ে এসে তারা শত্রুতাই করে।
তুমিতো শত্রুকে "সে সে" বলনি কখন,
হৃদয়ের গুণে "তিনি" বলিলে তখন।
"তিনি" শুনে চোটে গিয়ে বলিল কৈলেস,
আরম্ভ করিলি বিজে জেঠামির শেষ।
তাকে আবার "তিনি তিনি" কি ভালমানুষি,
ওকে কিরে সার বলে, অপদাথ ভুসি।
প্রত্যুত্তর দিলে তুমি মৃদু মৃদু হেসে,
"মান্য কোরে বলিনিতো, অভ্যাসেতে এসে।
কথায় কথায় বহুক্ষণ হয় নাই,
এক ছিলিম্ আমি ভাই তামাক খাওয়াই।"
তামাক সাজিয়ে দেখ হুঁকা গেছে বুঁজে,
ছাতময় বেড়াতে লাগিলে কাঠি খুঁজে।
আমি বলিলেম, বিজু কাঠি খোঁজা থাক্,
খান্সামা ডেকে, বল, আনুক্ তামাক্।
যাহার যে কর্ম্ম তাহা তাহাকেই সাজে,
অন্যেরে করিতে হলে যেন লাঠি বাজে।
আমারে বলিলে তুমি "খেটে সারাদিন,
নিদ্রার সাগরে ওরা হয়েছে বিলীন।
আমারে ঘুমের ঘোরে যদি কেহ তোলে,
বড় বিরক্ত হই, দেহ যায় জ্বোলে।
আরো ভাই, নাহি হেন, যাহা আমি নারি,
এর চেয়ে বেসি বল, এই দণ্ডে পারি।
কি হুকুম বল, দাস আছে উপস্থিত,
শিরে ধোরে করি আমি হয়ে প্রফুল্লিত।"
আমি বলিলেম, এই নম্র ব্যবহারে
করিলে বড়ই খুসি, বিজয়, আমারে।
দয়া আর নম্রভাবে খুসি হইলাম,
রাখিলাম তোমার "বিনয়ী মিত্র" নাম।

আজি হ'তে এই নামে ডাকিব তোমায়,
পাঠাব এ নাম আমি পত্রের মাথায়।

কহিতে হইলে কথা উমি লোক নিয়ে,
ভাবিয়ে কহিতে হয় বানিয়ে বানিয়ে।
বন্ধুর সঙ্গেতে কিন্তু সামান্য কথায়
কত কথা হয়, যেন স্রোত বোয়ে যায়।
এমনি ভাবেতে কথা চলেছে তখন,
কারো ঠিক নাই তাহা ফুরাবে কখন।
দুখের সময় যেন বেড়ি পরে পায়,
নাঠানাঠি করিলেও নড়িতে না চায়।
সুখের সময় কিন্তু পাখা যেন পায়,
তীরের মতন বেগে উড়ে চোলে যায়।
সকল সময় গেছে কথায় কথায়,
ঠিক নাই, এই যেন বসেছি হেথায়।
আমাদের অপেক্ষায় সময় কি রয়,
ক্রমে উপস্থিত হ'ল প্রভাত সময়!
গুড়ুম আওয়াজ এসে প্রবেশিল কাণে,
চট্‌কা ভেঙে পরস্পরে চাই মুখ-পানে!

কৈলাস কহিল, "সুখে পোহান যামিনী,
কিন্তু দায় হবে ঘরে লইয়ে মানিনী!
আলুথালু কেশ, বেশ, আরক্ত নয়ন,
ঘন ঘন বহিতেছে নিশ্বাস পবন।
বিকট ভুজঙ্গ যেন গহ্বর ভিতরে,
ফোঁপায়ে ফোঁপায়ে উঠে ফোঁস্ ফোঁস্ করে!
কার সাধ্য কাছে যায়, হাত দেয় গায়,
ছোবল থামিবে কিসে ভাব সে উপায়!
মহা সত্য বল, সে কি কাণ দেয় তায়?
সেইটাই সত্য, যেটা তার মনে গায়।

সখ্য কি অমূল্য ধন এ তিন ভুবনে,
অহৃদয়া রমণী তা বুঝিবে কেমনে ?
টাকা আনা ছাড়া আর কিছু কোরোনাক,
সারা দিন সারা রাত তার কাছে থাক।
যাহা কবে, সায় দিবে ; ঠোনা খেয়ে হাস ;
তবে তো বুঝিবে তুমি তারে ভালবাস।
যেমন আপন মন, ভাবিছে তেমন,
ব্যভিচারে তোমারে হেরিছে সর্ব্বক্ষণ।
একবার একদণ্ড যদি খোলা পায়,
কি কাণ্ড করিয়ে বসে, বলা নাহি যায়।
যে পুরুষ একবার ঠেকিল নজরে,
সেই যেন আঁকা হয়ে রহিল অন্তরে!
এইরূপ যাহাদের মন চমৎকার,
আরোপণ করিবে না কেন ব্যভিচার ?"

পূর্ণচন্দ্র বলিল, "কি বলিলে কৈলেস ?
সুহৃদের মত কথা কয়েছ তো বেশ।
নিতান্ত নির্ব্বোধ মত একগুঁয়ে হয়ে,
কেবল নারীর দোষ যাওয়া নয় কয়ে।
পুরুষ এমন আছে বল হে ক'জন,
না করে বেশ্যার টোলে যামিনী যাপন ?
কেন্নুই খেলিছে দুই চোকের কোটরে,
উগরে বিট্‌কেল গন্ধ মুখের গহ্বরে,
চোপ্‌সান গাল দুটো বিশ্রী বেহাকার,
কালি ঢালা ঠোঁট দুটো লোহার দুয়ার,
দাঁতেতে বসিয়ে পাপ হিহি কোরে হাসে,
দেখিলে বিকট ভঙ্গি গায়ে জ্বর আসে।
আস্তো নরকের কুণ্ড বেশ্যার বদন,
ক'জন না করে তায় বদন অর্পণ ?

* * * *

যা হোক্, লোচচার নাই ততটা চাতুরী,
মারে না পরের বুকে বিষ-মাখা ছুরী।
কিন্তু যাঁরা দৃশ্যে যেন নিতান্ত সুবোধ,
যেন জয় করেছেন লোভ কাম ক্রোধ
কিছুমাত্র নাই যেন মনেতে বিকার,
চাপল্য মাত্রই নাই, গম্ভীর আকার;
তামাক্‌টি পর্য্যন্ত কভু ভুলেও না খান্,
ভুলেও কুপথে যেতে কখন না চান্;
ধর্ম্মের কথায় হয় সদাই বড়াই,
কথায় কথায় দেন সত্যের দোহাই;
তাঁহাদের অনেকের ভিতরে পশিলে,
অবাক্ হইবে, যেন কোথায় আইলে!
বালির ভিতরে নদী বিষম কার্খানা,
তরঙ্গের রঙ্গ-ভঙ্গ হয় না ঠিকানা!
মিট্‌মিটে, ভিৎভিতে, নাটের গোসাঁই,
অন্তরে পর্ব্বতে ঘা, মুখে রা নাই।"

আমি বলিলেম, "এ কথাও ভাল নয়,
সহৃদয়ছয়! আজি কেন নিরদয়!
সরলা বঙ্গের বালা, ছলা নাহি জানে,
পতিপ্রাণা ব'লে তাই মজে অভিমানে।
পতিই সর্ব্বস্ব-ধন, পতি ধ্যান জ্ঞান,
পতির বিরাগে যায় বিদরিয়ে প্রাণ।
নাহি শাস্ত্র-আলোচন, শাস্ত্র-বিনোদন,
বোসে থাকে গৃহ-কর্ম্ম করি সমাপন।
চাতকীর প্রায় পথ তাকাইয়ে রয়,
যেখানে যতন, থাকে সেইখানে ভয়।
কি লয়ে তখন, বল কি লয়ে তখন,
সুদীর্ঘ সময় তা'রা করিবে যাপন?

নিকটে থাকিলে পতি মন-সুখে থাকে,
তাই সদা আলয়ে রাখিতে চায় তাঁকে।
আপনার অন্য বন্ধু দেখিতে না পায়,
অন্য বন্ধু পতিরো, দেখিতে নাহি চায়।
স্বচ্ছন্দে পুরিয়ে রেখে তাদের গারোদে,
বন্ধু লয়ে মাতি মোরা বাহিরে আমোদে।
বিরূপ ব্যাভার হেন সহিবেক কেন,
তুমি কি সহিতে পার অবিচার হেন?
আপনার বেলা যাহা সহা নাহি যায়,
অনা'সে সহিবে তাহা পরের বেলায়?
হয় ছেড়ে দাও, তারা বেড়াক্ সমাজে,
বাছিয়া নিযুক্ত হোক্ মনোমত কাজে;
নয় কাছে কোরে তুমি ঘরে বোসে থাক;
দু দিকের যাহা ইচ্ছা এক দিক্ রাখ।
কেবল গায়ের জোরে সব নাহি চলে,
গা-জোরে চলেছে কিন্তু পুরুষ সকলে।
তোমার দয়ার কাজ সদা দেখি ভাই,
অবলার প্রতি কেন দয়া মায়া নাই?
পূর্ণ হে, দিও না গালি বারবনিতায়,
ভাবিলে তাদের দুখ বুক্ ফেটে যায়।
কেহ নাই তাহাদের এই ধরাধামে,
সকলেই ঘৃণা করে তাহাদের নামে।
গৃহ-সুখ, মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ,
জনমের মত তারা সে সুখে বিমুখ।
যার তরে দিয়েছিল কুলে জলাঞ্জলি,
উড়ে গেছে বাসি ফুল ফেলে সেই অলি।
কি করিবে অভাগিনী চারা নাহি আর,
করিছে পেটের দায়ে প্রেমের পসার।
হয়েছে তাদের যেন ভাগ্যের লিখন,
ভেবে দেখ সেই ভাগ্য সৌভাগ্য কেমন!

রাত্রিকাল সকলেরি শান্তির সময়,
সুখে শুয়ে নিদ্রা যায় প্রাণী সমুদয় ;
কিন্তু হায় শান্তি নাই তাদের হৃদয়ে,
বোসে আছে জেগে কারো আসার আশয়ে।
যে লাবণ্য পাপে তাপে গেছে একেবারে,
অঙ্গরাগ-রঙ্গ মাখে ফিরাইতে তারে।
মনে সুখ নাই, মুখে হাসি আসে নাই,
তবুও জোগাতে মন হাসি আসা চাই।
ওরস্বা, মাতাল, চোর, ছেঁচড়, নচ্ছার,
দয়া কোরে যে আসিবে হ'তে হবে তার।
তাহাদের হাতে প্রাণ থাকিবে কি যাবে,
কে জানে সে কালরাত্রি কেমনে পোহাবে!
হয় আজি ঘুমাইবে জন্মের মতন,
নয় শেষে ভিক্ষা মেগে করিবে ভ্রমণ।
এমন কৃপার পাত্র যাহারা সবাই,
তাহাদের গালি তুমি কেন দাও ভাই?
বটে তারা সমাজের নরকের দ্বার,
সমাজ করে না কেন তাহা পরিষ্কার?
তাদের কি উদ্ধারের প্রয়োজন নাই?
কেবল উদ্ধার হবে পুরুষ সবাই?
ছেলেরা বেশ্যার সঙ্গে খেয়ে মদে ভাতে,
সারা রাত পোড়ে থাকে মুখ দিয়ে পাতে ;
প্রাতে ঘরে এলে, আর দোষ নাহি রয়,
মেয়ে কিছু করিলেই সর্ব্বনাশ হয়।
একেবারে কোরে দেয় গৃহের বাহির,
যেথা ইচ্ছে চোলে যাক্ হইয়ে ফকির।
এত বড় দুনিয়ায় অত টুকু মেয়ে,
অকূলে বেড়ায় ভেসে কূল চেয়ে চেয়ে।
নীড়ভ্রষ্ট নিরাশ্রয় শাবক মতন,
চারিদিকে শূন্যময় হেরে ত্রিভুবন!

কেহ নাই যে তাহারে ডাকিয়ে সুধায়,
ভাল পথ দেখাইয়ে বিপদে বাঁচায়।
কাজে কাজে পড়ে এসে অসতের হাত,
ক্রমে ক্রমে অবশেষে যায় অধঃপাতে।
বল, পূর্ণ, এ পাপের কে হইবে ভাগী,
পরিত্যক্ত কন্যা, কিম্বা পিতা পরিত্যাগী ?
অনা'সে দুরাত্মা পুত্র গৃহে স্থান পায়,
পাপ স্পর্শ মাত্রে কিন্তু কন্যা ভেসে যায়!
কত দিন আর, হায়, কত দিন আর,
অবাধে চলিবে এই ঘোর অবিচার।
মান নিয়ে ধুয়ে খাও, বৃথা মান কেন ?
ও মানের অনেকাংশ কাপুরুষি জেন।
স্বভাবে দুর্ব্বল ভাই মানুষের মন,
অনা'সেই হতে পারে তাহার পতন।
অগ্রে চেষ্টা কর সেই পতন থামাতে,
কিছুই হবে না কিন্তু কেবল কথাতে।
সকলে একত্র হয়ে ছাতি পেতে থাক,
যে পড়িছে তাহাকেই বুক দিয়ে রাখ।
পড়িয়ে গিয়েছে যারা, তাহাদের তরে,
নরকে নামায়ে দাও সিঁড়ি ধরে ধরে।
উদার অন্তরে গিয়ে স্নেহে হাত ধরি,
আস্তে আস্তে তুলে আন উপরি উপরি।
তা হইলে তেজোমান চরিতার্থ হবে,
যথার্থ বীরের ন্যায় মন-সুখে রবে।
যে দিন এমন হবে সমাজ-সংস্থান,
সেই দিন মুক্তি পাবে মানব-সন্তান।

কামান পড়ার পর মোরা তিন জনে,
এই মত কত কথা কই এক-মনে।

তোমার মুখেতে কিন্তু নাহিক বচন,
আর কি ভাবিছ যেন এতে নাই মন।
বিদায় হইতে চাই নিকটে তোমার,
নিরখিয়ে দেখিলেম সম্পূর্ণ বিকার।
আকার লাবণ্যহীন, মলিন বদন,
অবিরল অশ্রুজলে ভাসে দু-নয়ন।
সুধালেম, বল কেন সহসা, বিজয়,
নিতান্ত নিষ্প্রভ ভাব হইল উদয়?
কি হ'লো ইহার মধ্যে, কেনই এমন
কাতর নয়নে তুমি করিছ ক্রন্দন?
দাও হে বিদায়, ভাই, হাসিখুসি মনে,
হেসেখুসে চলে যাই যে যার ভবনে।
ওই দেখ, হইয়াছে অরুণ উদয়।
প্রশান্ত আরক্ত আভা শোভে মেঘময়।
ওই দেখ, সরোবরে প্রফুল্ল কমল,
অরুণের আলো হেরে হর্ষে ঢল ঢল।
তীরভূমে বিকসিছে কুসুম-কানন,
ধীরে ধীরে বহিতেছে প্রভাত-পবন।
লোলুপ ভ্রমর সব গুন্ গুন্ স্বরে,
ফুলে ফুলে ফিরি ফিরি সুখে গান করে।
গাছে গাছে পাখী সব হয়ে একতান,
আনন্দে ললিত সুরে ধরিয়াছে গান।
তোমার ময়ূর ওই পাকম ধরিয়ে,
নাচিছে বাগানে দেখ হরষে ডাকিয়ে।
ওই দেখ, মাথার উপরে গান গায়,
ও সব কি পাখী ভাই, শ্রেণী বেঁধে যায়?
আলোময় হইয়াছে সকল ভুবন,
কেমন সেজেছে দেখ দিগঙ্গনাগণ।
বড় সুখময় সখা প্রভাত-সময়,
এ সময়ে সকলেরি মনে সুখ হয়।

হেথা হ'তে যার সুখ গেছে একেবারে,
এ সময়ে তারো মনে সুখ হ'তে পারে।
কথা-ভঙ্গ কোরে তুমি বলিলে আমারে,
"না, না, দাদা, তাহা কভু হতে নাহি পারে।
হেথা থেকে সব সুখ উঠেছে আমার,
তাই ভাই, প্রাণ কেঁদে ওঠে বার বার।
আর আমি বাঁচিব না, বুঝেছি নিশ্চয়,
ভেবে ভেবে এই ভাব হয়েছে উদয়।
ক'দিন ধরিয়ে মনে হতেছে সদাই,
যেন ভাই আপনারে হারাই হারাই।
তুমি তো বলিছ দাদা, সব দেখ সুখ,
আমি কিন্তু যাহা দেখি, সব যেন দুখ।
বড় সুখ পাই আমি দেখিলে যে মুখ,
এখন সে মুখ দেখে ফাটিতেছে বুক।
আজ্ অব্ধি হ'লো হায় জনমের শোধ!
আজ্ অব্ধি প্রণয়ের পঙ্কজিনী রোধ!
আলিঙ্গন দাও, ভাই, সকলে আমায়,
বিজয় জন্মের মত হইল বিদায়।
এক এক বার ভাই করো সবে মনে,
একজন স্নেহদাস ছিল ও চরণে।
পদধূলি দাও, দাদা, আমার মাথায়,
ভিক্ষা চাই, ভাই, মনে রেখ হে আমায়!
এই বোলে আমাদের জড়িয়ে ধরিলে,
দর দর নেত্র-নীরে ভাসিতে লাগিলে!
সহসা হেরিয়ে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার,
কি কর্ত্তব্য কিছু স্থির হ'ল না আমার।
যাহা হোক, দিয়ে সেই গাঢ় আলিঙ্গন,
স্নেহ-ভরে করিলেম বদন চুম্বন।
"ওই ভাই, দেখ, চন্দ্র অস্তাচলে যায়!
আমারো প্রাণের আলো নেবো নেবো প্রায়।"

সকাতরে এই কথা বলিতে বলিতে,
বিকৃত নয়নে ফিরে দেখিতে দেখিতে,
মাতালের মত ভাব, স্খলিত চরণ,
শেষ দেখা দিয়ে সেই করেছ গমন।
ওহে ভাই বিজয় বিনয়-বিভূষণ!
সেই দিন মম মনে জাগে অনুক্ষণ।

ইতি বন্ধু-বিয়োগ কাব্যে পূর্ণ-বিজয়
নামক প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

——:*:——

"গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব।"
—কালিদাস

কৈলাস হে, তুমি ছিলে সর্ব্ব গুণময়,
বীর্য্যবান বুদ্ধিমান সরল হৃদয়।
এ দিকে যেমন ছিল সুকোমল ভাব,
উ দিকে তেমনি ছিল অধৃষ্য প্রভাব।
এ দিকে স্বচ্ছন্দে বসি ছেলেদের সনে,
হাসি খেলি করিতেছ প্রফুল্ল বদনে।
উ দিকে বিজ্ঞের মধ্যে রয়েছ যখন,
গম্ভীর হ্রদের সম গম্ভীর বদন।
সকলে করিতে তুমি অভেদ সম্মান,
ধনী লোক, দুখী লোক, ছিল না এ জ্ঞান!
খোসামোদ নাহি লতে পরাণ থাকিতে,
পরাণ থাকিতে তাহা কারো না করিতে।
যে তোমারে আগে এসে করিত আদর,
যথেষ্ট করিতে তুমি তার সমাদর।
তুমি যার সম্মানার্থে করিতে গমন,
যদি নাহি সে করিত যোগ্য সম্ভাষণ;
তা হ'লে কে পায়, ক্রোধে হতে কম্পমান,
ছুটিতে কাটিতে যেন তাহার গর্দ্দান।
যে কেন হউন্ যাঁর চরিত্র যেমন,
মুখের উপরে তাঁর করিতে বর্ণন।

কার সাধ্য তোমারে আসিয়ে কটু কয়,
পৃথিবীতে কার নাই মরণের ভয় ?
কহিতে হইলে মন্দ, প্রকাশিতে শোক,
পাইলে কহিতে ভাল, পাইতে পুলক।
আপনার দোষ-গুণ যেন তুলা ধোরে,
প্রকাশিতে যথাযথ লোকের গোচরে।
এ সকলে কিছু মাত্র হতে না কুণ্ঠিত,
সত্যের প্রভাবে মন সদা প্রজ্বলিত।
মনের ভিতরে এক, মুখে বলা আর,
কখন দেখিনি তব এমন ব্যাভার।
না জানিতে খুঁৎ খুঁৎ ঘুঁৎ ঘুঁৎ করা,
না জানিতে লুকাইয়ে উকি ঝুঁকি মারা।
যা করিতে, সকলের সমক্ষে করিতে,
যা বলিতে, সকলের সমক্ষে বলিতে।
একবার যা বলিতে, না করিতে আন,
যাইতে যদ্যপি চায় যাক্ তায় প্রাণ।
পর-মন্দ মনেতেও ভাবনি কখন,
করেছ পরের ভাল করি প্রাণপণ।
কোন আত্মীয়ের যদি বিপদ শুনিতে,
তখনি অমনি গিয়ে ছুটিয়ে পড়িতে।
বিপদ ঘটেছে যেন কত আপনার,
খুঁজিতে বিব্রত হয়ে প্রতীকার তার।
বিনা দোষে যে করেছে ঘোর অপকার,
হয়েছে মনেতে ঘোর ক্রোধের সঞ্চার ;
যারে খুন্ না করিলে নাবে না খাবে না,
হৃদয়-রুধির হবে মিছিরির পানা ;
সে-ও যদি কাছে এসে পড়িত গড়িয়ে,
তখনি অমনি সব যাইতে ভুলিয়ে।
ভাল করে বুঝেছিলে মানুষের মান,
প্রাণান্তে করনি আগে কারো অপমান।

পুরুষ রমণী বোলে ছিল না বিচার,
বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে করিতে নমস্কার।
সমবয় বন্ধু যদি তোমায় পাইল,
সব ভুলে একেবারে আমোদে মাতিল।
চলিতে লাগিল কত হাসি-খুসি খেলা,
প'ড়ে গেল কত মত খাতিরের মেলা।
শীতলা মাধুরী ছিল বেপিয়ে ভাষায়,
ক্ষরিত অমৃত-ধারা তামাসা-কথায়।
কাহার সঙ্গেতে হবে কি ভাবে চলিতে,
কখন্ বা কোন্ কথা হইবে কহিতে।
এ সকল বুঝেছিলে অতি নিরমল,
সকলি সহজ হয় হইলে সরল।
কহিতে হইলে কথা যুবতীর সনে,
চাহিয়ে কহিতে স্থির সরল নয়নে।
গুরুজন কাছে অধ হইত বদন,
ফল-ভরে অবনত তরুর মতন।
এমনি মাধুরী ছিল আকারে ব্যাভারে,
যে দেখিত, সে ভুলিত, রাখিত অন্তরে।

কর্ত্তব্য সাধন করা কিরূপ পদার্থ,
অনুভব করেছিলে তুমিই যথার্থ!
সুবৃত্তি কুবৃত্তি মনে আড়াআড়ি কোরে
যখন করিত ঘোর যুদ্ধ পরস্পরে,
তখন লইয়ে তুমি জ্ঞান-অনুমতি,
করিয়া কর্ত্তব্য স্থির হতে দৃঢ়মতি।
চলে যেতে গম্য পথে এমনি সজোরে,
কার সাধ্য বাধা দিয়ে রাখে তোমা ধোরে।
কোমল পরুষ গুণ উভয়ে শোভন,
কদাচ দেখেছি লোক তোমার মতন।

হঠাৎ ঔদ্ধত্য কভু হঠাৎ বা রোষ,
সে দোষ তোমার নয়, বয়সের দোষ।
দেশের উপরে ছিল আন্তরিক টান,
কামনা করিতে সদা তাহার কল্যাণ।
দেখিলে তাহার কোন হিত-অনুষ্ঠান,
সাহায্য করিতে যথাসাধ্য ধন জ্ঞান।
স্বদেশের ভ্রাতাদের অতি নির্বীর্য্যতা,
দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা, সৌখীনতা, অসারতা,
পরস্পর-স্নেহভাব-নিতান্ত-শূন্যতা,
গৌরব-মাহাত্ম্য-সম্পাদনে কাতরতা,
নারীদের পশুভাব চাষীদের ক্লেশ,
গৃহস্থের দরিদ্রতা, দাসত্বে আবেশ ;
যত কিছু উন্নতির পথ-অবরোধ,
পশ্চিমের খোট্টাদের ঘৃণা, দ্বেষ, ক্রোধ ;
বিদেশীয় রাজাদের মিষ্টি উৎপীড়ন,
জন্মভূমি জননীর নিগড় বন্ধন,
এ সকল ভেবে মন হ'ত শূন্য-প্রায়,
করিতে ক্রন্দন শুধু না পেয়ে উপায়!
পরিবার ছিল যেন দেহ আপনার,
প্রতিবাসী ছিল যেন নিজ-পরিবার।
কি প্রকারে তাহাদের হইবে মঙ্গল,
কি প্রকারে বুদ্ধি বিদ্যা হইবে প্রবল,
কি প্রকারে ধন মান হবে বর্দ্ধমান,
কিসে হবে শরীরের স্বাস্থ্যের বিধান ;
কি উপায়ে তাহাদের কন্যা পুত্রগণ,
করিবে উৎকৃষ্টতর বিদ্যা-উপার্জন ;
কি উপায়ে পরস্পরে হবে ভ্রাতৃভাব,
কি উপায়ে হিংসাদির হবে তিরোভাব,
ভাই-বন্ধু-মত সবে হাসিয়া খেলিয়া,
সম্ভ্রম সহিত যাবে দিন কাটাইয়া ;

এ সকল চিন্তা ছিল অতি সুখকর,
করিতে এ সব চিন্তা তুমি নিরন্তর।
শুনিতে যখন যার কার্য্য নিরমল,
প্রশংসা করিয়ে দিতে উৎসাহ প্রবল।
কেহ যদি করিত অপথে পদার্পণ,
খেদের সহিত তারে করিতে লাঞ্ছন।
আপন বা বন্ধুদের নফরী নফরে,
কখন ডাক নি তুমি তুই মুই ক'রে।
যখন নূতন খাদ্য-সামগ্রী কিনিতে,
সকলের হাতে দিয়ে আপনি খাইতে।

বন্ধুরা তোমার ছিল প্রাণের মতন,
সেধেছ তাঁদের হিত যাবত জীবন।
আমি কি মানুষ, তুমি বেশ চিনেছিলে,
একেবারে মন প্রাণ সমর্পিয়ে ছিলে।
পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল, সম্পূর্ণ প্রত্যয়,
পরস্পরে কভু তার ঘটে নি ব্যত্যয়।
স্বরূপ বুঝিয়েছিলে প্রেম-আস্বাদন,
প্রণয়ের উপযুক্ত ছিল খোলা মন।
কিন্তু হায় বিধাতার লীলা চমৎকার,
প্রেম কভু ঘটিল না অদৃষ্টে তোমার।
প্রথম পক্ষের তব প্রেয়সী ভামিনী,
বুঝিত হৃদয়, ছিল হৃদয়গ্রাহিণী।
সুশীলতা, কোমলতা, ধীরতা, নম্রতা,
শালীনতা, সরলতা, সত্য, পবিত্রতা ;
যে সকল গুণ হয় প্রেমের আকর,
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহার অন্তর।
কিছু দিন সে যদি বাঁচিত আর প্রাণে,
অবশ্য হইতে তৃপ্ত প্রেম-সুধা-পানে।

দ্বিতীয়া তেমন নয়, বিষম কারখানা,
রূপ-গর্ব্বে ডব্‌গা ছুঁড়ী ফেটে আটখানা।
চাপল্য, চাঞ্চল্য, ছল, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা,
যে সকলে ঘটে প্রেমে বিষম ঘটনা;
সে সকলে মালা গেঁথে পরেছে গলায়,
ভাবিয়ে দেখিলে মনে খেদে হাসি পায়।
এমন নারীর সঙ্গে তোমার মতন
লোকের কি হয় প্রেম? অঘট ঘটন।
দেখে দেখে একেবারে চ'টে গেল প্রাণ,
হয়ে গেলে অন্তরে অন্তরে ম্রিয়মাণ।
মুখে কিন্তু কোন কথা না ক'রে প্রচার,
মনে মনে করিলে উদ্দেশে নমস্কার।
কতক্ষণ কুজ্ঝটিকা করি আচ্ছাদন
ডুবায়ে রাখিতে পারে প্রদীপ্ত তপন?
সে দুখ-তিমির শীঘ্র হল দূরগত,
উজ্জ্বল হইল মন পুন পূর্ব্ব-মত।
সে অবধি প্রেম নাম কর নি কখন,
হয়েছিলে প্রকৃতির প্রেমে নিমগন।
গরবিণী গরবের করি পরিহার,
পরেতে যাচিল এসে প্রণয় তোমার।
কিন্তু আর তা হবার ছিল না সময়,
পবিত্র প্রেমের রসে রসিত হৃদয়।
স্বর্গের সুধায় যার সুতৃপ্ত রসনা,
মৌচাকের মধুতে কি সে করে বাসনা?
(এখন কি আর হয় গায়ে প'ড়ে এলে,
ঠেলেছ মাথার মণি পায়ে কোরে ঠেলে!)

তেমন সরস মন আর নাকি হয়।
ছিলে তুমি, লোকে যারে সহৃদয় কয়।

কাব্যের অমৃত রস কিরূপ সুরস,
সত্য স্বাদ পেয়েছিল তোমার মানস।
জঞ্জাল দেখিলে তায় তুলিতে ন্যাকার,
করিতে প্রসন্ন হ'লে প্রাণের আধার।
বড়ই জটিল হয় কুটিলের লেখা,
বৃথা পরিশ্রম কোরে মাথা-মুণ্ড দেখা!
প্রাঞ্জল পবিত্র কাব্য করতলে এলে,
অগ্নি যেন কত নিধি ঘরে ব'সে পেলে।
আনন্দেতে গদ গদ পড়িতে পড়িতে,
আদরে চুম্বিতে কভু প্রণাম করিতে।
আহা কি চরিত্র ছিল পবিত্র নির্ম্মল,
চন্দ্রের চন্দ্রিকা-সম কোমল উজ্জ্বল!
রজত, সুবর্ণ রাশি, রমণী, রতন,
জগতের যাহা কিছু মহা প্রলোভন,
কিছুতেই প্রলোভিত মানস তোমার
হয় নাই, ঘটে নাই ইন্দ্রিয়-বিকার।
সদাই সন্তুষ্ট ছিলে হৃদয়ের গুণে,
হইতে পরম সুখী পর-সুখ শুনে।
ওহে ভাই কৈলাস, মিত্রের চূড়ামণি,
সদয় হৃদয়, সর্ব্বগুণে গুণমণি!
সেই দিন কি কুদিন হইল উদয়,
যে দিন স্মরণে হয় বিদীর্ণ হৃদয়!

ব'সে আছি সন্ধ্যাকালে বাহিরের ঘরে,
থাম্‌কা কিছুই ভাল লাগে না অন্তরে।
যাহা করি, তাই করে বিরক্তি বিধান,
আপনা আপনি ওঠে কাঁদিয়া পরাণ।
সহসা উঠিল ঝড় সোঁসোঁ বোঁবোঁ কোরে,
ঝড়াঝড় জানালার বাল্‌ গেল পোড়ে।

প্রদীপ গিয়েছে নিবে, তাহে নাই মন,
ভাবিতেছি কেন মন হইল এমন।
হঠাৎ হইল দ্বারে জোরে করাঘাত,
দ্বার খুলে হ'ল যেন শিরে বজ্রপাত।
লণ্ঠন হাতেতে 'গোরা' কাঁদে উভরায়,
কহিতে না সরে কথা বেধে বেধে যায়।
(শৈশবে তোমার হয় মাতার নিধন,
এই গোরা পেলেছিল মায়ের মতন।)
"হা কি হল, কি করিলি, মজালি কৈলাস,
একেবারে বাবুর হ'ল গো সর্ব্বনাশ!
বিক র হয়েছে তার, ডাকিছে মশাই,
সকে লিছে, হায়, নাড়ী আর নাই।"
যে বেশে ছিলেম তাড়াতাড়ি সেই বেশে,
বাটী হ'তে পড়িলেম ছুটে পথে এসে।
বহিছে প্রচণ্ড ঝড়, ঘোর অন্ধকার,
পড়িছে বিষম বৃষ্টি মুষলের ধার।
কড়্কড়্ কড়্কড়্ ডাকিছে আকাশ,
দপ্দপ্ ধপ্ধপ্ বিদ্যুৎ-বিকাশ।
আচম্বিতে ক্ষণে ক্ষণে বজ্রের বিস্ফার,
গগন ফাটায়ে করে শ্রবণ বিদার।
হুড়্হুড়্ জল ভাঙ্গে পথের উপরে,
ডুবে যায় উরু, যাই ধরাধরি ক'রে।
বিষম দুর্য্যোগে, কষ্টে, অতি ভগ্ন মনে,
উত্তীর্ণ হলেম গিয়ে তোমার ভবনে।

দেখিলেম সবে ব'সে স্তম্ভিতের প্রায়,
কথা নাই মুখে কারো, ইতস্তত চায়।
ঘরের ভিতরে তুমি শেযের উপর
পড়ে আছ, বিবর্ণ হয়েছে কলেবর।

ঘোলা মেরে চক্ষু গেছে বসিয়ে কোটরে,
পড়েছে কালির রেখা নীরস অধরে।
হয়েছে ললাট-ত্বক্ ত্রিবলী-কুঞ্চিত,
নাসিকার অগ্রভাগ আধ কণ্টকিত।
কপোল গিয়েছে ঢুকে, উঠিয়াছে হাড়,
শিথিল ঈষৎ ভগ্ন হইয়াছে ঘাড়।
হস্ত পদ এলাইয়ে লুটায়ে পড়েছে,
আনাভি কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঘন নড়িতেছে।
পাশে বসি মুক্তকেশী পাগলিনী-প্রায়,
কাতর নয়নে চেয়ে দেখিছে তোমায়।
শিশু সুকুমার দূরে গড়াগড়ি যায়,
থেকে থেকে ধরে এসে মায়ের গলায়।
হেরে সে বিষম দশা বুক ফেটে গেল,
হু-হু কোরে চক্ষু ফেটে অশ্রুধারা এল।
আমারে দেখিয়ে মুক্ত উঠিল কাঁদিয়ে,
ছেলেটিকে কোলে করি বসিল সরিয়ে।
কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়ে হাত দিনু গায়,
একেবারে পাঁক, আর বস্তু নাই তায়।
হস্ত-স্পর্শে যেন ফিরে আইল চেতন,
যেন কোন নবোৎসাহে পূর্ণ হ'ল মন।
চাপিয়া আমার হস্ত হৃদয় উপরে,
একবার চাহিয়ে দেখিলে ভাল ক'রে।
মুক্তকেশী-কর লয়ে, অপি মম করে,
বলিলে সুস্থির ভাবে মৃদু ভগ্নস্বরে।
"দেখিও এদের, মনে রাখিও আমায়,
দাও ভাই, জন্মশোধ চাই হে বিদায়।"
সুকুমারে বুকে করি করিনু চুম্বন,
ছল ছল হয়ে এল তোমার নয়ন।
তোমার হৃদয়ে তারে স্থাপন করিয়ে,
প্রাণ যেন ফেটে যায়, উঠিনু কাঁদিয়ে।

"মাগ ছেলে আমারে করিলি সমর্পণ
আমারে কাহারে দিলি ভাই রে এখন!"
ওহে ভাই কৈলাস, মিত্রের চূড়ামণি,
সদয় হৃদয়, সর্ব্বগুণে গুণমণি।
সেই দিন কি কুদিন হইল উদয়,
যে দিন স্মরণে হয় বিদীর্ণ হৃদয়।

ইতি বন্ধু-বিয়োগ কাব্যে কৈলাস নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥"

—কালিদাস

কোথা বন্ধুগণ, দেখা দাও একবার,
দেখ এসে কি দুর্দ্দশা ঘটেছে আমার!
একা হাসি, একা কাঁদি, একা হই-হই,
কেহ নাই যাহারে মনের কথা কই!
যার করে আমারে করিয়ে সমর্পণ,
একে একে করেছিলে সকলে গমন,
তোমাদের সেই সখী সরলাসুন্দরী,
তোমাদের সঙ্গে গেছে মোরে ত্যাগ করি।
যে গুণ থাকিলে স্বামী চির সুখে রয়,
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহার হৃদয়।
না জানিত সৌখীনতা নবাবি চলন,
না বুঝিত রঙ্গ-ভঙ্গ রসের ধরণ।
শঠতা, বঞ্চনা, ছল, বৃথা অভিমান,
এক দিনো তার কাছে পায় নাই স্থান।
মন মুখ সম ছিল সকল সময়,
বলিত সুস্পষ্ট, যাহা হইত উদয়।

আন্তরিক পতি-ভক্তি, আন্তরিক টান,
অন্তরে বাহিরে মম চাহিত কল্যাণ।
এমনি চিনিয়াছিল সতীত্ব-রতন,
এমনি বুঝিয়াছিল মান-ধনে ধন ;
এমনি সুদৃঢ় ছিল নারীর আচারে,
সকলেই স্নেহ ভক্তি করিত তাহারে।
আলস্যে অশ্রদ্ধা ছিল, শ্রমে অনুরাগ,
কোরে লয়েছিল নিজ সময়-বিভাগ।
যে সময়ে যাহা তারে হইবে করিতে,
আগেতে করিয়ে আছে কেহ না বলিতে।
এমনি ধীরতা ছিল মনের ভিতর,
কখন দেখিনে তারে হইতে কাতর।
প্রথমেতে ছিল কিছু ভ্রান্ত সংস্কার,
ঘোচে নাই ভাল কোরে মনের বিকার।
পড়িতে বলিলে বহি মনে পেত ভয়,
ভাবিত পড়িলে হব বিধবা নিশ্চয়।
খদ্যোত পড়িলে দীপে হ'ত চমকিত,
শুনিলে পেচক-রব ভাবিত অহিত।
বুঝিত কিঞ্চিৎ অল্প প্রেম-আস্বাদন,
অল্পই চিনিত আমি মানুষ কেমন।
শুষ্ক পত্রে ফুল্ল ফুল আচ্ছন্ন হইলে,
শীঘ্র স্বীয় শোভা ধরে পবন বহিলে।
সে দোষের ক্রমে হোয়ে গেল পরিহার,
গর্ব্বের সঞ্চার সহ প্রেমের সঞ্চার।
কতই আনন্দ মনে, হাসি দুই জনে,
ধরেছে মুকুল আজি প্রণয়-কাননে!
ফুটিবে হাসিবে কত আমোদ ছুটিবে,
মনোহর ফল ফলি চক্ষু জুড়াইবে।
হেরিয়ে সুচারু তরু ভুলে যাবে মন,
চিরদিন হয়ে রব আনন্দে মগন।

অকস্মাৎ ভূকম্পে সে সাধের কানন,
ভূমি শুদ্ধ উবে গেল নাই নিদর্শন।

এক দিন প্রাতে বসি শয্যার উপরি,
'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' অধ্যয়ন করি ;
সহসা কুটুম্ব এক এলেন ভবনে,
হর্ষ-বিষাদের চিহ্ন তাঁহার বদনে।
বড় ঘরে সেই দিন তাঁহার বিবাহ,
উদিকে মরেছে জ্ঞাতি, দমেছে আগ্রহ।
যাহোক্ সে দিন তাঁর বিয়া করা চাই,
এসেছেন তাই, যেন শুনা হয় নাই।
ওষুধ ফষুধ এবে বল কে ধরায়,
জালেতে পড়েছে মাছ, যদি ছিঁড়ে যায়!
কাজে কাজে রাত্রে হ'ল বর লয়ে যেতে,
বিবাহ নির্ব্বাহ হ'লে বসিয়াছি খেতে।
সম্মুখে উদয় এক উজ্জ্বল রতন,
আভায় আলোকময় হয়েছে ভবন।
(কে এ মুক্তাময়ী লতা ? অন্য কেহ নন,
শেষে মম অঙ্ক-লক্ষ্মী ইনিই বা হন।)
ক্ষণপরে সেই জ্যোতি গেল গৃহান্তরে,
কিন্তু এসে প্রবেশিয়ে বসিল অন্তরে!
যে দিকে যখন চাই ফিরায়ে নয়ন,
সেই দিকে সেই ছবি দেয় দরশন।
নয়ন মুদিয়ে দেখি রয়েছে অন্তরে,
উর্দ্ধে চাই, আঁকা তাই চন্দ্রের উপরে।
যেথা যাই, সঙ্গে যায়, যেথা বসি বসে,
কহিলে রসের কথা ঢ'লে পড়ে রসে।
কে জানে কেমনতর হয়ে গেল মন,
জানি নে সুখে কি দুখে মজেছি তখন!

মম আর্য্যতম মনে,
কেন কেন কি কারণে,
স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাব হয়িছে উদয় ?
লীলা-খেলা বিধাতার,
বুঝে ওঠে সাধ্য কার,
অবশ্যই আছে কোন কারণ নিশ্চয় !

যাহা হোক শূন্য মনে ব'য়ে দেহ-ভার
বাড়ীতে এলেম, প্রবেশিতে যাই দ্বার ;
সহসা কে এসে যেন সমুখে আমার,
বলিল, "সরলা ভাব বুঝেছে তোমার।
ছি ছি রে নিদয়, তোরে যে সঁপেছে প্রাণ,
হানিতে উদ্যত তুই তারি বুকে বাণ !
সঙ্গে লয়ে এই এক নবীনা ললনা,
কোন্ মুখে তার কাছে যাইছ বল না ?"
অমনি চমুকে কেঁপে উঠিনু অন্তরে,
কষ্টেতে সম্বরি ভাব প্রবেশিনু ঘরে।

নিদ্রা যায় 'সর' শুয়ে শয্যের উপরে,
গায়ের উপরে বায়ু ঝুর্ ঝুর্ করে,
শোভিছে চন্দ্রের ক'রে নীরব বদন,
নিমীলিত হয়ে আছে কমল নয়ন।
সুদীর্ঘ অরাল পক্ষ্ম পবন-হিল্লোলে,
অল্প অল্প হেলে হেলে কেঁপে কেঁপে দোলে।
কপোল গোলাপ-ফুল গোলাপি আভায়,
অধর পল্লব নব কিবা শোভা পায় !
পাশে গিয়ে বসিলেম স্নেহার্দ্র পরাণে,
রহিলেম স্থির চক্ষে চেয়ে মুখ-পানে।
বায়ু-বশে পদ্মদল করে থরথর,
তেমনি উঠিল কেঁপে প্রিয়ার অধর।

কল স্বরে ধীরে ধীরে ফুটিল বচন,
"আমি যত বাসি, তুমি বাস না তেমন।"
অমনি আদরে ধোরে করিয়ে চুম্বন,
কোলেতে বসায়ে, তুলে ধরিনু নয়ন।
"ফিরিয়ে আসিবে তুমি ছিল না তো মনে,
তার হাত এড়াইয়ে আসিলে কেমনে?"
ও কি প্রিয়ে, একি নাকি দেখিছ স্বপন,
প্রলাপের মত কথা এ আর কেমন!
"তাই তো, সত্যই এই হেরিনু স্বপনে,"—
আর কথা সরিল না, হাসি এল মনে।
মৃদু মধু হাসে হ'ল অধর শোভন,
কপোল কুঞ্চিত, নত কমল-আনন।
বল বল তারপর, মোর মাথা খাও,
কেন ভাই আধ্‌কপাল ধরাইয়ে দাও?
"আচম্বিতে পরী এক কোথা থেকে এল,
তোমারে হৃদয় থেকে কেড়ে নিয়ে গেল।
হাসে পূর্ণিমার চাঁদ, কুমুদিনী হাসে,
কোথা থেকে এসে রাহু সেই চাঁদে গ্রাসে!"
কথায় কথায় কত রসের তামাসা,
প্রেমময় স্নেহময় কত ভালবাসা।
কত হাসি খেলি, কত প্রেম-গান গাই,
মুখে মুখে কাড়াকাড়ি কোরে পান খাই।
আমোদে আমোদে হয়ে রয়েছি মগন,
ক্রমে ক্রমে হয়ে এল নিদ্রা আকর্ষণ।
অল্পে অল্পে ভেরে এল নয়নের পাতা,
ঢুলে ঢ'লে প'ড়ে গেল বালিশেতে মাথা।

প্রবেশিল সহসা শ্রবণে কলরব,
ধড়মড়ি উঠে দেখি শূন্যময় সব।

ঘোরতর সর্ব্বনাশ, বিষম বিপদ,
আমারি ভেঙেছে ভাগ্য ঘটেছে আপদ।
যে পীড়ায় গর্ভবতী বাঁচে না কখন,
যে পীড়ায় রুধিরের বহে প্রস্রবণ,
যে পীড়ায় যন্ত্রণার হয় একশেষ,
খাটে না কিছুতে কোন ঔষধি বিশেষ;
আমার দুর্ভাগ্য-দোষে প্রিয়া সরলার
জন্মেছে সে পীড়া, আর প্রাণে বাঁচা ভার!
উঃ! কি যন্ত্রণা, দেখে প্রাণ ফেটে যায়,
তবু ধীরা কিছুই না প্রকাশে কথায়!
বুক করে হান্ ফান্ ছট্‌ফট্ প্রাণ,
চক্ষে শূন্যময় দেখে, ভোঁ-ভোঁ করে কাণ;
সহিতে সহিতে আর সহিতে পারে না,
যাইতে যাইতে প্রাণ যাইতে চাহে না;
অন্তরে নিতান্ত হ'য়ে পড়েছে অধীর,
তবু মুখে 'উহু' মাত্র, রহিয়াছে স্থির!
ধন্য ধীরা ধৈর্য্যবতী দেখিনি কখন,
তেমন বয়সে কারো ধীরতা তেমন!

কিবা দিবা, কিবা নিশি, সকলি সমান,
দিন গেল, রাত্রি এল, কিছু নাই জ্ঞান!
ব'সে আছি জড়-প্রায় চেয়ে এক দিকে,
এক এক বার উঠে দেখি প্রেয়সীকে।
আজ্ঞা করিলেন পিতা—"রাত্র দ্বিপ্রহর,
অধিক জাগিলে, কল্য হবে ক্লেশকর।
এখান হইতে যাও উঠিয়া সত্বরে,
শয়ন কর গে গিয়ে বার্‌বাড়ীর ঘরে।"
তখন কি নিদ্রা হয়, কোথা তার মূল?
শয্যা নয়, সুশাণিত শত কোটি শূল।

শুয়ে তায়, ছট্‌ফট্‌ ধড়ফড়্‌ মন,
চকিত তন্দ্রায় দেখি বিকট স্বপন।—
শ্মশানে রয়েছি পড়ে হারায়ে জীবন,
পার্শ্বে ম'রে প'ড়ে আছে রমণী, নন্দন——
অমনি কে যেন পৃষ্ঠে কশাঘাত ক'রে
দাঁড় করাইয়ে দিল শয্যার উপরে।
তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে, দেখিলেম এসে,
ছেলে হ'য়ে, ম'রে, প'ড়ে আছে দ্বার-দেশে।

বায়ু আদি বিকৃতির বিশেষ কারণে,
বকে, হাসে, ভয় পায় মানুষে স্বপনে।
অথবা মনের চিন্তা নানান্‌ প্রকার,
এই এক চিন্তা করি, পরক্ষণে আর।
না হ'তে প্রথম চিন্তা সব সমাপন,
দ্বিতীয় তৃতীয় আসি দেয় দরশন।
অর্দ্ধ-সমাপন সেই চিন্তা সমুদয়,
ফাঁক পেয়ে দেখা দেয় নিদ্রার সময়।
পরস্পরে একত্তরে গণ্ডগোল করে,
স্বপ্ন-রূপে অপরূপ নানা মূর্ত্তি ধরে!
দিবা, নিশা, সন্ধ্যা, সময়ের তিন ভাগ,
নিদ্রা, জাগরণ, স্বপ্ন, অবস্থা বিভাগ।
দিন নয়, রাত্রি নয়, মধ্যে সন্ধ্যা রয়,
নিদ্রা জাগরণ নয়, মধ্যে স্বপ্ন হয়।
থাকিলে নিদ্রার ভাগ অধিক স্বপনে,
সে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ভাল পড়েনাক মনে।
'স্বপ্ন দেখেছিনু' এই মাত্র মনে রয়,
কিরূপ ব্যাপার তাহা হয় না উদয়।
জাগরণ-ভাগ বেসি স্বপনে থাকিলে,
পড়িবে সকলি মনে স্বপ্নে যা দেখিলে।

নিদ্রা জাগরণ যদি থাকে সমভাবে,
কিছু বা ভুলিতে হয়, কিছু মনে জাগে।
কত কবি করেছেন সন্ধ্যার বর্ণন,
কত কবি রচেছেন বিচিত্র স্বপন,
কবিদের কলমের শক্তি চমৎকার,
অসার পদার্থে করে সারের সঞ্চার।
যদিও স্বপন-কাণ্ডে করি নি বিশ্বাস,
তার শুভাশুভ ফলে রাখি নি আশ্বাস,
তথাপি দেখিয়ে সেই বিষম ব্যাপার,
চমকিত হয়ে গেল হৃদয় আমার।
মৃত শিশু জননীর কথাই তো নাই,
প্রত্যুত আত্মারে যেন হারাই হারাই।
যাহা হোক্ সেরে গেল নিজ-মৃত্যু-ভয়,
কিন্তু সরলার ভাগ্যে কখন্ কি হয়।
যত চেষ্টা করি হবে ব'লে প্রতীকার,
ততই বেগেতে বাড়ে বিষম বিকার।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ থেকে বেগে পড়ে জল,
তারে বাধা দেয় হেন আছে কোন্ বল?
হায় যে তুফান এই পড়েছে আসিয়ে,
নিশ্চয় যাইবে প্রিয়তমারে নাশিয়ে!

বেলা নাই, প্রায় সূর্য্য অস্ত যায়-যায়,
একবার দেখি বলি ডাকিল আমায়।
প্রায় আমি কাছে আছি, দেখিছে সদাই,
তবে কেন ডাকে হেন, যাই কাছে যাই।
দেখিলেম গৃহের ভিতরে প্রবেশিয়ে,
উঠে ব'সে আছে, বালিশেতে ঠেশ দিয়ে।
চক্ষু দুই রক্তবর্ণ, এলোথেলো কেশ,
মাতালের মত ভাব, পাগলিনী-বেশ।

কে এলেম ঘরে, তার ভুরুক্ষেপ নাই,
আন্‌খা আন্‌খা কথা, অর্থ নাহি পাই।
শত্রুরো কখন যেন হয় না তেমন,
যে রূপে হ'ল সে কাল-যামিনী যাপন।
প্রভাতে সকলে সুখী রবির উদয়ে,
কিন্তু হায় কি বিষাদ আমার হৃদয়ে!
এই বার শেষ দেখা দেখিব নয়নে,
গৃহ-প্রান্তে দাঁড়ালেম বেপমান মনে।
দেখিলেম আর তার নাই পূর্ব্বভাব,
অন্য এক ভাবের হয়েছে আবির্ভাব।
তেমন কাহিল, তবু ভিতে দিয়ে ভর,
দাঁড়াইয়ে আছে প্রিয়ে যোড় করি কর।
রক্তহীন অঙ্গযষ্টি পাণ্ডাশ বরণ,
শ্বেত করবীর মত ধবল বসন,
এলান-কুন্তল-ভার লুটিছে চরণে,
উর্দ্ধ দিকে চেয়ে আছে সজল নয়নে।
যেন কোন স্বর্গ-কন্যা আসিয়ে ভূতলে,
মানবের মাঝে ছিল মানবের ছলে,
আজ তার শাপ পূর্ণ, হয়েছে চেতনা,
স্বর্গেতে যাইতে তাই করিছে প্রার্থনা।
অলক্ষ্যে দাঁড়ায়ে আমি দেখিতে দেখিতে,
পবিত্র প্রতিমাখানি লাগিল কাঁপিতে।
হা কি হ'ল, ছুটে গিয়ে ধরিনু তাহায়,
বুকে কোরে ধীরে ধীরে শোয়ানু শয্যায়।
বিনিদোষে কেন প্রিয়ে ত্যজিছ আমারে,
ওগো তোম্‌রা কোথা সব দেখসে ইহারে!
যদিও মুখেতে কোন কথা না সরিল,
তথাপি নয়নে যেন কহিতে লাগিল—
"চপল প্রেমিক, কর প্রেম-অভিমান,
বোঝা গেল প্রেমে তব যত দূর জ্ঞান।

হেরে সে রূপের ছটা নশ্বর নূতন,
একেবারে গলিয়ে মজিয়ে গেল মন!
এমন প্রেমিক লয়ে আর কাজ নাই,
জনমের মত আমি তাই ত্যজে যাই।
থাক, থাক, সুখে থাক সুরূপসী নিয়ে,
যারে দিয়ে গেনু আমি প্রাণ দান দিয়ে;
করুন ভূষিত বিধি হেন গুণে তাঁরে,
না হয় কাঁদিতে যেন স্মরিয়ে আমারে।"

হা হা রে হৃদয়-ধন সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার!
উহ উহ বুক ফাটে হায় হায় হায়,
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল মাথায়!
কি করিব, কোথা যাব, নাহি পাই ঠিক,
ঘোর অন্ধকারময় হেরি চারিদিক!
প্রাণ করে ছট্‌ফট্‌ শরীর বিকল,
সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপিয়ে জ্বলে প্রবল অনল।
সহে না, সহে না, আর যাতনা সহে না,
রহে না, রহে না প্রাণ দেহেতে রহে না।
হা আমার নয়নের আনন্দদায়িনী,
হা আমার হৃদয়ের প্রফুল্ল নলিনী,
হা সরলে শুদ্ধশীলে সত্যপরায়ণা,
হা মানিনী গৌরবিণী ধৈরযভূষণা,
হা আমার প্রিয় পত্নী মন-মত-ধন,
হা আমার ভবনের উজ্জ্বল ভূষণ,
হা তাত, হা মাত, ভ্রাত, কোথা গো সকল,
হা কি হ'ল, কোথা গিয়ে হই গো শীতল!
প্রণয়-পরীক্ষা-হেতু করিয়ে ছলনা,
সরলা লুকায়ে বুঝি দিতেছ যাতনা?

অয়ি প্রিয়ে, দেখা দাও, পরাণ জুড়াও,
বৃথা কেন লুকাইয়ে আমারে কাঁদাও?
পরাণ কাঁদিয়ে ওঠে না দেখে তোমারে,
তোমা বই কে আমার আছে এ সংসারে।
এই যে সরলা আহা সম্মুখে এয়েছে!
চাঁদ-মুখ আধ-ঢেকে দাঁড়ায়ে রয়েছে!
থাম্‌কা যাতনা দেওয়া ভাল হয় নাই,
লজ্‌জায় প'ড়েছে, তাই মুখে কথা নাই!
মুকুলিত হইতেছে যুগল নয়ন,
বিন্দু বিন্দু ঘামিয়াছে কমল-বদন।
মধুর মৃদুল হাস্য রাজিছে অধরে,
অঙ্গযষ্টি অল্প অল্প থরথর করে।
মরি মরি কি মাধুরী, হায় হায় হায়,
কাছে এস প্রিয়তমে, কাজ কি লজ্‌জায়?
হৃদয়ের ধনে আজি রাখিয়ে হৃদয়ে,
জীবন জুড়াই, থাকি সুশীতল হয়ে!
কই! কই! কোথা গেল দেখিতে দেখিতে,
সৌদামিনী লুকাইল খেলিতে খেলিতে!
দৃষ্টি-পথে আবির্ভূত দ্বিগুণ আঁধার,
শ্রবণে বজ্রের ধ্বনি বাজে অনিবার।
হা-হারে হৃদয়-ধন সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার!

শোক-সংগীত

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

হায় কি হ'ল, কোথায় গেল
আমার প্রিয় দুখিনী।
হৃদয় কেমন করে, কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণী।
এত সাধের ভালবাসা,
এত সাধের তত আশা,
সকলি ফুরায়ে গেল হায় হায় হায়।—
চরাচর সমুদয়
শূন্যময় তমোময়,
বিষাদ বিষম বিষ দহে দিবস যামিনী।

ইতি বন্ধু-বিয়োগ কাব্যে সরলা
নামক তৃতীয় সর্গ

চতুর্থ সর্গ

———

" সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ। "

—কালিদাস

যখন সকলে ত্যজে গেল ক্রমে ক্রমে,
শোক নিবারিতে নাহি পারি কোন ক্রমে।
বিষাদ-বারিদ-জাল সুখ-সুধাকরে
ডুবাইয়ে রেখেছিল তিমির-সাগরে।
কেহ যেন যমালয়ে লইয়ে আমায়,
ফেলে দিয়েছিল তপ্ত তেলের কড়ায়।
মস্তক তুলিতে হয় সভয় অন্তর,
লম্বমান লৌহ গদা ঘোরে ঘর্ঘর্।
অহহ কি ভয়ানক নরক-ব্যাপার।
বিষম অলন-জ্বালা নিতান্ত দুর্বার।
কে করে সান্ত্বনা, রাম, তুমি রে তখন,
হয়েছিলে বহু অংশে মম বিনোদন।
সংস্কৃত কবিদের কি কাব্য-মাধুরী,
সুধা-রস-ধারাবাহী রচনা-চাতুরী।
কে বলে গো দেবলোকে বীণা বাজে ভাল,
শচীর হৃদয়ে রাজে পারিজাত-মাল?
সরলতা-গুণে গাঁথা অমৃতের ফুল,
এ মালার ত্রিজগতে নাই সমতুল।
বায়ুভরে মধু ক্ষরে, গন্ধে ভর্ভর,
কোকিল কুহরে, কিবে ঝঙ্কারে ভ্রমর।

দেখিলে শুনিলে দ্রব কঠিন পাষাণ,
প্রফুল্ল হইয়ে ওঠে শোকাকুল প্রাণ।
তুমি সেই কাব্য লয়ে নিকটে বসিতে,
মধুর গম্ভীর স্বরে পড়িয়ে যাইতে।
শুনিয়া সন্তোষে পূর্ণ হইত হৃদয়,
দূরে যেত শোক-তাপ, শান্তির উদয়।
বড় খুসি হই আমি, ছাত্র পেলে ভাল,
তুমি তাই ছিলে, ছিলে নয়নের আলো।

জননী জনমভূমি, সবে মুখে বলে,
কাজে কিন্তু কটা লোক সেই পথে চলে?
জন্মভূমি থাক্, জন্ম যাঁহার উদরে,
মানুষ হয়েছি যাঁর কোলে খেলা ক'রে;
আমার ব্যারামে হয় যাঁর উপবাস,
হেরিলে মুখেতে হাসি যাঁর মুখে হাস;
ক্রন্দন শুনিলে যাঁর কেঁদে ওঠে প্রাণ,
কি করেন, কোথা যান, কত হান্‌ফান্;
কোলে করি কত সুখ হয় যাঁর মনে,
কথা শুনি স্নেহ-অশ্রু বহে দু-নয়নে;
কেলে কিষ্টি, বিশ্রী, ঘোর বিকট আকার,
গরবিণী ভামিনীর দু-চক্ষের বার,
সকলেই চ'টে যায় দেখিলেই ছাঁদ,
সে-ও হয় যাঁর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ;
রূপ গুণ ধন মান কিছু কাজ নাই,
প্রাণে বেঁচে থাক্ বাছা, শুধু এই চাই;
এমন পরম ধন, জগতের সার,
প্রাণ দিয়ে শোধা নাহি যায় যাঁর ধার,
তাঁহাকেই আজ-কাল লোকে বড় মানে।
মানের বদলে স্ত্রীর বাঁদী কোরে আনে।

বাবু হয়েছেন রাজা, বিবি রাজরাণী,
ছুট ছুট দাসী হোক্ দুখিনী জননী।
আরে রে দুরাত্মা, মদে হয়েছ মাতাল,
বিবি কি রাখিবে তোর ইহ-পরকাল?
অবশ্য আছেন বহু হেন ভাগ্যধর,
ধরেন জননী-পদ মস্তক উপর।
অবশ্য স্বীকার করি দুই এক জন,
ধরেন জীবন জন্মভূমির কারণ।
জননী জনমভূমি সম মাতৃভাষা,
যত কিছু মঙ্গলের তাঁর প্রতি আশা।
তাঁহার মঙ্গলে হবে দেশের মঙ্গল,
তাঁর অমঙ্গলে হবে দেশে অমঙ্গল।
যত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হইবে সঞ্চার,
যত তাঁর আলোচনা হইবে প্রচার,
ততই প্রবোধ-সূর্য্য হইবে উদয়,
ততই জনমভূমি হবে আলোময়।
এই তত্ত্ব, সার তুমি বুঝেছিলে রাম,
মাতৃভাষা-সাধনা করিতে অবিশ্রাম।
কৃত্তি, কাশী, ভারত, মুকুন্দ মহাকবি,
এঁকেছেন যে সকল মনোহর ছবি,
সেগুলি তোমার ছিল নয়নে নয়নে;
বাণী যেন বিহরেন কমল-কাননে।
সাগর-সম্ভূত রত্ন, অক্ষয় ভাণ্ডার,
কেহ বলে অপরূপ, কেহ কদাকার,
কিন্তু তুমি কর নাই কভু অযতন;
বঙ্গের সকলি তব আদরের ধন।
বাঙ্গালা পুস্তকে ছিল অত্যন্ত মমতা,
দুর্দ্দশা দেখিলে তার বুকে পেতে ব্যথা।
ধূলা ঝেড়ে, কোলে ক'রে হ'তে হরষিত,
ছেলে কোলে ক'রে যেন পিতা প্রফুল্লিত।

স্বদেশের নারীদের অদৃষ্টের দোষে,
পড়েছে তাহারা সবে বাগ্‌দেবীর রোষে।
মূর্খতা-তিমিরে মন ঘোর অন্ধকার,
চারিদিকে ভ্রান্তি-সিন্ধু অকূল পাথার।
দ্বেষ হিংসা কলহের তরঙ্গ ভীষণ.
উদ্বেগ-সন্তাপ বহে প্রচণ্ড পবন,
ঘোরতর অস্তগত বিজ্ঞান-মিহির,
কি কর্ত্তব্য, কি করিছে, কিছু নাই স্থির;
সে দিন, কি শুভ দিন হইবে উদয়,
যে দিনে তাদের মন হবে আলোময়!
একেবারে নিবে যাবে কচ্‌কচি কলহ,
পরিবারে পরস্পরে হবে প্রীতি-স্নেহ।
সকলেই সকলের হিতে দিবে মন,
অহিতের প্রতিকারে করিবে যতন।
সকলেরি মুখে হাসি, খুসি মন প্রাণ,
মহানন্দে সারদার গাবে গুণ-গান।
কোথাও ললিতবালা অচল নয়নে,
নতমুখে শিল্প-কর্ম্মে আছে এক মনে।
কোথাও জননী লয়ে কুমারী কুমার,
শিখান সহজে কত কথা সার সার।
কোথাও যুবতী সতী প্রাণপতি সনে,
আছেন কবিতামৃত-রস-আস্বাদনে।
বিনোদিনী বিদ্যার হইলে অধিষ্ঠান,
আহা সেই স্থান কিবে হয় শোভমান!
যে দিন কল্পনা-পথে করি বিলোকন,
পরম আনন্দে আমি হতেছি মগন;
সে দিনে তোমার ছিল সবিশেষ লক্ষ্য,
তার অনুষ্ঠানে হতে সর্ব্বথা স্বপক্ষ।
যখন যা প্রয়োজন সেই বহি নিয়ে,
বেড়াইতে বামাদের বাড়ি বাড়ি দিয়ে।

ইহাতে সহিতে হ'ত কতই লাঞ্ছনা,
ঘরে পরে পিতৃ-স্থানে বিবিধ গঞ্জনা।
তবু স্বদেশীয় ভগ্নীগণের শিক্ষায়,
কভু আমি ভগ্নোৎসাহ দেখিনি তোমায়।
যাদের তেজস্বী মন খাঁটি পথে ধায়,
তা'রা কি দৃক্‌পাত করে ও সব কথায়?
যাক্ মান, যাক্ প্রাণ, নাই প্রয়োজন,
অবশ্যই করা চাই কর্ত্তব্য সাধন।

মানিতে আমারে তুমি গুরুর মতন,
করিতে মিত্রের মত প্রীতি-প্রদর্শন।
বিপদে সহায় ছিলে, দুখী ছিলে দুখে,
সম্পদে সন্তুষ্ট সখা, সুখী ছিলে সুখে।
দেখিলে ন্যায়ের কার্য্য প্রশংসা করিতে,
অন্যায় অঙ্কুর মাত্রে বিরক্ত হইতে।
ছেলেবেলা হয় নাই বিদ্যা-আলোচন,
উদ্ধত ব্যাভার ছিল তোমার তখন।
কিন্তু কভু মজ নাই, অসৎ আচারে,
পর-মন্দ পর-দ্বেষ নেশা ব্যভিচারে।
অবশ্যই মনে ছিল মহত্ত্বের মূল,
নহিলে সময়ে কভু ফোটে কি সে ফুল?
শুধু বিদ্যা শুধু নয় মহত্ত্ব-সাধন,
যার যে প্রকৃতি, ঠিক সে হয় তেমন।
স্বভাব হইলে সৎ, বিদ্যার প্রভায়,
সকলের সুখকর শুভ শোভা পায়।
অসৎ হইলে, সৎ বলি বা কেমনে,
ভুজঙ্গ-মস্তক-মণি শোভে তো কিরণে।
চটকেতে ভুলে যারা কাছে যায় তার,
ছোপলে ছোপলে শেষে প্রাণে বাঁচা ভার।

তোমার প্রকৃতি ছিল স্বভাব-সুন্দর,
পড়েছিল বিদ্যালোক তাহার উপর ;
তাহাতেই হয়েছিল অতি মনোরম,
শীলতা নম্রতা দয়া ছিল অনুপম।
শেষে করি শৈশবের ঔদ্ধত্য সংহার,
আহা কিবে হয়েছিল নম্র ব্যবহার !

পাদপে ধরিলে ফল,
নীরদে পূরিলে জল,
নত হয়ে রয় কিবে শোভা মনোহর !
গুণ-বিদ্যা-ভার-ভরে,
মানবে বিনম্র করে,
হেরে তারে সকলের জুড়ায় অন্তর।
বাঁচিয়ে থাকিলে তুমি বংশ হ'ত আলো,
এ দেশের, এ জাতির ঢের হ'ত ভাল !

হা হা প্রিয়গণ, অল্পক্ষণ সুখ দিয়ে,
প্রণয় পবিত্র প্রভা প্রকাশ করিয়ে,
অরুণ উদয়ে তারাগণের মতন,
যৌবন-উদয়ে সবে হ'লে অদর্শন !
জগতের জ্বালা হ'তে পেয়ে অবসর,
নিদ্রিত রয়েছ মহা-নিদ্রার ভিতর।
তোমাদের পক্ষে এবে সম সমুদয়,
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয়।
কিবা ঘোরতর বজ্র-নিনাদ ভীষণ,
কিবা সুমধুরতর বীণার বাদন,
কিবা প্রজ্বলিত দিনকর-খর-জ্যোতি,
কিবা পূর্ণ শশধর-নির্ম্মল-মালতী,
কিবা বিদ্যুতের খেলা নীরদ-মণ্ডলে,
কিবা কমলের শোভা ঢল ঢল জলে,

কিবা সাধুদের মুখে প্রশংসার গান,
কিবা নিন্দুকের তূণে বিষে শাণা বাণ,
কিবা প্রিয় বান্ধবের শোক হাহাকার,
কিবা শত্রু শকুনির সানন্দ চীৎকার ;
কিছুই এখন আর অনুভূত নয় ;
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয় !
হায় রে মনের সাধ মনেই রহিল,
বসন্ত-মুকুল-জাল আতপে দহিল।

ইতি বন্ধু-বিয়োগ কাব্যে রামচন্দ্র-নামক
চতুর্থ সর্গ

সমাপ্ত

প্রেম-প্রবাহিনী

প্রেম-প্রবাহিনী

---::---

প্রথম সর্গ

" Frailty, thy name is Woman ! "

—সেক্‌স্‌পিয়ার

আর সেই প্রণয়ী-দম্পতী সুখে নাই,
যাঁহাদের প্রণয়ের গান আজি গাই।
কাটালেন এত কাল যাঁরা পরস্পরে,
আনন্দ-উদ্বেল স্নিগ্ধ প্রফুল্ল অন্তরে।
দেখিলে যাঁদের প্রেম, প্রেমে ভক্তি হয়,
জগতে যে আছে প্রেম, জনমে প্রত্যয়।
আহা কি নির্ম্মল ভাব, উদার আশয়,
আহা কি হৃদয় ঢল ঢল সুধাময়!
চারিদিকে কেমন খেলিছে শিশুগুলি,
প্রেমতরু-ফল সব, ননীর পুতলী;
কি মধুর তাহাদের অস্ফুট বচন,
কি অমৃতময় আধ আধ সম্বোধন,
তাহাদের পানে চেয়ে, কি এক উল্লাস,
কি এক উভয়ে মিলে সুখময় হাস;
কি এক প্রসন্নভাবে পরস্পরে চাওয়া,
কি এক মগন হয়ে সুখ-কথা কওয়া!

তাঁহাদের প্রেম, ক্ষীরসমুদ্র-সমান,
অগাধ, গম্ভীর, কিন্তু ছিল না তুফান।
জল ছিল সুধাময়, তল রত্নময়,
পবিত্র পরশে তৃপ্ত হইত হৃদয়।
কি এক প্রবল বায়ু উঠেছে সহসা,
একেবারে বিপর্য্যস্ত, ভয়ানক দশা ;
বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত-সম উৎক্ষিপ্ত তুফান,
প্রচণ্ড আঘাতে তট করে খান্ খান্।
কোথায় অমৃত? জল নুণ দিয়ে গোলা,
কোথায় রতন? তল পাঁকে ঘোর ঘোলা।
সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি মনে,
যাইলাম একদিন তাঁদের ভবনে।
আর সে ভবন যেন সে ভবন নাই,
বিরাগ বিষাদময় যে দিকেতে চাই।
আর সেই গৃহপতি প্রফুল্ল বদনে,
পরিবৃত হয়ে প্রফুল্লিত শিশুগণে,
করিতে করিতে সুখে সুবায়ু সেবন,
সম্মুখ উদ্যানে নাহি করেন ভ্রমণ।
আর সেই সব মালী সোৎসাহ অন্তরে,
ফুলগাছ সকলের পাট নাহি করে।
সেই সব ফুল ফুটে নাচিয়ে বাতাসে,
আর নাহি অন্তরের আহ্লাদ প্রকাশে।
আর সেই শিখী কোরে কলাপ বিস্তার,
দেয় না প্রভুর কাছে নৃত্য-উপহার।
আর গৃহিণীর দাসী হাসি-হাসি মুখে,
আসে না সংবাদ নিয়ে প্রভুর সম্মুখে ;
আর নাই দাসদের কর্ম্মে তাড়াতাড়ি,
লোক-জন আসা-যাওয়া, আসা-যাওয়া গাড়ি।
যে ভবন সদা যেন উৎসব-ভবন,
সে ভবন এবে যেন বিজন কানন।

হয়েছে সৌভাগ্য-সূর্য্য যেন অস্তমিত,
কিম্বা যেন গৃহপতি নাহিক জীবিত।
হায় রে সাধের সুখ, তোমার সম্ভাবে
সব হয় আলো, কালো তোমার অভাবে!

প্রথমে প্রবেশ করি প্রথম মহলে,
কাহাকেও দেখিতে পেনু না কোন স্থলে।
দ্বিতীয়ে পশিয়ে, যাই সোপানে উঠিতে,
হেরিলেম গৃহিণীকে নামিয়ে আসিতে।
হর্ম্ম্যের দুর্দ্দশা হেরে তত কিছু নয়,
এঁর ভঙ্গি দেখে যত জন্মিল বিস্ময়।
একেবারে পরিবর্ত্তন বসন ভূষণ,
শ্রী ছাঁদ রীতি নীতি চলন বলন।
আগে পরিতেন ইনি সুন্দর গরদ,
অথবা শাটীন শাটী সাদা বা জরদ।
এখন গোলাপী বাস জলের মতন,
জমিময় নানা বর্ণ ফুল সুশোভন।
আগে শুধু করে বালা, মতিমালা গলে,
এবে চন্দ্রহার শুদ্ধ কটিতটে দোলে।
সোণার চিরুণী ফুল শোভিছে মাথায়,
হীরাকাটা মল শুদ্ধ পরেছেন পায়।
আগে চুল বাঁধিতেন যেমন তেমন,
এখন বিনুনে খোঁপা আতার মতন।
যেন মধুকরমালা আরক্ত কমলে,
কুঞ্চিত অলক দুই দুলিছে কপোলে।
অধরে অলক্তরস, নয়নে অঞ্জন,
কপোলে কুম্‌কুম্‌চূর্ণ, ললাটে চন্দন,
সর্ব্বাঙ্গে ফুলেল মাখা, কাণেতে আতর,
বসনে গোলাপ ঢালা গন্ধে ভর্ ভর্।

হাতে গোলাপের তোড়া ধোরে অনিবার,
তুলে ধোরে শুঁকিছেন এক এক বার।
নয়নে ভ্রমর যেন ঘুরিয়ে বেড়ায়,
সহসা চকিত হয়ে লুকাইতে চায়।
চঞ্চল চরণ পড়ে থমকে থমকে,
লাট্ খেয়ে ঘুঁড়ি যেন থামিছে দমকে।

রূপের ছটার তরে এত যে চটক,
রূপ যেন হয়ে আছে বিকট নরক।
যে রূপ-লাবণ্য যেন নব অংশুমালী,
কে যেন দিয়েছে তাহে ঢেলে ঘন কালি।
যাঁহারে দেখিলে হ'ত ভক্তির উদয়,
আজি কেন তাঁরে হেরে ঘোর ঘৃণা হয়?
পুণ্যের বিমল জ্যোতি যে নয়নে জ্বলে,
অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে;
বিনয় সারল্য যাহে করিত নিবাস,
সভয়ে সঙ্কোচ কেন তাহে করে বাস?
যে নয়ন সগৌরবে ছিল এত দিন,
সে নয়ন কেন গো নিতান্ত লজ্জাহীন?

সদা যিনি সযতন সাজাইতে মনে
মহত্ত্ব বশিত্ব বিদ্যা ধর্ম্মের ভূষণে;
মনেরি গৌরব, যিনি জানেন গৌরব,
গুণেরি সৌরভ, যিনি ভাবেন সৌরভ।
আজি কেন এত ব্যস্ত রূপের যতনে,
কেনই বা কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই মনে?

যাঁহার তেমন উঁচু দরাজ নজর,
চাপল্য মাত্রেতে যাঁর সদা অনাদর;

চাহিলে চপল বেশ কন্যা পুত্রগণ,
কভু নাহি রাখিতেন তাদের বচন ;
অন্যেরো তাদৃশ বেশে পাইতেন লাজ,
বাসকসজ্জার মত কেন তাঁরি সাজ!

যিনি চ'লে গেলে ধরা আলো হয়ে রয়,
যাঁর হাস্যে চারি দিক্ হাসিমুখী হয়।
আজি কেন যেন ধরা যায় রসাতলে,
কেন গো ক্রোধেতে যেন দিক সব জ্বলে?
তবে কি তাহাই হবে, যার কল্পনায়,
মম মন ক্রোধে খেদে জ্বোলে ফেটে যায়!
এমন কি হবে, এক মহা মনস্বিনী,
হোয়ে দাঁড়াইবে এক জঘন্য স্বৈরিণী?
কেমনে আমরা তবে করি গো প্রত্যয়,
কেমনে সন্দেহশূন্য হবে গো প্রণয়?
কোন্ দোষে দোষী গৃহপতি মহাশয়,
এঁর প্রতি সদা তিনি সমান সদয়।
প্রাণপণে পেলেছেন বিবাহের ব্রত,
অবিরত সেধেছেন সব অভিমত।
করেছেন সমর্পণ সমস্ত ভাণ্ডার,
প্রাণ, মন, আত্মা, যাহা কিছু আপনার ;
পুত্রকন্যা-সুশোভিত সোণার সংসার,
কেন গো পিশাচী করে সব ছারখার?

এখন কোথায় সেই পতি-প্রতি মতি,
পতি-ধ্যান, পতি-প্রাণ, পতিমাত্র গতি?
হায় রে কোথায় সেই পতি-ভালবাসা,
সাধিতে পতির প্রিয় অতৃপ্ত লালসা?

কেবল কি সে সকল বচন-চাতুরী,
মধু মধু মধু-মাখা মিচরির ছুরী?
দেখেছিনু যে প্রণয়, সে কি সত্য নয়?
হায় তবে আজো কেন দিন রাত হয়।
কিম্বা সে প্রণয় ছিল বয়স-অধীন,
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে বিলীন?
অথবা সে প্রেম ছিল সম্ভোগের কোলে,
সম্ভোগ-শৈথিল্যে বুঝি এবে গেছে চোলে?
এক বস্তু ভাল নাহি লাগে চির দিন,
নব রসে লোলা তাই ঝোঁকে দিন দিন?
যৌবনে সম্ভোগে জন্মে, বিগমেতে ক্ষয়,
প্রেম কিরে এই বই আর কিছু নয়?
মনের সম্পর্ক তাহে কিছুমাত্র নাই?
তার সুখ-আশা কি রে শুধু আশাবাই?
অথবা মনের ভাব সম চিরকাল
থাকে না, জনমে তাই প্রণয়ে জঞ্জাল?
প্রেম মরে বোলে কিরে মন শুদ্ধ মরে?
ধর্ম্ম কি নরক দেখে ভয়ে না শিহরে?
আবার কি মরা আশা মুঞ্জরিত হয়,
মনোমত তরু এঁচে করে রে আশ্রয়?
ওগো লজ্জা ধর্ম্ম! যদি তোমা বিদ্যমানে
একজন বিজ্ঞ পুরন্ধ্রীরে বিঁধে বাণে,
দুর্ব্বার আগুন জেলে দিয়ে একেবারে
দুষ্ট রিপু হাড় শুদ্ধ গলাইতে পারে,
কি জন্যে তোমরা তবে আছ ধরাতলে?
যৌবন-উন্মত্ত-দলে শাস বা কি বলে?
ছেড়ে দাও তাহাদের শৃঙ্খল খুলিয়া,
উন্মাদ হাতীর মত ব্যাড়াক্ দাপিয়া!
অবাধে করুক, মনে যা আছে বাঞ্ছিত,
একেবারে ধ্বংস-দশা হোক উপস্থিত!

কিছু দূর হ'তে মোরে দেখিতে পাইয়ে,
চকিত হইয়ে, যেন সহর্ষ হইয়ে,
কাছে এসে সুধালেন মিত্র সম্বোধনে,
"কি ভাবিছ, কি বকিছ, দাঁড়ায়ে নির্জনে?"
আমি বলিলেম, না, এমন কিছু নয়,
কোথায় আছেন বিজ্ঞ মিত্র মহাশয়?
কহিলেন তিনি "আর সে বিজ্ঞতা নাই,
উপরে আছেন, যাও, দেখ গিয়ে ভাই।"
মনে হ'ল দুই এক কথা এঁরে বলি,
সম্বরি সে ভাব, গেনু উপরেতে চলি।
ঘরে ঢুকে দেখি—পার্শ্ববর্ত্তী ছোট ঘরে,
এক কোণে স্তব্ধ হয়ে কেদারা উপরে,
বসিয়ে আছেন যেন বুদ্ধি হারাইয়ে,
ঘাড় অল্প তুলে, ঊর্দ্ধে স্থির দৃষ্টি দিয়ে।
গাল ভাল লাল, ঘোর বিকৃত বদন,
দুই চক্ষে জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন।
ঝোলে ঝোলে উঠিছেন এক এক বার,
ছাড়িছেন থেকে থেকে বিষম ফুৎকার।
কখন বা দন্তপাটি কড়্মড়্ করিয়ে,
আছাড়েন হাত পা উঠে দাঁড়াইয়ে।
বসিয়ে পড়েন পুন হয়ে স্তব্ধপ্রায়,
বিন্ বিন্ ঘর্ম্ম বয়, অঙ্গ ভেসে যায়।
হায় যে প্রশান্ত সিন্ধু তাদৃশ গম্ভীর,
কিছুতেই কখন যে হয় না অস্থির,
আজি তারে কে করেছে এ হেন ক্ষোভিত,
কি এক মহান্ আত্মা দেখি বিচলিত!

সহসা আইল এক শিশু অপরূপ,
ঠিক যেন তাঁহারি কিশোর প্রতিরূপ।

"বাবা বাবা" কোরে গেল কোলেতে ঝাঁপিয়ে,
তুলে তারে ধরিলেন হৃদয়ে চাপিয়ে।
তপ্ত হিয়া যেন কিছু হইল শীতল,
চক্ষু যেন হয়ে এল জলে ছলছল।
হঠাৎ আবার যেন কি হ'ল উদয়,
সে ভাব অভাব, পূর্ব্ববৎ বিপর্য্যয়।
নিতান্ত বিরক্ত হয়ে শিশুরে ফেলিয়ে,
তাড়াতাড়ি আইলেন এ ঘরে চলিয়ে।
অগ্রে গিয়ে করিলেম আমি নমস্কার,
মোরে হেরে শুধরিয়ে আকার-বিকার,
প্রতি-নমস্কার করি কুশল জিজ্ঞাসি,
হাত ধ'রে গৃহান্তরে বসিলেন আসি।
কথা-ছলে জিজ্ঞাসিনু কেন মহাশয়,
আপনারে দেখি যেন বিষণ্ণ-হৃদয়।
বহু দিন হ'ল আর দেখা হয় নাই,
কি কারণে আপনার পত্রাদি না পাই?

তিনি কহিলেন, "ভাই, জগতের প্রতি
আমার অন্তর চোটে গিয়েছে সম্প্রতি।
ভাল নাহি লাগে আর কিছুই এখন,
হাঁপো হাঁপো করে প্রাণ, উড়ু উড়ু মন।
মন হয় চোলে যাই তেজিয়ে সকলে,
ব'সে থাকি গিয়ে কোন জনহীন স্থলে।
আর না দেখিতে হয় সংসারের মুখ,
আর না ভুগিতে হয় ডেকে-আনা দুখ।
গহনের প্রাণীদের গভীর গর্জন,
নীরদ-নিনাদ-মত জুড়াবে শ্রবণ!
শুনিতে চাহি না আর মধু-মাখা কথা,
পরিতে পারিনে আর গলে বিষ-লতা।

দংশনেতে অন্তরাত্মা সদা জরজর,
বিষের জ্বালায় দেহ জ্বলে নিরন্তর।
চারিদিকে চেয়ে দেখি সব শূন্যময়,
না জানি এবার ভাগ্যে কখন কি হয়!
এ জগতে যাহা কিছু ছিল বিনোদন,
এ জগতে যাহা কিছু জুড়াত নয়ন;
সকলি এখন মূর্ত্তি ধরেছে ভয়াল,
কিছুই আমার আর নাহি লাগে ভাল।
এমন যে রত্নময়ী শোভাময়ী ধরা,
তরু লতা গিরি সিন্ধু নানা ভূষা পরা;
এমন যে শিরোপরে লম্বমান ব্যোম,
খচিত নক্ষত্র গ্রহ সূর্য্য তারা সোম;
এমন যে নীলবর্ণ বিশ্ব-ব্যাপ্ত বায়ু,
যাহার প্রসাদে আছে সকলের আয়ু;
এমন যে পূর্ণিমার হাস্যময় শোভা,
এমন যে অরুণের রাগ-রক্ত আভা;—
সকলি আমার যেন ঘোর অন্ধকার,
যেদিকে চাহিয়ে দেখি সব ছারখার।
হেন যে মনুষ্য-সৃষ্টি চরাচর-শোভা,
দেবতার মত যার মুখশ্রীর প্রভা;
যাহার প্রকাণ্ড জ্ঞান পরিমেয় নয়,
তুলনে সমস্ত বিশ্ব বিন্দু বোধ হয়;
যাহার কৌশলাবলী মহা অপরূপ,
যেই সৃষ্টি জীব-সৃষ্টি-আদর্শ-স্বরূপ;
সে মানুষ আর ভাল লাগে না আমারে;
ফুরায়েছে সুখের নির্ঝর একেবারে।
ভিক্ষা চাই কৌতূহল কর হে দমন,
জানিতে চেও না, ভাই, ইহার কারণ।
জগতে সকলি ফাঁকি, সব অনিশ্চয়,
প্রেম বল, সুখ বল, কিছু কিছু নয়।"

বস তবে প্রিয়তম পাঠক হেথায়,
কিছুক্ষণ তরে দাও বিদায় আমায়,
এই মম বিজ্ঞবর মিত্র সদাশয়,
বনিতা-বিরাগাঘাত-ব্যথিত হৃদয় ;
এখন তোমার কাছে রহিলেন একা ;
শেষ রঙ্গে মম সঙ্গে পুন হবে দেখা।

ইতি প্রেম-প্রবাহিণী কাব্যে পতন-নামক
প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

"O, God! O, God!
How weary, stale, flat, and unprofitable
Seem to me all the uses of this world!
Fie on't! O, fie! 't is an unweeded garden,
That grows to seed; things rank and gross in nature
Possess it merely."

—সেক্‌সপিয়র

হায় রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল!
প্রথমে যখন এলে সমুখে আমার,
কেমন সুন্দর বেশ তখন তোমার!
হাসি হাসি মুখখানি কথা মধুময়,
গলিল মজিল মন, খুলিল হৃদয়!
যত দেখি, ততই দেখিতে সাধ যায়,
যত শুনি, ততই শুনিতে মন চায়।
ডুবিয়াছি যেন আমি সুধার সাগরে,
আসিয়াছি রতনের লুকান আকরে।
আহা কিবে ভাগ্যোদয়, ভাল ভাল ভাল!
হাসিয়ে চাহিয়ে দেখি চারিদিক্ আলো।
লতা সব নৃত্য করে, ফুল সব হাসে,
সুখের লহরীমালা খেলে চারি পাশে।
পাখী সব সুললিত স্বরে ধোরে তান,
মনের আনন্দে গায় প্রণয়ের গান।

মেদুর সমীর হরি কুসুম-সৌরভ,
বেড়াইছে প্রণয়ের বাড়ায়ে গৌরব।
চারিদিকে যেন সব চারু ইন্দ্রধনু,
বিলসে প্রেমের প্রিয় রসময়ী তনু।
ও তো নয় প্রভাতের অরুণের ছটা,
অভিনব প্রণয়ের অনুরাগ-ঘটা।
প্রণয় প্রণয় বই আর কথা নাই,
হায় রে প্রণয়, তোর বলিহারি যাই।
যাহা কই, প্রণয়ের কথা পড়ে এসে,
যাহা ভাবি, প্রণয়ের ভাবে যাই ভেসে।
ঘুমায়ে স্বপনে দেখি প্রণয়ের রূপ,
জাগিয়ে নয়নে দেখি প্রেম-প্রতিরূপ।
প্রেম ধ্যান, প্রেম জ্ঞান, প্রেম প্রাণ-মন,
প্রেমেরি জন্যেতে যেন রয়েছে জীবন।
যেথা যাই, দিয়ে যাই প্রেমের দোহাই,
যাহা গাই, প্রণয়ের গুণ-গান গাই।
হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা,
শ্রবণে সঞ্চরে সদা প্রেমের মহিমা।
পূর্ণিমার মনোহর পূর্ণ সুধাকরে,
প্রেমেরি লাবণ্য যেন আছে আলো ক'রে।
মেঘের হৃদয়ে নয় বিজলীর খেলা,
ঝলমল প্রণয়ের হাব ভাব হেলা।
সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ,
এরা নয় জগতের দীপ্তির কারণ;
প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়;
তাই ত প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয়!

হেরিয়ে তোমায় প্রেম, হারালেম মন।
তুমিও মাহেন্দ্রক্ষণ পাইলে তখন।

ধীরে ধীরে বিস্তারিয়ে মোহিনী মায়ায়,
জালে-গাঁথা পাখী যেন করিলে আমায়।
নড়িবার চড়িবার আর যো নাই,
তুমিই যা কর, আমি যেচে করি তাই।
লয়ে গেলে সঙ্গে ক'রে সেই উপবনে,
সুখের কানন যারে ভাবিতেম মনে।
যথায় নশ্বর তরু সরস লতায়,
পরস্পরে আলিঙ্গিয়ে সদা শোভা পায়।
যথায় ময়ূর নাচে ময়ূরীর সনে,
কোকিল কোকিলা গায় বসি কুঞ্জবনে।
ভ্রমর ভ্রমরী ধরি গুনু গুনু তান,
দুয়ে এক ফুলে বসি করে মধু-পান।
কুরঙ্গিনী নিমীলনয়না রস-ভরে,
কৃষ্ণসার কণ্ঠে তার কণ্ডূয়ন করে।
মলয় অনিল বসি কুসুম-দোলায়,
সৌরভসুন্দরী কোলে, দোলে দুজনায়।
অদূরে শ্যামল ক্ষুদ্র গিরির গহ্বরে,
উথলি বিমল জল ঝর ঝর ঝরে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা তার এঁকে বেঁকে গিয়ে,
কত ক্ষুদ্র উপদ্বীপ রেখেছে নির্ম্মিয়ে।
প্রতি দ্বীপে পাতা আছে কেমন শোভন,
মিশ্রিত পল্লব নব কুসুম-আসন।
চৌদিকের দূর্ব্বাময় হরিৎ প্রান্তরে,
উষার উজল ছবি ঝলমল করে।
মাঝে মাঝে রাজে তার শ্বেত শিলাতল,
গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ে তাহে ফোয়ারার জল।
কোথাও রয়েছে ব্যেপে কাশের চামর,
যেন পাতা ধপ্‌ধোপে পশমি চাদর।
কোথাও ভ্রমরমালা উড়ে দলে দলে,
মেঘ-ভ্রম জন্মায় অম্বরের তলে ;

কোথাও কুসুমরেণু উড়িয়ে বেড়ায়,
বনশ্রীর ওড়্না যেন বাতাসে উড়ায়;
যে দিকে চাহিয়ে দেখি ভুলায় নয়ন,
মরি কিবে মনোহর সুখ ফুলবন।

এমন সুন্দর সেই সুখের কাননে,
কাটাতে ছিলেম কাল নির্জনে দুজনে।
আমোদে প্রমোদে ভোর, কত হাসিখেলি,
কত ভালবাসাবাসি কত মেলামেলি।
পরস্পর পরস্পর-হৃদয়-তোষণে,
নিরন্তর কত মত যত্ন প্রাণপণে।
দেখিলে কাহারো কেহ বিরস বয়ান,
অমনি যেন একেবারে ফেটে যেত প্রাণ।
হরিষ হেরিলে হরষের সীমা নাই,
হাত বাড়াইলে যেন স্বর্গ হাতে পাই।
কোথাও পাইলে কিছু মনের মতন,
করিতেম তব করে আদরে অর্পণ।
এক ফুল শুঁকিতেম লয়ে পরস্পরে,
এক ফল খাইতেম মুখামুখি ক'রে।
জলে গিয়ে পড়িতেম দিতেম সাঁতার,
লুকাচুরি ঝাঁপাঝাঁপি এপার ওপার।
হেরিতেম ময়ূরের নৃত্য অপরূপ,
তুলিতেম লতা পাতা ফুল কত রূপ।
যাইতেম ক্ষুদ্র দ্বীপে বিকেল বেলায়,
বসিতেম সুকোমল কুসুম-শয্যায়।
চারিদিকে জলধারা গায় ধীরে ধীরে,
শরীর জুড়ায়ে যায় শীতল সমীরে।
ফুলের রেণুর সঙ্গে জলের শীকর,
বিন্দু বিন্দু পড়ে এসে মুখের উপর।

পশ্চিমেতে চল চল দিনকর-ছটা,
জরদ পাটল রক্ত রঞ্জনের ঘটা !
কিরণের ফুলকাটা নীরদমণ্ডলে,
যেন সব স্বর্ণপদ্ম ভাসে নীল জলে।
কোন দিন মনোহর নিশীথসময়,
যে সময় পূর্ণশশী অম্বরে উদয়,
অন্তরীক্ষ রত্নময়, দিশ আলোময়,
বনভূমি হাস্যময়, বায়ু মধুময়,
প্রকৃতি লাবণ্যময়, ধরা শান্তিময়,
রসময় ভাব-ভরে উথলে হৃদয় ;
সে সময় প্রান্তরের নব দূর্ব্বাদলে
বেড়াতেম, বসিতেম শ্বেত শিলাতলে।
কহিতেম মন-কথা হয়ে নিমগন,
কথায় কথায় খুলে যেত প্রাণ মন ;
দু-জনেই গদগদ, ধরিতেম তান,
গাহিতেম গলা ছেড়ে প্রণয়ের গান।
ভাবিতেম স্বর্গ-সুখ লোকে কারে বলে,
এর চেয়ে আরো সুখ আছে কোন্ স্থলে ?

হায় রে সাধের প্রেম তখন তোমার
যেন খুলে দিয়েছিলে হৃদয়-ভাণ্ডার !
যেন তুমি আমার নিতান্ত অনুরাগী,
পরাণ পর্য্যন্ত দিতে পার মোর লাগি।
সুখে দুখে চিরকাল রবে অনুগত,
হবে না থাকিতে প্রাণ কভু অন্য মত
আদরে আদরে, কত যতনে যতনে
রাখিবে হৃদয়ে করি সুখ-ফুলবনে।
সে সব কোথায়, ছি-ছি কেবল কথায়,
প্রেম রে এখন তুমি উবেছ কোথায় !

কোথা সেই সোহাগের সুখ-উপবন,
চকিতে ফুরায়ে গেল সাধের স্বপন।
বিষম বিকট এ যে বিপর্য্যয় স্থান,
অহো কি কঠোর কষ্ট, ওষ্ঠাগত প্রাণ!
চারিদিকে কাঁটাবন বাড়ে অনিবার,
ঝোপে ঝোপে মরা পশু পোচে কদাকার।
পশিছে বিট্‌কেল গন্ধ নাকের ভিতরে,
পড়িছে পুঁজের বৃষ্টি মাথার উপরে।
আচম্বিতে জন্তু এক বিকট আকার,
ঝাঁপিয়ে আসিয়ে, বুক চিরিয়ে আমার
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে প্রখর নখরে,
গুজড়িয়ে ধোরে আছে অগ্নির ভিতরে।
জীবিত, কি মৃত আমি, আমি জানি নাই,
শূন্যময় ভিন্ন কিছু দেখিতে না পাই।
হায় রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল!

ইতি প্রেম-প্রবাহিণী কাব্যে বিরাগ-
নামক দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয় সর্গ

"यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता
सा चान्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः ।
अस्मत्कृतेऽपि परितुष्यति काचिदन्या
धिक् ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमाञ्च माञ्च ॥"

—ভর্ত্তৃহরি

একি একি প্রীতিদেবী কেন গো এমন
বিজন কাননে বসি করিছ রোদন ?
থেকে থেকে নিশ্বাস পড়িছে কেন বল,
থেকে থেকে নড়িতেছে হৃদয়-কমল !
থেকে থেকে উঠিতেছ করিয়ে চীৎকার,
আছাড়িয়ে পড়িতেছ ভূমে বার বার ?
আকাশ দেখিছ কেন থাকিয়ে থাকিয়ে,
থাকিয়ে থাকিয়ে উঠিতেছ চমকিয়ে ?
রুক্ষ কেশ, রক্ত চক্ষু, আকার মলিন,
মলিন বসন পরা, কলেবর ক্ষীণ।
সহসা দেখিলে, শীঘ্র চিনে উঠা ভার,
এমন হইল কিসে তেমন আকার ?
কোথা সে লাবণ্য-ছটা জগমনোলোভা,
কোথায় গিয়েছে মুখ-সুধাকর-শোভা ?
কোথা সে সুমন্দ হাসি সুধার লহরী,
মুখের মধুর বাণী কে নিল রে হরি ?

কোথা সেই দুলে দুলে বিমুগ্ধ গমন,
কোথা সে বিলোল নেত্রে প্রেম-বিতরণ?
কোথা সে দেখিলে ছুটে এসে কথা ক'ওয়া,
হৃদয়ে হৃদয় রাখি স্থির হয়ে রওয়া?
প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ যুগল নয়ন,
গদগদ আধ স্বরে প্রিয় সম্ভাষণ?

অহো, সে সকল ভাব কোথায় গিয়েছে,
প্রত্যক্ষ পদার্থ এবে স্বপন হয়েছে।
কি বিচিত্র পরিবর্ত্ত জগৎ-ব্যাপার,
সহসা ভাবিয়ে ইহা বুঝে ওঠা ভার।
এই দেখি দিবাকর উদয় অম্বরে,
এই দেখি তমোরাশি গ্রাসে চরাচরে।
এই দেখি ফুল সব প্রফুল্ল হয়েছে,
এই দেখি শুকাইয়ে ঝরিয়ে পড়েছে।
এই দেখি যুবাবর দর্পভরে যায়,
এই দেখি দেহ তার ধূলায় লুটায়।
এই দেখেছিনু তুমি বসি সিংহাসনে,
ভূষিত রয়েছ নানা রতন ভূষণে;
খচিত মুকুতা মণি মুকুট মাথায়,
মাণিক জ্বলিছে গলে মুকুতামালায়।
হাসি আসি বিকসিছে চারু চন্দ্রাননে,
হাসিমুখে বসিয়াছে ঘেরে সখীগণে।
স্বর্গের শিশির-সম মধুর বচন
ক্ষরিতেছে, হরিতেছে সকলের মন।
এই পুন দেখি সেই তুমি একাকিনী,
বিজন কানন-মাঝে যেন পাগলিনী।
চির-পরিচিত জনে চিনিতে পার না,
সুধাইলে কোন কথা বলিতে পার না,

তুমি যেন তুমি নও একি অপরূপ,
কি রূপে হইল হেন স্বরূপ বিরূপ।
সেই আমি, সেই আমি, দেখ গো বিহ্বলে।
তোমার প্রতিমা যার হৃদয়-কমলে।
কখন উষার বেশে বিকাশে তাহায় ;
কখন তামসী নিশি আঁধারে ডুবায়।
যাহার সুখেতে সুখ পাইতে অপার,
যাহার বিপদে হোত বিপদ তোমার ;
যার সনে ভ্রমিয়াছ দেশদেশান্তরে,
অরণ্যে, সমুদ্রতটে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে—
কিছু দিন ভূধর-কন্দরে যার সনে,
বসতি করিয়েছিলে প্রফুল্লিত মনে,
উপত্যকা শিখর প্রভৃতি নানা স্থান,
যখন যেথায় ইচ্ছা করিতে পয়াণ ;
নিত্য নিত্য নব নব করি নিরীক্ষণ,
বিস্ময়-আনন্দ-রসে হইতে মগন ;
ঝরণার জল আর পাদপের ফল,
শাখীর শীতল ছায়া, স্নিগ্ধ শিলাতল,
নানা জাতি বনফুল, পাখীদের গান,
সুমন্দ সুগন্ধ বায়ু জুড়াইত প্রাণ ;
পদ-তলে প্রবাহিয়ে যেত মেঘমালা,
স্বর্ণলতা-সম তাহে খেলিত চপলা ;
মধুর গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়ে তাহার,
চিকণ কলাপরাজি করিয়ে বিস্তার,
হরষে নাচিত সব ময়ূর-ময়ূরী,
কেকা-রবে মরি কিবে ক্ষরিত মাধুরী ;
সম্মুখে হরিণ সব ছুটে বেড়াইত,
বেঁকে বেঁকে ফিরে ফিরে চাহিয়ে দেখিত।
মনে কোরে দেখ দেখি পড়ে কি না মনে,
হাত ধরাধরি করি মোরা দুই জনে,

সমীর সেবিয়ে সেই বিকেল বেলায়,
বেড়াতে ছিলেম সেই মেখলামালায় ;
তুলারাশি-সম ফেনরাশি মুখে ধোরে,
পড়িছে নির্ঝর এক ঘোর শব্দ কোরে।
প্রচণ্ড মধুর সেই নির্ঝর সুন্দর,
আচম্বিতে হ'রে নিল তোমার অন্তর।
কৌতূহল-ভরে তুমি দাঁড়ালে সেখানে,
রহিলে অবাক্ হয়ে চেয়ে তার পানে।
বহুক্ষণ বিধুমুখে কথা সরিল না,
বহুক্ষণ নয়নের পাতা পড়িল না।
সে সময় সূর্য্যদেব আরক্ত শরীরে,
ট'লে ঢলে পড়িছেন সাগরের নীরে।
সন্ধ্যাদেবী হাসিছেন রক্তাম্বর পরি,
ভৈরবে ভেটিছে যেন ভৈরবীসুন্দরী।
প্রকৃতির রূপরাশি ভরি দু-নয়ন
সুখে পান করি মোরা হয়ে নিমগন।
পার্শ্ব হ'তে চকাচকী কাঁদিয়ে উঠিল,
করুণ কাতর স্বরে দিগন্ত পূরিল।
স্বভাব হইতে দৃষ্টি সরিয়ে তখনি,
চক্রবাক-মিথুনেতে পড়িল অমনি।
কোকবধূ কোক-মুখে মুখটী রাখিয়ে,
করিল কতই দুখ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ;
শেষে ছট্ ফট্ কোরে আকাশে উঠিল,
লুঠিতে লুঠিতে গিয়ে ও পারে পড়িল।
তাদের কাতর ভাব করি বিলোকন,
অশ্রুজলে ভেসে গেল তোমার নয়ন।
এক বার তাহাদের দেখিতে লাগিলে,
আর বার মার পানে চাহিয়ে রহিলে ;
অলসে মস্তক রাখি মার বাহুমূলে,
কতই কাঁদিলে, তা কি সব গেছ ভুলে ?

প্রেমের বিচিত্র ভাব স্নেহসুধাময়,
স্বর্গভোগ হয়, যদি চিরদিন রয়।

এ দিকেতে পূর্ণচন্দ্র হইল উদয়,
জ্যোৎস্নায় আলোকময় পৃথিবীবলয়।
রজনীর মুখশশী হেরি সুপ্রকাশ,
দিগঙ্গনা সখীদের ধরে না উল্লাস,
সর্ব্বাঙ্গে তারকা পরি হাসি হাসি মুখে,
নৃত্য আরম্ভিল আসি চন্দ্রের সমুখে।
শ্বেত-মেঘ-বস্ত্রাঞ্চলে ঘোমটা টানিয়ে,
বেড়াতে লাগিল তারা নাচিয়ে নাচিয়ে ;
আহা কি রূপের ছটা মরি মরি মরি!
তার কাছে কোথা লাগে স্বর্গ-বিদ্যাধরী?
হেরিয়ে জগৎ বুঝি মোহিত হইল,
তা না হ'লে তত কেন নিস্তব্ধ রহিল!
মনোহর স্তব্ধ ভাব করি দরশন,
উল্লসিত হ'ল মন, প্রফুল্ল বদন।
মনের আনন্দে ছেড়ে সুমধুর তান,
গাহিতে লাগিলে প্রেম-সুধাময় গান।
ভাব-ভরে টল টল, ঢল ঢল হাব,
গ'লে গেল যেই জন দেখে সেই ভাব।
মন-সাধে বনফুল তুলিয়ে যতনে,
খোঁপায় পরায়ে দিল চুম্বিয়ে আননে।
নয়নে লহরী-লীলা খেলিতে লাগিল,
প্রেম-সুধাসিন্ধু বুঝি উথলে উঠিল।
মধুর অধর-সুধা-রস করি পান,
যাহার জুড়ায়ে গেল দেহ মন প্রাণ।
হেসেখেলে কোথা দিয়ে কেটে যেত দিন,
সে দিন, কি দিন, হায়, এ দিন, কি দিন!

যার করে কোরে ছিলে আত্ম-সমর্পণ,
যে তোমায় সমর্পণ করেছিল মন,
যে তোমায় প্রেম-রাজ্যে করিল বরণ,
প্রদান করিল সুখ-পদ্ম-সিংহাসন,
মন-সাধে বসাইয়ে রাজসিংহাসনে,
নিয়ত নিযুক্ত ছিল তোমারি সাধনে।
কিসে তুমি সুখে রবে এই চিন্তা যার,
তোমাকেই ভেবেছিল সকলের সার;
তুমি প্রাণ, তুমি মন, তুমি ধ্যান, জ্ঞান,
তোমার বিরসে যার বিদরিত প্রাণ;
অনুরাগ-তাপে, প্রেম-সোহাগে গালিয়া,
যে তোমায় দিয়েছিল হৃদয় ঢালিয়া।
কিন্তু হায়! যারে ক্রমে ঘৃণা আরম্ভিলে,
শান্তি ভুলে, অশান্তিরে সেবিতে চলিলে;
সে সময় যে তোমায় কত বুঝাইল,
কোন মতে কোন কথা নাহিক রহিল।
দেখে তব ভাব-ভঙ্গি হয়ে জ্বালাতন,
যে অভাগা হইয়াছে বিবাগী এখন।
স্থিরতর প্রতিজ্ঞা করেছে নিজ-মনে,
দেখিবে না প্রেম-মুখ আর এ জীবনে।
জল-ভ্রমে মৃগ আর যাইবে না ছুটে,
তপ্ত বালুকায় আর পড়িবে না লুটে।
যাবে না হৃদয় তার হইয়া বিদার,
ছুটিবে না অঙ্গ বয়ে রুধিরের ধার।
প্রকৃতি পবিত্র প্রেমে হইয়ে মগন,
হেরিবে হৃদয়ে প্রেমময় সনাতন।
দর দর আনন্দের বহে অশ্রুধারা,
স্থির হয়ে রবে দুটী নয়নের তারা;
প্রকৃতির পুত্র সব হবে অনুকূল,
আকাশের তারা আর কাননের ফুল;

ফুলগুলি ঝ'রে ঝ'রে পড়িবে মাথায়,
তারকা কিরণ দিবে চোকের পাতায় ;
পবন ভ্রমর আদি সুললিত স্বরে,
চারিদিকে বেড়াবে করুণ গান ক'রে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এসে এই পোড়া বনে,
তোমার এ দশা হ'ল হেরিতে নয়নে।
কে করিল হেন দশা হায় হায় হায়,
তোমার দুর্দ্দশা দেখে বুক ফেটে যায়!

যে জন বসিত সদা রাজ-সিংহাসনে,
যে জন ভূষিত ছিল রতন ভূষণে,
যার গলে গজমতি সদা শোভা পায়,
সে পরিয়ে কেলে টেনা বনেতে বেড়ায়!
কোমল শয্যায় যার হ'ত না শয়ন,
ভূমিতে চলিতে যার বাজিত চরণ,
গহনার ভার যার সহিত না কায়,
সে এখন বনভূমে ধুলায় লুটায়!
ভুবনমোহন যার সহাস আনন,
বিকসিত বিক্টোরিয়া পদ্মের মতন।
ললিত লাবণ্য-ছটা চন্দ্রিকা জিনিয়া,
সুমধুর স্বর যার বীণা বিনিন্দিয়া,
যে থাকিত সদানন্দে সখীদের সনে,
হাস্য পরিহাস রস গীত আলাপনে ;
নয়নে কখন যার পড়েনিক জল,
জলে নি হৃদয়ে কভু যাতনা-অনল,
জনমে দেখেনি কভু দুখের আকার,
কি দশা ঘটেছে আজ ভাগ্যেতে তাহার!
বিশীর্ণা মাধবী মত হয়েছে মলিনী,
দাঁড়ে আছে, করিতেছে হাহাকার-ধ্বনি।

এই জন্যে কত কোরে কোরেছিনু মানা,
অশান্তি-কুহকে প'ড়ে হয়োনাক কাণা।
সুখময় প্রেম-রাজ্য উড়ে পুড়ে যাবে;
অথচ শান্তিরে আর ফিরে নাহি পাবে।
লুকাইবে শান্তি দেবী তব দরশনে,
চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিবে নয়নে;
পৃথিবীতে কোন বস্তু নাহিক এমন,
সে সময় যে তোমার সুখী করে মন।
বিষম বিষণ্ণ মূর্ত্তি ধরিবে সংসার,
অচেতনে করিতে হইবে হাহাকার।
যাহা বলেছিনু, হায়, তাহাই ঘটেছে,
কেবল যন্ত্রণা দিতে পরাণ রয়েছে।
কে করিল হেন দশা হায় হায় হায়,
তোমার দুর্দ্দশা দেখে বুক ফেটে যায়।

ইতি প্রেম-প্রবাহিণী কাব্যে বিষাদ-নামক
তৃতীয় সর্গ

চতুর্থ সর্গ

"घन्यानां गिरिकन्दरोदरभुवि ज्योतिः परं ध्यायता-
मानन्दाश्रुजलं पिवन्ति शकुना निःशङ्कमङ्के स्थिताः।
अस्माकन्तु मनोरथोपरिचितप्रासादवापीतट-
क्रीड़ाकाननकेलिमण्डपजुषामायुः परं चीयते॥"

—শিল্‌হণমিশ্র

ওহে প্রেম, প্রেম! তুমি থাক হে কোথায়,
কোথা গেলে, বল তব দেখা পাওয়া যায়?
গিরিতলে উপত্যকা শোভে মনোহর,
তরু লতা গুল্ম তৃণে শ্যামল সুন্দর।
ছড়ান গড়ান, যেন ভঙ্গ অঙ্গ ঢালা;
দূরে দূরে ঘেরে আছে তুঙ্গ শৃঙ্গমালা।
চারিদিক্ নীরব, নিস্তব্ধ সমুদয়,
সন্তোষের চির স্থির নির্জ্জন আলয়।
যথায় প্রকৃতি দেবী সহাস আননে,
সাজায়েছে ধরণীরে বিবিধ ভূষণে।
ভূমে পাতা লতাপাতা-কুসুম-শয্যায়,
চঞ্চল অনিল শুয়ে গড়ায়ে বেড়ায়।

নির্ঝর সকল স্বচ্ছ সলিল উগরে,
তারস্বরে প্রকৃতির জয়ধ্বনি করে।
যথায় শান্তির মূর্ত্তি সর্ব্বত্রে প্রকাশ,
সেই স্থানে তুমি কি হে করিতেছ বাস?

গহনে আছেন বসি মহা যোগিগণ,
স্বাস্থ্যবলয়িত দেহ, নিটোল গঠন।
পৃষ্ঠে পার্শ্বে তরঙ্গিত তাম্রবর্ণ জটা,
তপ্ত কাঞ্চনের মত অঙ্গরাগ ছটা।
প্রভাজালে বনভূমি যেন আলোময়,
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি ধরায় উদয়!
প্রফুল্ল মুখমণ্ডল, নিমীল নয়ন,
অধরে উজ্জ্বল হাসি ভাসিছে কেমন!
তাঁহাদের অন্তরের আনন্দের মাঝে,
আলো করি তোমারি কি মূরতি বিরাজে?

দূর্ব্বাদলে শ্যামায়িত বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
নির্ম্মল পবন তাহে বহে নিরন্তর!
মধ্যস্থলে মনোহর নিকুঞ্জ কানন,
পাতায় লতায় ঘেরা, তাঁবুর মতন।
শ্বেত পীত নীল কাল পাণ্ডুর লোহিত—
নানা বর্ণ কুসুমের স্তবকে রাজিত।
যেন আবরিত চারু ফোলোর মখ্‌মলে,
যেন রত্ন-স্তূপে নানা মণি-শ্রেণী জ্বলে!
ভিতরে বসিয়ে কত পাখী করে গান,
সে গানে মিশিয়ে কি হে সেথা অবস্থান?

সরোবরে সঞ্চারিত লহরী-লীলায়,
সুন্দরী নলিনীমালা নাচিয়ে বেড়ায়।

মধুভরে রসভরে তনু টলমল,
সৌরভ গৌরব ভরে করে চল চল।
হাসি-হাসি মুখ সব অরুণে হেরিয়ে,
হৃদয়ের আবরণ পড়িছে এলিয়ে।
যৌবনের মদে যেন বামা মাতোয়ারা,
এলো খেলো দাঁড়ায়ে দুলিছে পরী-পারা!
তুমি কি হে সমীরের ছলে ধেয়ে ধেয়ে,
বেড়াও তাদের মুখে চুমো খেয়ে খেয়ে?

গোলাপকুসুম সব বিকেল বেলায়,
ফুটে আছে গাছে গাছে ডগায় ডগায়।
রূপসীর কপোলের আভার মতন,
আভায় ভুলায়ে মন হাসিছে কেমন!
সাধুদের সুকার্য্যের সুবাসের সম,
সুমধুর পরিমল বহে মনোরম।
ভূমিভাগ শোভাময়, দিক্ গন্ধময়,
সে শোভা-সৌরভে কি হে তোমার নিলয়?

পূর্ণিমায় পূর্ণ শশী বিরাজে আকাশে,
সুধাময় ত্রিভুবন নিরমল ভাসে।
ধরায় নিস্তব্ধ দেখে কতই উল্লাস,
প্রফুল্ল বদনে তাঁর মৃদু মৃদু হাস।
তুমি কি মিশিয়ে সেই হাসির ছটায়,
সুধা হয়ে গড়াইয়ে পড়িছ ধরায়?

চকোর চকোরী মরি দু পারে দু জনে,
চাহিছে চাঁদের পানে সতৃষ্ণ নয়নে!
জুড়াইতে তাহাদের বিরহ-দহন,
সুধাকর করে মুখে সুধা বরষণ।
চক্রবাক-মিথুনের হয়ে অশ্রুজল,
ভাসাইছ তাহাদের হৃদয়-কমল?

বেল যুঁই ফুটে সব ধপ্ ধপ্ করে,
অনিলের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ সঞ্চরে।
তুমি কি সে সকলের দলের উপর,
শুয়ে আছ গায়ে দিয়ে চন্দ্রিকা-চাদর?

রূপের অমূল্য মণি নবীন যৌবন,
চাক্-ভাঙ্গা চল চল মধুর মতন।
যেন সদ্য ফুটে আছে শ্বেত শতদল,
নির্ম্মল স্ফটিক জল যেন টলমল।
পদ্মের কাজের মত তক্ তক্ করে,
তুমি কি ঝাঁপায়ে পড় তাহার উপরে?

রসের লহরী ধায় তরল নয়নে,
চঞ্চলা চপলা যেন খেলে নব ঘনে।
তুমি কি দোলায়ে গলে কুবলয়-মালা,
নয়ন-তরঙ্গে কর লুকাচুরি খেলা?

প্রফুল্ল অধরে কিবে মৃদু মৃদু হাস,
প্রসন্ন বদনে কিবে মধু মধু ভাষ।
তুমি কি সে হাসে ভাষে মধু-মাখা হয়ে,
হর হে নয়ন-মন সমুখেই রয়ে?

কবিদের সুধাময়ী সরলা লেখনী,
জগতের মনোহরা রতনের খনি।
যখন যে পথে যায়, সেই পথ আলো,
যখন যে কথা কয়, তাই লাগে ভাল।
আহা কি উদাত্ততর পদক্রম ছটা,
রস-ভরে চল চল গমনের ঘটা!
স্বর্গ-সুধা-পানে যেন হয়ে মাতোয়ারা,
ভ্রমিছে নন্দনবনে ললিত অপ্সরা।

শ্বেত শতদল মালা দুলিছে গলায়,
হেসে হেসে, চায়, রূপে ভুবন ভুলায়।
সেই বিশ্ববিনোদিনী লেখনি-অধরে,—
সুধার সাগরে বুঝি আছ বাস ক'রে ?

হিমালয়-শৃঙ্গে কুবেরের অলকায়,
ছড়াছড়ি মণি চুণী রয়েছে যেথায়।
যেখানেতে পথ সব সোণা দিয়ে বাঁধা,
স্বর্ণ-স্রোতস্বতী বোলে চোকে লাগে ধাঁধা।
নীলমণি-তরুশ্রেণী শোভে দুই ধারে,
অমর-প্রার্থিত বালা তলে খেলা করে।
যাহার মানস-সরে স্বর্ণ কমল,
মরকত মৃণালে করিছে চল চল।
যক্ষ-যুবতীরা মাতি সলিল-ক্রীড়ায়,
ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে পড়ে, ভেসে ভেসে যায়,
শত চন্দ্র খোসে পড়ে আকাশ হইতে,
শত স্বর্ণ শতদল ফোটে আচম্বিতে।
যথায় যৌবন ভিন্ন নাহিক বয়স,
সুধারস ভিন্ন যাহে নাহি অন্য রস।
প্রণয়-কলহ ভিন্ন দ্বন্দ্ব নাই আর,
প্রেম-অশ্রু ভিন্ন নাহি বহে অশ্রুধার।
যথায় আমোদ ছাড়া আর কিছু নাই,
আমোদের যাহা কিছু চাহিলেই পাই।
তথায় কি প্রেম সেই আমোদেতে মিশে,
বসি বসি হাসিখেলি করিছ হরিষে ?

স্বর্গে মন্দাকিনী-তটে স্বর্ণ-বালুকায়,
দেবেন্দ্রের ক্রীড়া-উপবন শোভা পায় ;
উদিলে কুঞ্জের আড়ে তরুণ তপন,
দূরে থেকে দৃশ্য তার ভুলায় নয়ন।

চারিদিকে দাঁড়াইয়ে নশ্বর মন্দার,
পাতার মন্দির সাজে মাথায় সবার।
আনত শাখার আগা স্তবকের ভরে,
পারিজাত ফুটে তায় ধপ্ ধপ্ করে।
সৌরভেতে ভর্‌ভর্ নন্দনকানন,
গৌরবেতে পরিপূর্ণ অখিল ভুবন।
কাছে কাছে গুন্ গুন্ গেয়ে গুণ-গান,
মত্ত মধুকরমালা করে মধু পান।
উন্মত্ত কোকিলকুল কুহু কুহু স্বরে,
তরু হতে উড়ে বসে অন্য তরু পরে।
তলে কত কুরঙ্গিণী চরিয়ে বেড়ায়,
শোভা হেরে চারিদিকে সবিস্ময়ে চায়।
বর্হিগণ বিনা মেঘে বর্হ বিস্তারিয়ে,
কেকা-রব করি করি বেড়ায় নাচিয়ে।
মলয় মারুত সদা বহে ঝর ঝর,
সরস বসন্ত ঋতু জাগে নিরন্তর।
যথায় অপ্সরী নারী অমরের সনে,
হাসে খেলে নাচে গায় আপনার মনে।
সেই স্থান তোমার কি মনের মতন ?
অপ্সরীর পাছু পাছু কর কি ভ্রমণ ?

অথবা এমন কোন বিচিত্র জগতে,
যাহার তুলনা-স্থল নাই ভূ-ভারতে।
যথা নাই সময়ের ঝঞ্ঝা বজ্রপাত,
ক্রোধ-অন্ধ নিয়তির ক্রূর কশাঘাত।
প্রণয়ীর হৃদয় করিতে খান্ খান,
যথা নাই বিরাগের বিষদিগ্ধ বাণ।
সরল সরস মনে করিতে দংশন,
কপটতা-কালসর্প করে না গর্জন।

অপদার্থ অসারের অবজ্ঞার লাথি,
ফাটাইতে নাহি যায় মহতের ছাতি।
ছোট মুখ কভু নাহি বড় কথা ধরে,
সমানের উচ্চ পদ গর্ব্ব নাহি করে।
পাপের বেহায়া চক্ষু জ্যাল্ জ্যাল্ ক'রে,
কভু নাহি অন্তরের নরক উগরে।
সকলি পবিত্র যথা, সকলি নির্ম্মল,
ধর্ম্মের যথার্থ মূর্ত্তি আছে অবিকল।
অধিবাসী সুগঠন সুশ্রী বলবান,
স্বাভাবিক প্রভা-জালে বপু দীপ্তিমান্।
সর্ব্বদা প্রসন্ন ভাব, উদার আশয়,
গৌরব-মাহাত্ম্যপূর্ণ সরল হৃদয়।
বদনমণ্ডল নিরমল সুধাকর,
রাজিছে পুণ্যের প্রভা ললাট-উপর।
বিনয় নম্রতা রাজে কপোলযুগলে,
নিজ নৈসর্গিক রাগে রঞ্জি গণ্ডস্থলে।
সুশীলতা শালীনতা ভূষিয়ে নয়ন,
সকলের প্রতি করে প্রীতি-বরষণ।
অধরে আনন্দ-জ্যোতিঃ মৃদু মৃদু হাসে,
সন্তোষের ধারা ক্ষরে সুমধুর ভাষে।
বরফের মত স্বচ্ছ প্রণয়ের ভাব,
ইন্দ্রিয়ের বিন্দু তাহে নাহি আবির্ভাব।
অন্তরের মাহাত্ম্যের উন্নতি সাধন
করিতে, উভয়ে যেন হয়েছে মিলন।
উভয়ে উভয়ে হেরে অশ্রুজলে ভাসা,
পূরাইতে নৈসর্গিক প্রেমানন্দ আশা।
তথায় কি আছ প্রেম হয়ে তৃপ্ত মন?
এখানে আমরা বৃথা করি অন্বেষণ?

ইতি প্রেম-প্রবাহিণী কাব্যে অন্বেষণ-নামক চতুর্থ সর্গ

পঞ্চম সর্গ

"বালে লীলামুকুলিতমমী মন্থরা দৃষ্টিপাতাঃ
কিং ক্ষিপ্যন্তে বিরম বিরম ব্যর্থ এষ শ্রমস্তে।
সংপ্রত্যন্যে বয়মুপরতং বাল্যমাস্থা বনান্তে
ক্ষীণো মোহস্তৃণমিব জগজ্জালমালোকয়ামঃ"

—ভর্ত্তৃহরি

কে বলে গো প্রেম নাই এই ধরাতলে।
কেমনে জীবিত তবে রয়েছি সকলে?
যখন বিপদ-জাল চারি দিক্ দিয়ে,
ঘেরে একেবারে ফেলে বিব্রত করিয়ে।
মুখ-মধু বন্ধু সব ছুটিয়া পলায়,
আত্মীয়-স্বজন কেহ ফিরে নাহি চায়।
যবে প্রিয় প্রণয়ের মোহিনী আকৃতি,
ধরে ঘোর কদাকার বিকট বিকৃতি।
যখন উথলে ওঠে শোকের সাগর,
আঘাতে আঘাতে মন করে জর জর!
যবে করে অত্যাচারী ঘোর উৎপীড়ন,
সহিতে সে সব হয় গাধার মতন।
যখন সংসার ধরে বিরূপ আকার,
চারিদিকে বোধ হয় সব ছারখার!
যখন প্রাণেতে ঘটে এমন ঘটনা,
প্রাণ-ধরা হয়ে ওঠে নরক-যন্ত্রণা।

তখন আমরা আর কোথায় দাঁড়াই ?
ওহে প্রেম-তরু, তব ছায়ায় জুড়াই।

প্রথমে যখন বুদ্ধি ছিল অভিভূত,
হ'ত না তোমার কোন ভাব অনুভূত।
কর্ণে শুনিতেম তুমি সকল-কারণ,
মনে মানিতেম কি না হয় না স্মরণ!
যবে বিকশিত হ'ল কিঞ্চিৎ চেতনা,
আসিয়ে জুটিল এক মোহিনী কল্পনা।
কেমন সুন্দর রূপ হাব ভাব হেলা,
কেমন মধুর কথাবার্ত্তা লীলাখেলা!
সকলি লোভন তার সকলি মোহন,
দেখে শুনে একেবারে মজে গেল মন।
যাহা বলে, তাই শুনি মনোযোগ দিয়ে,
যা দেখায়, তাই দেখি স্থির চক্ষে চেয়ে।
এঁকে দিল বিশ্বময় তোমার স্বরূপ,
আমারো চক্ষেতে তাহা ধরিল এরূপ
যে,—কি জলে, স্থলে, শূন্যে যে দিকেতে চাই,
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই।
ক্ষীরোদ-সাগর-গর্ভে যথা গিরিবর,
মঙ্গল সঙ্কল্পে তথা মগ্ন চরাচর।
প্রতিক্ষণে নাহি ঘোষে মঙ্গল কামনা,
অগাধ অপার দয়া, অজস্র করুণা,
ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন তৃণ মাত্র নাই;
ঘটনায় বিন্দু মাত্র হেন নাহি পাই।
কল্পনার মুখে শুনে ইত্যাদি প্রকার,
মরুভূমে করিতেম সিন্ধুর স্বীকার।
আকাশ হইতে হ'লে বেগে বজ্রপাত,
কত কত প্রাণী যাহে পায়িছে নিপাত;

যদিও সভয়ে চম্‌কে চক্ষু বুঁজিতেম ;
মঙ্গল সঙ্কল্প তবু তাহে দেখিতেম।
প্রলয় পবন-সম ভীষণ গর্জিয়ে,
হঠাৎ আগ্নেয় গিরি-গর্ভ বিদারিয়ে,
তীব্র বেগে ঊর্দ্ধে ওঠে অগ্নিময়ী নদী ;
সূর্য্য যেন ভেঙে পড়ে ছোটে নিরবধি।
সম্মুখের শোভাকর নগরী নগর,
তরু লতা জীব জন্তু শত শত নর,
একেবারে পুড়ে যবে হ'ত ভস্মময় ;
তখনো বলেছি কেঁদে করুণার জয়।
যখন সবল সুস্থ পিতামাতা হ'তে,
হেরিয়াছি বিকলাঙ্গ জন্মিতে জগতে ;
কর পদ চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ রব হীন,
চর্ম্ম-মোড়া কঙ্কাল মাত্র, অতি ক্ষীণ ;
তখনো ভেবেছি এর থাকিবে কারণ,
যদিও করিতে মোরা নারি উন্নয়ন!
যদিও ইহারে হেরে কাঁদিয়াছে প্রাণ,
তবুও গেয়েছি করুণার গুণগান।
কলম্বস্-আবিষ্কৃত নূতন ভূভাগে,
সভ্য প্রবঞ্চকদের পেঁছিবার আগে,
আদিম নিবাসীগণ স্বচ্ছন্দে অক্লেশে,
ভূমিস্বর্গ ভোগে ছিল আপনার দেশে।
যদি এই দস্যুদের নিষ্ঠুর শিকার,
তাদের উপরে তত না হ'ত প্রচার ;
পঙ্গপাল পড়ে যথা শস্যময় স্থলে,
না ঝাঁপিত ইউরোপী ব্যাঘ্র দলে দলে ;
তা হ'লে তাদের দশা হ'ত না এমন
ভয়ানক বিপর্য্যস্ত, লুপ্ত নিদর্শন।
ধ্বংস অবশেষ প'ড়ে বিজন গহনে,
কাঁদিতেছে তাহাদের কি পাপ স্মরণে ;

যদিও এ ভাব ভেবে হয়েছি ব্যাকুল,
তথাপি দেখেছি তাহা দয়ায় সঙ্কুল।
আমাদের ভারতের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন,
কোথা হ'তে কোথা তার হয়েছে পতন।
হায় যে সূর্য্যের তেজে বিশ্বের প্রকাশ,
হনুর কুক্ষির ক্লেদে তাহার নিবাস?
যাহার প্রতাপে সদা মেদিনী কম্পিত,
ম্লেচ্ছ-পদাঘাতে আজি সে হয় মর্দ্দিত!
স্মরিতে শতধা হয়ে বুক ফেটে যায়,
তবু এতে ধন্যবাদ দিয়েছি দয়ায়।
কভু কভু দেহ ছেড়ে আত্মা আরোহিয়ে,
ভ্রমেন নারদ যথা ঢেঁকিতে চাপিয়ে,
ভ্রমিতেম শূন্য মার্গে কল্পনার সনে;
যাইতেম অমৃত-সাগরে দুই জনে।
আহা কি স্বর্গীয় বায়ু চারি ধারে বয়,
সেবনে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইত হৃদয়।
দেখিতেম বেলাভূমে জ্বলিছে অনল,
পশিছে তাহার মধ্যে প্রাণীরা সকল।
লবণসমুদ্র-কূলে অগ্নির ভিতরে,
প্রবেশেন সীতা যেন পরীক্ষার তরে।
সে অগ্নির এই এক শক্তি অপরূপ,
প্রাণীদের স্বর্ণ-সম ক্রমে বাড়ে রূপ।
যত তারা ছট্ ফট্ ধড়্ ফড়্ করে,
ততই তাদের আর রূপ নাহি ধরে।
ক্রমে ক্রমে উপচিত রূপের ছটায়,
অগ্নিময়ী সৌরী প্রভা ম্লান হয়ে যায়।
যে যে যত হইতেছে তত প্রভাস্বান্,
তত শীঘ্র পাইতেছে সে সাগরে স্থান।
দেখাইয়ে হেন কত যাদুকরী খেলা,
কল্পনা আমার চক্ষে মেরেছিল ঢেলা।

ক্রমে যেন হয়ে গেনু অন্ধের মতন,
ব্রহ্মজ্ঞানে লইলেম তাহার স্মরণ।
সে কাঁদালে কাঁদি, আর সে হাসালে হাসি,
তারি সুখে সুখবোধ, তাহারি প্রত্যাশী।

যখন বুদ্ধির সেই নূতন চেতনা,
হয়ে এল প্রভাময়ী তড়িতগমনা ;
ঊষা হেরে নিশা যথা ছুটিয়ে পালায় ;
জাগরণে স্বপ্ন যথা তূর্ণ উবে যায়,
তথা প্রভা হেরে বেগে পালাল কল্পনা ;
যেন ডরে ধায় রড়ে চঞ্চলচরণা।
কোথায় পালাও, ওগো কল্পনাসুন্দরী,
এখনি আমারে একেবারে ত্যাগ করি ?
বটে তুমি জন্তুদের মোহের কারণ,
তুমি গেলে হ'তে পারে মোহ-নিবারণ।
কিন্তু তুমি কবিদের মহা সহায়িনী,
মহীয়সী সরস্বতী শক্তির সঙ্গিনী।
তোমাকেই কোরে তাঁরা প্রথমে পত্তন,
করেন ব্রহ্মাণ্ড হ'তে প্রকাণ্ড সৃজন।
সে সৃষ্টির সুশীতল উজ্জ্বল প্রভায়,
এ সৃষ্টির চন্দ্র সূর্য্য ম্লান হয়ে যায়।
এ সৃষ্টি লোকের করে দেহের লালন,
সে সৃষ্টি সর্ব্বদা করে আত্মার রক্ষণ।
পাপের কিরূপ ঘোর বিকট আকার,
পুণ্যের কিরূপ মহা প্রভার প্রচার,
কি এক জ্বলিছে পাপে বিষম অনল,
কি এক বহিছে পুণ্যে বায়ু সুশীতল,
যথাযথ এঁকে দেয় মানুষের চোকে ;
নারকীরে লয়ে যায় সুখে সুরলোকে।

যদিও রাখি না আমি ইন্দ্র-পদে আশ,
মাগিনাক পারত্রিক শূন্য সহবাস ;
কিন্তু কবি হ'তে সদা জাগিছে বাসনা,
তোমা বিনে কে ঘটাবে এ হেন ঘটনা ?
তুমি যদি ত্যজে যাও এমন সময়ে,
বল দেখি, কি করিব তবে সে সময়ে ?
যে সময়ে যোগ্য বয়, স্বাদ, অবসর,
হইয়ে একত্র সবে মিলিবে সুন্দর ;
যে সময়ে জাগাব নিদ্রিতা সরস্বতী,
সৃষ্ট্যর্থে জাগান স্রষ্টা অনন্তে যেমতি।
যদি আমি তত দিন থাকি গো জীবিত,
ভাগ্যক্রমে সরস্বতী হন জাগরিত ;
তখন কে কোরে দিবে তাঁর অনুরাগ ?
হয়ো না কল্পনা তুমি আমারে বিরাগ !
কল্পনা ছুটিয়ে গেলে সুপ্তোত্থিত মত,
দেখিলেম, ভাবিলেম, খুঁজিলেম কত।
সে রূপ, সে দয়া, আর সে সুধাসাগর,
কল্পনা যা এঁকেছিল চোকের উপর ;
সকলি উবিয়ে গেছে কল্পনার সনে,
কল্পনার কাণ্ড ভেবে হাসি মনে মনে।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি কল্পনাসুন্দরী,
যাদুকরী মদিরা হতেও মোহকরী।
ধন্য ধন্য ধন্য ধনী তোমার মহিমা,
তব বরে লঙ্কারাজ্য লভে কালনিমা।

তদন্তর প্রেম, আমি তোমায় খুঁজিয়ে,
বেড়ালেম সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ঘুঁটিয়ে।
যত গলি ঘুঁজি পল্লী নগরী নগর,
ডোবা জলা নদী নদ সমুদ্র সাগর ;

অন্তরীপ প্রায়দ্বীপ উপদ্বীপ দ্বীপ,
জঙ্গল গহন গিরি মরুর সমীপ,
আরাম-উদ্যান উপবন কুঞ্জবন,
প্রান্তর প্রাসাদ দুর্গ কুটীর ভবন ;
আশ্রম মন্দির মঠ গির্জা সভাতল,
পাতি পাতি কোরে আমি খুঁজেছি সকল।
ভেদিয়াছি বরফসংঘাত মেরুদ্বয়,
তিমির-সাগর প্রায় ঘোর তমোময়।
উড়ে উড়ে ভ্রমিয়াছি চন্দ্র সূর্য্যলোকে,
দেবলোকে ধ্রুবলোকে বৈকুণ্ঠে গোলোকে।
শূন্যে ভাসে পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ তারাগণ,
অসীম সাগরে যেন দ্বীপ অগণন ;
প্রত্যেকের প্রতি বৃক্ষে প্রত্যেক পাতায়,
তন্ন তন্ন করিয়াছি চাহিয়ে তোমায়।
কোন খানে পাই নাই তব দরশন ;
কিছুমাত্র দয়া করুণার নিদর্শন।

কতদিন এ নগরে নিশীথ সময়ে—
যে সময়ে নিসর্গ রয়েছে স্তব্ধ হয়ে ;
ব্যোমময় তারা সব করে দপ্ দপ্,
যেন মণি-খচিত অসীম চন্দ্রাতপ ;
কোন দিকে কোন রব নাহি শুনা যায়,
কভুমাত্র "পিয়ুকাঁহা" হাঁকে পাপিয়ায় ;
গ্যাসের আলোক আছে পথ আলো কোরে,
প্রহরীর দেহ টলমল ঘুমঘোরে ;
ফিরিয়াছি পথে পথে, পাড়ায় পাড়ায় ;
যেখানে দু-চোক গেছে, গিয়েছি সেথায়।
কোথাও উঠিছে হট্‌রা উল্লাস-চীৎকার,
যেন ঠিক যমালয়ে নরক গুলজার।

কোথাও উঠিছে "হরিবোল হরিবোল"
ধেই ধেই নাচিতেছে, বাজিতেছে খোল।
কোন পথে শুঁড়িদের দর্জা ঠেলাঠেলি,
তার উপরের ঘরে ঘৃণ্য হাসিখেলি।
আশে পাশে মাতোয়াল লোটে নর্দমায়,
গায়ের বিট্‌কেল গন্ধে আঁত উঠে যায়।
কোন পথ জনশূন্য, নাই কোন স্বন,
দু-এক লম্পট, চোর চলে হন্ হন্।
কোন পথে বাবুজীর পাইশালের দ্বারে,
পোড়ে আছে দু-এক অনাথ অনাহারে।
শুনেছি দেখেছি হেন বিবিধ প্রকার,
কোন পথে কোন চিহ্ন পাইনি তোমার।

প্রতি পূর্ণিমায় দ্বিপ্রহর রজনীতে,
গিয়েছি গড়ের মাঠে তোমারে খুঁজিতে।
বিকেল বেলায় হেথা দর্শকের তরে,
বস্‌রাই গোলাপ সব ফোটে থরে থরে।
ঘোড়া চড়ে ভায়া সব মর্কটের মত,
উলুক্ ঝুলুক্ মরি উঁকি ঝুঁকি কত।
সে সকল চক্ষুশূল থাকে না তখন,
ভোঁ ভোঁ করে দশ দিক, স্তব্ধ ত্রিভুবন।
মনোহর সুধাকর হাসি-হাসি মুখে,
ধরণী-ধনীর পানে চান সকৌতুকে।
চন্দ্রিকা লাবণ্যময়ী হাসিয়ে হাসিয়ে,
দিগঙ্গনা সখীদের নিকটে আসিয়ে,
হ'রে লয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ তারকা-ভূষণ,
সীমন্তে পরায়ে দেন নক্ষত্র-রতন।
দেখাইতে ভূষণের হরণ-কারণ,
সাদরে বলেন সবে মধুর বচন ;—

"প্রকৃতি পরান যাঁরে নিজ অলঙ্কার,
কতক্‌গুলো অলঙ্কার সাজে কি গো তাঁর ?
স্বভাব-সুন্দর রূপ যথার্থ সুরূপ,
অলঙ্কৃত রূপ তাহে কলঙ্ক-স্বরূপ।
সুন্দরীর অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই,
কুরূপারি ঝুড়ি ঝুড়ি অলঙ্কার চাই।
অমা নাকি ঠিক যেন তাড়কা রাক্ষসী,
সর্ব্বাঙ্গেতে পরে তাই তারা রাশি রাশি।
ইন্দ্রধনু পরে না তো কোন অলঙ্কার,
জগত মোহিত তবু রূপ দেখে তার।
উষার ললাটে শুদু অরুণের ছটা,
তবু বিশ্ব অলঙ্কৃত করে রূপ-ঘটা।
দুই এক খানি পর বাড়ুক প্রভাব,
সমভাব হউক ভূষণভূষ্যভাব।"
তাঁর কথা শুনে তাঁরা হেসে ঢল ঢল,
উড়ে পড়ে শুভ্র ঘন হৃদয়-অঞ্চল।
সবে মিলি হাসিখেলি আহলাদে ভাসিয়ে,
করেন কৌতুক কত চাঁদেরে ঘেরিয়ে।
তিনিও তাঁদের পানে হেসে হেসে চান,
করে করে সকলে করেন সুধা দান।
নন্দনকাননে যেন প্রমোদ-সমাজ,
বিহরেন অপ্সরের সঙ্গে দেবরাজ।
চন্দ্রের প্রমোদ-রসে রসার্দ্র ভূলোক,
প্রান্তরের তৃণ-ছলে সর্ব্বাঙ্গে পুলোক।
বায়ু-বশে তৃণ-দল করে থর থর,
ভাবিনী ধরার যেন কাঁপে কলেবর।
সরোবর-জল যেন আহ্লাদে উছলে,
ভঙ্গে রঙ্গে নাচে হাসে কুমুদিনী-দলে।
সুরধুনী অদূরে করেন কল কল,
ঢল ঢল, যেন কত আনন্দে বিহ্বল।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াইয়ে নিমগন মনে,
চারিদিকে চাহিয়াছি সুস্থির নয়নে ;
কোথাও না পেয়ে, সুধায়েছি সমীরণে,
যদি হয়ে থাকে তার দেখা তব সনে ;
কিন্তু সে চলিয়ে গেছে আপন ইচ্ছায়,
কর্ণপাত করে নাই আমার কথায়।

কত অমা ত্রিযামায় ছাতের উপর,
সারা রাত কাটায়েছি বসি একেশ্বর।
তিমির সংঘাতে বিশ্ব গাঢ় ধ্বান্তময়,
দুই হস্ত দৃষ্টি নাহি প্রসারিত হয়।
যে দিকেতে চাই, সব অন্ধতম কূপ,
যেন মহাপ্রলয়ের স্পষ্ট প্রতিরূপ।
যেন ধরাতল নেবে গেছে তলাতল,
অসীম তিমির-সিন্ধু রয়েছে কেবল।
যত দেখিতেম সেই ঘোর অন্ধকার,
উদিতো হৃদয়ে সব সংহার আকার।
লয়ে যেত মন মোরে সঙ্গে সঙ্গে কোরে,
শূন্যময় তমোময় শ্মশানে কবরে।
বিষাদে আচ্ছন্ন সব সমাধির স্থান,
দেখিয়ে বিস্ময়ে হ'ত ব্যাকুল পরাণ।
যত ভাবিতেম মন করি সন্নিবেশ,
ততই জাগিত মনে সেই সব দেশ ;
যে সবার চিহ্ন আর দেখা নাহি যায়,
যে সবার কোন কথা কেহ না সুধায়,
পুরাণে কাহিনীমাত্র রয়েছে নির্দ্দেশ,
ধরণীর গর্ভে মগ্ন ভগ্ন-অবশেষ ;
কোথা সেই বীরগণ যাঁরা বাহুবলে,
চন্দ্র সূর্য্য পেড়েছেন ধোরে ধরাতলে।

যাঁদের প্রচণ্ডতর যুদ্ধ হুহুঙ্কার,
বিপক্ষের বীর হিয়া করেছে বিদার।
স্বদেশের সীমা হ'তে যাঁরা শত্রু শূরে,
ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন লক্ষ ক্রোশ দূরে।
যাঁরা নিজ জন্মভূমি উদ্ধার-কারণ,
অকাতরে করেছেন রুধির অর্পণ!

কোথা সেই রাজগণ, যাঁরা ধীর ভাবে,
শেসেছেন দুষ্ট সংঘ অধৃষ্য প্রভাবে।
পেলেছেন শিষ্টগণে সদা সদাচারে,
ত্যেজেছেন নিজ-স্বার্থ মাত্র একেবারে।
যাঁদের সরল সূক্ষ্ম নীতির কৌশলে,
ছিল দীন ধনী মানী সকলে কুশলে।
প্রান্তর শস্যেতে পূর্ণ, রতনে ভাণ্ডার,
ধরাময় হয়েছিল যশের প্রচার!

কোথা সেই বিশ্ব-গুরু মহাকবিগণ,
যাঁরা স্বর্গ হ'তে সুধা ক'রে আকর্ষণ—
মনুময় জগতের ওষ্ঠাগত প্রাণে
করেছেন জীবাধান রসামৃত দানে।
পাপের গরলময় হৃদয় উপর,
নিরন্তর বর্ষেছেন চোক্ষ চোক্ষ শর।
গদগদ স্বরে ধোরে সুললিত তান,
পুণ্যের পবিত্র স্তোত্র করেছেন গান!

কোথা সেই জ্ঞানিগণ, জগত-কিরণ,
যাঁরা আলো করেছেন আন্ধার ভুবন!
উদ্ধারি পাতাল হ'তে রতন-ভাণ্ডার,
করেছেন বিশ্বময় ঐশ্বর্য্য প্রচার।
ধরিতেন প্রাণ শুদু জগতের তরে,
উদাসীন আপনার স্বার্থের উপরে।

সম বোধ করিতেন মান অপমান,
প্রাণান্তে করেনি কভু আত্মার অমান!

কোথা সে সরলগণ, যাঁরা এ সংসারে,
লোক-মাঝে ছিলেন অগ্রাহ্য একেবারে।
নিজ-শ্রম-উপার্জিত অতি অল্প ধনে,
কাটাতেন কাল যাঁরা অতি তৃপ্ত মনে।
আপনার কুটীরেতে আইলে অতিথি,
পাইতেন অন্তরেতে পরম পিরিতি।
খুদ দুধ যা থাকিত কাছে আপনার,
তাই দিয়ে করিতেন অতিথি-সৎকার।
যাঁদের নিজের প্রতি ফেলিতে নয়ন,
পান্ নাই যদিও খুঁজিয়ে এক জন;
তথাপি দেখিলে চোকে অপরের দুখ,
হৃদয়ে জন্মিত স্বতঃ অত্যন্ত অসুখ।
যথাসাধ্য করিতেন কোন প্রতিকার,
আশা নাহি রাখিতেন প্রতি-উপকার।
নূতন অরুণ ছটা, শীতল পবন,
তরু লতা গিরি ঝর্ণা প্রান্তর কানন;
পাখীদের সুললিত হর্ষ-কোলাহল,
সুমধুর তটিনীকুলের কলকল;
এই সব নিসর্গের মহৈশ্বর্য্য লয়ে,
সুখে দিন কাটাতেন একেশ্বর হয়ে!

এবে তাঁরা সকলেই ত্যেজে এই স্থান,
তিমির-সাগর-গর্ভে মহানিদ্রা যান।
কে দিবে উত্তর, আর কে দিবে উত্তর!
আমাদেরো এইরূপ হবে এর পর।
এই আমি অন্ধকারে করিতেছি রব,
একদিন এই আমি, আমি নাহি রব।

চলে যাব সেই অনাবিষ্কৃত দেশ,
হয় নাই যার কোন কিছুই নির্দ্দেশ ;
অদ্যাবধি কোন যাত্রী যার সীমা হ'তে,
ফিরিয়া আসেনি পুন আর এ জগতে।
এমন কি আছে গুণ, যাহার কারণ,
ভাবুকে কখন তবু করিবে স্মরণ ?
মিত্রেরা দু-দিন হদ্দ স্মারক-স্বরূপ,
বলিবেন আমার প্রসঙ্গে এইরূপ ;
যথা—"তার ছিল বটে সরল হৃদয়,
আমাদের সঙ্গে ছিল সরল প্রণয়,
রাখিতে জানিত বটে মিত্রতার মান,
পিতাকে বাসিত ভাল প্রাণের সমান।
বড়ই বাসিত ভাল সরল আমোদ,
প্রাণান্তে করেনি কভু কারো বরামোদ।
জন্মভূমি-প্রতি ছিল আন্তরিক প্রীতি,
সগৌরব ঘৃণা ছিল ম্লেচ্ছদের প্রতি।
সদানন্দ মন ছিল, মগ্ন ছিল ভাবে,
বুদ্ধি সত্বে অন্ধ ছিল সাংসারিক লাভে।
কিন্তু ছিল অতিশয় উদ্ধতের প্রায়,
ভুঁড়েদের গ্রাহ্য নাহি করিত কাহায়।
ব'সে ব'সে আপনি হইত জ্বালাতন,
খামকা ত্যেজিতে যেত আপন জীবন।
নিজের লেখায় ছিল বিষম বড়াই,
জানিত এ দেশে তার সমজ্‌দার নাই।"
তুমি কি তখন, অয়ি প্রেম-প্রবাহিণী,
মিত্রদের মত কবে আমার কাহিনী ?
এই পোড়া বর্ত্তমানে নাই গো ভরসা,
তাই আরো দ'মে যাই ভেবে ভাবী দশা।
বাঙ্গালির অমায়িক ভোলা খোলা প্রাণ,
এক দিন হবে না কি তেজে তেজীয়ান্ ?

যদি হয়, নাহি ভয়, সেই দিন তবে
গিয়ে দাঁড়াতেও পার আপন গৌরবে।

পরের পাতড়াচাটা, আপনার নাই,
মতামত-কর্ত্তা তাঁরা বাঙ্গালার চাই।
মন কভু ধায় নাই কবিত্বের পথে,
কবিরা চলুক্ তবু তাঁহাদেরি মতে।
জনমেতে পান নাই অমৃতের স্বাদ,
অমৃত বিলাতে কিন্তু মনে বড় সাধ!
ভাল ভাল, যুক্তি ভাল, ভাল অভিপ্রায়,
ভাইপোরা মাথায় বড়, ঘাড়ে তোলা দায়!
সাধারণে ইহাদের ধামা ধরে আছে,
কাজে কাজে আদর পাবে না কারো কাছে।
এখন মোহন বীণা নীরবেই থাক্,
এ আসরে প্যাঁচাদের নৃত্য হ'য়ে যাক্।
তুমি যে আমার কত যতনের ধন,
কেন সবে আনাড়ির হেয় অযতন?
ধৈর্য্য ধরি থাক বসি প্রফুল্ল অন্তরে,
যথার্থ বিচার হবে কিছু দিন পরে।
পিতারা নিকটে থেকে তাপে জরজর,
পুত্রেরা হেরিবে দূরে জুড়াবে অন্তর।
কোথায় বা আছ তুমি, নিজে সরস্বতী,
সময়ে শরের বনে করেন বসতি।
কোথা শ্বেতপদ্ম-বন তাঁহার তখন,
সৌরভ-গৌরবে যার মোহিত ভুবন!
শরের খোঁচায় ছিন্ন কোমল শরীর,
জন্তুগুলো ঘেরে করে কিচির মিচির!

মরিতে তিলার্দ্ধ মম ভয় নাহি করে,
ডুবিতে জনমে খেদ বিস্মৃতি-সাগরে।

রেখে যাব জগতে এমন কোন ধন,
নারিবে করিতে লোকে শীঘ্র অযতন।

অন্ধকারে বোসে হেন কত ভাবনায়,
ভূত ভাবী বর্ত্তমানে খুঁজেছি তোমায়।
কোন কালে হয় নাই দেখা তব সহ,
খুঁজেছি তোমায় প্রেম তবু অহরহ।

যবে ঘোর ঘন ঘটা যুড়িয়া গগন,
মেদিনী কাঁপায়ে করে ভীষণ গর্জ্জন।
কালির সাগর প্রায় অকূল আকাশ,
ধক্ ধক্ দশ দিকে বিদ্যুৎ-বিলাস।
তড়্তড়্ তড়্তড়্ বেগে বৃষ্টি পড়ে,
ছটাচছট্ গুলিবৎ শিলা চচ্চড়ে।
সোঁসোঁ সোঁসোঁ বোঁবোঁ বোঁবোঁ ধাক্কান ঝড়ে
বৃক্ষ বাটী পৃথ্বীপৃষ্ঠে উখাড়িয়া পড়ে।
ঘোরঘট্ট চণ্ডযুদ্ধে মেতে ভূতদল,
লণ্ড-ভণ্ড করে যেন ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল।
সে সময়ে চমকিয়ে গিয়ে একেবারে,
প্রলয়ের মাঝে আমি খুঁজেছি তোমারে।

যবে প্রিয় অরুণের তরুণ কিরণ,
রঞ্জিত করিয়ে দেয় ধরার আনন।
উষাদেবী স্বর্ণ বর্ণ পরিচ্ছদ পরি,
বেড়ান উদয়াচলে তুঙ্গ শৃঙ্গপরি।
সুশীতল সুমধুর সমীরণ বয়,
শান্তিরসে অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ হয়।
সে সময়ে শান্ত হয়ে উদার অন্তরে,
চাহিয়াছি চারিদিকে দরশন তরে।

কিছুতেই যখন তোমারে না পেলেম,
একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেম।
শূন্যময় তমোময় বিশ্ব সমুদয়,
অন্তর বাহির শুষ্ক, সব মরুময়।
আসিয়ে ঘেরিল বিড়ম্বনা সারি সারি,
দুর্ভর হৃদয়-ভার সহিতে না পারি;
কাতর চীৎকার স্বরে ডাকিনু তোমায়,
কোথা, ওহে দাও দেখা আসিয়ে আমায়!
অমনি হৃদয় এক আলোকে পূরিত,
মাঝে বিশ্ববিমোহন রূপ বিরাজিত।
মধুময়, সুধাময়, শান্তি-সুখময়,
মূর্ত্তিমান প্রগাঢ় সন্তোষ-রসোদয়।
কেমন প্রসন্ন, তাহা কেমন গম্ভীর,
অমৃত-সাগর যেন আত্মার তৃপ্তির!

আজি বিশ্ব-আলো কাঁর কিরণনিকরে,
হৃদয় উথলে কাঁর জয়ধ্বনি করে?
বিপদ সম্পদ যত জগতের ধন,
কেন আজি যেন সব নিশির স্বপন?
কেন ধৃষ্ট পাপের দুর্দ্দান্ত সৈন্য যত,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে হয়ে অবনত?
কেন সেই প্রবৃত্তির অনন্ত অনল,
পদতলে প'ড়ে আছে হয়ে সুশীতল?
ছুটিয়ে পলান কেন পিরিতি সুন্দরী,
কেন বা উহারে হেরে মনে হেসে মরি?

ক্রমে ক্রমে নিবিতেছে লোক-কোলাহল,
ললিত বাঁশরী-তান উঠিছে কেবল!
মন যেন মজিতেছে অমৃত-সাগরে,
দেহ যেন ফাটিতেছে সমাবেগ-ভরে।

প্রাণ যেন উড়িতেছে সেই দিক পানে,
যথার্থ তৃপ্তির স্থান আছে যেই স্থানে।
অহো অহো, আহা, আহা একি ভাগ্যোদয়,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দময়!

ইতি প্রেম-প্রবাহিণী কাব্যে নির্ব্বাণ-নামক পঞ্চম সর্গ

সমাপ্ত

স্বপ্ন-দর্শন

স্বপ্ন-দর্শন

—:০:—

আমি অদ্য সমস্ত দিন বিষয়-কর্ম্মে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্ত শরীরে গৃহে আসিলাম, এবং শীঘ্র শীঘ্র করণীয় কার্য্য সমাপনানন্তর শয্যায় প্রসারিত দেহে শয়ান হইয়া শ্রমবিনাশিনী নিদ্রার অপেক্ষায় রহিলাম। ক্রমে শরীর অলস ও অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং ক্রমে ক্রমে নেত্রপত্র ভারাক্রান্ত হইয়া নিমীলিত হইল।

বোধ হইল, এক অপূর্ব্ব পর্ব্বতোপরি উপস্থিত হইয়াছি; তথায় একটি প্রস্রবণ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, নিশাকর আপনার সুধাময় কিরণমালায় প্রকৃতিদেবীর মোহনীয় হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিতেছেন, তারাগণ সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় আকাশময় ব্যাপ্ত হইয়াছে, ঝরণার জল চন্দ্ররশ্মিতে চিক্ চিক্ করিতেছে, মন্দ সমীরণ কুসুমরেণু হরণ করিয়া জলে স্থলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, নির্ম্মল জলের সমুজ্জ্বল আদর্শে বৃক্ষসকল অধোমুখ ও উর্দ্ধমূলে প্রবেশ করিয়াছে, এবং প্রতিমাচন্দ্র তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া হাসিতেছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, নির্ঝরের শ্রুতিসুখকর ঝর্ ঝর্ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনা যায় না। আহা! কি মনোহর স্থান, কি সুখময় সময়, এমন সময়ে এস্থানে আসিলে কাহার হৃদয় না আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়? চিরোদ্বিগ্ন ব্যক্তিরও চিত্তবিনোদন হইয়া থাকে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমি কোন ক্রমেই সুখানুভব করিতে পারিলাম না। স্বভাবের সকল শোভাই নেত্রপথে দুঃখের মলিন মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে লাগিল। মহা উদ্বিগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে হটাৎ দক্ষিণদিক হইতে "হা হতভাগ্য নন্দনগণ! হা অভাগিনীর বাছা সকল! তোমরা কোথায় যাইবে, হা দগ্ধ বিধাতঃ! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে অকালে ক্রোড় শূন্য করিয়া সন্তানগুলিনকে কাড়িয়া লইবে? হা কঠিন হৃদয়! জলবেগে চূর্ণায়মান নদী-তীর-তুল্য কেন শতধা হইয়া যাইতেছ না? হা মাতঃ ধরিত্রি! এখন অবধি তুমি শোভাহীন হইবে! হা ধর্ম্ম! তোমার প্রতি আর কেহই শ্রদ্ধা করিবেক না! ওরে পাষাণ প্রাণ, এখনও তুই দেহে রহিয়াছিস্? হায়! এখন আর কাহার মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হইব? আর কাহার মুখ চাহিয়াই বা বৃদ্ধকালে সুখে থাকিবার আশা

করিব? হা পুত্রগণ! আমি কেবল তোমাদের দেখিয়াই পতিবিয়োগে প্রাণধারণ করিয়াছি, তোমাদের দেখিয়াই বিজাতিদিগের শত শত পদাঘাত অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছি, আর তোমাদের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা হইল বলিয়াই অন্য পতিকে বরণ করিয়াছি! মনে করিয়াছিলাম, তোমরা অতি অল্প দিনের মধ্যেই আপনাদিগের ভাষাকে উৎকৃষ্ট পদবীতে আরোহণ করাইবে, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করিবে, কুসংস্কারসকল উন্মূলিত করিয়া উন্নত হইবে, নানা দিক্ দেশে গমন করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় বিস্তার করিবে, প্রভূত অর্থ উপার্জন-পূর্ব্বক সকলের নিকট আমার ফলবতী নামের সাফল্য সম্পাদন করিবে, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সভ্য বলিয়া অগ্রে কীর্ত্তিত হইবে, এবং সকলেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসক হইয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিবে। হায়! হায়! আমার সেই দুরারোহিণী আশার কি এই পরিণাম? ওরে নিদারুণ বিধি! দয়া-মায়া পরিশূন্য হইয়া আমার ক্রোড় শূন্য করা যদি তোমার একান্ত মন্তব্য হইয়া থাকে, ব্যগ্রতা করিতেছি, তবে এক সঙ্গে আমাকে শুদ্ধ ধ্বংস করিয়া ফেল! আঃ! আর যে কিছু দেখিতে পাই না, কণ্ঠ যে অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, বুক যে কেমন করিয়া উঠিতেছে! উঃ!" এই অশ্রুতপূর্ব্ব রোদন-ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

অমনি মহা উদ্বিগ্ন হইয়া স্খলিত পদে সেই দিকে ধাবমান হইলাম। গিয়া দেখি প্রবাহের ধার দিয়া এক বিস্তারিত পন্থা বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, তাহার প্রারম্ভে এক উচচ বৃক্ষোপরি কাষ্ঠফলকে "বঙ্গদেশের ভাবী পথ" এই কয়েকটি শব্দ বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিত আছে এবং সেই তরুমূলে নানাভরণভূষিতা পরম রূপবতী একটী অর্দ্ধবয়সী রমণী অচৈতন্য পড়িয়া আছেন। আমি তাঁহাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া নিশ্চয় জানিতে পারিলাম, ইনিই রোদন করিতেছিলেন। অবিলম্বে প্রবাহ হইতে জল আনিয়া তাঁহার মুখে সেচন করিতে লাগিলাম। তিনি জলসেকে চৈতন্য পাইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি দু-নয়ন দিয়া অনর্গল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বোধ হইল যেন তাঁহার আন্তরিক স্নেহ গলিত হইয়া পড়িতেছে। আমি তাঁহার সস্নেহ ভাব অবলোকন করিয়া এবং রোদনের কারণ জানিতে না পারিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর্য্যে, আপনি কে? কি নিমিত্ত একাকিনী এই বিজন স্থানে ক্রন্দন করিতেছিলেন? এবং আমাকে দেখিয়া কি জন্যেই বা রোদন করিতে লাগিলেন? যদি কোন বাধা না থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এ সমস্ত বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠিত চিত্তকে আপ্যায়িত করুন।" তিনি চক্ষের জল পুঁছিতে পুঁছিতে বলিলেন, "বাছা, আমি বঙ্গদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমাদের বিপদ স্মরণ করিয়াই ক্রন্দন করিতেছি। অদ্য আমি বৈকাল বেলায় বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে শুনিতে

পাইলাম, আমার ভাবী পথ উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে। এই চির-প্রার্থনীয় আনন্দজনক বাক্য শ্রবণমাত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এইস্থানে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু কি বিড়ম্বনা! কি পরিতাপ! কোথা নানাবিধ সুসজ্জা দেখিয়া পরম সুখ অনুভব করিব, না এক মহা বিষাদজনক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল। এই পথের প্রারম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার পারিপাট্য দর্শনার্থে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলাম, কিন্তু তাহাতে যে সকল মনোহর আশ্চর্য্য বস্তু-সন্দর্শনের আশা ছিল, তাহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; প্রত্যুত পথের মধ্যস্থল দিয়া একটা সুদীর্ঘ মুড়া তালগাছ আমার অভিমুখে চলিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে আমার নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলাম, সেটা তালগাছ নহে, একটা কিম্ভূতাকার রাক্ষসী মুখ-ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমি এই মূর্ত্তিমতী বিভীষিকাকে অবলোকন করিয়া চিত্রাপিতের ন্যায় হইয়া গেলাম। না দৌড়িয়া পলাইতে পারি, না মুখ দিয়া কথা সরে, কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্ন কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িলাম। ফলতঃ তখন আমি বনে কি ভবনে, বসিয়া কি শয়ন করিয়া, তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই। কেবল এইমাত্র মনে পড়ে যে, কে যেন আমার নিকটে আসিয়া দন্ত কড়মড়িয়া বলিতেছে, 'ওরে সর্ব্বনাশি বঙ্গি, বড় তুই ছিয়াত্তর মন্বন্তরে আমাকে মাঝ-পথ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলি, তাহাতেই কি তোর শত্রুতার শেষ হইয়াছিল? তাহার পর আমি যেখানে যেখানে যাইবার উপক্রম করি, প্রায় তুই সেই সেই স্থানেই আমার কালশত্রু শস্যরাশিকে পাঠাইয়া দিস্। এই তোর শস্য-রাশির নাশের নিমিত্ত দুর্ভিক্ষকে পাঠাইয়া আসিতেছি। আর স্বয়ং তোর সন্তানগুলোর ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইব, দেখা যাক্, কে আসিয়া রক্ষা করে?' পরে চৈতন্য হইলে দেখিলাম, সে রাক্ষসীও নাই এবং সেই ভয়ঙ্কর কর্কশ শব্দও শ্রুতিগোচর হইতেছে না। কিন্তু সে রুধিরপ্রিয়া শস্যরাশির বিনাশ করাইয়া তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবে, এই ভাবিয়া শূন্য হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। তুমি আসিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলে।" এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন।

আমি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভয়াকুল চিত্তে জিজ্ঞাসিলাম, "জননী, আবার রোদন করিতে লাগিলেন কেন? সে নিশাচরী কে? তাহাকে দেখিয়া কেনই বা আমাদিগের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন?" তিনি নেত্রজল সম্বরিয়া কহিলেন, "হে পুত্রক, তুমি যে রাক্ষসীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার নাম মহামারী, সে যে দেশে পদার্পণ করে, তথাকার জীব জন্তু কিছুই থাকে না, সকলই তাহার করাল-কবলে কবলিত হয়। বাছা, অগ্রে যে দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়া আসিলে, সে তাহার প্রিয় সহচর, সেই সর্ব্বনাশী অগ্রে এই দুষ্ট সহচরটাকে পাঠাইয়া শস্যরাশির বলনাশ ও প্রাণনাশ করায়, পশ্চাৎ আপনি আসিয়া সমস্ত

প্রজাকুল নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। বাপু, আমি কিছুমাত্র চিন্তা করিতাম না, যদি তোমাদের প্রধান রক্ষক শস্যরাশি পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ থাকিতেন, যিনি তোমাদের সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ সাহায্য করিতেছেন, যিনি তোমাদিগের প্রতিপালনার্থেই প্রাণ ধারণ করিয়াছেন। আহা! আমার পতিবিয়োগ হইলেও কেবল তাঁহারই প্রযত্নে দিন দিন অধিকতর গৌরবের সহিত জীবনকাল অতিবাহন করিতেছিলাম। তিনি কতবার এই ছিদ্রান্বেষী হতাশ দুষ্ট দুর্ভিক্ষকে দূর করিয়া দিয়াছেন। ছিয়াত্তর মন্বন্তরে তাঁহার সহিত দুর্ভিক্ষের ঘোরতর সমর হইয়াছিল, তাহাতে তিনি প্রথমত দুর্ব্বল ও মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ বলাধান হইলে ঐ দুষ্টের প্রতি এরূপ ভয়ানক বেগে ধাবমান হইলেন যে, রাক্ষসী সহচর আর ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে না পারিয়া কুক্কুরের ন্যায় লাঙ্গুল মুখে করিয়া কোথায় যে পলায়ন করিল, তাহার ঠিক রহিল না। এইরূপে তাঁহার সাহায্যে পৃথিবীমণ্ডলের বিস্তর জনপদ দুর্ভিক্ষের কঠোর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু শস্যরাশি এবার যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে যে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া তোমাদিগকে মহামারীর কবল হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে, এরূপ বিশ্বাস হয় না। আর মহামারী যখন স্বয়ং এতাদৃশ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছে, তখন অবশ্যই কোন ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র করিয়া থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, পূর্ব্বে তাহারা এখানে প্রকাশ্য রূপে আসিয়া শস্যরাশির সৈন্যসমূহের এক এক অংশ আক্রমণ করিতে না করিতেই পরাজিত ও দূরীকৃত হইত, এবং অন্যান্য দেশেও তাহাকে রণস্থলে বিদ্যমান দেখিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিত না, এই নিমিত্তে শস্যরাশি ও আমার প্রতি তাহার অতিশয় আক্রোশ জন্মে। কিন্তু প্রকাশ্য রূপে কোন ক্রমেই বৈর-নির্য্যাতন হইল না দেখিয়া, এবার অলক্ষ্য ভাবে আপনাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার অভিসন্ধিতে এমন কোন চক্র করিয়া থাকিবে, যে, হটাৎ আমরা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সকলে বিনষ্ট হইব। বাছা, তাহারা রাক্ষস জাতি, মায়াবলে না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই। মনে কর, রাম লক্ষ্মণ সমস্ত সৈন্য-কর্ত্তৃক, বিশেষতঃ বুদ্ধিমান্ বিভীষণ ও মহাবীর হনুমান কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইলেও মহীরাবণ আসিয়া কি আশ্চর্য্য অলক্ষ্যভাবে হরণ করিয়া লইয়াছিল। আর দেখ, আমাদের বিনাশের নিমিত্ত যদি তাহারা অলক্ষ্য ষড়্‌যন্ত্র বিস্তার করিয়া না থাকিবে, তবে কি জন্য শস্যরাশি সদলে দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে? আমি তাহাতেই বলিতেছি, এবার আর রক্ষা নাই। সন্তানবর্গের এরূপ আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া রোদন না করিয়া আর কি করিব? কিরূপেই বা ধৈর্য্য ধরিব? অথবা কোন্ জননী জীবনের যষ্টিস্বরূপ প্রাণাধিক সন্তানবর্গের মুমূর্ষু অবস্থা অবলোকন করিয়া স্থিরচিত্তে নেত্রজল সম্বরণ করিতে পারে?"

তিনি এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "মাতঃ, ক্ষান্ত হউন, পুনঃ পুনঃ রোদন করিবেন না। সামান্য লোকেরাই শোক-মোহে অভিভূত হইয়া পড়ে, সাধু ব্যক্তিরা, সাগরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত যেমন তরঙ্গমালায় সঙ্কুল থাকিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাতিত হইলেও বিচলিত হয় না, তদ্রূপ এই সুখ-দুঃখময় সংসারে সর্ব্বদা বিপদ্-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিয়া থাকেন। আর আপনাকেই বা বুঝাইতেছি কি? আপনকার সুস্নিগ্ধ ক্রোড় হইতে অন্তর্হিত হইতে হইবে, সুস্নিগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও সন্তোষময় পরিবারের নিকট জন্মের মত বিদায় লইতে হইবে, এই সমস্ত ভাবিয়া প্রাণে আর কিছুই নাই, হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে, কোন ক্রমেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। লৌহ যে এমন কঠিন—সেও যখন অগ্নি-তাপে সন্তপ্ত হইলে গলিত হইয়া যায়, তখন আমরা কেমন করিয়াই বা ধৈর্য্য ধরিব? ওগো জননি, ক্ষান্ত হউন! ক্ষান্ত হউন! আপনার অশ্রুধারা দেখিয়া ব্যাকুল হইতেছি। হে জগদীশ্বর! রক্ষা কর, রক্ষা কর, তুমি না রক্ষা কবিলে এ অপার বিপদ্-পারাবার হইতে কে রক্ষা করিবে? দয়াময়, তোমারি দয়া-লতা অবলম্বন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, তোমারি অজস্র করুণায় লালিত-পালিত হইয়াছি, আর তোমারি মহিমায় সুধাকরের নির্ম্মল কিরণে, তোমার স্নেহময় ঈষৎ হাস্য অবলোকন করিয়া নির্ভয়ে কালহরণ করিতেছিলাম, এমন ভয়ানক আকস্মিক বিপদে পতিত হইব, কখন মনেও কল্পনা করি নাই। পরমাত্মন্, এখন আর কাহার শরণ লইব? মা, আর ক্রন্দন করিও না, তোমার অনর্গল অশ্রুধারা দেখিয়া আমার হৃদয় আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। ভাল, শস্যরাশি যেন আপনার জন্মভূমি-রক্ষার্থে স্বদেশ হইতে বিপক্ষগণকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু কি জন্য অপরাপর জনপদের সহায়তা করিয়া বিপক্ষদিগকে চতুর্গুণ রাগাইয়া তুলিলেন! আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি কেবল আপন অধিকার হইতে দূরীকৃত করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে তাহারা কখনই এত আক্রোশ প্রকাশ করিত না; সুতরাং কোন কালে আমাদের অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কাও ছিল না। তিনি যাহাদের রক্ষা করিতে গিয়া এই বিষম বৈরিতা ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন, তাহারা কি এখন আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবে? তাহাদের যোগ্যতা কি? কেবল নির্গুণা কামিনীর বেশভূষার ন্যায় বাহ্য আড়ম্বর করিয়া বসিয়া আছে মাত্র। তাহাদের কি তেজ আছে যে উপকারীর প্রত্যুপকার করিবে? হায় হায়! আমি অবশ্য স্বীকার করি যে, শস্যরাশি মহাশয় আমাদিগকে এতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রযত্নে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইহাও অবশ্য বলিব যে, তাঁহারি অবিবেচনায় আমরা মারা পড়িলাম। দেখুন না কেন, অদ্যাবধি প্রতিনিয়তই আপনার অঙ্গ-স্বরূপ প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে তৎ তৎ স্থানে প্রেরণ করিতেছেন। লোকে বিপদের সময় উপকার করিলেই দয়াগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ দয়া আমি

কখন দেখি নাই। তিনি আবার পাছে তাহাদের কখন কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় ব্যস্ত রহিয়াছেন; আপনার যে কি হইল তাহা একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন না। সুতরাং এমন স্থলে আমাদিগের দুর্দ্দশা ঘটিবার বিচিত্র কি! আমরা যে এখন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি, ইহাই আশ্চর্য্য!" ইহা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বাছা, আর কাঁদিও না, কাঁদিও না! শস্য-রাশির দোষ দিলে কি হইবে বল, আপনার অদৃষ্টের দোষ দাও। তিনি অতি মহৎ কার্য্যই করিয়াছেন। তুমি তাঁহার প্রতি যে সকল কথা বলিলে তাহার পুনরুক্তি করিলে একজন পরোপকারী দয়াবান্ মহাত্মার গুণ বর্ণনা করা হয়। বাপু, মহান্ ব্যক্তির লক্ষণই এই যে, তাঁহারা আপনার প্রাণ দিয়াও পরোপকার করিয়া থাকেন, সতত পরের উপকার করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন এবং পরোপকারার্থে আত্মাকে পুনঃ পুনঃ বিপদে ফেলিতেও কাতরতা প্রকাশ করেন না। ধর্ম্ম আর কাহাকে বলে? জ্ঞানীরা পরোপকারকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর শস্যরাশি যে কেবল তাহাদেরই উপকার করিয়াছেন, তাহারা আমাদিগের কিছুমাত্র উপকার করে নাই, এরূপ নহে। তিনি যেমন তাহাদিগকে অলক্ষ্য শত্রু দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, তাহারাও তদ্রূপ উত্তম উত্তম বস্ত্র, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধি ও অন্যান্য নানাবিধ মনোহর বস্তু উপহার দিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে। তুমি যে বস্তু দিয়া এক জনের উপকার করিলে, সে যে তোমায় সেই বস্তু প্রদান করিয়াই প্রত্যুপকার করিবে, এ রীতি কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমার যে বিষয়ে ক্ষমতা আছে, তুমি সেই বিষয় দিয়া উপকার কর। আর তাহার যেমন সাধ্য, সে সেইরূপই তোমার সাহায্য করিবেক, অথবা কোন্ যথার্থ উপকারী প্রত্যুপকারের আশা রাখিয়া উপকার করিয়া থাকেন? প্রত্যুপকারের লালসায় উপকার করিলে কেহই তাহার সাধুতার প্রশংসা করে না। বাছা, আমি তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়া এ সকল বলিতেছি, এমন মনে করিও না। তোমার অপরাধ কি? নানা বিপদে বিব্রত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও রাগান্ধ হইয়া আপনার পরমোপকারী পরম বন্ধুকে কটু কাটব্য বলিয়া ফেলেন। দেখ দেখি, শস্যরাশির এই ব্যবহারে আমার ও তোমাদের মুখ কেমন উজ্জ্বল হইয়াছে। ভিন্ন দেশীয় লোকে কোন দেশকে সামান্য দৃশ্য শত্রুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিলে তথাকার লোকেরা তাহাদের নিকট কত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, ইতিহাসাদি গ্রন্থে তাহাদের যশোরাশি কেমন পরিভাষিত হয়! তবে যখন আমাদিগের শস্যরাশি এত দেশকে অলক্ষ্যে ভয়ানক শত্রু হইতে রক্ষা করিতেছেন, তখন আমরা মহামারী রাক্ষসীর কবলে কবলিত হইলেও অবশ্যই আমাদিগের যশঃসৌরভে জগৎ ব্যাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তবে যে তুমি বলিতেছ, এমন বিপদের সময়েও

তিনি যথা তথা সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন, আমাদের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছেন না, ইহা তাঁহার দোষ নহে। তিনি বণিক্‌দিগের নিকট বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাহারা যে দিকে চালাইতেছে, সেই দিকেই চলিতে হইতেছে; প্রত্যুত এই মনোদুঃখই তাঁহার কৃশতার প্রধান কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "জননি, এখন বুঝিতে পারিলাম, শস্যরাশি মহাশয়ের কিছুমাত্র দোষ নাই। কিন্তু যে মহাত্মা শস্যরাশি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মহাজনদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে তাহারা কোন্ বিবেচনায় অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া যথেচ্ছাচার করিতেছে? তাহাদের কি ধর্ম্মজ্ঞান নাই, কর্ম্মজ্ঞান নাই, তাহারা কি মনুষ্য নহে? আহা! ভ্রাতাস্বরূপ স্বদেশীয়দিগের মলিন মুখ ও ছল ছল নেত্র দেখিয়া এবং দুঃখী লোকের হাহাকার চীৎকার শুনিয়া তাহাদের শুষ্ক হৃদয়ে কি দয়ার সঞ্চার হয় না? দেশশুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর গ্রাসে পতিত হইলে তাহাদেরও স্ত্রী-পুত্র পরিবার সেইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, ইহা কি তাহারা একবারও চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখে না? কেবল বাহিরেই কুঁড়োজালি ও নামাবলী ধারণ করিয়া আপনাকে ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্ ও বিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যগ্র রহিয়াছে?"

তিনি বলিলেন, "তা বৈকি! ব্যবসায়ীর আবার ধর্ম্ম-জ্ঞান? যদি তাহাদের তাহাই থাকিবেক, তবে আর বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক বলিয়া কাহাকে উক্ত করিব? তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, সহস্র সহস্র বিশ্বাসঘাতকতা ও লক্ষ লক্ষ প্রতারণা করিতে না পারিলে একজন পরিপক্ক ব্যবসায়ী হওয়া যায় না? তাহাদের সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম কেবল মৌখিক সাধুতায় পর্য্যাপ্ত রহিয়াছে। শুধু তাহারা বলিয়াই কেন, যাহাদের বড় বড় যুড়িতে বড় বড় ভুঁড়ি বাহির করিয়া ও বড় বড় যোড়া উড়াইয়া গমনাগমন করিতে দেখিতে পাও, তাহারাই বা কি? তাহা-দেরও সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র। তাহারা কি এই বিষম বিপর্য্যয়-সময়ের প্রতিরোধের নিমিত্ত কোন চেষ্টা করিতেছে? কোন বিশেষ সভায় সকলে সমবেত হইয়া এ বিষয়ের কোন সৎপরামর্শ নির্দ্ধারিত করিয়াছে? আবেদন-পত্র প্রদান করিয়া গবর্মেণ্টের নিদ্রা-নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত করিয়াছে? তাহাদের কি এ সময়ে নাসিকায় তৈল দিয়া নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য? ধিক্ ধিক্! এদের দূরদর্শিতায় ধিক্, দেশহিতৈষিতায়ও ধিক্! ইহারা বড় বড় জাহাজ, বড় বড় বাড়ী, লম্বা লম্বা ফেটিং ও সম্প্রতি গবর্মেণ্ট কলেজের বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি অবলোকন করিয়া দেশের ক্রমোন্নত অবস্থার প্রতি একেবারে নিঃসংশয় হইয়া বসিয়াছে; উপস্থিত দুর্ভিক্ষকে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতেছে না। ওদিকে দুঃখীদিগের পর্ণকুটিরে যে কি হইতেছে, তাহার একবারও অনুসন্ধান নাই। কেবল আপনার হইলেই হইল, তণ্ডুল যত কেন দুর্ম্মূল্য হউক না, আপনাদের তো চড়াইয়ের নখের মত

অন্ন-ভোজনের বাধা নাই, অন্যান্য বস্তু যত কেন অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হউক না, আপনাদের তো আহার-বিহারের বা আমোদ-প্রমোদের ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। হাঁ, মেঘাড়ম্বরে তোমাদের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই বটে, কিন্তু যখন চতুর্দ্দিকে ভয়ানক বজ্র তীব্রবেগে নিপতিত হইতে থাকিবেক, তখন অবশ্যই তোমরা পর্য্যন্ত আহত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইবে; যখন দশ দিকে দুর্ভিক্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবেক, তখন অবশ্যই তোমরা দগ্ধ হইতে থাকিবে। এখন যে সকল দাস-দাসীরা তোমাদের খাদ্যাদি আনিয়া দিতেছে, তখন তাহারাই আবার তোমাদের গালে চপেটাঘাত করিয়া মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইবে। তখন তোমরা অবশ্য বুঝিতে পারিবে যে, মানবেরা পরস্পরের শুভসাধনে অনুরক্ত না হইলে কখনই তাহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তখন তোমাদিগকে অবশ্যই এই বলিয়া খেদ করিতে হইবে যে, কেন আমরা দুঃখী-দিগের দুরবস্থায় দৃষ্টিপাত করি নাই, কেন আমরা তাহাদের কাতর আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করি নাই, কেন আমরা তাহাদের কুটিরে গমন করিয়া দুঃখানলে সান্ত্বনা-সলিল প্রক্ষেপ করি নাই! হা! পূর্ব্বে কেন আমরা এই বিষাদময় ব্যাপার নিবারণার্থে বিহিতমত চেষ্টিত হই নাই! তাহা হইলে কখন আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না, কখনই আমরা একেবারে উচ্ছিন্ন হইতাম না, বিষাদে হৃদয়ও বিদীর্ণ হইত না।

হা! এখনো তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিবে? শীঘ্র শীঘ্র গাত্রোত্থান কর, দুরাত্মা দুর্ভিক্ষকে বাধা দিবার নিমিত্ত সসজ্জ হও! দেখিতেছ না, তোমাদের জননী জন্ম-ভূমির উৎসন্ন-দশা উপস্থিত হইয়াছে? তোমরা যত্ন করিলে কোন্ কার্য্য না সিদ্ধ হইতে পারে? জগদীশ্বর তোমাদিগকে ধনে মানে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, দেশের দুরবস্থা-নিবারণে যত্ন করা, জগদীশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করা, তোমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য; ইহাতে তোমাদের অখণ্ড পুণ্য সঞ্চিত হইবে, এবং যশঃসৌরভে জগৎ ব্যাপ্ত হইবে। প্রথমে তোমরা তণ্ডুলের রপ্তানি বন্ধ করণাভিপ্রায়ে গভর্মেণ্টে আবেদন-পত্র প্রদান কর! তোমরা সমবেত হইয়া কাতরতাপূর্ব্বক অনুরোধ করিলে সুবিবেচক গবর্মেণ্ট অবশ্য গ্রাহ্য করিবেন। সত্য বটে, চাউলের রপ্তানি বন্ধ করিলে বাণিজ্য-বাজারে মহা হলস্থূল উপস্থিত হয়, এবং এখানকার দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে গিয়া অন্যান্য স্থানে দুর্ভিক্ষানল প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যদি এ প্রকার করা যায় যে, আতপাদি তণ্ডুলের যেরূপ রপ্তানি হইতেছে, সেইরূপই থাকুক, কেবল বালাম চাউল, যাহা এদেশের লোকের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যাহা এদেশীয়দিগের জীবন-স্বরূপ, তাহারি রপ্তানি বন্ধ হউক। ইহাতে উভয় দিকই রক্ষা পাইবে। বাণিজ্য-বাজারেও অত্যন্ত ধন-কষ্ট হইবেক না, এবং অন্যান্য দেশেও অধিক অমঙ্গল ঘটনের আশঙ্কা নাই। যেহেতুক কয়েক বৎসর মাত্র বালাম চাউলের রপ্তানি আরম্ভ হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে

ছিল না ; তখন তো বাণিজ্য-বাজারের ধন-কষ্টের কথা বা অন্যান্য দেশের অমঙ্গল-বার্ত্তা শ্রুতিগোচর হয় নাই। তথাপি বালাম চাউলের রপ্তানি বন্ধ হইলে, বাণিজ্য-বাজার ও অন্যান্য দেশের প্রতি যাহা যৎকিঞ্চিৎ অনিষ্ট-ঘটনের সম্ভাবনা, তাহা তাহাদিগকে অবশ্য সহ্য করিতে হইবে। যে বস্তু যে দেশে উৎপন্ন হয়, সে বস্তু সেই দেশে পর্য্যাপ্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া পশ্চাৎ অন্যত্র প্রেরিত হওয়া উচিত, তদ্বিপরীত কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। যে চাউল তোমাদের দেশে উৎপন্ন হইয়াছে, সে চাউল অবশ্য তোমরা পর্য্যাপ্ত-রূপে ব্যবহার করিবে। আহা! যে কৃষকেরা গ্রীষ্মকালে প্রদীপ্ত সূর্য্যের তীব্র তাপ সহ্য করিয়া এবং বর্ষাকালে খরতর বারিধারা মস্তকে ধারণ করিয়া মৃত্তিকা কর্ষণ, বীজ বপন ও শস্যচ্ছেদন প্রভৃতি অন্যান্য করণীয় কার্য্য সমাপনানন্তর তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়াছে, তাহারা যদি তদভাবে মারা পড়িল, তবে কোথায় বা ধর্ম্ম, আর কোথায় বা সদ্বিবেচনা রহিল?

বাছা! আমি তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বৃথা এত বকিয়া মরিতেছি, তাহারা আমার কথায় কর্ণপাতও করিবেক না, বরং উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিবে। তাহারা চাটুকথা-শ্রবণে এমনি অভ্যস্ত হইয়াছে, আপনাকে জ্ঞানী ও সুবিবেচক বলিয়া এমনি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে, তাহাদের গর্ব্বশূন্যতা ও দম্ভের নিকট কোন সৎকথা বা কাহারো সদুপদেশ গ্রাহ্য হইবেক না। স্বদেশের উপকারার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা প্রবল দেশহিতৈষিতা ও উদার দয়ার কার্য্য ; কেবল যশোবাসনা এরূপ গুরুতর সুমহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের নিকট আমার বাসনা-পূরণের প্রত্যাশা নাই। তাহারা যদি কখন কিছু সৎকর্ম্ম করে, তাহাও কেবল যশোলালসা-প্রেরিত হইয়াই করিয়া থাকে। আমি যখন তাহাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির-পরম্পরা, অতিথিশালা, পান্থশালা ও শ্বেতাঙ্গদিগের সম্মুখে চাঁদায় নাম স্বাক্ষর প্রভৃতি অবলোকন করি, তখন দয়া ও ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে ; কিন্তু পরক্ষণে যখন গঙ্গাতীরে আগমন করিয়া দেখি, কত দুর্ভাগ্য বন্ধুবান্ধবহীন অসহায় ব্যক্তি বিকার বা ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া ভূমি-বিলুণ্ঠিত হইতেছে ; এবং তন্নিকটবর্ত্তী পথায় সেই দাতাবাবুদের শকটচক্র ঘূর্ণিত হইতেছে ; তথাপি তাহারা অনুগ্রহের সহিত চিকিৎসিত বা সাধারণ চিকিৎসালয়ে প্রেরিত হওয়া দূরে থাকুক, একবার নয়ন-প্রান্তে অবলোকিত পর্য্যন্ত হইতেছে না ; তখন এই দাতাবাবুদিগের দয়া-নদী কত দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত ও বিস্তৃত, তাহা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ হয়। যাঁহারা স্বপল্লীমাত্রের দুরবস্থাপন্ন দুঃখী লোকের অনুসন্ধান লইবার অবসর পায় না, তাহাদিগকে সমূহ দেশের অমঙ্গল-নিবারণার্থে আহ্বান করা বিরক্ত করা মাত্র। বাছা রে! সাধে কি বলি, খেদে বুক ফাটিয়া যায় বলিয়াই বলিতে হয়। এই যে আমার যে সকল সন্তান-সন্ততিগুলিন্ পেটের দায়ে উত্তরপশ্চিম দেশে গমন করিয়াছিল, তাহাদের

যে কি হইল, তাহা কি কেহ অনুসন্ধান লইয়াছ? আহা! তোমাদের যে সকল ভগিনীরা দুরাচার সিপাহীদিগের দৌরাত্ম্যে পতিপুত্রবিহীন ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, এবং চীরমাত্রে লজ্জা-নিবারণপূর্ব্বক জীবন-ধারণের উপায় কেবল অঞ্জলি অঞ্জলি জলপান করিতে করিতে শিশুসন্তানগুলিন্ বক্ষে করিয়া, কেহ বা অপোগণ্ড বালকগুলির হস্ত ধরিয়া, এবং কেহ কেহ বা যষ্টিমাত্র অবলম্বন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, "আহা! তাহাদের আর কে আছে? কাহার নিকট বা দাঁড়াইবে? ভদ্রলোকের মেয়ে হইয়া পেটে হাত দিয়া কাহার নিকট ভিক্ষা মাগিবে? শিশুসন্তানগুলির কেমন করিয়াই বা ভরণপোষণ করিবে? কিরূপেই বা তাহাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত করিবে?"—ইহা কি কেহ মনোমধ্যে আলোচনা কর? কখন কি সেই সকল অনাথা, অশরণা অবলাদিগের প্রতিপালনার্থে চাঁদার কথা মুখে আনিয়াছ? ইহা কি তোমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? ইহার দ্বারা কি তোমাদের অর্থ-সার্থকতা হইবেক না? ইহা কি তোমরা মনে করিলে করিতে পার না?

আর যাহারা ফিরিয়া আসিতে পারে নাই, তাহাদের যে কি বিষম দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখ! তাহাদের দুর্ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে প্রাণে আর কিছুই নাই; মনুষ্যের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও অতিশয় কঠিন, সেই নিমিত্তই বিদীর্ণ হইতেছে না। আহা! তাহাদের দুর্দ্দশা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার নেত্রপথে বিচরণ করিতেছে। আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তোমাদের কতকগুলিন্ সহোদর অসময়ে সিপাহীদিগের হোল্লা শুনিয়া প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, অমনি চতুর্দ্দিকে চক্মকে করবাল লক্ লক্ করিয়া উঠিতেছে, শব্দায়মান বন্দুকের অগ্নিময় লৌহগুলি সজোরে আসিয়া পড়িতেছে। বাছারা নিরুপায়, কি করিবে, আর্ত্তনাদে দিগন্ত পুরিতেছে! কোথাও বা জাল-বেষ্টিত মৃগযূথের ন্যায় সিপাহীদের তাম্বুতে আবদ্ধ থাকিয়া নির্দ্দয় প্রহারে কাতর হইতেছে। আহা! কোথাও বা আমার নিরাশ্রয় নন্দিনীগণের সতীত্ব-হরণার্থে দুরাচারগণ কেশাকর্ষণ করিতেছে, কোথাও বা তাহাদের বক্ষের উপর বন্দুক ধরিয়া ভয় দেখাইতেছে, কোথাও বা তাহাদের অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়া অবশেষে পরিধান-বস্ত্র পর্য্যন্ত ধরিয়া টানিতেছে, কোথাও বা তাহাদের অধোদরে সজোরে পদাঘাত করিতেছে, কোথাও বা তাহাদিগকে যথেচ্ছা লইয়া যাইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করিতেছে, কোথাও বা অশরণা বাছা-সকল কঠিনাঘাতে ধূলায় লুঠিতে লুঠিতে রক্তোদ্বমন করিতেছে। আহা! কোথাও বা তাহারা নেত্রদ্বয় ললাটে তুলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে! আহা! কোথাও বা আমার প্রাণাধিক নন্দনগণের শশধর-সদৃশ-বদন-পরম্পরা করাল করবালে কর্ত্তিত হইতেছে! আহা! কোথাও বা তাহারা রুধিরলিপ্ত-কলেবরে আমাকে উদ্দেশ করিয়া "হা, মাতঃ বঙ্গভূমি! আমরা

জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় হই, আর তোমার স্নিগ্ধ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সুখময় স্নেহ-সুধা পান করিতে পাইলাম না ! হায় হায় ! উঃ !" এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন বাষ্পভরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল ; কণ্ঠ জড়িত হইয়া গেল ; ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া অতি কষ্টে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাছা ! আর কত বলিব, এক শোকের কথা বলিতে হৃদয়ে সহস্র সহস্র শোক উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। আমি চলিলাম ; অদৃষ্টে যাহা আছে, কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না। হে করুণাময় জগদীশ্বর ! আমার নিরুপায় সন্তানগুলিনকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী রাক্ষসীর আক্রোশ হইতে রক্ষা কর !" এই বাক্যের অবসান হইবামাত্র তাঁহার করুণাময়ী মানুষীমূর্ত্তি আমার নেত্রপথ হইতে তিরোহিত হইল।

অমনি যেন আকাশ হইতে ধুপ্ করিয়া ধরাতলে পড়িলাম। মন অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া উঠিল ; যেন ভয়ের কালিমা-মূর্ত্তিসকল অট্টহাস্যে আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ; প্রাণ কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ফলতঃ ভাষায় এমন শব্দ পাইতেছি না, যদ্দ্বারা আমার মনের তখনকার ভাব অবিকল বর্ণন করি। কিন্তু ইহা বিলক্ষণ বোধ হয় যে, ক্রমে ক্রমে মোহ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্নপ্রায় করিয়া ফেলিল। এদিকে আকাশও আমার হৃদয়ের ন্যায় ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল, বৃহৎ একখণ্ড পর্ব্বতাকার মেঘ হূহু করিয়া বিস্তৃত হইয়া চন্দ্রমাকে ঢাকিয়া ফেলিল। তখন আর ভয়ের পরিসীমা নাই ; জলধর-দর্শনে কুরঙ্গ যেমন চকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে, তদ্রূপ আমিও অতিশয় চঞ্চল চিত্তে সম্মুখস্থ মার্গে ধাবিত হই-লাম। কিন্তু কি জন্যে দৌড়িতেছি, দৌড়াইয়াই বা কি হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। যত বেগে যাইবার চেষ্টা করি, ততই পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল। এইরূপ একবার উঠি, একবার পড়ি, কতক দূর গমন করিলাম। ক্রমে অতিশয় ভয় পাইয়া আর ছুটিতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলাম। চক্ষু মুদিত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিবেচনা হইল, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে মহামারী রাক্ষসীর কথা বলিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই মায়াবিনীর মায়ায় পড়িয়া এরূপ বিভ্রান্ত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য ! ভয়ের এক প্রকার কারণ নির্দ্দেশ হইলেও ভয়োপশম হইল না, প্রত্যুত রাক্ষসীর কথা মনে পড়াতে দ্বিগুণ ভয়ে অভিভূত হইতে লাগিলাম। এমন সময় "মহামারী মহামারী" এই শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। অমনি চমকিয়া উঠিলাম, শিরাসমূহ আন্দোলিত হইয়া উঠিল, শোণিত-গতি যেন একবার মাত্র স্তব্ধ হইয়াই পুনঃ দ্বিগুণতর বেগ ধারণ করিল ; বুকের ভিতর ধক্ ধক্ করিতে লাগিল ; ঝিন্ ঝিন্ করিয়া ঘর্ম্ম হইতে লাগিল ; কর্ণের ভিতর ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল ; সকলি শূন্য দেখিতে লাগিলাম ; নেত্রপথে যেন একটা প্রগাঢ় অন্ধকার আসিয়া আবির্ভূত হইল, তাহার

অভ্যন্তরে মৃত্যু যেন মূর্ত্তিমান হইয়া নম্ফে ঝম্ফে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। যেন একটা বিকটাকার রাক্ষসী বিকট বদন ব্যাদান করিয়া গ্রাস করে করে, অমনি পলাইব মনে করিয়া উঠিতে গিয়া সজোরে ঘুরিয়া পড়িলাম! উঃ! তৎকালের কল্পিত ভয় স্মরণ করিতেও হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

এমন সময়ে জল-কলকলের ন্যায় এক তুমুল কোলাহল শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে দণ্ডায়মান করিয়া দিল। নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখি, আমি যে পথে পড়িয়া ছিলাম, সেই পথের পার্শ্বদেশে, বঙ্গদেশের কলিকাতা, মুরশিদাবাদ, ঢাকা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি সমস্ত নগর ও গ্রাম গণ্ডগ্রামাদি সকলি আসিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। গঙ্গা, মেঘনা, দামোদর প্রভৃতি সকল নদীই প্রবাহিত হইতেছে; তথাকার সেই বৃক্ষ, সেই বন, সেই পর্ব্বত, সেই প্রান্তর, সকলি আসিয়া উপস্থিত! এমন কি, তাহার দক্ষিণপ্রান্তে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত আপনার উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার করিতেছে। আমি এই আশ্চর্য্য-দর্শন অবলোকন করিয়া এরূপ বিস্মিত হইলাম যে, তদবিকল কোন প্রকারেই প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। ফলতঃ আদি মনু একাকী মাত্র ভূমণ্ডলে আগমন করিয়া তাহার পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ও রত্নাকর-ভূধর প্রভৃতি উদার ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য রসে অভিভূত হইয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ সমধিক বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম।

অল্পে অল্পে উক্ত দেশে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তথাকার সে পূর্ব্বভাব নাই, সে শোভা নাই, সে প্রতিভা নাই, সে হর্ষ নাই, সে কিছুই নাই। সকলই যেন বিষাদ-বসনে আবৃত রহিয়াছে, সকলই এক অনির্ব্বচনীয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল মনুষ্যই বিষণ্ণ, শীর্ণ, বিবর্ণ ও অবসন্ন; সকলেরি নেত্র ছল ছল করিতেছে। দেশে কণা মাত্র শস্য নাই, খাদ্যের নামমাত্র নাই; কেবল বৃক্ষের পত্র ও নদীর জল জীবনোপায় হইয়াছে। সকলেই গৃহ বাটী ছাড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। কত লোক সপরিবারে দেশান্তরে পলায়ন করিতেছে। যাহাদের মুখ, চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত দেখিতে পান না, সেই সকল কুল-কন্যারাও পাগলিনীপ্রায় পথে আসিয়া পথিকদিগের নিকট হস্ত বিস্তারিয়া অতি ক্ষীণস্বরে ভিক্ষা চাহিতেছে, দু-নয়ন দিয়া দর দর জলধারা বহিতেছে! আহা! কে তাহাদের মুখ দেখিয়া দয়া করিবে, সকলেই আপন-জ্বালায় দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে! চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ! গ্রাম্য পশুসকল ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে রাজমার্গে ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছে। পবন যেন প্রলয়-প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তীব্র বেগে বৃক্ষসকলের মস্তক ভূপৃষ্ঠে অবনত করিয়া ফেলিতেছে, শোঁ শোঁ শব্দে ঘূর্ণায়মান হইয়া ধূলারাশিচ্ছলে যেন ধরামণ্ডলকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতেছে; মার্ত্তণ্ড যেন সহস্র গুণে প্রদীপ্ত হইয়া আগ্নেয় পর্ব্বতের

অগন্যুৎপাত-প্রবাহবৎ অগ্নিময় কিরণজাল বর্ষণ করিতেছে; দিক্‌সকল যেন রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া ঘোরতর তাণ্ডবে মত্ত হইয়াছে; শূন্য মার্গে যেন মৃত্যুর ভয়ানক ঘোরাল মূর্ত্তি এক এক বার বিলসিত হইতেছে। যেখানে যাই, সেইখানেই মানবের কাতর আর্ত্তনাদ ও ঘোরতর ভয়াবহ চীৎকার শুনিতে পাই। কোথাও বা শীর্ণদেহ শুষ্কোদর পুরুষ উরুদেশে করাঘাত করিতে করিতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও বা রমণীগণ আলুলায়িত কেশে অনাবৃত বক্ষঃস্থলে আপনার শিশু-সন্তানগুলিন্ ধারণ করিয়া এক একবার তাহাদের রোরুদ্যমান বদন অবলোকন করিতেছে, আর এক এক বার উর্দ্ধদিকে নেত্র নিক্ষেপ করিতেছে; কোথাও বা জনক-জননী সন্তানগণকে ক্ষুধানলে দহ্যমান ও মুমূর্ষু দেখিয়া "আমাদিগের অকর্ম্মণ্য দেহ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ কর" বলিয়া অনুরোধ করিতেছে; কোথাও বা বৃদ্ধ পিতা-মাতার অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া সন্তানেরা স্ব স্ব অঙ্গ কর্ত্তন করিতে উদ্যত হইতেছে; কোথাও বা গৃহস্থেরা ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইতে হইতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে; কোথাও বা স্ত্রী-পুরুষে পরস্পরের কণ্ঠধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতেই নিস্পন্দ হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে! ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্রই এইরূপ ব্যাপার। এমন স্থান নাই, যথায় কাতর-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে না, যথায় বিষম বিপর্য্যয় বিষাদজনক ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

ক্রমে এ অবস্থা আরও ভয়ানক হইয়া উঠিল। প্রতিকূল পবন কোথা হইতে দুর্গন্ধময় প্রাণহারক বাষ্প বহন করিয়া আনিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল। পথিকেরা পরস্পরের গাত্রে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। মুমূর্ষু ব্যক্তিরা কুক্কুরাদির দংশনে চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। নদীর জল মৃতদেহে সমাকীর্ণ হইল। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানেই রহিয়া গেল, আর তাহারা নড়িতে চড়িতে পারিল না, আর তাহারা নিশ্বাস ফেলিতে পারিল না, অমনি নিস্পন্দ-ভাবেই মরিয়া যাইতে লাগিল। গ্রাম্য বিহগেরা আকুল হইয়া কলরব করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন তাহারা দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছে। শকুনি হাড়্গিলা প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীরা শূন্যমার্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিতে লাগিল; মাংসলোলুপ বন্য পশুরা জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া লম্ফে ঝম্ফে বেড়াইতে লাগিল; শবশরীরসকল পচিয়া স্ফীত হইয়া বিকট আকার ধারণ করিল। গলিত মাংস হইতে এমনি ভয়ানক বাষ্প উদ্ভূত হইতে লাগিল যে, তাহার রুক্ষ গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া গগনবিহারী পক্ষীরা পর্য্যন্ত ঘুরিতে ঘুরিতে ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। মাংসভক্ষ পশুদলের মাংস খাওয়া দূরে থাকুক, বনাভিমুখে পলায়নোন্মুখ হইয়াও দৌড়িতে দৌড়িতে ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল, এবং দুই একবার বিলুণ্ঠিত হইয়া অমনি স্থির হইয়া যাইতে লাগিল।

হা! এখন আর কিছুই নাই। আর স্বভাবের প্রলয় মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, আর মানবেরা কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে না, আর পশুরা কোলাহল করিতেছে না, আর বিহঙ্গেরা কলরব করিতেছে না, সকলি থামিয়া গিয়াছে। সকল দিকই ভয়ানক নিস্তব্ধ। আহা! যে সকল প্রান্তরে কৃষাণেরা গান গাইতে গাইতে হল চালনা করিত, সেই সকল প্রান্তর অস্থিপুঞ্জে ধবলীকৃত হইয়া অতি খেদময় দর্শন ধারণ করিয়াছে। ভবনসকল হাঁ হাঁ করিতেছে। কি ভ্রূভঙ্গ-সদৃশ তরঙ্গ-বাহিনী তরঙ্গিণী, কি নানাবর্ণ-বিভূষিণী নীরদশ্রেণী, কি নির্ম্মল জলপূর্ণ জলাশয়, কি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদসমূহ, কি শ্যামল পত্র-মণ্ডিত পাদপচয়, কি শিখরশোভিত পর্ব্বতমালা, সকলই বিরূপ ভাবাপন্ন, সকলই যেন বিষাদে বিষণ্ন রহিয়াছে। প্রকৃতি দেবী যেন শোক-বসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছেন। দিবাকর সহস্র কর বর্ষণ করিয়া প্রকৃষ্ট আলোক প্রদান করিলেও চতুর্দ্দিক যেন তমঃসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হা! দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া খেদ করে এমন একটিও প্রাণী বিদ্যমান নাই, কেবল নিরানন্দ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

হা আমার প্রিয় জন্মভূমি! তোমার এ কি দশা হইয়াছে? হা আমার স্বদেশীয় ভ্রাতা সকল! তোমরা কোথায় গমন করিয়াছ? যে আমি তোমাদের সহিত একস্থানে জন্মিয়াছি, যে আমি তোমাদের সহিত লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, যে আমি তোমাদের সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি, কতই হাস্য-পরিহাস করিয়াছি; হা! সেই আমাকে তোমাদের কঙ্কালমাত্র পতিত দেখিতে হইতেছে। হা কঠিন হৃদয়! কেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছ না? হা তাত! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা অধিদেবতে! তোমরা কোথায়? হে সূর্য্য! দেখ দেখ, তুমি যে দেশের প্রান্তরে কিরণ দান করিতে, যে দেশের ক্ষেত্রের মুখ উজ্জ্বল করিতে, যে দেশের শস্য সতেজ রাখিতে, যে দেশের কমলিনী প্রফুল্ল হইয়া তোমার প্রতি কতই আনন্দ প্রকাশ করিত, সে দেশের কি বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে! হে পবন! হে অনল! হে সলিল! হে মাতঃ ধরণি! তোমরা বল, বল, আর কি আমার জন্মভূমির সৌভাগ্য-দশা ফিরিয়া আসিবে? আর কি আমার ভাইসকল শ্মশানময় প্রান্তর হইতে উঠিয়া আসিয়া মহামহোৎসবে নগর আনন্দময় করিবে? আর কি মনোহর পক্ষীগুলিন্ প্রভাতে বসিয়া লম্বিত তানে গান করিতে থাকিবে?" এই প্রকার খেদ করিতে করিতে আমার শোকাবেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া যেন হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। অমনি চমকিয়া উঠিয়া দেখি, গত রজনীতে যে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলাম, সেই শয্যায়ই পতিত রহিয়াছি। প্রভাত-সমীরণ মশারি কম্পিত করিয়া গাত্রে সুধা বরিষণ করিতেছে।